Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

37

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত-প্রবেশিকা

বা

পঞ্চম বেদের সার

শ্রীহরিপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্-এ, বি-এল্

কলিকাতা রিপণ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ; 'কবচচণ্ডী', 'বিশুদ্ধ পকেট গীতা', 'সতী-পঞ্চক' প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের সঙ্কলয়িতা

ও

শ্রীসত্যপ্রসাদ সাহিত্য-শাস্ত্রী এফ্-আর-এ-এস্ (লণ্ডন)

'সতী-পঞ্চক' ধর্ম্মগ্রন্থের সহযোগী-সঙ্কলয়িতা কর্ত্তৃক সম্পাদিত

পণ্ডিতপ্রবর—শ্রীরামরূপ বিদ্যাবাগীশ এম্-আর্-এ-এস্ (লণ্ডন)

কর্ত্তৃক পরিদৃষ্ট

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—এস্. পি. ভট্টাচার্য্য এফ্-আর্-এ-এস্ (লণ্ডন)
ভট্টাচার্য্য ব্রাদার্স
১২নং মার্কাস লেন
কলিকাতা—৭।
ফোন্ নং ৩৪-৪৮৮১

To be had of

Chief agent :—Calcutta Book Agency
7, Cornwallis Street, Calcutta—6.

Chakravertty, Chatterjee & Co., Ltd.
15, College Square, Calcutta—12.

Mahesh Library
2, Shyamacharan Dey Street, Calcutta.

Bhattacharjee Brothers
Publishers
12, Marcus Lane, Calcutta—7

মুদ্রাকর—শ্রীঅনঙ্গকুমার মুখোপাধ্যায়
চলন্তিকা প্রেস
২নং রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড
পাইকপাড়া, কলিকাতা-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

শ্রীভগবৎকৃপায় সন ১৩৩৮ সালের আষাঢ় মাসে ‘কবচ চণ্ডী বা শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধ চণ্ডী’ এবং তাহার এক মাস পরেই শ্রাবণ মাসে ‘পকেট গীতা’ এই দুইখানি ধর্ম্মগ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলাম। চণ্ডী-গ্রন্থের নিবেদনে জানাইয়াছিলাম, “ যখন টীকা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ দেবী-মাহাত্ম্যের অপেক্ষাকৃত বড় সংস্করণ ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় সম্পাদন করিতে সমর্থ হইব, তখন গীতা ও চণ্ডীর সমন্বয় সবিস্তরে যাহাতে দেখাইতে পারি তদ্বিষয়ে যত্নবান্ থাকিব” আর পকেট গীতা পুস্তকের নিবেদনে জানাইয়াছিলাম, “ নিত্য সঙ্গে রাখিবার ও পাঠের উপযোগী করিয়া এই ক্ষুদ্রাকৃতি ‘পকেট গীতা’ সম্পাদন করিলাম। ইচ্ছা আছে, মূল, সরল সংস্কৃত টীকা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ সহ অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একখানি গীতা সম্পাদন করিতে। ভগবৎকৃপায় সে ইচ্ছা পূর্ণ হইলে পূর্ব্বাভাষে গীতাসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় আরও একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।” কিন্তু অদ্যাবধি সে ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই, কারণ তদবধি ভারতবর্ষের তথা সমগ্র পৃথিবীর অবস্থা দিন দিন দ্রুতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, পরিবর্ত্তন জনসাধারণের সকল বিষয়ে ক্রমশঃ অসুবিধা ও ক্লেশবৃদ্ধির দিকে চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় স্থিরচিত্তে কোন পুস্তক সম্পাদন করা আমাদের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার, বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থ। আজকাল যে সে ধর্ম্মগ্রন্থ সম্পাদন করিতেছে বটে, কিন্তু মনে হয় এরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ-সম্পাদনে কিছু সাধনা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা স্বয়ং সাধক না হইলেও ভগবৎকৃপায় পরমসৌভাগ্যে যাঁহার পুত্র হইয়াছি তাঁহার সাধনার ফল কিছু কিছু ভোগ করিয়া থাকি। নিখিল-শাস্ত্রার্থদর্শী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূতাত্মা পরার্থপর কর্ম-যোগী সুখে দুঃখে অবিকৃতচিত্ত আমাদের প্রত্যক্ষ দেবতা পরমারাধ্য পিতৃদেব ভট্টপল্লীনিবাসী শ্রীরামরূপ বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের স্নেহাশীর্ব্বাদ ও তাঁহার অবকাশমত তাঁহার নিকট হইতে লব্ধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এতাদৃশ ধর্মগ্রন্থসঙ্কলনে আমাদের সম্বল, আর সহায় তাঁহার কৃপা যিনি সকলের সহায়, অশরণের শরণ, দীনের নাথ, সকল ভূতের হৃদয়স্থিত সেই অন্তর্যামী ভগবান্ বাসুদেব। আমরা সেই বলে বলীয়ান্ হইয়া আজ ভারত-প্রবেশিকা গ্রন্থখানি সম্পাদন করিতে সাহসী হইলাম।

এই পুস্তকপাঠে মহাভারতের একটু আস্বাদন পাইয়া পাঠক পাঠিকা-গণের যদি কাহারও চিত্তবৃত্তি অমূল্য রত্নাকর ভগবান্ ব্যাসদেব-প্রণীত ভারত-পাঠে প্রবণ হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক বোধ করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন সোদর-প্রতিম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অশেষ শাস্ত্রবিৎ শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শাস্ত্রী বিদ্যাবাচস্পতি এম্-এ, ডি-লিট্ মহোদয় এই পুস্তকের উৎকর্ষ-সাধনে যেরূপ আন্তরিক যত্ন করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

আশ্রব

শ্রীহরিপ্রসাদ শাস্ত্রী

শ্রীসত্যপ্রসাদ সাহিত্য-শাস্ত্রী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূমিকা

মহাভারতের কাল-নির্ণয়। প্রাচীন গ্রন্থাদির নিশ্চয়রূপে কালনির্ণয় করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাভ্যন্তরস্থ কোন কোন নিদর্শন দ্বারা অথবা তাম্র প্রস্তর ফলকাদির সাহায্যে অথবা ঐরূপ কোন উপায়ে আনুমানিক একটা সময় নির্ধারণ করা যাইতে পারে। মহাভারতের কালনির্ণয় সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। আঠার পর্বের মহাভারত এবং হরিবংশ সংবৎ ৫৩৫ ও ৬৩৫ অব্দের ভিতর জাবা ও বালীদ্বীপে ছিল এবং তত্রত্য প্রাচীন কবি-নামক ভাষায় তাহার ভাষান্তর হইয়াছিল। এই ভাষান্তরের আদি, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, আশ্রমবাসী, মুষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ এই আট পর্ব বালীদ্বীপে এখন পাওয়া গিয়াছে এবং তন্মধ্যে কোন কোনটী মুদ্রিতও হইয়াছে। কবি-ভাষাতে ভাষান্তরিত হইলেও উহাতে স্থানে স্থানে মহাভারতের মুল সংস্কৃত শ্লোকই রক্ষিত হইয়াছে। ঐ সমস্ত শ্লোকের ভারতে মুদ্রিত মহাভারতের শ্লোকের সঙ্গে ঠিক মিল আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় লক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত অন্ততঃ ৪৩৫ সংবতের পূর্ব্বে প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে প্রমাণ বলিয়া মানা হইত, নচেৎ বালীদ্বীপে লইয়া যাইবার কোন কারণ ছিল না।

২। চেদি সংবৎ ১৯৭ অর্থাৎ বিক্রমী ৫০২ সংবতে লিখিত গুপ্ত রাজাদের সময়ের এক শিলালিপিতে স্পষ্ট নির্দেশ আছে, মহাভারত-গ্রন্থে তৎকালে এক লক্ষ শ্লোক ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় অন্ততঃ ৫০২ সংবতের পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৩। ভাস কবির যে নাটক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই মহাভারতের আখ্যান অবলম্বনে রচিত। সুতরাং সে সময়ে মহাভারত প্রমাণ গ্রন্থ ছিল। ভাস কবি কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী ইহা নির্বিবাদ। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে ভাস কবির নাটকের এক শ্লোক পাওয়া যায়, তাহাতে ভাস কবি চাণক্যেরও পূর্ববর্ত্তী ইহা বুঝা যায়; ইহা হইতে মনে হয় ভাস কবি খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বের লোক, সুতরাং মহাভারত তাহার অনেক পূর্বে রচিত।

৪। মহাভারতে যেখানে বিষ্ণু-অবতারের বর্ণনা আছে, সেখানে বুদ্ধের নাম পর্য্যন্ত নাই এবং নারায়ণী-উপখ্যানে যেখানে দশ অবতারের নাম আছে, সেখানে হংসকে প্রথম অবতার ধরিয়া এবং কৃষ্ণের পর একেবারে কল্কির উল্লেখ করিয়া দশ সংখ্যা পূর্ণ করা হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয়, বুদ্ধ অবতাররূপে গণ্য হইবার পূর্বে মহাভারত রচিত হইয়াছে। (বুদ্ধের জন্ম ন্যূনাধিক ২৪০০ বৎসর পূর্ব্বে)।

আমরা উপরে দেখাইলাম, যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদির কাল-নির্ণয় করিবার পদ্ধতি আছে, তাহা হইতে দেখা যায় ন্যূনাধিক ২৫০০ বৎসর হইতে ৩০০০ বৎসরের মধ্যে মহাভারত রচিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা ইহা একেবারেই স্বীকার করিতে পারি না। কারণ দ্বাপরের শেষ ভাগে কলির প্রারম্ভে অর্থাৎ যুগসন্ধিকালে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়। আমরা সর্বমান্য প্রামাণিক গ্রন্থ সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতানুসারে যে গণনা দ্বারা কল্যব্দ বাহির করিয়া থাকি তাহা হইতে পাইতেছি এখন ৫০৫৪ কলিগতাব্দাঃ। তাহা হইলে আমাদের হিসাবে ন্যূনাধিক ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে মহাভারত রচিত হইয়াছে ইহা বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্তরহস্য-প্রণেতা অসাধারণ জ্যোতির্বিৎ রাঘবানন্দ শর্ম্মা বীজানয়ন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"কল্যব্দপিণ্ডাৎ ত্রিসহস্রলব্ধম্ ইত্যাদি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ কল্যব্দ = কলিগতাব্দ, ইহা শকাব্দের সহিত ৩১৭৯ যোগ করিলে পাওয়া যায়। এক্ষণে (সন ১৩৬০ সাল) শকাব্দ ১৮৭৫, সুতরাং ১৮৭৫ + ৩১৭৯ = ৫০৫৪ কল্যব্দ হইতেছে।

এ সম্পর্কে আর একটি প্রমাণ 'রাজ-তরঙ্গিণী' নামক কাশ্মীরের ইতিহাস-গ্রন্থ হইতে প্রদর্শিত হইতেছে।

"শতেষু ষট্সু সার্দ্ধেষু ত্র্যধিকেষু চ ভূতলে।
কলের্গতেষু বর্ষাণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥" রা-ত ১।৫১

অর্থাৎ কলির ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবেরা জন্মগ্রহণ করেন।

এক্ষণে (সন ১৩৬০ সাল) কলির ৫০৫৪ বৎসর অতীত হইয়াছে। এ উভয়ের অন্তর করিলে ৪৪০১ বৎসর হয়। ইহাই যুধিষ্ঠিরাদির উৎপত্তির সময়।

এই প্রমাণ হইতে মহাভারতের সময় ন্যূনাধিক ৪৫০০ বৎসর পাওয়া যাইতেছে।

উপরি লিখিত প্রমাণগুলি হইতে যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি বড়জোর ৩০০০ তিন হাজার বৎসর মহাভারতের কাল এই মতাবলম্বীদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। ৪৫০০ বৎসর হইতে ৫০০০ বৎসর মধ্যে মহাভারতের আনুমানিক কাল ইহাই আমাদের সিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টি-তত্ত্ব

আমাদের সকল পুরা-কথা-সংগ্রহে বা পুরাণ শাস্ত্রে সৃষ্টির কথার উল্লেখ আবশ্যক ইহা পুরাণের লক্ষণে নির্দ্দিষ্ট আছে। তদনুসারে আমরা এই ভূমিকায় সৃষ্টির বিষয়ের কিছু উল্লেখ করিতেছি।

আমাদের বেদে সৃষ্টি-বিষয়ক যে তত্ত্বের উল্লেখ আছে তাহার উল্লেখ অগ্রে করিয়া পৌরাণিক সৃষ্টির কথার উল্লেখ করিলাম। অগ্রে বেদের সৃষ্টি-তত্ত্বের উল্লেখের প্রধান কারণ এই, আমাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত উচ্চপদস্থ ধীমান্ কেহ কেহ আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষি-প্রণীত শাস্ত্রের মর্ম্ম যথাযথভাবে না বুঝিয়া বেদকে "চাষার গান" বলিয়া থাকেন। যাহা তথাকথিত "চাষার গান" তাহাতে সৃষ্টি-তত্ত্ব কি ভাবে উক্ত হইয়াছে এজন্য তাহার কিছু আভাস প্রদত্ত হইল, পাঠক পাঠিকাগণ তাহা দেখিলে বেদ "চাষার গান" এই কথাটী যুক্তি-সঙ্গত কি না নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবেন।

আমরা যে **'মহাভারত-প্রবেশিকা'** ধর্ম্মগ্রন্থখানি পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থাপিত করিতেছি, ইহাও বেদমূলক, অধিক কি ইহা পঞ্চম বেদ। এজন্য বেদের সৃষ্টি-তত্ত্ব অগ্রে উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

কাল-ধর্ম্মে এখন জনসাধারণ এত জড়বাদী হইয়াছেন যে, অধ্যাত্ম-দৃষ্টি তাঁহাদের একেবারে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা যে অনন্ত হইতে আসিয়াছেন, সামান্য কয়েক বৎসর যাহা অনন্তকালের তুলনায় ক্ষণকালমাত্র এখানে অবস্থান করিয়া যে অনন্তে আবার বিলীন হইবেন সে অনন্তের চিন্তা তাঁহারা একেবারেই করেন না। এই অনন্ত-সম্বন্ধিনী চিন্তার ব্যাকুলতার প্রভাবে আমাদের পুরাতন বেদজ্ঞ ঋষিগণ জগতের মূলতত্ত্ব বিষয়ে যাহা নিজেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন সেই ঈশ্বর-বিষয়ক উপলব্ধ দৃঢ় জ্ঞানের আধার হইল ঋগ্বেদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৯তম সূক্ত যাহা "নাসদীয় সূক্ত" বলিয়া বিশ্ব-বিখ্যাত সেই সূক্তের ঋষি হইতেছেন পরমেষ্ঠী প্রজাপতি, দেবতা পরমাত্মা (পরমেশ্বর)। যে-তত্ত্বের মূল সূত্র ঋগ্বেদে নাই তাহা অন্য কোথাও নাই এবং যাহা ঋগ্বেদে সংক্ষেপে কথিত তাহাই উপনিষদে ও পরবর্তী দর্শনগ্রন্থ-সমূহে শাখা-পল্লব দ্বারা বিস্তারিত হইয়াছে এই মাত্র।

এই সূক্তটীতে জগতের অগম্য মূলতত্ত্ব এবং তাহা হইতে এই বিবিধ দৃশ্য জগতের উৎপত্তির বিষয়ে যে বিচার প্রদর্শিত হইয়াছে সেরূপ প্রগল্‌ভ, স্বতন্ত্র তত্ত্বজ্ঞানের অতি সূক্ষ্ম বিচার অন্য কোন ধর্ম্মেরই মূল-গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কেবল তাহাই নহে, এইরূপ অধ্যাত্ম-বিচারে পূর্ণ এত প্রাচীন লেখাও অদ্যাপি কোথায় দেখা যায় না। এজন্য মানুষের মনের প্রবৃত্তি এই ক্ষণভঙ্গুর ও নামরূপাত্মক জগতের অতীত নিত্য ও অচিন্ত্য পরমেশ্বরের শক্তির দিকে সহজেই কিরূপ ধাবমান হয় ইহা দেখাইবার জন্য ধর্ম্ম-ইতিহাসের দৃষ্টিতেও এই সূক্তের গুরুত্ব বুঝিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত নিজ নিজ ভাষায় সূক্তটীর চমৎকার ভাষান্তর করিয়াছেন। এই সূক্তটীর মধ্যেই অতিবিস্ময়কর প্রণালীতে জগদ্বিকাশের সমুদায় গূঢ় তথ্যই নিহিত আছে। এই সূক্তটী কেবল যে সুমধুর কবিত্বের জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহা নহে; দুরূহ ও কর্কশ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যে এমন মধুর কবিতা দ্বারা গ্রথিত ও প্রকাশিত করা যাইতে পারে, এই সূক্তটী তাহারও একটী অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এই সূক্তের ঋষির অধ্যাত্মযোগবলে শুদ্ধ বুদ্ধিতে অতি-দুরূহ সৃষ্টি-তত্ত্ব বিষয়ে যে পরম সিদ্ধান্তের স্ফুরণ হইয়াছিল, সেই মহাগম্ভীর সৃষ্টি রহস্যের অতিগম্ভীর ভাষায় প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা তদীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপলব্ধ চরম সিদ্ধান্তই কত সহস্র সহস্র বৎসর পরে পাশ্চাত্ত্য দেশের হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মনীষিগণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মৌলিক শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে এই নিয়মের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। সেই ঋষি-সিদ্ধান্তিত তত্ত্বের পরে অদ্যাপি কেহ আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, পারিবার আশাও নাই।

ঐ সূক্তে প্রথম কয়েকটী মন্ত্রের পরেই ঋষি বলিয়াছেন, "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্তাধি" অর্থাৎ সর্ব্বপ্রথমে, কামনা বা ইচ্ছা বা সঙ্কল্পের আবির্ভাব হইল। এই কামনাকে মনের উৎপত্তির বীজ বা প্রথম কারণ বলা যাইতে পারে। মানুষ আমরা "মন" ও "বুদ্ধি" বলিতে যাহা বুঝি, এই কামনা হইল সেই মন ও বুদ্ধির উৎপত্তির বীজভূত। এস্থলে প্রযুক্ত "অধি" শব্দের অর্থ—সকলের অগ্রে। সৃষ্টিতত্ত্বের মূল যে স্পন্দন-বাদ ইহারও পূর্ব্বে অর্থাৎ নামরূপাকারে সৃষ্টির বিকাশেরও পূর্ব্বে এই কামনা বা সঙ্কল্প।

সৃষ্টিতত্ত্বের মূল যে স্পন্দনবাদ মাত্র (Theory of Vibration) ইহাই উক্ত পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঋষিগণের শুদ্ধবুদ্ধিতে স্ফুরিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাণের স্পন্দন যে মূলে অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেরই সংকল্প (কাম) হইতে উদ্ভূত, এইটুকু ঋষির নিজস্ব। কিন্তু ইহাই প্রকৃত রহস্য। এই কথাটুকু না বলিলে জড়জগতে জ্ঞানের মীমাংসা করা যায় না।

এই দুরূহ তত্ত্বটী আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি—উক্ত পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা দ্বারা যাহা এখন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় ঋষিগণের শুদ্ধ চিত্তে তাহার স্ফুরণ হইয়াছিল, তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যেরই সঙ্কল্প (কাম) হইতে প্রাণের স্পন্দন উদ্ভূত। ভারতীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষিগণের শুদ্ধ চিত্তের এই স্ফুরণই জড়বাদকে দূর করিয়া "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের দ্বারা সত্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাই আদিকবি ভগবান্ বাল্মীকি তাঁহার অমর মহাকাব্য রামায়ণে বলিয়াছেন—

"সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যেনাপ্যায়তে শশী।
সত্যেনামৃতমুদ্ভূতং সত্যে লোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ॥"

অর্থাৎ এক পরমেশ্বরই সূর্য্যরূপে তাপ বিকিরণ করিতেছেন, চন্দ্ররূপে পূর্ণতা লাভ করিয়া লোকের আনন্দদায়ক ও শুভ-সম্পাদক হইতেছেন, অমৃতরূপে জীবকে অমর করিতেছেন, সমগ্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বের আধাররূপে একই পরমেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। অদ্বিতীয় জ্ঞানস্বরূপ সেই পরমেশ্বরই আবার আমাদের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করিয়া আমাদিগকে বিবিধ কার্য্যে প্রতিনিয়ত প্রেরণ করিতেছেন।

ইহাই হইল ভারতবাসী আমাদের পরমেশ্বর-বিষয়ক মজ্জাগত ধারণা। এই ভাবে অনুস্যূত ভারতবাসীদের মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতভূমিতে নাস্তিক্যবাদ যে দেখা যাইতেছে ইহা বড়ই বিস্ময়জনক, বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

এ কারণ আমরা ভগবান্ ব্যাসদেব-প্রণীত পঞ্চম বেদ মহাভারত যাহা বেদমূলক অথচ সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষাকৃত সুগম, যাহা অনন্ত রত্নের ভাণ্ডার, যাহা অমৃতের আধার, তাহা হইতে কিছু কিছু রত্ন সংগ্রহ করিয়া, দুই এক বিন্দু সঞ্জীবনী সুধা লইয়া সহৃদয় পাঠকপাঠিকাদিগের নিকট উপস্থাপিত করিলাম।

বেদের দুরূহ সৃষ্টি-তত্ত্বের আভাসমাত্র উপরে দিলাম। সম্পূর্ণ "নাসদীয় সুক্তটী" উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনা করিতে হইলে ভূমিকা দীর্ঘ হইয়া পড়ে এজন্য তাহা দিলাম না। তাহার উপর জনসাধারণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারেন পঞ্চম বেদ মহাভারতের সৃষ্টি-তত্ত্ব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৌরাণিক সৃষ্টি-তত্ত্ব। প্রথমতঃ এই বিশ্ব সংসার কেবল ঘোরতর অন্ধকারে আবৃত ছিল। অনন্তর সকল পদার্থের বীজভূত এক বৃহৎ অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডমধ্যে সৃষ্টির প্রারম্ভে সনাতন, বাক্য ও মনের অতীত, বাহ্যেন্দ্রিয়ের অবিষয়ীভূত, সতত সর্ব্বত্র একরূপ, জ্যোতির্ম্ময় চিৎ-স্বরূপ জগৎ-সৃষ্টির বীজ ব্রহ্ম প্রবিষ্ট হইলেন। সেই হিরণ্য-গর্ভ অণ্ড হইতে প্রথম শরীরী প্রজাপতি ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। রজঃ সত্ত্ব তমঃ ভেদে ইঁহারই তিনটী মূর্ত্তি হইল—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র (শিব বা মহাদেব)। ব্রহ্মার বিভূতি সৃষ্টি-প্রধানা, বিষ্ণুর বিভূতি পালন-প্রধানা, রুদ্রের বিভূতি সংহার-কর্ম্ম-প্রধানা।

তৎপরে স্বায়ম্ভুব মনু, দশ প্রচেতাঃ, দক্ষ, মরীচি আদি সপ্ত ঋষি ও চতুর্দ্দশ মনু। ইঁহারা হইলেন প্রজাপতি। তৎপরে মহর্ষিগণ একতান মনে যাঁহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া থাকেন সেই অপ্রমেয় পুরুষ দশ বিশ্বদেব, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, যমজ অশ্বিনীকুমার, যক্ষ, সাধ্য, পিশাচ, গুহ্যক এবং পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। অনন্তর অনেকানেক বিদ্বান্ মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে জল, পৃথিবী, আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য, সংবৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, রাত্রি ও অন্যান্য সমস্ত বস্তু সেই অণ্ড হইতে সম্ভূত হইল। যুগক্ষয়ে অর্থাৎ প্রলয়-কালে এই সমস্ত রূপাদি বাহ্য পদার্থ, আন্তর পদার্থ অহঙ্কার ও তদ্ধর্ম্ম সুখ দুঃখাদি সমুদায়ই সেই একমাত্র পরম ব্রহ্মে লীন হইবে। স্থাবর জঙ্গম পদার্থের আর কোন চিহ্নই থাকিবে না। যেরূপ, কোন ঋতুর পর্য্যায়কালে সমুদায় ঋতু-লক্ষণ এক এক করিয়া পরিদৃশ্যমান হয়, সেইরূপ, যুগ-প্রারম্ভে জীব, জন্তু ও অন্যান্য সমস্ত পদার্থই স্ব স্ব আকার ও স্বভাব পরিগ্রহ করে। একবার প্রলয় পুনর্বার উৎপত্তি ও স্থিতি এইরূপ সংসার-চক্র নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণমান হইতেছে।

যে সকল জীব সৃষ্ট হইল তাহাদিগের থাকিবার স্থান, ত্রিবিধ রহস্য,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারি বেদ, যোগ-শাস্ত্র, বিজ্ঞান-শাস্ত্র, ধর্মার্থ-কাম-প্রতিপাদক বিবিধ শাস্ত্র, লোকযাত্রা-বিধান এই সমস্ত ভগবান্ বেদব্যাস যোগবলে অবগত ছিলেন। তিনি সনাতন অপৌরুষেয় বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া সাধারণের পাঠের জন্য মহাভারতরূপ এই পবিত্র ইতিহাস রচনা করেন। রচনা করিয়া কি প্রকারে শিষ্যদিগকে অধ্যয়ন করাইবেন, এরূপ মনে মনে চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্যাসদেবের চিন্তার বিষয় জানিতে পারিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব তাঁহাকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাকে বসিবার জন্য এক আসন প্রদান করিয়া অতি বিনীতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। হিরণ্যগর্ভ উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে বসিতে অনুমতি করিলে বেদব্যাস তাঁহার নিকটে উপবেশন করিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন্, আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সারসঙ্কলন, ইতিহাসের ও পুরাণের অনুসরণ ও ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব, ইহাদের নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম ও আশ্রম লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহাদিগের বিবরণ দিয়াছি। ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম পরিগ্রহ করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতিপবিত্র তীর্থস্থান ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি। নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধ-কৌশল, জাতিবিশেষ, লোক-যাত্রা-বিধান এই সকলেরও নিরূপণ করিয়াছি।

ব্রহ্মা তাঁহার অভিমত বিষয় অবগত হইয়া বলিলেন, বৎস, এই ভূমণ্ডলে অনেকানেক মহানুভব মুনি আছেন। কিন্তু তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বলিয়া তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তুমি জন্মাবধি সত্য বৈ কখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যা ব্যবহার কর নাই এবং সর্বদা ব্রহ্মবাদিনী বাণী মুখে উচ্চারণ করিয়া থাক, এক্ষণে যখন স্বপ্রণীত মহাভারতকে কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে তখন এই গ্রন্থ কাব্য বলিয়া পরিগণিত ও প্রখ্যাত হইবে। যেরূপ অপরাপর আশ্রম হইতে গৃহস্থাশ্রম শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তোমার এই কাব্য অন্যান্য কবির কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। যেমন মেঘ সকলের উপজীব্য, সেইরূপ এই মহাভারত উত্তরকালে সকল কবিকুলের উপজীব্য হইবে। এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন।

আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস অতি পুরাতন, পৃথিবীর অপর কোন জাতির এত প্রাচীন ইতিহাস নাই। অপৌরুষেয় বেদ ও উপনিষৎ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বমান্য ও উৎকৃষ্ট আর্য মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত এই দুইখানি গ্রন্থ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস। মহাভারতের ন্যায় রামায়ণেও কথা-প্রসঙ্গানুসারে সত্য, সন্তান-ধর্ম, মাতৃ-ধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম প্রভৃতির অতীব হৃদয়গ্রাহিণী আলোচনা আছে বটে কিন্তু মনে হয়, মহাভারতের ন্যায় সূক্ষ্ম ধর্ম্মাধর্ম্মের অনেক নীতিতত্ত্বে পূর্ণ এবং সমস্ত লোকের শীল ও সচ্চরিত্র-শিক্ষা-বিধানে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী করা মহর্ষি বাল্মীকির উদ্দেশ্য ছিল না; তাই ধর্ম্মাধর্ম্মের কার্য্যাকার্য্যের বা নীতির দৃষ্টিতে মহাভারতের যোগ্যতা রামায়ণ অপেক্ষা অধিক। মহাভারত শুধু আর্ষ কাব্য বা শুধু ইতিহাস নহে; ইহা ধর্ম্মাধর্ম্মের সূক্ষ্ম প্রসঙ্গের নির্ণয়কারী এক সংহিতা। সংহিতা বলিয়াই ভগবান্ ব্যাসদেব ধর্ম্মাধর্ম্মের এই বৃহৎ সংগ্রহ পঞ্চম বেদে কর্ম্মযোগের শাস্ত্রীয় ও তাত্ত্বিক বিচার পূর্ণ ৭০০ সাত শত শ্লোকে রচিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সন্নিবেশ করিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ সংহিতা করিয়াছেন।

ভারত ও মহাভারত এই দুই শব্দ আমরা সমানার্থক মনে করি, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। ভরতবংশীয় রাজাদিগের বিবরণ যে গ্রন্থে বর্ণিত আছে তাহাই ভারত; যেরূপ রামায়ণ ভাগবত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ। তবে ভারতকে মহাভারত বলি কেন? ইহার উত্তর মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত শেষ কয়েকটী শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে।

পুরা কিল সুরৈঃ সর্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতম্।
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা॥
তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্ "মহাভারত"মুচ্যতে।
মহত্ত্বে চ গুরুত্বে চ ধ্রিয়মাণং যতোঽধিকম্॥
মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে।

অর্থাৎ দেবতারা একত্র সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রের এক দিকে চারিবেদ ও অন্যদিকে এই ভারতসংহিতা রাখিয়া দেখিলেন, সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা ভারতসংহিতা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্বগুণে অধিক হইল তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রথমে এই ভারত-সংহিতার শ্লোক সংখ্যা ২৪০০০ চব্বিশ হাজার ছিল (আদি ১। ১০১) আর ইহার নাম "জয়" ছিল (আদি ৬২। ২০)। জয়-শব্দে ভারতীয় যুদ্ধে ধর্মপক্ষ পাণ্ডবদিগের জয় বুঝিতে হইবে! পরে সেই ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যেই অনেক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হইয়া উহাই ইতিহাস ও ধর্মাধর্ম বিচারেরও নির্ণয়কারী এত বড় গ্রন্থ মহাভারতে পরিণত হইয়াছে। আশ্বলায়ন-গৃহ্যসূত্রের ঋষিতর্পণে— "সমন্ত-জৈমিনি-বৈশম্পায়ন - পৈল-সূত্রভাষ্য-ভারত-মহাভারত-ধর্ম্মাচার্য্যাঃ" (আ. গৃ. ৩. ৪. ৪.) — ভারত ও মহাভারত এই দুই বিভিন্ন গ্রন্থের যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে তাহা হইতেও আমাদের এই অনুমান ঠিক বলিয়া মনে হয়।

'মহাভারত' এর সরল শব্দার্থ "বড় ভারত"। কেবল "ভারত" বলিলে বুঝিব ২৪০০০ চব্বিশ হাজার শ্লোকের গ্রন্থ যে খানি, আর মহাভারত হইতেছে লক্ষশ্লোকাত্মক বড় ভারত। এই প্রকার বড় ভারতের মধ্যে ক্ষুদ্র ভারতের সমাবেশ হইলে পর, ক্ষুদ্র 'ভারত' নামে স্বতন্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ না থাকায় লোকদিগের এই ধারণা হইল যে, কেবল 'মহাভারত' ই এক ভারত গ্রন্থ। এ সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমরা যে মহাভারত বর্ত্তমানে প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা মূলে এরূপ ছিল না; ভারতের বা মহাভারতের অনেক রূপান্তর হইয়াছে, এই রূপান্তরিত গ্রন্থই আমাদের বর্ত্তমান মহাভারত।

বেদব্যাস এই ভারত রচনা করিয়াই সর্ব্বাগ্রে নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান, পরে অন্য শিষ্যদিগকে পড়াইয়াছিলেন। সমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন তাঁহার এই পাঁচ শিষ্য পাঁচ বিভিন্ন ভারত-সংহিতা বা মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।

কুরুকুল-ধুরন্ধর রাজর্ষি শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ভগবান্ ব্যাসদেবের প্রসাদে অগ্নিত্রয়প্রতিম অতিবীর্য্যবান্ তিন পুত্র উৎপন্ন হয়। এই তিন পুত্র জরাগ্রস্ত হইয়া লোকান্তর গমন করিলে মহর্ষি এই পবিত্র ভারতসংহিতার প্রচার করেন। পরে ব্যাসদেব সর্পসত্রকালে অর্জ্জুনের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয় ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া স্বশিষ্য বৈশম্পায়নকে ভারত-পাঠ করিতে অনুমতি করেন। বৈশম্পায়ন আহ্নিক কর্ম সমাপনান্তে সেই মহতী সভায় ভারত-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোমহর্ষণ পুত্র সৌতি সেই সর্পসত্রে পঠিত মহাভারত মহর্ষি বৈশম্পায়নের মুখে সমস্ত শ্রবণ করিয়া নানা তীর্থাদি-দর্শন করিয়া নৈমিষারণ্যে ভৃগুবংশাবতংস কুলপতি শৌনকের পবিত্র আশ্রমে যখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, শৌনক-প্রমুখ মহর্ষিগণের প্রার্থনায় শৌনকের আরব্ধ দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞকালে অবসরানুসারে সৌতি মহাভারত পাঠ করিয়াছিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব-প্রণীত মহাভারত-পাঠের ও প্রচারের কুরুক্ষেত্রে জনমেজয়ের সর্পসত্রস্থল ও নৈমিষারণ্যে মহর্ষি শৌনকের দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞভূমি এই দুইটী মুখ্য স্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

বিষয়—	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়—	
নৈমিষারণ্যে সৌতির আগমন	১
সৌতিকে পুরাণ ইতিহাসের কথা বলিতে ঋষিগণের অনুরোধ	১
দ্বিতীয় অধ্যায়—	
জনমেজয়ের যজ্ঞ ও তদীয় ভ্রাতাদিগকে সরমার অভিশাপ	৩
আয়োদধৌম্য-শিষ্য বেদের কথা	৪
উতঙ্কের কথা	৫
জনমেজয়ের সহিত উতঙ্কের কথা	১২
তৃতীয় অধ্যায়—	
ভৃগুবংশ-বৃত্তান্ত	১৩
চ্যবনের কথা	১৩
রুরুর কথা	১৪
চতুর্থ অধ্যায়—	
আস্তীকোপাখ্যান	২০
দক্ষের জন্ম	২০
বিনতা ও কদ্রুকে কশ্যপের বরদান	২০
উচ্চৈঃশ্রবার-বর্ণ-নির্ণয় বিষয়ে বিনতা ও কদ্রুর মধ্যে পণ	২২
পুত্রগণের প্রতি কদ্রুর আদেশ ও আদেশ পালন না করায় কদ্রুর শাপ	২২
পণে পরাজিতা বিনতার কদ্রুর দাসীত্ব-স্বীকার	২৩
গরুড়ের অমৃতাহরণ	২৫
গরুড়কে নারায়ণের বরদান	২৫
ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের বিরোধ ও সখ্য-স্থাপন	২৬
গরুড় কর্ত্তৃক বিনতার দাসত্ব-মুক্তি	২৭
ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শেষ নাগকে পৃথিবী-ধারণে নিয়োগ	২৯
বাসুকিকর্ত্তৃক মাতৃদত্ত শাপমুক্তির চেষ্টা	৩০
পরীক্ষিতের প্রতি শৃঙ্গীর শাপ	৩৪
শৃঙ্গীকে পিতা শমীকের উপদেশ	৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়—	পৃষ্ঠা
শমীককর্ত্তৃক পরীক্ষিৎকে শৃঙ্গীর শাপবার্ত্তা-বিজ্ঞাপন ও রাজার অনুতাপ	৩৭
কাশ্যপ মুনির বিদ্যা প্রভাব	৩৭
হস্তিনাপুরে তক্ষকের গমন	৩৯
রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষক কর্ত্তৃক দংশন ও রাজার মৃত্যু	৩৯
জনমেজয়ের রাজ্যে অভিষেক	৩৯
পুত্রোৎপাদনার্থ জরৎকারু মুনির প্রতি পিতৃগণের আজ্ঞা	৪১
বাসুকির ভগিনীর সহিত জরৎকারু মুনির বিবাহ ও তাঁহার গর্ভে আস্তীকের জন্ম	৪৪
জরৎকারু মুনির সংসার-ত্যাগ	৪৫
জরৎকারুর সহধর্মিণীর বিলাপ	৪৬
পরীক্ষিতের সর্পসত্র	৫০
আস্তীকের প্রতি মাতার আদেশ	৫৩
আস্তীক কর্ত্তৃক সর্প-জাতির রক্ষা	৫৫
পঞ্চম অধ্যায়—	
আরুণি ও উপমন্যুর কথা	৫৬
অমৃত-মন্থন	৬১
অমৃতের জন্য দেবাসুরের বিরোধ	৬৪

বিষয়—	পৃষ্ঠা
অমৃতহরণার্থ গরুড়ের যাত্রা	৬৭
গরুড়ের জন্ম-কথা	৭২
ষষ্ঠ অধ্যায়—	
যযাতি-দেবযানী-কথা	৭৫
কচকর্ত্তৃক শুক্রাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ	৭৬
অসুরগণকর্ত্তৃক কচের হত্যা ও কচের পুনর্জীবন-লাভ	৭৬
শুক্রকর্ত্তৃক কচকে মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা-দান	৮০
শুক্রকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের সুরাপান-নিষেধ	৮০
কচের স্বর্গে গমন	৮২
দেবগণকে কচকর্ত্তৃক মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যা-দান	৮৩
শর্মিষ্ঠাকর্ত্তৃক দেবযানীকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ	৮৩
যযাতিকর্ত্তৃক দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার	৮৪
শর্মিষ্ঠাকর্ত্তৃক দেবযানীর দাসীত্ব-স্বীকার	৮৮
যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ	৯২
শুক্রের শাপে যযাতির জরাগ্রস্ততা	৯৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়— পৃষ্ঠা

যযাতি কর্ত্তৃক পুরুর রাজ্যাভিষেক ৯৪

যাদব, যবন, ভোজ, ম্লেচ্ছ-জাতির উদ্ভব ৯৫

সপ্তম অধ্যায়—

দুষ্মন্ত-শকুন্তলা-উপাখ্যান ৯৬

ভরতের জন্ম ১০৬

অষ্টম অধ্যায়—

যযাতি অবধি শান্তনু পর্য্যন্ত বংশ পরিচয় ১১৬

নবম অধ্যায়—

সত্যবতী ও ব্যাসের কথা ১১৮

ভীষ্মের কথা ১২২

মাণ্ডব্যমুনির কথা ১৪৫

দশম অধ্যায়—

ভীষ্মের শাসনাধীন কুরুজাঙ্গলের সমৃদ্ধি ১৪৮

দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক কুন্তীকে মহামন্ত্র দান ১৫১

কর্ণের জন্ম ১৫১

কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ ১৫৩

মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর বিবাহ ১৫৩

পাণ্ডুর দিগ্বিজয় ১৫৪

সস্ত্রীক পাণ্ডুর বনগমন ১৫৬

বিষয়— পৃষ্ঠা

বিদুরের বিবাহ ১৫৭

দুর্যোধনের জন্ম ১৫৮

দুঃশলার জন্ম ১৬০

পাণ্ডুর মৃগয়ার্থ বনগমন ও পাণ্ডুর প্রতি ঋষির শাপ ১৬১

সস্ত্রীক পাণ্ডুর শতশৃঙ্গে বাস ১৬৫

ব্যুষিতাশ্বের কথা ১৬৯

উদ্দালক ও শ্বেতকেতুর কথা ১৭১

কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরাদির জন্ম ১৭৪

মাদ্রীর গর্ভে নকুল-সহদেবের জন্ম ১৭৮

পাণ্ডুর মৃত্যু ১৭৯

মাদ্রীর সহমরণ ১৮১

পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ ও যুধিষ্ঠিরাদি শিশুগণকে লইয়া ঋষিগণের হস্তিনাপুরে আগমন ও পাণ্ডবদিগের পরিচয়-প্রদান ১৮২

পাণ্ডু ও মাদ্রীর প্রেতকার্য্য ১৮৩

ব্যাসদেবের আগমন ও তাঁহার পরামর্শানুসারে পুত্রবধূ অম্বিকা ও কৌশল্যাসহ সত্যবতীর বনে প্রস্থান ১৮৬

একাদশ অধ্যায়—

কৃপ ও কৃপীর জন্ম ১৮৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়—	পৃষ্ঠা	বিষয়—	পৃষ্ঠা
দ্রোণের জন্ম	১৮৮	দুর্যোধনকর্ত্তৃক কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অভিষেক	২০৪
কৃপীর সহিত দ্রোণাচার্য্যের বিবাহ	১৮৯	দ্রুপদরাজের পরাজয় ও দ্রোণকে অর্জ্জুনের প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান	২০৬
অশ্বত্থামার জন্ম	১৮৯	ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক	২০৬
পরশুরাম কর্ত্তৃক দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দান	১৯০	বারণাবতে কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে প্রেরণ	২০৭
দ্রুপদের সহিত দ্রোণের বন্ধুতা-বিচ্ছেদ	১৯০	জতুগৃহদাহ হইতে সমাতৃক পাণ্ডবগণের প্রস্থান ও বনপ্রবেশ	২০৮
প্রীতি-ভোজনে দুর্য্যোধন-কর্ত্তৃক ভীমসেনকে বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন দান	১৯৩	হিড়িম্ব রাক্ষস-বধ	২০৯
ভীমসেনের নাগভবনে অবস্থান	১৯৩	ভীমকর্ত্তৃক হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ ও ঘটোৎকচের জন্ম	২১১
ভীমসেনের নাগভবন হইতে প্রত্যাগমন ও পরিচয় দান	১৯৪	ব্যাসকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে একচক্রা নগরে রক্ষণ	২১২
কৌরব বালকদিগের নিকট দ্রোণের কৃতিত্ব-প্রদর্শন	১৯৫	বকরাক্ষস-বধ	২১৩
ভীষ্ম কর্ত্তৃক দ্রোণকে কুমারদিগের শিক্ষক-পদে নিয়োগ	১৯৬	ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্ম	২১৪
অস্ত্রশিক্ষালাভের জন্য দ্রোণকে অভীষ্ট গুরুদক্ষিণা-দানে অর্জ্জুনের প্রতিশ্রুতি	১৯৭	সমাতৃক পাণ্ডবগণের দ্রুপদ-রাজ্যে গমন	২১৫
কুমারদিগের অস্ত্রশিক্ষা-প্রদর্শন	১৯৮	ব্যাসকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পূর্ব্ব জন্ম-বৃত্তান্ত-কীর্ত্তন	২১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়—	পৃষ্ঠা
দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় অর্জ্জুনকর্ত্তৃক লক্ষ্য-ভেদ ও দ্রৌপদী-লাভ	২২২
দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্ব-বিষয়ক দ্রুপদের উদ্বেগ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক দূরীকরণ	২৩০
দ্রুপদকর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডবকে দ্রৌপদীকে সম্প্রদান	২৩০
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে বিদুরকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে দ্রুপদরাজের ভবন হইতে আনয়ন	২৩৩
পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধরাজ্য দান ও তাঁহাদের খাণ্ডবপ্রস্থে অবস্থান	২৩৫
অর্জ্জুনের দ্বাদশবর্ষ বনবাস	২৩৮
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উলুপীর পাণি-গ্রহণ	২৩৯
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক চিত্রাঙ্গদার পাণি-গ্রহণ	২৪০
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক পাঁচটী তীর্থের শুদ্ধি-সম্পাদন	২৪৩
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুভদ্রা-হরণ	২৪৬
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সুভদ্রার যথাবিধি পাণিগ্রহণ ও সুভদ্রাকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন	২৪৮

বিষয়—	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন	২৪৯
খাণ্ডবদাহ	২৫২
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক ময়দানবের প্রাণরক্ষা	২৫৩
দ্বাদশ অধ্যায়—	
কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের সভা-নির্ম্মাণার্থ ময়দানকে অনুজ্ঞা	২৫৪
কৃষ্ণের দ্বারকাবতীতে প্রত্যাগমন	২৫৬
ময়দানবকর্ত্তৃক অপূর্ব্ব সভা-নির্ম্মাণ	২৫৭
ভ্রাতৃগণের ও মন্ত্রীদিগের সহিত যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠানের পরামর্শ	২৬২
ঐ পরামর্শ জন্য কৃষ্ণকে যুধিষ্ঠিরের আহ্বান	২৬৩
কৃষ্ণের পরামর্শ	২৬৩
জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত	২৬৮
জরাসন্ধের সহিত ভীমের যুদ্ধ	২৭২
জরাসন্ধ-বধ	২৭৩
কারারুদ্ধ রাজাদিগের মুক্তি	২৭৪
জরাসন্ধ-পুত্রের রাজ্যাভিষেক	২৭৪
কৃষ্ণের দ্বারকায় প্রত্যাগমন	২৭৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়—	পৃষ্ঠা
পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়	২৭৫
শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন	২৭৬
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে উপদেশ	২৭৭
যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ	২৭৮
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভারার্পণ	২৮০
শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান	২৮১
শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদানবিষয়ে শিশুপালের আপত্তি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শিশুপালের কটূক্তি, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক শিশুপাল-বধ	২৮৪
চেদি-রাজ্যে শিশুপালের পুত্রের অভিষেক	২৮৪
যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞের নির্বিঘ্নে সমাপন	২৮৪
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবতীতে প্রত্যাবর্তন	২৮৫
ত্রয়োদশ অধ্যায়—	
যুধিষ্ঠিরের সহিত ব্যাসের সাক্ষাৎকার	২৮৬

বিষয়—	পৃষ্ঠা
কপট-দ্যূত-সভায় কৌরবগণ-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান	২৮৭
দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের পরাজয়; সকল সম্পত্তি, চারিভ্রাতা ও দ্রৌপদী পর্য্যন্ত শকুনিকর্তৃক বিজিত	২৮৭
দুঃশাসনকর্তৃক দ্রৌপদীকে সভায় আনয়ন ও তাঁহার প্রতি কটূক্তি	২৯০
যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমসেনের বিরক্তি প্রকাশ	২৯২
সভাস্থলে দুর্যোধনের ভ্রাতা বিকর্ণের ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য	২৯৩
সভাস্থলে দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করিবার জন্য দুঃশাসনের আপ্রাণ চেষ্টা	২৯৪
দ্রৌপদীকর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি ও শ্রীকৃষ্ণের অদ্ভুত করুণায় দ্রৌপদীর মানরক্ষা	২৯৬
দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের তিরস্কার	২৯৭
ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক দ্যূতে বিজিত পঞ্চপাণ্ডবকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান ও বিজিতসর্ব্বস্ব-প্রত্যর্পণ	২৯৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়—	পৃষ্ঠা	বিষয়—	পৃষ্ঠা
দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান	২৯৮	ভীষ্মের সৎপরামর্শের উত্তরে বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের ন্যায্য অংশ দিতে দুর্য্যোধনের অস্বীকার	৩২৩
কপটদ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পুনরাহ্বান, যুধিষ্ঠিরের পরাজয়, সর্ত্তানুসারে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণের বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস	২৯৯	অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে বিকর্ণের পলায়ন ও শত্রুন্তপ নিহত	৩২৫
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—		অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে কর্ণের পলায়ন	৩২৫
বিরাট নগরে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণের শেষ এক বৎসর অজ্ঞাতবাস	৩০২	অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে কৌরবগণের পলায়ন ও দুর্যোধনেরও পলায়ন	৩২৬
কীচকবধ	৩০৩	অর্জ্জুনের ঐন্দ্র সম্মোহন-অস্ত্রের প্রভাবে কৌরবদিগের সংজ্ঞাহীনতা	৩২৮
ত্রিগর্ত্তরাজ ও কৌরবগণকর্ত্তৃক বিরাটরাজ্য গোধন-হরণার্থ যুগপৎ আক্রমণ	৩০৯	ভীষ্ম কর্ত্তৃক পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মাচরণের প্রশংসা	৩২৯
ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির ভীম নকুল সহদেবের সাহায্যে বিরাটরাজকর্ত্তৃক ত্রিগর্তরাজের পরাজয়	৩১১	অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন-প্রত্যাহরণ	৩২৯
বিশাল কৌরববাহিনী-দর্শনে ভীত উত্তরকে অর্জ্জুনের আত্মপরিচয় দান ও উত্তরকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের সারথ্য-স্বীকার	৩২০	যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে বিরাটরাজকর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তরাজের পরাজয়	৩৩১
অজ্ঞাতবাস-কালাত্যয়ে অর্জ্জুনের আত্মপ্রকাশ ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক গাণ্ডীব ধনুকের জ্যানির্ঘোষ	৩২২	যুদ্ধে জয়হেতু আনন্দবশতঃ কঙ্কের সহিত বিরাটরাজের দ্যূতক্রীড়া	৩৩৩
		কঙ্কের মুখে বৃহন্নলার প্রশংসা-শ্রবণে ঐ অক্ষক্রীড়ায় মৎস্যরাজ-কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে অক্ষদ্বারা প্রহার	৩৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়—	পৃষ্ঠা
যুধিষ্ঠিরের নিকট বিরাটরাজের ক্ষমা-প্রার্থনা	৩৩৫
কৌরবদিগের পরাজয়-বিষয়ে উত্তরের নিজের কিছু কৃতিত্ব নাই ইহা পিতা বিরাটরাজের নিকট উত্তরের নিবেদন	৩৩৬
পিতার নিকট উত্তরকর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডবের ও দ্রৌপদীর পরিচয়-প্রদান	৩৩৮
যুধিষ্ঠিরের নিকট বিরাটরাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন	৩৪০
অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রাজকুমারী উত্তরাকে স্নুষার্থ গ্রহণ	৩৪১
যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অভিমন্যুর যথাবিধি বিবাহ-সম্পাদন	৩৪২
পঞ্চদশ অধ্যায়—	
পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনাদির প্রথম উৎকট পাপাচরণ	৩৪৪
পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনাদির দ্বিতীয় অত্যুৎকট পাপাচরণ	৩৪৪
পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনাদির অত্যতি উৎকট পাপাচরণ	৩৪৬
অধর্ম্মের পরাজয় ও সঞ্জয়ের নিকট ধৃতরাষ্ট্রের বিলাপ	৩৪৮
যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক দুর্গাস্তব	৩৫০
যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ	৩৫২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারত-প্রবেশিকা

প্রথম অধ্যায়

একদা নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনক দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহর্ষিগণ দৈনন্দিন কর্তব্য সাধন করিয়া সুখে সমাসীন আছেন, এমন সময়ে লোমহর্ষণপুত্র নিখিল পুরাণবিৎ সৌতি সেখানে বিনীতভাবে উপস্থিত হইলেন। ঋষিগণ পুরাণের অতিপবিত্র অত্যাশ্চর্য্য কথা-শ্রবণ মানসে সৌতির চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। উগ্রশ্রবাঃ সৌতি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের তপস্যার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও অভ্যাগতকে যথাবিধি অভিবাদনপূর্ব্বক উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিয়া আপনারা যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। সৌতি আসনে উপবিষ্ট হইলে ঋষিগণ তাঁহাকে বিশ্রান্ত দেখিয়া তিনি কোথা হইতে আসিতেছেন ও এতকাল কোন্ কোন্ স্থানেই বা পর্য্যটন করিয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

[নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের আশ্রমে সৌতির আগমন ও মহাভারত কথা বলিবার জন্য মহর্ষিগণের সৌতিকে অনুরোধ]।

সৌতি বলিলেন, হে তপোনিষ্ঠ মহর্ষিগণ, আমি পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুনের প্রপৌত্র রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে[১] গিয়াছিলাম। সেখানে ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়নের মুখে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্তা অতি-পবিত্রা নিখিলপাপনাশিনী মহাভারতীয়-কথা শ্রবণ করিবার পর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া নানা পবিত্র তীর্থদর্শন ও শংসিতব্রত ভিন্ন ভিন্ন মুনিগণের আশ্রম অবলোকন করিয়া পবিত্র সমন্তপঞ্চকতীর্থে (ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে) উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথা হইতে আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ আপনাদের চরণ প্রান্তে আসিয়াছি। এখন দেখিতেছি, আপনারা নিত্যযজ্ঞ সমাধানান্তে অতিপূত মনে আসনে উপবিষ্ট আছেন। অনুমতি করুন, ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিকী কথা, কি ভূপতিগণের ইতিহাস অথবা ঋষিগণের ইতিহাস ইহাদিগের মধ্যে কি বর্ণন করিব। ঋষিগণ বলিলেন—ভগবান্ বেদব্যাস যে ইতিহাস বলিয়াছেন ও তাঁহার শিষ্য বৈশম্পায়ন সর্পসত্রে রাজা জনমেজয়ের নিকট যাহা কীর্ত্তন করিয়াছেন, আমরা সকলেই সেই ইতিহাস শ্রবণ করিবার জন্য অত্যন্ত উৎসুক। কারণ যাহা সকল উপাখ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ ও নানাশাস্ত্রের সার সঙ্কলন করিয়া রচিত ও যাহা জ্ঞানের একমাত্র সীমা বেদশাস্ত্রের অনুগত ও যাহাতে শাস্ত্রের মত ও লৌকিক আচার ব্যবহারের রীতিনীতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে, যাহা সকল শাস্ত্রের নীতিগ্রন্থের ও সদাচার-প্রামাণ্যের এক অতুলনীয় উপজীব্য[১] গ্রন্থ, যাহাতে অধ্যাত্ম-বিষয়ক মীমাংসা বিশদভাবে প্রদত্ত হইয়াছে ও যাহাকে মনীষিগণ **পঞ্চম বেদ** বলিয়া থাকেন আর যাহা ভরতবংশীয় রাজাদের অসাধারণ চরিত্রাবলীর পরিচায়ক ইতিহাস বলিয়া যাহার নাম মহাভারত হইয়াছে, ভগবান্ ব্যাসদেব-প্রণীত সেই পবিত্র পাপনাশিনী ইতিহাস-কথা শুনিবার জন্য আমরা সকলে অত্যন্ত আগ্রহান্বিত।

মহর্ষিগণের প্রার্থনায় সৌতি নৈমিষারণ্যে কুলপতি শৌনকের দ্বাদশ-বার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে এই পবিত্র ভারতীয় কথা বর্ণন করিয়াছিলেন। সত্যবতী-নন্দন ব্যাসদেব তপোবলে দুরূহ সনাতন বেদশাস্ত্রের সারোদ্ধার করিয়া এই পবিত্র ইতিহাস-শাস্ত্র রচনা করেন। এই মহাভারতরূপ দিবাকর মানবের একমাত্র লক্ষ্য ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুবর্গের সাধারণের সুবোধ ভাষায় কীর্ত্তন দ্বারা জীবলোকের মোহান্ধকার দূরীভূত করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

[কুরুক্ষেত্রে জনমে-জয়ের যজ্ঞ ও দেবশুনী সরমার অভিশাপ]

উগ্রশ্রবাঃ সৌতি বলিলেন, কুরুক্ষেত্রে পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয় ভ্রাতৃগণ-সমভিব্যাহারে এক বহু-বর্ষসাধ্য সত্রের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তাঁহার তিন সহোদর শ্রুতসেন, উগ্রসেন ও ভীমসেন। সেই যজ্ঞানুষ্ঠানকালে একটা কুকুর তথায় উপস্থিত হইল। জনমেজয়ের ভ্রাতৃগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রহার করিলে, সে কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁর মায়ের কাছে গেল। তাহার মা সরমা তাহার কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, "রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে আমি গিয়াছিলাম, রাজার ভ্রাতারা অকারণে আমাকে প্রহার করিয়াছেন।" তাহা শুনিয়া দেবশুনী[1] সরমা অতিদুঃখিতা হইয়া যজ্ঞস্থানে গিয়া সক্রোধে বলিল, আমার পুত্র তোমাদের কাছে কিছুমাত্র অপরাধ করে নাই, যজ্ঞের হবিঃ অবেক্ষণ বা অবলেহন করে নাই, তোমরা কি জন্য তাহাকে প্রহার করিয়াছ, বল। তাঁহারা কিছুই প্রত্যুত্তর দিলেন না। তখন সরমা রাজার ভ্রাতাদের লক্ষ্য করিয়া জনমেজয়কে বলিল, **যেহেতু তোমরা অনপকারী নিরপরাধ আমার পুত্রকে প্রহার করিয়াছ, তজ্জন্য অতর্কিত ভয় তোমাদিগকে আক্রমণ করিবে।** জনমেজয় দেবশুনীর এইরূপ অভিশাপ শুনিয়া নিরপরাধের প্রতি হিংসা হিংসকের সদ্যঃ দুঃখজনক ইহা বুঝিয়া অত্যন্ত ভীত ও ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইলেন।

অনন্তর সেই যজ্ঞসমাপনান্তে রাজা হস্তিনাপুরে আসিয়া বলায়ুঃ-প্রাণ-নাশিনী শাপরূপা দেবতার প্রশমনের জন্য এক সুযোগ্য পুরোহিতের অনুসন্ধান করিতে প্রযত্নবান্ হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[অভিশাপ-খণ্ডনার্থ জনমেজয়ের পুরোহিতের অনুসন্ধান]

একদা মৃগয়ার্থ নির্গত হইয়া জনমেজয় নিজ রাজ্যের অন্তর্গত অরণ্যের মধ্যে এক আশ্রম দর্শন করিলেন। তথায় শ্রুতশ্রবাঃ নামে এক ঋষি বাস করিতেন। তাঁহার সোমশ্রবাঃ নামে এক পুত্র ছিল। জনমেজয় ঋষি-পুত্রকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া ঋষিকে প্রণামপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্, আপনার এই পুত্র আমার পুরোহিত হউন। তাহা শুনিয়া শ্রুতশ্রবাঃ বলিলেন, আমার এই পুত্র অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, ইনি মহাতপস্বী অধ্যয়ননিরত ও মদীয় তপোবীর্য্যসম্পন্ন। মহাদেবের অভিশাপ ব্যতীত আপনার সমুদয় পাপ শান্তি করিতে ইনি পারিবেন। কিন্তু ইঁহার একটি নিগূঢ় ব্রত আছে যে, যদি কোন ব্রাহ্মণ ইঁহার নিকট কোন বিষয় প্রার্থনা করেন ইনি তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া থাকেন। যদি ইহাতে সাহস হয়, তবে ইঁহাকে লইয়া যান। জনমেজয়, ঋষির কথায় সম্মত হইয়া ঋষি-পুত্র সোমশ্রবাঃকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, আমি এই মহাত্মাকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছি, ইনি যখন যাহা অনুজ্ঞা করিবেন তোমরা অবিচারিতভাবে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করিবে, কিছুতেই যেন তাহার ব্যতিক্রম না হয়। সহোদরদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া তিনি তক্ষশিলায়[২] প্রস্থান করিলেন ও অনতিবিলম্বেই সেই প্রদেশ আপন অধিকারে আনিলেন।

[আয়োদধৌম্যের ভক্ত শিষ্য বেদের কথা]।

প্রসঙ্গক্রমে একটি উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতেছে। আয়োদধৌম্য-নামক এক ঋষি ছিলেন। উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটী শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে বেদের বিষয় এখানে বলিতেছি। উপাধ্যায় বেদকে আদেশ করিলেন, বৎস বেদ, তুমি আমার গৃহে থাকিয়া কিছুকাল আমার শুশ্রূষা কর, তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। বেদ গুরুর বাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিরোধার্য্য করিয়া গুরু-শুশ্রূষায় রত হইয়া বহুকাল গুরু-গৃহে বাস করিলেন। গুরু যখন যাহা নিয়োগ করিতেন, তিনি শীত উত্তাপ ক্ষুধা প্রভৃতি অশেষ ক্লেশ গণনা না করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তৎক্ষণাৎ তাহার অনুষ্ঠান করিতেন, কখন কোন বিষয়ে অবহেলা করিতেন না। উপাধ্যায় তাঁহার এইরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও সদাচারে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তখন বেদ গুরুর প্রসাদে শ্রেয়ঃ ও সর্বজ্ঞতা লাভ করিলেন।

অনন্তর বেদ উপাধ্যায়ের অনুমতিক্রমে গুরুকুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারও তিনটী শিষ্য হইল। গুরুকুল-বাসের দুঃখ তাঁহার মনে সর্বদা জাগরূক ছিল। এ কারণ তিনি শিষ্যদিগকে কোন কার্য্যে নিয়োগ অথবা আত্মশুশ্রূষা করিতে দিতেন না, শিষ্যদিগকে ক্লেশ দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন।

[বেদের শিষ্য উতঙ্কের গুরু-ভক্তি]

কিয়ৎকাল পরে রাজা জনমজেয় ও পৌষ্য নামক অপর এক ভূপতি বেদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উপাধ্যায়-পদে বরণ করিলেন। একদা তিনি কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে প্রস্থান করিবার কালে উতঙ্কনামক শিষ্যকে আদেশ করিলেন, বৎস, আমার অনবস্থান কালে আমার গৃহে যে কোন বিষয়ের অসদ্ভাব হইবে, তাহা তুমি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবে। উতঙ্ককে এইরূপ আদেশ দিয়া বেদ প্রবাসে গমন করিলেন। উতঙ্ক গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন।

একদিন উপাধ্যায়ানী উতঙ্ককে আহ্বান করিয়া ধর্মবিগর্হিত কার্য্য সম্পাদন করিতে বলিলেন। উতঙ্ক গুরুপত্নীর অধর্ম্য কথা উপেক্ষা করিলেন। কিয়ৎকাল পরে উপাধ্যায় প্রবাস হইতে গৃহে আগমন করিয়া উতঙ্কের সদাচারের কথা আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহাকে বলিলেন, বৎস উতঙ্ক, তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব, বল। তুমি ধর্মতঃ আমার শুশ্রূষা করিয়াছ, তাহাতে আমি অতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব এক্ষণে তোমাকে অনুজ্ঞা করিতেছি তোমার সকল মনোরথ সফল হউক, গৃহে গমন কর। গুরুর কথা শুনিয়া উতঙ্ক বলিলেন, ভগবন্, আমি গুরুদক্ষিণা দিতে ইচ্ছা করি, কারণ শাস্ত্রে আছে যে, যিনি দক্ষিণা গ্রহণ না করিয়া শিক্ষাদান করেন ও যে ব্যক্তি দক্ষিণা না দিয়া অধ্যয়ন করে, উভয়েরই অধর্ম হয়। অতএব অনুমতি করিলে আপনার ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা আহরণ করি। উতঙ্কের দক্ষিণা-গ্রহণ-প্রার্থনা-সিদ্ধিবিষয়ে সবিশেষ অনুরুদ্ধ হইলে উপাধ্যায় বলিলেন বৎস উতঙ্ক, গুরুদক্ষিণা আহরণ করিব বলিয়া আমাকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতেছ, অতএব তোমার উপাধ্যায়ানীকে বল, তাঁহার যেরূপ অভিরুচি সেইরূপ দক্ষিণা আহরণ কর। উতঙ্ক গুরুর আদেশানুসারে গুরুপত্নীকে বলিলেন, মাতঃ, গৃহে যাইতে উপাধ্যায় আমাকে অনুমতি দিয়াছেন, এক্ষণে আপনার অভিলষিত গুরুদক্ষিণা দিয়া ঋণ-মুক্ত হইতে ইচ্ছা করি। বলুন, কি দক্ষিণা আপনার অভিপ্রেত। উপাধ্যায়ানী বলিলেন, বৎস, পৌষ্য রাজার ধর্মপত্নী যে কুণ্ডলদ্বয়[৪] ধারণ করিয়াছেন তাহা আনয়ন করিয়া আমাকে দাও। আগামী চতুর্থ দিবসে এক ব্রত উপলক্ষে মহাসমারোহ হইবে; সেইদিন ঐ কুণ্ডল ধারণ করিয়া নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদিগকে পরিবেষণ করিব, অতএব তুমি সত্বর গমন কর, ইহা করিতে পারিলে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে, অন্যথা মঙ্গল হওয়া সু-কঠিন।

উতঙ্ক গুরুপত্নীর কথা শুনিয়া কুণ্ডলাহরণের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে এক বৃহৎ বৃষ দেখিতে পাইলেন। ঐ বৃষে বৃহদাকৃতি এক পুরুষ আরূঢ়। তিনি উতঙ্ককে বলিলেন, উতঙ্ক, এই বৃষের পুরীষ[৫] ভক্ষণ কর। উতঙ্ক অসম্মত হওয়ায় তিনি পুনর্বার বলিলেন, উতঙ্ক, তুমি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া পুরীষ ভক্ষণ কর। পূর্ব্বে তোমার উপাধ্যায় বেদ ইহার পুরীষ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তখন উতঙ্ক ঐ বৃষের মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। অনন্তর সত্বর আচমন করিতে করিতে সসম্ভ্রমে প্রস্থান করিলেন এবং পৌষ্যের সন্নিধানে গিয়া আশীর্বাদপূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ, আমি যাচকভাবে আপনার নিকট অভ্যাগত হইয়াছি। রাজা তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, ভগবন্, এ দাস আপনার কি উপকার করিবে বলুন। উতঙ্ক বলিলেন, মহারাজ, আপনার মহিষী যে কুণ্ডল ধারণ করেন, গুরুদক্ষিণা প্রদান বাসনায় আমি আপনার নিকট সেই কুণ্ডলের প্রার্থী। পৌষ্য বলিলেন, মহাশয়, অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণীর নিকট তাহা প্রার্থনা করুন। তদনুসারে উতঙ্ক অন্তঃপুরে যাইলেন কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও মহিষীকে দেখিতে পাইলেন না। উতঙ্ক বিফলমনোরথ হইয়া অন্তঃপুরের বাহিরে আসিয়া পৌষ্যকে বলিলেন, মহারাজ, আমার প্রতি এরূপ মিথ্যা আচরণ করা আপনার উচিত হয় নাই। মহিষী অন্তঃপুরের কোথাও নাই। পৌষ্য ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহাশয়, বোধ হয় আপনি অশুচি আছেন মনে করিয়া দেখুন। আমার গৃহিণী অতিপতিব্রতা, অপবিত্র থাকিলে কেহই তাঁহার দর্শন পায় না। ইহা শুনিয়া উতঙ্ক সমুদায় স্মরণ করিয়া বলিলেন, আমি আসিবার সময়ে পথে বৃষ-পুরীষ ভক্ষণ করিয়া সত্বর উঠিয়া যাইতে যাইতে আচমন করিয়াছিলাম। পৌষ্য প্রত্যুত্তর করিলেন, মহাশয়, ইহাই আপনার ব্যতিক্রম হইয়াছে। **উত্থানাবস্থায় বা গমন-কালে আচমন করা আর না করা উভয়ই তুল্য।** তখন উতঙ্ক প্রাঙ্মুখে[৬] উপবেশন এবং হস্ত পাদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া যথাবিধি তিনবার আচমন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং রাজমহিষীকে দেখিতে পাইলেন। রাজমহিষী তাঁহাকে দেখিবামাত্র সত্বর উত্থিত হইয়া অভিবাদন করিলেন এবং স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, ভগবন্, এ কিঙ্করী[৭] আপনার কি করিবে, আজ্ঞা করুন।

[পৌষ্য রাজমহিষীর সহিত উতঙ্কের সাক্ষাৎকার ও কুণ্ডল লাভ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উতঙ্ক বলিলেন, গুরুদক্ষিণা দিবার জন্য তোমার নিকট কুণ্ডল ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। রাজমহিষী প্রসন্নচিত্তে বেদকে সৎপাত্রবোধে তৎক্ষণাৎ কর্ণ হইতে উন্মোচনপূর্ব্বক কুণ্ডলদ্বয় তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, নাগরাজ তক্ষক আগ্রহাতিশয়সহকারে ইহা প্রার্থনা করেন। অতএব সাবধানে লইয়া যাইবেন। উতঙ্ক বলিলেন, তুমি কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, তক্ষক আমার কিছুই করিতে পারিবে না।

[রাজা পৌষ্যের প্রতি উতঙ্কের অভিশাপ]

উতঙ্ক সফলমনোরথ হইয়া অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। রাজা বলিলেন, ভগবন্, সকল সময়ে সুপাত্র সমাগম হয় না। আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত হইয়াছেন। ইচ্ছা হয় আতিথ্য করি, সময় নির্দে'শ করুন। উতঙ্ক বলিলেন আমি এখনই প্রস্তুত আছি, অন্ন আনয়ন করুন। রাজা তদীয় আদেশানুসারে অন্ন উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে উপযোগ[৮] করিতে দিলেন। উতঙ্ক সেই অন্ন শীতল ও কেশসংস্পর্শে অশুচি দেখিয়া বলিলেন, **তুমি আমাকে দূষিত অন্ন ভোজন করিতে দিয়াছ, অতএব অন্ধ হইবে।**

[উতঙ্কের প্রতি রাজা পৌষ্যের প্রত্যভিশাপ]

পৌষ্য এইরূপ অভিশাপ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তুমি অদুষিত অন্নে দোষারোপ করিলে, অতএব **তোমার বংশলোপ হইবে।** উতঙ্ক বলিলেন, অশুচি অন্ন ভক্ষণ করিতে দিয়া পুনর্বার প্রতিশাপ দিতেছ ইহা তোমার অতি অকর্ত্তব্য। বরং তুমি অন্নের দোষ প্রত্যক্ষ কর। পৌষ্য অন্নের অশুচিত্ব স্বচক্ষে দেখিলেন। পরে উতঙ্কের নিকট তাঁহার অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং যাহাতে তিনি তাঁহার অভিশাপে অন্ধ না হন সে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে বলিলেন। তখন উতঙ্ক বলিলেন, দেখ, **আমার বাক্য মিথ্যা হইবার নহে সুতরাং একবার অন্ধ ও অনতিবিলম্বে চক্ষুষ্মান্ হইবে সন্দেহ** নাই। কিন্তু তুমি যে শাপ দিয়াছ তাহা হইতে আমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্ত কর। পৌষ্য বলিলেন, এখনও আমার ক্রোধের উপশম হয় নাই, অতএব শাপ উপসংহার করিতে পারি না। আর অপনি কি জানেন না যে, ব্রাহ্মণের হৃদয় নবনীতের ন্যায় সুকোমল ও বাক্য খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত তীক্ষ্ণ; ক্ষত্রিয়দিগের উভয়ই বিপরীত, সুতরাং আমি স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণতা বশতঃ এক্ষণে প্রদত্ত শাপের অন্যথা করিতে পারিব না। তখন উতঙ্ক বলিলেন, **তোমার শাপ যখন সত্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে তখন অভিশাপ কার্য্যকর হইবে না ইহা সুনিশ্চিত।** এই বলিয়া উতঙ্ক নির্ভয়ে কুণ্ডলদ্বয় লইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

[নগ্ন ক্ষপণক রূপী তক্ষক কর্তৃক উতঙ্কের কুণ্ডলা-পহরণ ও উতঙ্কের তক্ষকের পশ্চাৎ ধাবন]

পথিমধ্যে দেখিলেন এক নগ্ন" ক্ষপণক আসিতেছে, কিন্তু সে মধ্যে মধ্যে অদৃশ্য হইতেছে। উতঙ্ক সেই সময়ে কুণ্ডলদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া স্নান তর্পণাদির জন্য সরোবরে গমন করিলেন। ইত্যবসরে ক্ষপণক নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সত্বর আসিয়া কুণ্ডলদ্বয় অপহরণ করিয়া পলাইল। উতঙ্ক স্নানাহ্নিক সমাপনান্তর কুণ্ডলদ্বয় দেখিতে না পাইয়া প্রবলবেগে সেই ধাবমান ক্ষপণকের অনুধাবন করিলেন। ক্ষপণকের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ক্ষপণক তাহার ক্ষপণক-রূপ ত্যাগ করিয়া তক্ষকরূপ পরিগ্রহ করিল এবং অকস্মাৎ ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া তাহার সম্মুখে এক বৃহৎ গর্ত সমুৎপন্ন হইল! তক্ষক সেই গর্ত্ত দিয়া নাগলোকে স্বীয়ভবনে গমন করিলেন। তখন উতঙ্ক পৌষ্য-মহিষীর কথা স্মরণ করিয়া প্রাণপণে তক্ষকের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। উতঙ্কের সাহায্যার্থ ইন্দ্র, যে বজ্রাস্ত্রকে উতঙ্কের দন্তকাষ্ঠে অনুপ্রবিষ্ট হইতে বলিয়াছিলেন সেই বজ্রানুপ্রবিষ্ট কাষ্ঠদণ্ডদ্বারা গর্ত্তদ্বার বিস্তীর্ণ করিয়া উতঙ্ক রসাতলে প্রবেশ করিলেন। দেবগৃহ, সুন্দর সুন্দর ধনবান্‌দিগের গৃহ এবং নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুকে রমণীয় স্থানে পরিশোভিত সেই নাগলোক দেখিলেন। তখন উতঙ্ক নাগগণের অনেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকার স্তুতি করিলেন। তাহাতেও কুণ্ডলদ্বয় যখন পাইলেন না তখন অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, দুইটী স্ত্রীলোক সুন্দর তন্ত্রে বস্ত্র বয়ন করিতেছে। তন্ত্রের সূত্রগুলি শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ আর দেখিলেন দ্বাদশ অরসংযুক্ত একখানি চক্র ছয়টী শিশুকর্ত্তৃক পরিবর্ত্তিত হইতেছে। আর একজন পুরুষ ও মনোহর একটী অশ্ব দেখিতে পাইলেন। এইসব দেখিয়া তিনি সকলকেই স্তব করিতে লাগিলেন।

[উতঙ্কের কুণ্ডল পুনঃ প্রাপ্তি ও উপাধ্যায়কে দক্ষিণা দান]

স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সেই পুরুষ উতঙ্ককে বলিলেন, তোমার স্তবে প্রসন্ন হইয়াছি; তোমার কি উপকার করিব বল। উতঙ্ক বলিলেন, ভগবন্, নাগগণ আমার বশবর্ত্তী হয় ইহাই আমার প্রার্থনা। তখন সেই পুরুষ বলিলেন, আচ্ছা, তুমি এই অশ্বের অপানদেশে[১০] ফুৎকার প্রদান কর। উতঙ্ক তাহা করিলে অশ্বের শরীর প্রধূমিত হইয়া উঠিল আর ইন্দ্রিয়রন্ধ্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে সমস্ত নাগলোক সন্তপ্ত হইলে তক্ষক অগ্ন্যুৎপাত ভয়ে ভীত ও ব্যাকুলিত হইয়া কুণ্ডলদ্বয় লইয়া বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং উতঙ্ককে কুণ্ডলদ্বয় প্রত্যর্পণ করিলেন। উতঙ্ক কুণ্ডল পাইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ গুরুপত্নীর ব্রতোপলক্ষে সমারোহ হইবে। আমি অতি দূরে আছি, কিরূপে আজ যথাসময়ে সেখানে গিয়া উপাধ্যায়ানীকে ঐ কুণ্ডল দিয়া তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিতে পারিব। উতঙ্ককে চিন্তাকুল দেখিয়া ঐ পুরুষ উতঙ্ককে বলিলেন, তুমি আমার এই অশ্বে আরোহণ কর, যথাসময়ে অভীষ্টস্থানে পৌছিবে। তাঁহার আদেশানুসারে সেই অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে গুরুগৃহে উপস্থিত হইয়া উপাধ্যায়ানীকে অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহার হস্তে কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ করিলেন। উপাধ্যায়ানী অত্যন্ত প্রীতা হইয়া উতঙ্ককে চিরজীবী ও চিরসুখী হও এই আশীর্ব্বাদ করিলেন। তদনন্তর উতঙ্ক উপাধ্যায়কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিবাদনপূর্ব্বক সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাঁহার দৃষ্ট ঘটনাবলীর গূঢ় মর্ম তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বুঝাইয়া দিতে বলিলেন।

[নাগলোকে দৃষ্ট দুর্ব্বোধ ঘটনাগুলির ভক্তশিষ্য উতঙ্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায় বেদের ব্যাখ্যা]

উতঙ্কের প্রার্থনায় উপাধ্যায়ে বলিলেন—তুমি যে দুইটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছ, তাঁহারা পরমাত্মা ও জীবাত্মা। দ্বাদশ অরযুক্ত[১১] চক্রটী সংবৎসর। শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ তন্তু দিবারাত্রি। ছয়টী কুমার ছয়টী ঋতু। পুরুষটি পর্জ্জন্য[১২]। অশ্বটী অগ্নি। পথিমধ্যে যে বৃষভ দেখিয়াছ তিনি নাগরাজ ঐরাবত। আর অশ্বারূঢ় পুরুষটী দেবরাজ ইন্দ্র। পুরীষ অমৃত। সেই অমৃত ভক্ষণ করিয়াছিলে বলিয়াই নাগলোকে পরিত্রাণ পাইয়াছ। ভগবান্ ইন্দ্র আমার সখা। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন, নতুবা নাগলোক হইতে কুণ্ডল লইয়া আগমন করা দুষ্কর হইত। এক্ষণে তোমাকে অনুমতি দিতেছি, তুমি গৃহে গমন কর এবং আশীর্ব্বাদ করিতেছি সর্বতোভাবে তোমার শ্রেয়ঃ হউক।

[উতঙ্কের হস্তিনাপুরে রাজা জনমেজয়ের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাঁহাকে সর্পসত্রের জন্য উত্তেজনা]

উতঙ্ক উপাধ্যায়ের অনুজ্ঞা লইয়া তক্ষকের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাহার প্রতীকার-সঙ্কল্পে হস্তিনাপুরে[১৩] গমন করিলেন এবং অমাত্যগণে পরিবৃত[১৪] রাজা জনমেজয়ের সহিত সমাগত হইলেন। উতঙ্ক অবসর বুঝিয়া জনমেজয়কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, মহারাজ, প্রকৃত কার্য্যে অনাস্থা করিয়া বালকের ন্যায় সামান্য কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন।

জনমেজয় উতঙ্কের যথোচিত সৎকার[১৫] করিয়া বলিলেন, দ্বিজোত্তম, আমি অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া রাজধর্ম প্রতিপালন করিতেছি। এক্ষণে আপনি কি নিমিত্ত আসিয়াছেন, আজ্ঞা করুন। উতঙ্ক বলিলেন, মহারাজ, আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি উহা আপনারই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ত্তব্য কর্ম। দুরাত্মা তক্ষক আপনার পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছিল। এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করুন। ঐ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কাল উপস্থিত হইয়াছে, অতএব হে মহারাজ, আপনার পিতৃবৈরী তক্ষককে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করুন। সেই দুরাত্মা বিনা দোষে আপনার পিতাকে দংশন করিয়াছিল, তাহাতেই তিনি বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। বলদৃপ্ত পন্নগাধম[১৩] তক্ষক বিনা অপরাধে আপনার পিতার প্রাণসংহার করিয়া কি দুষ্কর্ম করিয়াছে, একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখুন। কাশ্যপ বিষচিকিৎসা দ্বারা রাজর্ষি-বংশরক্ষক দেবোপম মহারাজ পরীক্ষিতের প্রাণরক্ষা করিতে আসিতেছিলেন, পথিমধ্যে পাপাধম তক্ষক পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করে; অতএব মহারাজ, অবিলম্বে সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া ঐ পাপাশয়কে প্রদীপ্ত হুতাশনে[১১] আহুতি প্রদান করুন। তাহা হইলে আপনার পিতার বৈরনির্যাতন এবং আমারও অভীষ্ট সাধন হইবে সন্দেহ নাই। মহারাজ, আমি গুরুদক্ষিণা আহরণ করিতে গিয়াছিলাম, ঐ পাপিষ্ঠ পথিমধ্যে আমার যথেষ্ট বিঘ্ন অনুষ্ঠান করিয়াছিল।

রাজা জনমেজয় তাহা শুনিয়া তক্ষকের প্রতি অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইলেন। যেমন ঘৃতসংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, উতঙ্কের বাক্যে রাজার ক্রোধানল সেইরূপ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। তখন জনমেজয় অতিদুঃখিত হইয়া উতঙ্ক সমক্ষে পিতার স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীয় অমাত্য-বর্গকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং উতঙ্ক-মুখে পিতৃবধ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অবধি শোকে ও দুঃখে নিতান্ত আক্রান্ত ও একান্ত অভিভূত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

ভৃগুবংশবৃত্তান্ত

কুলপতি শৌনক ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত শুশ্রূষু হওয়ায় সৌতি মহর্ষি শৌনককে বলিলেন—

বিশ্রুত[১] ভৃগুবংশ দেবগণ ও ঋষিগণের পূজনীয়। কথিত আছে, স্বয়ং ব্রহ্মা বরুণের যজ্ঞ করিতেছিলেন, সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে মহর্ষি ভৃগু সমুত্থিত হন। ভৃগুর পুত্র চ্যবন পিতার অতি প্রিয় ছিলেন। চ্যবনের ঔরসে সুকন্যার গর্ভে প্রমতি নামে চ্যবনের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। প্রমতি পরম ধাৰ্ম্মিক ও তেজস্বী ছিলেন।

ঘৃতাচীর গর্ভে প্রমতির রুরু নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রুরুর ঔরসে প্রমদ্বরার গর্ভে আপনার প্রপিতামহ শুনক জন্মগ্রহণ করেন। মহর্ষি শুনক তপোনিষ্ঠ, ব্রহ্মবিত্তম, যশস্বী, শমাদিমান্ ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন।

শৌনক বলিলেন, হে সূতনন্দন, ভৃগুপুত্রের নাম চ্যবন কেন হইয়াছিল?

চ্যবনের কথা] সৌতি বলিলেন—ভৃগুর পুলোমা নাম্নী পরম সুন্দরী প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। একদা তাঁহার গর্ভাবস্থায় তাঁহাকে আশ্রমে রাখিয়া ভৃগু স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে পুলোমা নামক এক মায়াবী রাক্ষস তাঁহার আশ্রমে উপস্থিত হয়। সুচারুদর্শনা পুলোমা অনায়াসলভ্য বন্য ফলমূলাদি দ্বারা সেই অভ্যাগত রাক্ষসের যথোচিত অতিথিসৎকার করেন। দুর্বৃত্ত দানব পুলোমার রূপে বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অপহরণ করে। সেই মায়াবী দানব বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক ভৃগু-জায়াকে অপহরণ করিয়া বায়ুবেগে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুলোমার গর্ভস্থ শিশু রাক্ষসের এই দুর্বৃত্ততা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইল। তাহাতেই শিশুর নাম "চ্যবন"[২] হইল। সূর্য্যের মত তেজস্বী সদ্যোজাত শিশুকে দেখিবামাত্র ভৃগুপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া দানব ভস্মীভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। অনন্তর দুঃখার্ত্তা পুলোমা চ্যবনকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আশ্রমের দিকে যাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই বরবর্ণিনী ভৃগুপত্নীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে তাঁহাকে বুঝাইলেন। কথিত আছে, ভৃগুপত্নীর অশ্রুতে একটি মহানদী প্রবাহিত হইল। পিতামহ ব্রহ্মা সেই নদীকে পুত্র-বধূ পুলোমার অনুসরণ করিতে দেখিয়া তাহার নাম "বধূসরা" রাখিলেন।

এ প্রসঙ্গে বক্তব্য এই—পুলোমা রাক্ষস এই সুন্দরী রমণীকে পূর্বে মনে মনে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু কুমারীর পিতা মহর্ষি ভৃগুর মত সৎপাত্র পাওয়ায় তাঁহাকেই বেদবিধানানুসারে অগ্নির সমক্ষে কন্যা সম্প্রদান করেন। ভৃগু সহধর্মিণীর মুখে যখন শুনিলেন, অগ্নির নিকট পুলোমা রাক্ষস জানিতে পারিয়াছিল যে বরবর্ণিনী পুলোমা ভৃগুর পত্নী, তখন ভৃগু অগ্নির প্রতি অভিসম্পাত করিয়াছিলেন "তুমি সর্বভুক্"[৩] হইবে। তদবধি বিধাতার ব্যবস্থানুসারে অগ্নির অপান-দেশে যে সকল শিখা আছে তাহারাই সর্ব্বভক্ষ হইল, বাকী সর্বশরীরের শিখাগুলি পবিত্র হুতবহই[৪] থাকিল, ঐ সকল শিখায় আহুত ঘৃতাদি দেবতাদিগের ভক্ষ্য হয়।

রুরুর কথা] পূর্বকালে সর্বভূতহিতে রত, তপোবিদ্যাসমন্বিত স্থূলকেশ নামে এক মহর্ষি ছিলেন। ঐ সময়ে অপ্সরা মেনকার গর্ভে গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে একটি পরম সুন্দরী কুমারী মহর্ষি স্থূলকেশের অনুপস্থিতিতে তাঁহার আশ্রমে জন্মগ্রহণ করে। সন্তানটি জন্মিবামাত্র নিষ্ঠুরা অপ্সরা আশ্রমে সন্তানটি রাখিয়া পলায়ন করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি আশ্রমে আসিয়া সন্তানটি দেখিয়া করুণাপরবশ হইয়া কন্যাটিকে লালন পালন করিতে থাকেন। কন্যাটির অসামান্য রূপ-লাবণ্যের জন্য মহর্ষি তার প্রমদ্বরা নাম রাখেন। চন্দ্রকলার মত কুমারীটি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। রুরু ঐ আশ্রমে আসিয়া বরবর্ণিনী কুমারীটি দেখিয়া বিবাহ করিতে ইচ্ছা করেন। কুমারীর পালক পিতা স্থূলকেশ ও রুরুর পিতা প্রমতি উভয়ের সম্মতিক্রমে বিবাহ হয়।

একদিন নবোঢ়া প্রমদ্বরা সহচরীগণের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে দৈবাৎ ক্রীড়াচ্ছলে একটি প্রসুপ্ত কৃষ্ণসর্পকে পদাঘাত করায় সর্প বিষাক্ত দশন-পংক্তি দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করাতে সে বিবর্ণা, বিচেতনা ও ভ্রষ্টাভরণা হইয়া ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পড়িল। তাহার সখীগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। কিন্তু প্রমদ্বরা ভুজঙ্গবিষে[৪] অভিভূতা ও বিবর্ণা হইয়াও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয় হইয়া উঠিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন সে অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

ঐ সংবাদ পাইবামাত্র প্রমদ্বরার পিতা স্থূলকেশ ও পতি রুরু ও শ্বশুর প্রমতি এবং তপোধনবাসী উদ্দালক, কণ্ব, ভরদ্বাজ, গৌতম-প্রমুখ মহর্ষিগণ কারুণ্য-রস-পরবশ হইয়া সেখানে তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন। সেই বরবর্ণিনী ললনাকে[৫] গতায়ু হইয়া ভূতলে পতিত দেখিয়া সকলেই রোদন করিতে লাগিলেন। রুরু প্রিয়তমাকে তদবস্থা দেখিয়া নিতান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ও একান্ত কাতর হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া অরণ্যানী[৬] প্রবেশপূর্ব্বক প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে স্মরণ করিয়া করুণস্বরে এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন—আমি যদি দান, তপশ্চরণ ও গুরুজনের শুশ্রূষা করিয়া থাকি, তবে প্রমদ্বরা পুনর্জীবিতা হউন। আমি জন্মাবধি আত্মসংযম ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি আমার সেই পুণ্য-বলে প্রমদ্বরা ভূমিশয্যা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাত্রোত্থান করুন। "ঋষয়ঃ সত্যবচসঃ" অর্থাৎ তখনকার ঋষিগণ কায়-মনোবাক্যে সত্য পালন করিতেন, সর্বতোভাবে সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাদের প্রধানতম ধর্ম ছিল। একারণ তাঁহাদের শাপ কখনও ব্যর্থ হইত না তাঁহাদের প্রার্থনাও কদাচ অপূর্ণ থাকিত না। অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইত। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিল।

রুরু স্বীয় প্রিয়তমা প্রমদ্বরাকে উদ্দেশ্য করিয়া এইরূপ বিলাপ করিতেছেন, এমন সময়ে দেবদূত তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, তুমি অতীব শোকার্ত হইয়া যে প্রার্থনা করিতেছ, উহা পূর্ণ হওয়া একেবারেই অসম্ভব, কারণ মনুষ্যের মৃত্যু হইলে সে কদাচ পুনর্জ্জীবিত হয় না। এই প্রমদ্বরা গন্ধর্বের ঔরসে অপ্সরা-গর্ভে জন্মগ্রহণ করে, এক্ষণে আয়ুঃশেষ হইয়াছে বলিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। অতএব বৎস, তুমি আর বৃথা শোক করিও না। তবে দেবগণ এ বিষয়ে একটি উপায় নির্দেশ করিয়াছেন, যদি তাহা করিতে পার প্রমদ্বরা পুনর্জ্জীবিতা হইবে। রুরু বলিলেন, দেবদূত! দেবগণের নির্দিষ্ট উপায় আমাকে সত্বর বলুন, আমি এখনই তদনুযায়ী কর্ম্ম করিব। দেবদূত বলিলেন, হে ভার্গব, তুমি প্রমদ্বরাকে তোমার নিজের পরমায়ুর অর্দ্ধেক প্রদান কর, তাহা হইলেই সে পুনর্জ্জীবিতা হইবে। রুরু বলিলেন, আচ্ছা আমি প্রমদ্বরাকে আমার পরমায়ুর অর্দ্ধ-ভাগ প্রদান করিলাম, সে মৃত্যু-শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করুক।

তখন গন্ধর্বরাজ ও দেবদূত উভয়ে যম-সমীপে গমন করিয়া নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মরাজ! যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে রুরুর মৃত ভার্য্যা প্রমদ্বরা স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধায়ুঃ লইয়া পুনর্জ্জীবিত হয়। ধর্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত! যদি তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে রুরু-পত্নী রুরুর অর্দ্ধ পরমায়ুঃ পাইয়া পুনর্জ্জীবিত হউক। ধর্ম্মরাজ এই কথা বলিবামাত্র প্রমদ্বরা তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ভূতল হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গাত্রোত্থান করিল। রুরুর পিতা ও প্রমদ্বরার পিতা উভয়ে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া শুভলগ্নে পুত্র কন্যার বিবাহ বিধি নির্বাহ করিলেন। তাঁহারাও পরস্পরের হিতসাধনে তৎপর হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

[রুরুর সর্পবংশ-ধ্বংস বিষয়ে কৃতসঙ্কল্পতা] রুরু কমল-সমপ্রভা সুদুর্লভা প্রিয়তমাকে পুনর্লাভ করিয়া সর্পবংশ ধ্বংস করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি সর্প দেখিবামাত্র শস্ত্রাঘাতে তাহাকে বিনাশ করিতেন।

একদা তিনি এক নিবিড় অরণ্যানীতে[১] প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, এক অতি জীর্ণকলেবর ডুণ্ডুভ সর্প শয়ন করিয়া রহিয়াছে। রুরু দেখিবামাত্র দণ্ড উদ্ধৃত করিয়া তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেন। সর্প রুরুকে জিঘাংসু দেখিয়া বলিল, তপোধন! আমি ত তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তবে কেন অকারণে আমাকে বিনাশ করিবে?

রুরু বলিলেন, হে ভুজঙ্গম! এক দুষ্ট সর্প আমার প্রাণ-প্রতিমা প্রেয়সীকে দংশন করিয়াছিল, তদবধি আমি এই অনুল্লঙ্ঘনীয়[২] দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, সর্প দেখিলেই তাহার প্রাণসংহার করিব। অতএব আমার হস্তে তোমার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ডুণ্ডুভ বলিল, হে ব্রহ্মন্! যে সকল সর্প মনুষ্যদিগকে দংশন করে, তাহারা স্বতন্ত্র জাতি, ডুণ্ডুভেরা সেরূপ নহে। ইহারা কখন কাহারও হিংসা করে না। অতএব হে মহর্ষি! কেবল সর্প-নামের গন্ধমাত্র পাইয়া ডুণ্ডুভদিগকে বধ করা সমুচিত কর্ম নহে। অন্যান্য সর্পের মত ডুণ্ডুভদিগের ক্ষতি এক কিন্তু লাভ পৃথক্, দুঃখ এক কিন্তু সুখ পৃথক্। অতএব তুমি ধার্মিক হইয়া এবম্ভূত হতভাগ্য ডুণ্ডুভদিগকে বধ করিও না।

রুরু ভয়ার্ত্ত ডুণ্ডুভের এই কাতরোক্তি শ্রবণে অত্যন্ত দয়ার্দ্র হইয়া তাহার প্রাণসংহারে পরাঙ্মুখ হইলেন এবং শান্ত বাক্যে তাহাকে

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভুজঙ্গম! তুমি কে, কি কারণেই বা সর্পযোনি প্রাপ্ত হইয়াছ? সর্প বলিল, আমি পূর্ব জন্মে সহস্রপাদনামা মুনি ছিলাম। পরে ব্রহ্মশাপপ্রাপ্ত হইয়া সর্পযোনিতে জন্মিয়াছি। তাহা শুনিয়া রুরু ব্রহ্মশাপ-বিষয়ক বৃত্তান্ত সবিস্তরে শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ডুণ্ডুভ রুরুকে বলিল, সত্যবাদী ও তপোবীর্য্যসম্পন্ন খগম নামে এক ব্রাহ্মণ আমার বাল্য সখা ছিলেন। একদা তিনি অগ্নিহোত্র[৩] কার্য্যে ব্যাসক্ত আছেন এমন সময়ে আমি বালস্বভাবসুলভ কৌতুকপরতন্ত্র হইয়া তৃণনির্মিত ভুজঙ্গ দ্বারা তাঁহাকে বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া ক্রোধে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া আমাকে বলিলেন, তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত যেরূপ নির্বীর্য্য সর্প নির্মাণ করিয়াছ, আমি তোমাকে শাপ দিতেছি তুমি সেইরূপ বীর্য্যহীন সর্প হও। আমি তদীয় তপঃপ্রভাব অবগত ছিলাম, সেজন্য উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলাম, "ভাই, আমি সখা বলিয়া পরিহাসার্থ এই কুকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অতএব ক্ষমা করিয়া আমাকে শাপ হইতে মুক্ত কর।"

খগম আমাকে এইরূপ ব্যাকুলিত দেখিয়া বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিলেন, আমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবে না; অতএব এখন যাহা তোমাকে বলিতেছি তাহা সাবধানে শুনিয়া সকল সময়ে মনে রাখিবে। ভৃগুবংশ-সমুদ্ভূত মহাত্মা প্রমতির রুরু নামে এক পরম ধার্মিক পুত্র জন্মিবে, তাঁহাকে দর্শন করিলেই তোমার শাপ বিমোচন হইবে। আপনি সেই মহাত্মা রুরু, আপনাকে দেখিয়া আমি পূর্বরূপ লাভ করিয়া আপনার হিতকর কয়েকটী কথা বলিতেছি, শুনুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাপভ্রষ্ট সহস্রপাদ মুনি এই বলিয়া সর্প-কলেবর ত্যাগ করিয়া নিজ ভাস্বর মূর্ত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন এবং বলিলেন, হে মহাত্মন্ রুরো, অহিংসা পরম ধর্ম, এই জন্য ব্রাহ্মণদিগের কখন কোন জীবহিংসা করা উচিত নহে। বেদে এইরূপ কথিত আছে যে, ব্রহ্মণেরা সর্বদা শান্তমূর্ত্তি, বেদবেদান্তবেত্তা ও সর্বজীবে অভয়প্রদ হইবেন। অহিংসা, সত্য বচন, ক্ষমা ও বেদবাক্যধারণ এই গুলি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দণ্ডধারণ, উগ্রত্ব ও প্রজাপালন এ সমস্ত ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম। আপনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়-ধর্ম অবলম্বন করা অনুচিত, দেখুন, পূর্ব-কালে রাজা জনমেজয়ের যজ্ঞে সর্প-বংশ বিনষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু তপোবলসম্পন্ন বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণাগ্রগণ্য আস্তীক মহাশয় ভয়ার্ত সর্পগণকে পরিত্রাণ করেন।

[রুরুর প্রতি সহস্রপাদ মুনির উপদেশ]

উপরে সুবিখ্যাত ভৃগুবংশের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। কুলপতি শৌনক সেই ভৃগুবংশ-সম্ভূত সুপ্রসিদ্ধ ঋষি। আর নৈমিষারণ্যে তাঁহারই আশ্রমে তাঁহার দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞানুষ্ঠানকালে লোমহর্ষণপুত্র সৌতি জনমেজয়ের যজ্ঞে ব্যাসশিষ্য মহর্ষি বৈশম্পায়নের মুখে যে মহাভারত শুনিয়া আসিয়াছিলেন তাহা এই আশ্রমেই মহর্ষিগণের নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ অধ্যায়

আস্তীকোপাখ্যান

কুলপতি শৌনক বলিলেন, হে সৌতে, মহারাজ জনমেজয় কি জন্য সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করিয়া সর্পগণকে ধ্বংস করিয়াছিলেন এবং কি কারণেই বা তপোধনাগ্রগণ্য আস্তীকমুনি প্রদীপ্ত হুতাশন হইতে ভুজঙ্গমদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন কর। হে সূতপুত্র, প্রাচীন মহর্ষি আস্তীকের মনোহর উপাখ্যান আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাদের তৃপ্তিসাধন কর।

সৌতি বলিলেন, ব্রহ্মার মানসপুত্র হইতেছেন মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু এই ছয় জন মহর্ষি। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ মরীচির পুত্র হইলেন মহর্ষি কশ্যপ, কশ্যপ হইতেই সমস্ত প্রজার সৃষ্টি হইয়াছে।

[দক্ষের জন্ম ও তাঁহার ৫০টি পুত্রিকা]

ব্রহ্মার দক্ষিণ হস্ত হইতে দক্ষ প্রজাপতির জন্ম, আর বাম হস্ত হইতে দক্ষভার্য্যার উৎপত্তি। দক্ষের ঔরসে দক্ষপত্নীর গর্ভে ৫০ পঞ্চাশৎ কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, দক্ষের পুত্র জন্মে নাই, এ কারণ তিনি এই কন্যাগুলিকে পুত্রিকা * করিয়াছিলেন।

ঐ পঞ্চাশটী কন্যার মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ তেরটী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইহাদের মধ্যে বিনতা ও কদ্রু এই দুইটী ধর্মপত্নীর। পরিচর্য্যায়

[বিনতা ও কদ্রুকে কশ্যপের বরদান]

মহর্ষি কশ্যপ অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করিতে চাহিলেন।

---

* যে কন্যার পিতা এরূপ সঙ্কল্প করিয়া রাখে যে, আমার পুত্র নাই; এই কন্যাই আমার পুত্রস্বরূপা, এই কন্যার গর্ভে যে সন্তান হইবে, সে আমার ঔরস পুত্রের সদৃশ হইবে, সেই কন্যার নাম পুত্রিকা। পুত্রিকার পুত্র হইলে জন্মদাতার পিণ্ডদান করিতে পারে না, বিষয়াধিকারীও হয় না। সে তাহার মাতুলের সদৃশ হইয়া মাতামহের শ্রাদ্ধ করে ও মাতামহেরই ধনাধিকারী হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনুসারে কদ্রু, "পরস্পর তুল্য পরাক্রান্ত দশ সহস্র নাগ আমার পুত্র হউক" এই বর প্রার্থনা করিলেন; বিনতা প্রার্থনা করিলেন, "আমার দুইটী মাত্র পুত্র হউক, কিন্তু তাহারা যেন বল বিক্রম ও শরীরে কদ্রুর পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়।" মহর্ষি কশ্যপ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। বিনতা বর লাভ করিয়া কৃতার্থম্মন্যা হইলেন, কদ্রুও তুল্যতেজস্বী পুত্র-সহস্র বরলাভে আপনাকে কৃতকৃত্যা জ্ঞান করিলেন।

বহুকাল পরে কদ্রু সহস্র অণ্ড ও বিনতা দুইটী অণ্ড প্রসব করিলেন। পরিচারিকাগণ সেই সমুদায় অণ্ড উপস্বেদযুক্ত' ভাণ্ডমধ্যে পাঁচশত বৎসর রাখিলেন। তৎপরে কদ্রুপ্রসূত সহস্র অণ্ড হইতে এক একটী পুত্র বহির্গত হইল। পুত্রার্থিনী বিনতা সপত্নীর পুত্র হইল আমার পুত্র হইল না ইহাতে লজ্জিতা হইয়াও সপত্নীর প্রতি স্বাভাবিক অসূয়াবশতঃ ব্যস্ত হইয়া একটী অণ্ড ভেদ করিয়া দেখিলেন যে, পুত্রের পূর্বার্দ্ধকায় মাত্র সঙ্ঘটিত হইয়াছে, বাকী অংশ অপক্কাবস্থায় আছে। তখন সেই সদ্যঃ-প্রসূত পুত্র ক্রুদ্ধ হইয়া জননীকে অভিসম্পাত করিলেন, "মা, লোভবশতঃ আমার অপক্কাবস্থায় আমাকে অণ্ড হইতে বাহির করিয়াছ, তজ্জন্য তুমি যে সপত্নীর প্রতি স্পর্দ্ধাবশতঃ এই অধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ তোমাকে পাঁচশত বৎসর সেই সপত্নীর দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। আরও বলিলেন, "এই অপর অণ্ডমধ্যে তোমার যে পুত্র আছে, যদি অকালে অণ্ড ভেদ না কর, ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পর; তাহা হইলে সেই পুত্রই তোমাকে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিবে।" অরুণ জননীকে এই বলিয়া গগনমার্গে আরোহণপূর্বক সূর্য্যদেবের সারথ্য-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সর্পভোজী গরুড়ও যথাকালে জন্মিলেন। তিনি জন্মিবামাত্র ক্ষুধাতুর হইয়া জননী বিনতাকে পরিত্যাগ করিয়া বিধাতৃবিহিত স্বকীয় আহার সংগ্রহার্থে গগনমণ্ডলে উড্ডীন হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[উচ্চৈঃশ্রবার বর্ণ-নির্ণয় বিষয়ে বিনতা ও কদ্রুর মধ্যে পণ].

ঐ সময়ে সমুদ্রমন্থন হইতে উদ্ভূত সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বসুলক্ষণসমন্বিত অতুলতেজাঃ উচ্চৈঃশ্রবাঃ নামক অশ্বরাজকে দেখিয়া কদ্রু সপত্নী বিনতাকে বলিলেন, বিনতে, বল দেখি উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের কিরূপ বর্ণ? বিনতা বলিলেন, শুক্লবর্ণ, তোমার কি বোধ হয়? এস, এ বিষয়ে দুই জনে পণ করি। কদ্রু বলিলেন, বিনতে আমার মনে হয় ইহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ; এস, এ বিষয়ে এই পণ করা যাক যে, যাহার অনুমান মিথ্যা হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে। তৎপরে ঠিক হইল "কল্য এই অশ্বকে দেখিব", এই বলিয়া স্ব স্ব আবাসে কদ্রু ও বিনতা প্রত্যাগমন করিলেন।

[সহস্রপুত্রগণের প্রতি কদ্রুর আদেশ, তৎ-পালনে পরাঙ্মুখ সর্প-গণের প্রতি অভি-সম্পাত]

ক্রূর-প্রকৃতি কদ্রু নিজ নিকেতনে আগমন করিয়া স্বীয় সহস্র পুত্রের প্রতি আজ্ঞা করিলেন, তোমাদিগকে কৃষ্ণরূপ ধারণপূর্বক উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে লম্বমান হইয়া তৎপুচ্ছের কৃষ্ণত্ব সম্পাদন করিতে হইবে, দেখিও যেন আমাকে দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে না হয়। যে সকল সর্প তাঁহার আদেশ পালনে পরাঙ্মুখ হইল, কদ্রু তাহাদিগকে এই **অভিসম্পাত করিলেন—তোমরা পাণ্ডুবংশাবতংস[১] রাজর্ষি জনমেজয়ের সর্পসত্রে অগ্নিতে দগ্ধ হইবে।**

জননীর আজ্ঞাকারী সর্পগণ একমত হইয়া উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বের পুচ্ছদেশে কৃষ্ণকেশরূপে পরিণত হইল। ইত্যবসরে দক্ষ-তনয়া কদ্রু ও বিনতা গগনমার্গে উঠিয়া বায়ুবেগে বিচলিত, গভীর-নিনাদযুক্ত, বহুবিধ ভীষণ জলজন্তুগণে সমাকীর্ণ, সকল রত্নের আকর, নাগগণের বাসভবন, স্থানে স্থানে স্রোতস্বতীগণে পরিপূর্য্যমাণ, অপ্রমেয়, অগাধ রমণীয় জলধি দেখিতে দেখিতে পরম প্রীতি সহকারে তাহার অপর পারে উপাস্থত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[পণে পরাজিতা বিনতার কদ্রুর নিকট দাসীত্ব-স্বীকার]

কদ্রু ও বিনতা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া অতিসত্বর তুরগসমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অশ্বটী শশাঙ্ক-কিরণের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, কেবল তাহার পুচ্ছদেশের কেশগুলি কৃষ্ণবর্ণ। পণ অনুসারে বিনতা কদ্রুর দাসীর কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন।

[গরুড়ের জন্ম ও জননী বিনতার নিকট গমন]

এই সময়ে গরুড় অবসর বুঝিয়া মাতার প্রযত্ন ব্যতিরেকে স্বয়ং অণ্ডবিদারণ পূর্ব্বক বাহির হইলেন। মহাসত্ত্ব, বিদ্যুৎ-সমনেত্র, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামচারী পক্ষিরাজ গরুড় প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় স্বকীয় প্রভামণ্ডলে দশদিক্ আলোকিত করিয়া আকাশে আরোহণ ও ঘোরতর বিরাব করিয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করিলেন। অগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া বিশ্ব দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন মনে করিয়া দেবতারা অগ্নির নিকট গিয়া বলিলেন, হে হুতাশন, তুমি বর্দ্ধিত হইয়া আমাদিগকে দগ্ধ করিও না। অগ্নির নিকট যখন জানিলেন উহা গরুড়ের তেজঃ তখন দেবগণ গরুড়ের যথোচিত স্তুতি করিলেন। সেই স্তবে প্রীত হইয়া গরুড় স্বীয় তেজঃপুঞ্জের প্রতিসংহার করিলেন। তদনন্তর বিহঙ্গমরাজ জ্যেষ্ঠ অরুণকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপরপারবর্ত্তিনী মাতা বিনতার নিকট যাইলেন। ঐ সময়ে সূর্য্যদেব দেবতাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া প্রখর কিরণমালা বিস্তারপূর্ব্বক ত্রিলোকী দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন দেখিয়া, খগরাজ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অরুণকে পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিলেন। তৎপরে গরুড় মাতার নিকট গমন করিয়া দেখিলেন, জননী বিনতা সপত্নীর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দুঃসহ দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। একদা বিনতা পুত্রের নিকট উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে কদ্রু তাঁহাকে বলিলেন, বিনতে, সমুদ্রের মধ্যে এক পরম রমণীয় দ্বীপ আছে, ঐ দ্বীপে নাগগণ বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে, সেখানে আমাকে লইয়া চল। বিনতা সপত্নীর আদেশ পাইয়াই কদ্রুকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া চলিলেন এবং গরুড়ও মাতার আদেশে কদ্রুপুত্র নাগগণকে পৃষ্ঠে লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন। গরুড় সূর্য্যাভিমুখে গমন করাতে সর্পগণ দুঃসহ তপনতাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া কদ্রু ইন্দ্রের স্তুতি করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন করিলেন। ইন্দ্র মেঘদিগকে অনবরত মুসলধারে বারিবর্ষণ করিতে আদেশ করিলেন। সর্পগণ যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইল। তাহারা মাতার সহিত রামণীয়ক দ্বীপে উপনীত হইল।

সেই দ্বীপের অন্তর্বর্তী পরম শোভাকর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সর্পগণ বিহার করিতে লাগিল। সেই কানন সাগরজলে নিরন্তর অভিষিক্ত হইতেছে, বিহঙ্গমগণ সর্বদা মধুর স্বরে কলরব করিতেছে, বৃক্ষশ্রেণী নিরন্তর ফলপুষ্পে সুশোভিত রহিয়াছে। ঘনসন্নিবিষ্ট তরুরাজি, সুরম্য হর্ম্ম্য, পদ্মাকর ও স্বচ্ছসলিলপূর্ণ অলৌকিক হ্রদসমূহ সর্বদা উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে, অত্যুন্নত চন্দন ও অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষসমূহ সতত বিরাজিত রহিয়াছে, বৃক্ষসকল বায়ুবেগে বিকম্পিত হওয়ায় অবিরত পুষ্প বর্ষণ করিতেছে, মধুকরগণ মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া মৃদু মধুর রবে আগন্তুক ব্যক্তির মনোহরণ করিতেছে; ঐ উদ্যান গন্ধর্ব ও অপসরা-দিগের প্রীতিস্থান এবং উহা দেখিবামাত্র দর্শকের অন্তঃকরণে অনুপম আনন্দের সঞ্চার হইয়া থাকে।

কদ্রুপুত্রেরা সেই কাননে কিয়ৎকাল বিহার করিয়া গরুড়কে বলিল, দেখ তুমি আমাদিগকে অন্য কোন নির্মল জলসম্পন্ন সুরম্য দ্বীপে লইয়া চল। গরুড় সর্পদিগের এইরূপ আদেশ-বাক্য শুনিয়া অতিবিষণ্ণ মনে জননীকে বলিল, মা, আমাকে কি কারণে সর্পগণের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহা বল। বিনতা বলিলেন, বৎস, আমি দুরদৃষ্টবশতঃ নাগগণের মায়াজালে পতিত ও পণে পরাজিত হইয়া সপত্নীর দাস্যবৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছি। মহাবল পরাক্রান্ত গরুড় মাতৃসন্নিধানে তদীয় দাস্যবৃত্তির কারণ সবিস্তরে শুনিয়া সাতিশয় পরিতপ্ত হইলেন। অনতিবিলম্বে সর্পগণের নিকট গিয়া বলিলেন, হে নাগগণ, কোন্ বস্তু আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিলে আমরা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। সর্পগণ বলিল, যদি তুমি আমাদিগকে অমৃত আহরণ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলেই তোমরা দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

[জননী বিনতাকে বিমাতা কদ্রুর দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে গরুড়ের অমৃতাহরণের জন্য প্রস্থান ও অমৃত সংগ্রহ]

গরুড় অমৃতাহরণ জন্য প্রস্থান করিলেন। কিন্তু যেভাবে অমৃত সংরক্ষণের ব্যবস্থা দেবতারা করিয়াছিলেন, সেখানে প্রবেশ করিয়া অমৃত আহরণ করা অমিতবলশালী সর্বাভিভবকারী পতগেন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও সম্ভব ছিল না। পক্ষিরাজ সেই দুরধিগম্য স্থানে প্রবেশ করিয়া অমৃত লইয়া অতি দ্রুতবেগে গগনমণ্ডলে উত্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি স্বয়ং অমৃত পান না করিয়া সূর্য্যপ্রভা আবরণপূর্বক অপরিশ্রান্ত মনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

[অমৃত সংগ্রহ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে নারায়ণের সহিত গরুড়ের সাক্ষাৎকার ও গরুড়কে বরদান]

বিনতানন্দন অমৃত হরণ করিয়া আকাশপথে গমন করিতেছেন, এই অবসরে অবিনাশী দেবাদিদেব নারায়ণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। নারায়ণ গরুড়ের অলৌকিকী ক্রিয়া দেখিয়া পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, হে পতগেন্দ্র, প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তোমার অভীষ্ট বর প্রদান করিব। গরুড় বলিলেন, "আমি আপনার উপরে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করি। আর আমি যাহাতে অমৃত পান ব্যতিরেকে অজর ও অমর হইতে পারি, এই বর দিন।" বিষ্ণু বলিলেন, "তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক।" তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গরুড় নারায়ণকে বলিলেন, ভগবন্, প্রার্থনা কর, আমিও তোমাকে বরপ্রদান করিব। নারায়ণ বলিলেন, "তুমিও আমার বাহন হও" আর স্বপ্রদত্ত বরের অন্যথা না হয় এ জন্য আবার বলিলেন, "তোমাকে আমার রথের ধ্বজ হইয়া থাকিতে হইবে।" পতগেশ্বর "তথাস্তু" বলিয়া বায়ুবেগে গমন করিলেন।

[ইন্দ্রের সহিত গরুড়ের বিরোধ] দেবরাজ ইন্দ্র অমৃতাপহারক পক্ষীটিকে অন্তরীক্ষে গমন করিতে দেখিয়া রোষভরে বজ্রপ্রহার করিলেন। গরুড় বজ্রাঘাতে আহত হইয়াও সহাস্যে বলিলেন, "দেখ, দেবরাজ, বজ্রাঘাতে আমার কিছুমাত্র ব্যথা জন্মে নাই; কিন্তু যে দধীচি মুনির অস্থি হইতে এই বজ্রের উৎপত্তি হইয়াছে সেই বজ্রাস্ত্রের ও তোমার সম্মানের জন্য আমি একটি পক্ষ ত্যাগ করিতেছি, এই পক্ষের অন্ত নাই" এই বলিয়া পক্ষিরাজ একটি পক্ষ ত্যাগ করিলেন। দেবগণ ঐ পক্ষটি অতি সুন্দর দেখিয়া হৃষ্ট মনে বলিলেন, ঐ পর্ণ (পক্ষ) অতি সুন্দর, অতএব গরুড়ের নাম "সুপর্ণ" হউক। ইন্দ্র পক্ষিরাজের এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য কৃতিত্ব দেখিয়া এই মহাপ্রাণীর অলৌকিক বলবীর্য্য জানিতে এবং চিরকালের নিমিত্ত খগেন্দ্রের সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গরুড় বলিলেন, হে দেবরাজ, তোমার স্বেচ্ছাক্রমে অদ্যাবধি তোমার সহিত আমার মিত্রতা সংস্থাপিত হইল। আমার বল নিতান্ত দুঃসহ ও একান্ত মহৎ। যদিও স্বকীয় গুণকীর্ত্তন ও বল প্রশংসা করা পণ্ডিতমণ্ডলীর অননুমোদিত, বিশেষতঃ অকারণে আত্মপ্রশংসা গর্হিত কর্ম, তথাপি তুমি আমার সখা এবং অতীব সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিতেছ এই জন্য বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার বলের কথা অধিক আর কি বলিব, আমি পর্বত কাননাদি সহিত এই সসাগরা বসুন্ধরাকে অক্লেশে এক পক্ষে বহন করিতে পারি। এই চরাচর বিশ্বকেও বহন করিতে হইলেও, আমার বিন্দুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[গরুড়ের অত্যাশ্চর্য্য পরাক্রম দর্শনে গরুড়ের সহিত ইন্দ্রের সখ্যস্থাপন ও সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইবে গরুড়কে ইন্দ্রের বরদান]

গরুড়ের এরূপ পরাক্রমের পরিচয় জানিয়া দেবরাজ বলিলেন, তুমি যাহা বলিলে তোমাতে সকলই সম্ভব, এক্ষণে আমার সহিত সখ্যস্থাপন কর এবং অমৃত যদি প্রয়োজন না থাকে, তবে আমাকে প্রত্যর্পণ কর; এই অমৃত যাহাদিগকে দিবে তাহারাই আমাদের উপদ্রব করিবে। গরুড় বলিলেন, দেবরাজ আমি কোন বিশেষ কারণ বশতঃ এই অমৃত লইয়া যাইতেছি, ইহার বিন্দুমাত্র কাহাকেও প্রদান করিব না; কিন্তু আমি যেস্থানে রাখিব, তুমি তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অপহরণ করিও। ইন্দ্র বিহগরাজের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বিহগরাজকে অভিলষিত বর প্রদান করিবার জন্য বলিলেন। তখন গরুড় বলিলেন, "আমি সকলের ঈশ্বর হইয়াও তোমার নিকট এই বর প্রার্থনা করিতেছি, যেন মহাবল সর্প সকল আমার ভক্ষ্য হয়। ইন্দ্র 'তথাস্তু' বলিয়া দেবদেব যোগীশ্বর হরির নিকট গমন করিলেন। চক্রপাণি দেবরাজ-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া গরুড়াভিলষিত বর-বিষয়ে অনুমোদন করিলেন। পরে দেবেন্দ্র গরুড়কে পুনর্বার বলিলেন, তুমি অমৃত স্থাপন করিলেই আমি তাহা অপহরণ করিব, এই বলিয়া সাদর সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

[গরুড় কর্ত্তৃক বিনতার দাস্য-মুক্তি]

গরুড় অনতিবিলম্বে স্বীয় জননীর সন্নিধানে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক হৃষ্টমনে সর্পদিগকে বলিলেন, হে সর্পগণ, আমি অমৃত আহরণ করিয়াছি, এই অমৃত তোমাদের জন্য এই কুশের উপর রাখিব, তোমরা শীঘ্র স্নানাহ্নিক করিয়া পবিত্র হইয়া পান কর। দেখ, তোমাদের কথামত কার্য্য করিলাম; অতএব আমার মাতা এখন হইতে দাস্যবৃত্তি হইতে মুক্ত হইলেন। সর্পগণ 'তথাস্তু' বলিয়া স্নান করিতে গেল। এই অবসরে নাগদিগের জন্য কুশাসনে গরুড়-রক্ষিত অমৃত দেবেন্দ্র অপহরণ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্পগণ স্নান, পূজা ও মঙ্গলাচরণ সমাপন করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে অমৃত পান করিতে আসিয়া দেখিল, গরুড় যে কুশাসনে অমৃত রাখিব বলিয়াছিলেন সেখানে অমৃত নাই। পরে বিবেচনা করিল, আমরা যেমন ছল করিয়া এতকাল বিনতাকে দাসী করিয়াছিলাম, তেমনি ছলে গরুড় অমৃত হরণ করিয়াছে। তখন নাগগণ, গরুড় এইস্থানে অমৃত রাখিয়াছিল এই মনে করিয়া সেই কুশাসন অবলেহন করিতে লাগিল। তাহাতে তাহাদের জিহ্বা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল, তদবধি সর্প 'দ্বিজিহ্ব' নামে অভিহিত হইয়াছে, আর পরম পবিত্র অমৃত কুশে সংস্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া কুশের নাম 'পবিত্রী" হইয়াছে।

অনন্তর খগরাজ আহ্লাদিত চিত্তে সেই বনে বিহার করিয়া ভুজঙ্গগণকে ভক্ষণ করিয়া জননী বিনতার আনন্দ সংবর্দ্ধন করিলেন।

[শেষনাগের তপস্যায় অনুরাগ ও নানা তীর্থে গমন, ব্রহ্মার তদ্বিষয়ে নিষেধ। এবং লোক-হিতার্থে তাহাকে প্রবর্তন]

শেষ-নাগ প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন। তদনন্তর বাসুকি; তাহার পর ঐরাবত, তক্ষক, এলাপত্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রধান প্রধান সর্প জন্মগ্রহণ করে। এই সকল সর্পের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ভগবান্ শেষনাগ জননী কদ্রুকে পরিত্যাগ করিয়া গন্ধমাদন, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে গমনপূর্ব্বক অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া বলিলেন, এরূপ তপশ্চরণ হইতে বিরত হইয়া প্রজাগণের হিতসাধনে সচেষ্ট হও, অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

শেষ কহিলেন, "আমার সহোদর ভ্রাতৃগণ অতিশয় মূঢ়, আমি তাহাদের সহিত একত্র বাস করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করুন। তাহারা শত্রুর ন্যায় সর্বদা পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদ করে, অতএব আমার আর যেন তাহাদিগকে দেখিতে না হয়। এই অভিলাষেই আমি তপস্যা করিতে আসিয়াছি। তাহারা সর্বদা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপুত্রা বিনতার অনিষ্টের চেষ্টা করে। বিহঙ্গম-শ্রেষ্ঠ বৈনতেয় আমাদিগের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, তিনি পিতা কশ্যপের বর-প্রভাবে মহাবল পরাক্রান্ত হইয়াছেন। আমার সহোদরগণ সর্বদা তাঁহার প্রতি ঈর্ষ্যা প্রকাশ করে। সে জন্য আমি স্থির করিয়াছি যে, তপোনুষ্ঠান করিয়া কলেবর ত্যাগ করিব।"

ব্রহ্মা শেষ-নাগের এই আক্ষেপ উক্তি শুনিয়া বলিলেন, বৎস শেষ, আমি তোমার সোদরগণের আচার ব্যবহার বিলক্ষণরূপে অবগত আছি এবং তাহারা জননী-কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছে তাহাও জানি; অতএব ভ্রাতৃগণের দৌরাত্ম্য প্রযুক্ত আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই, আমি অদ্য তোমাকে বর দান করিতেছি, অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। হে পন্নগোত্তম, আমি তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি। সৌভাগ্যক্রমে তোমার ধর্মে মতি হইয়াছে দেখিয়া অতীব প্রীত হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি তোমার বুদ্ধি ধর্মে সুস্থির হউক।

[শেষনাগের ধার্ম্মিকতায় প্রসন্ন হইয়া ব্রহ্মার শেষনাগকে ধরণী-মণ্ডল ধারণে নিয়োগ]

শেষ বলিলেন, হে সর্বলোক-পিতামহ, আমি এই প্রার্থনা করি যেন ধর্মে, শমগুণে ও তপস্যায় আমার অচলা ভক্তি থাকে। ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস, তোমার শম ও দম দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু বৎস, তোমাকে এই সর্বলোকহিতকর কার্য্যটী করিতে হইবে। পর্বতকাননাদি-সমবেত এই ধরণীমণ্ডলকে তোমার এইরূপে ধারণ করিতে হইবে যেন উহা আর বিচলিত না হইতে পারে। শেষ বলিলেন, হে বরদ প্রজাপতে, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, আমি ঐরূপে মহীধারণ করিব, কিন্তু আপনি পৃথিবীকে আমার মস্তকোপরি স্থাপন করুন। ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভুজগোত্তম, পৃথিবী স্বয়ং তোমাকে পথ দিবেন, তুমি সেই পথ দিয়া ধরিত্রীর অধোভাগে গিয়া ইঁহাকে ধারণ করিলে আমার পরম প্রীতিকর কার্য্য করা হইবে।

ভুজঙ্গমাগ্রজ শেষ "যে আজ্ঞা" বলিয়া পৃথিবীদত্ত বিবর দ্বারা রসাতলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবেশপূর্ব্বক সসাগরা বসুন্ধরাকে মস্তকোপরি ধারণ করিলেন। এইরূপে মহাব্রতশালী ভগবান্ অনন্ত, ব্রহ্মার নির্দ্দেশানুসারে একাকী ধরা ধারণ করিয়া পাতালতলে বাস করিতে লাগিলেন। সর্ব্বামরোত্তম ভগবান্ পিতামহ খগবর বিনতানন্দনকে অনন্তদেবের সখা করিয়া দিলেন।

[জননী কদ্রুদত্ত শাপ হইতে বিমুক্তিলাভের উপায় নির্দ্ধারণ জন্য বাসুকির প্রচেষ্টা]

এদিকে বাসুকি মাতৃদত্ত শাপমোচন-বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত নিমগ্ন হইলেন। তিনি ধর্ম্মপরায়ণ ঐরাবত প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সকল শাপেরই প্রতীকার আছে; কিন্তু মাতৃদত্ত-শাপ-মোচনের কোন উপায় দেখি না। বিশেষতঃ জননী অব্যয়, অপ্রমেয়, সনাতন ব্রহ্মার সমক্ষেই আমাদিগকে শাপ প্রদান করিয়াছেন এবং পিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাকে শাপ প্রদানে উদ্যতা দেখিয়াও নিবৃত্ত করেন নাই, ইহা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। বোধ করি নিশ্চয়ই আমাদিগকে সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। তথাপি প্রতীকারের চেষ্টা করা অতি কর্ত্তব্য। আমার বিবেচনায় জনমেজয়ের যজ্ঞ যাহাতে না হয়, অথবা নিষ্ফল হয়, এরূপ চেষ্টা করা যাক্।

মন্ত্রণাবিশারদ বাসুকির এই কথা শুনিয়া কেহ কেহ হিংস্র উপায়, কেহ কেহ অহিংস উপায় অবলম্বনের নানাপ্রকার পরামর্শ দিলেন। বাসুকি তাঁহাদের সকলের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন হে, ভুজঙ্গমগণ, তোমরা সকলে যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিলে তাহার একটিও আমার মনোগত হইতেছে না। যাহাতে সকলের হিতসাধন হয় তাহাই করা কর্ত্তব্য। অতএব এবিষয়ে ভগবান্ কশ্যপকে প্রসন্ন করাই আমার শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে। জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দ্দ ও আত্মস্নেহ বশতঃ আমি তোমাদের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না, কারণ এক্ষণে আমি তোমাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, যাহাতে সমস্ত বান্ধবগণের মঙ্গল হয়, আমার সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[মাতৃশাপ-বিমুক্তি-বিষয়ে এলাপত্র নামক সর্পের পরামর্শানুসারে কর্তব্য নির্দ্ধারণ]

বাসুকির ও অনান্য নাগগণের বাক্য শুনিয়া এলাপত্রনামক সর্প বাসুকিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভুজঙ্গনাথ, সেই সর্পসত্র অবশ্যই হইবে সন্দেহ নাই এবং যে জনমেজয় রাজা হইতে আমাদের মহৎ ভয় উপস্থিত, তাঁহাকেও বঞ্চিত করা যাইবে না, কারণ তিনি প্রবল মন্ত্রবীর্য্যসম্পন্ন। হে রাজন্, যে ব্যক্তি দৈবপর হয়, তাহার দৈবের উপর নির্ভর করাই সর্বতোভাবে বিধেয়, কারণ সে স্থলে দৈব ব্যতিরেকে তাহার রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর নাই। হে পন্নগোত্তম, আমাদের এ ভয়কে দৈবভয় বলিতে হইবে; অতএব দৈব অবলম্বন করাই উত্তম কল্প বোধ হইতেছে। এ বিষয়ে আমি যাহা বলিতেছি তোমরা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। যখন মাতা আমাদিগকে শাপ দেন, আমি সেই সময়ে ত্রাসাকুলিত চিত্তে তাঁহার ক্রোড়ে বসিয়া দেবগণের এই কথা শুনিয়াছিলাম—সমুদ্রমন্থন কালে বাসুকি দেবগণের যে সাহায্য করিয়াছিলেন তজ্জনিত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বাসুকির উপকারার্থ ও জীবের প্রতি দয়াবশতঃ দেবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট বলিলেন, হে পিতামহ, পাষাণহৃদয়া কদ্রু আপনার সম্মুখেই স্বীয় প্রিয়পুত্রগণকে যেরূপ দারুণ অভিসম্পাত করিলেন, মাতা হইয়া পুত্রের প্রতি সেরূপ শাপ প্রদান করিতে কেহ পারে না। আপনিও 'এবমস্তু' বলিয়া তাঁহার সেই বাক্য অনুমোদন করিলেন। অতএব হে ব্রহ্মন্, আপনি কি নিমিত্ত কদ্রুকে স্বসমক্ষে শাপ দিতে উদ্যতা দেখিয়াও নিবারণ করিলেন না, তাহা শুনিতে বাসনা করি। ব্রহ্মা বলিলেন, সর্পগণ অতিশয় তীক্ষ্ণবিষ, খল ও প্রজাগণের অহিতকারী, অতএব আমি প্রজাগণের হিতকামনায় শাপোদ্যতা কদ্রুকে নিবারণ করি নাই। কিন্তু সর্পসত্রে কেবল তীক্ষ্ণবিষ, নীচাশয় ও পাপাচার বিষধরদিগেরই বিনাশ হইবে। ধার্ম্মিক নাগগণের কোন অপচয় হইবে না। তৎকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা যে প্রকারে ঐ শাপ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহা শ্রবণ কর। যাযাবর-বংশে অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন তপোনিরত জিতেন্দ্রিয় জরৎকারুনামে এক মহর্ষি জন্মগ্রহণ করিবেন। তাঁহার ঔরসে আস্তীক নামে এক পুত্র জন্মিবেন। তিনি মহারাজ জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে নিষেধ করিবেন। তাহা হইলে ধর্ম্মশীল সর্পগণের পরিত্রাণ হইবে।

ব্রহ্মার এই বাক্য শুনিয়া দেবগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্, মহাতপাঃ মহাবীর্য্য মুনিবর জরৎকারু কাহার গর্ভে সেই মহানুভব পুত্র আস্তীককে উৎপাদন করিবেন? ব্রহ্মা বলিলেন, "বীর্য্যবান্ জরৎকারু, সনাম্নী কন্যাতে সেই মহাবীর্য্যসম্পন্ন পুত্র উৎপাদন করিবেন। সর্পরাজ বাসুকির জরৎকারু-নাম্নী এক ভগিনী আছেন। তাঁহার গর্ভে সেই পুত্র জন্মিবেন এবং তৎকর্তৃক সর্পকুলের পরিত্রাণ হইবে।" দেবগণ ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া "তথাস্তু" বলিলেন। সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া ত্রিদশালয়ে প্রস্থান করিলেন।

অতএব হে নাগাধিরাজ বাসুকে, সর্পগণের ভয়-শান্তির নিমিত্ত সেই সুব্রত ভিক্ষমাণ মহর্ষিকে তোমার জরৎকারু-নাম্নী ভগিনীক ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান কর। তাহা হইলেই সর্পবংশ রক্ষা পাইবে। আমি নাগগণের এই মোক্ষোপায় শ্রবণ করিয়াছি। নাগগণ এলাপত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। নাগরাজ বাসুকিও সেই কথা শুনিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন এবং তদবধি জরৎকারু-নাম্নী নিজ ভগিনীকে অতি প্রযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন ও জরৎকারুকে ভগিনী সম্প্রদান করিতে সঙ্কল্প করিলেন। বহুসংখ্যক সর্পকে তাঁহার নিকটে সতত অবস্থান করিতে প্রেরণ করিলেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, "ভগবান্ জরৎকারু যে মুহূর্তে দারপরিগ্রহ করিতে অভিলাষ প্রকাশ করিবেন, তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎক্ষণাৎ আসিয়া আমাকে সংবাদ দিবে।" বাসুকি ভুজঙ্গমগণের প্রতি উক্তরূপ আদেশ দিয়া মহর্ষি জরৎকারুকে ভগিনী প্রদান করিতে উদ্যত হইয়া রহিলেন।

কিয়ৎকাল পরে কৌরববংশীয় পরীক্ষিৎ পৃথিবীর অধিরাজ হইলেন। তিনি স্বীয় প্রপিতামহ পাণ্ডুরাজার ন্যায় অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর, যুদ্ধবিশারদ ও মৃগয়াপ্রিয় ছিলেন। তদীয় রাজত্বকালে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ স্ব স্ব ধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন। তিনি প্রজাপতির ন্যায় সর্বভূতে সমদর্শী ছিলেন এবং বিধবা, বিকলাঙ্গ, অনাথ, দীন, দরিদ্রদিগকে ভরণপোষণ করিতেন। তিনি শশধরের ন্যায় প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি ভূতভাবন' বাসুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহার প্রতি সবিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুরু-কুল পরিক্ষীণ হইলে অভিমন্যুর ঔরসে উত্তরার গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, একারণ তাঁহার নাম 'পরীক্ষিৎ' হইয়াছিল। তিনি রাজধর্ম্মে সুনিপুণ, নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। কিন্তু তিনি মাত্র ষষ্টিবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রজাপালন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। ব্রহ্মশাপই এই অকালমৃত্যুর কারণ।

একদা তিনি শরদ্বারা এক মৃগকে বিদ্ধ করিয়া সেই মৃগের অনুসরণক্রমে নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে অতিদূর দেশে উপনীত হইলেন। পরে সাতিশয় পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া এক গোচারণ স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, এক তপস্বী স্তন্যপায়ী বৎসগণের মুখনিঃসৃত ফেনপুঞ্জ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন। অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত ও পিপাসার্ত্ত রাজা সেই মুনিকে আত্মপরিচয় দিয়া বাণবিদ্ধ মৃগটি কোন্ দিকে পলায়ন করিয়াছে সে বিষয়ের অনুসন্ধান দিবার জন্য বলিলেন। মুনিবর মৌনাবলম্বী থাকায় কোন কথাই বলিলেন না। তখন রাজা ক্রোধান্বিত হইয়া আপন ধনুর অগ্রভাগ দ্বারা এক মৃত সর্প উত্তোলনপূর্বক মহর্ষির স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন। ঋষি কিছুমাত্র ক্রুদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন না এবং ভালমন্দ কিছু বলিলেন না। রাজা তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক ব্যথিতমনে আপন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কিন্তু সেই ঋষি তদবস্থই রহিলেন। ঐ ক্ষমাশীল মহামুনি রাজা পরীক্ষিৎকে স্বধর্মনিরত বলিয়া জানিতেন, এই নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াও তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন না। মহারাজ পরীক্ষিৎও তাঁহাকে তাদৃশ ধর্মপরায়ণ বলিয়া না জানিতে পারিয়াই তাঁহার তাদৃশী অবমাননা করিলেন।

[রাজা পরীক্ষিতের প্রতি শৃঙ্গীর অভিশাপ]

ঐ মহর্ষির শৃঙ্গীনামে এক তরুণবয়স্ক পুত্র ছিলেন। তিনি অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে সুসংযত হইয়া সর্বভূতহিতৈষী ভগবান্ প্রজাপতির উপাসনা করিতে যাইতেন। একদা শৃঙ্গী ব্রহ্মার উপাসনানন্তর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার সখা কৃশ নামে এক ঋষিপুত্র তাঁহার পিতার অপমান-বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া শৃঙ্গী ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি কৃশের মুখে নিরপরাধ পিতার এইরূপ অপমান-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপোপরক্ত নয়নে আচমনপূর্বক রাজাকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "যে নৃপাধম মৌনব্রতাবলম্বী আমার বৃদ্ধ পিতার স্কন্ধে মৃতসর্প সমর্পণ করিয়াছে আমার বাক্যানুসারে তীক্ষ্ণ বিষধর পন্নগেশ্বর তক্ষক সপ্ত রাত্রির মধ্যে ব্রাহ্মণের অপমানকারী সেই পাপাত্মাকে যমসদনে প্রেরণ করিবে।" শৃঙ্গী রাজাকে এইরূপ শাপগ্রস্ত করিয়া পিতা শমীকের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন সত্যই তাঁহার স্কন্ধে মৃতসর্প রহিয়াছে। তিনি তদ্দর্শনে পুনর্বার সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া মনোদুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে পিতাকে বলিলেন, পিতঃ, দুরাত্মা পরীক্ষিৎ বিনাপরাধে আপনার এই অপমান করিয়াছে শুনিয়া আমি তাহাকে এই উগ্র শাপ প্রদান করিয়াছি যে "পন্নগরাজ তক্ষক সেই কুরুকুলাধমকে দংশন করিয়া অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[পুত্র শৃঙ্গীর প্রতি শমীকের উপদেশ] শমীক, পুত্রের এই গর্হিতানুষ্ঠান শুনিয়া বলিলেন, "হে পুত্র, তুমি রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ দিয়া কুকর্ম করিয়াছ। আমি ইহাতে প্রীত হইলাম না। তপস্বিগণের এরূপ ধর্ম নহে। আমরা সেই রাজার অধিকারে বাস করি। তিনিও ন্যায়পূর্বক আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, কখনও কোন অত্যাচার করেন না। ন্যায়পরায়ণ রাজা যদিও কদাচিৎ কোন অপরাধ করেন, তাহা আমাদের অবশ্যই সহ্য করা উচিত। ধার্মিক রাজগণ আমাদের রক্ষক বলিয়াই আমরা বিপুল ধর্ম অর্জন করিতে পারি। আমাদের উপার্জিত ধর্মে রাজাদিগের ধর্মতঃ অধিকার আছে। অতএব হে পুত্র, রাজা যদিও কোন অপরাধ করেন তাহা আমাদের ক্ষমা করা উচিত। সেই মহানুভব রাজা পরীক্ষিৎ ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার আশ্রমে আসিয়াছিলেন। তিনি নিশ্চয়ই আমার মৌনব্রত-অবলম্বনের বিষয় না জানিয়া এই কুকর্ম করিয়াছেন। অপিচ, দেশ অরাজক হইলে লোক-সকল উচ্ছৃঙ্খল হয়, কোন ধর্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। উচ্ছৃঙ্খল লোক-দিগকে রাজা দণ্ডিত করিলে পুনর্বার ধর্ম ও শান্তির সংস্থাপন হয়। ধর্ম হইতে স্বর্গ সংস্থাপিত হয়। রাজার প্রভাবেই যজ্ঞ সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হয়। যজ্ঞদ্বারা দেবগণ প্রসন্ন হন, দেবগণ হইতে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টিদ্বারা শস্য উৎপন্ন হয়। শস্য হইতে মনুষ্যগণের জীবন রক্ষা হয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, রাজা মনুষ্যদিগের বিধাতাস্বরূপ ও দশ শ্রোত্রিয়ের[২] সমান। সেই রাজা ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া আমার মৌনাবলম্বনের বিষয় না জানিতে পারিয়াই এরূপ দুষ্কর্ম করিয়া থাকিবেন, সন্দেহ নাই। সেই রাজর্ষি কোন প্রকারেই আমাদের শাপযোগ্য নহেন। তুমি বালকতা প্রযুক্ত তাঁহাকে ভীষণ শাপ দিয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছ।"

শৃঙ্গী পিতার তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, এই শাপ প্রদান করাতে আমার সাহস[৩] প্রকাশ করাই হউক অথবা দুষ্কর্ম করাই হউক এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাতে আপনি সন্তুষ্টই হউন অথবা অসন্তুষ্টই হউন যাহা বলিয়াছি তাহা মিথ্যা হইবার নহে। আমি পরিহাসচ্ছলেও কখন মিথ্যা বলি না। অতএব মৎপ্রদত্ত শাপ ব্যর্থ হইবার নহে। শমীক বলিলেন, আমি জানি তুমি উগ্রপ্রভাবশীল, সত্যবাদী, জীবনে কখনও মিথ্যা বল নাই, সুতরাং তোমার শাপ অমোঘ। কিন্তু বৎস, পিতা বয়ঃস্থ পুত্রকেও শাসন করিতে পারেন, যেহেতু তাহাতে ক্রমে ক্রমে পুত্রের গুণ ও যশোবৃদ্ধির সম্ভাবনা; তুমি বালক, অতএব তুমি অবশ্যই আমার শাসনার্হ। আমি জানি তুমি সর্বদা তপঃপরায়ণ, তপঃপ্রভাবশালী মহাত্মারা অতিশয় কোপনস্বভাব হইয়া থাকেন। কিন্তু বৎস, তুমি একে ত আমার পুত্র, বিশেষতঃ বালক, তাহাতে তুমি আবার অত্যন্ত সাহসের কার্য্য করিয়াছ. এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া আমি তোমাকে ভৎর্সনা করিলাম। এক্ষণে তোমাকে কিছু উপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর :—

[পুত্র শৃঙ্গীর প্রতি শমীকের পুনরুপদেশ]

তুমি শান্তি গুণ অবলম্বন করিয়া বন্য ফলমূলাদি আহার দ্বারা ক্রমে ক্রমে ক্রোধের উপশম কর, তাহা হইলে শাপদান জন্য তোমার আর ধর্মক্ষয় হইবে না। দেখ, ক্রোধ সংযমী তপস্বীদিগের বহু যত্নে সঞ্চিত ধর্মরাশি লোপ করে। ধর্মবিহীন লোকদিগের সদ্গতি লাভ হয় না। শমগুণই ক্ষমাশীল তপস্বিগণের সকল প্রকারে সিদ্ধিদায়ক। কি ইহলোকে কি পরলোকে ক্ষমাবানের সর্বত্র মঙ্গল; অতএব বৎস, তুমি সর্বদা ক্ষমাশীল ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কালযাপন কর; ক্ষমাগুণ অবলম্বন করিলে চরমে পরমপদ প্রাপ্ত হইবে।

আমি শমপরায়ণ, অতএব এক্ষণে আমার যথাশক্তি রাজার উপকার করা কর্ত্তব্য। সম্প্রতি রাজার নিকটে এই সংবাদ পাঠাই যে, আমার পুত্র বালক ও অতিশয় অপরিণতবুদ্ধি, সে ত্বৎকৃত মদীয় অবমাননা দর্শনে ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া তোমাকে শাপ প্রদান করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[শৃঙ্গীর শাপবার্ত্তা রাজার নিকট শমীক ঋষির প্রেরণ, তাহা শুনিয়া শান্তশীল শমীকের প্রতি যে রাজা গুরুতর অন্যায় করিয়াছেন তজ্জন্য রাজার পরিতাপ]

ক্ষমাবান্ মহাতপাঃ শমীক ঋষি এই সংবাদ রাজা পরীক্ষিৎকে দিবার জন্য তদীয় শিষ্য গৌরমুখকে রাজার নিকট পাঠাইলেন। রাজা এই দারুণ সংবাদ শুনিয়া এবং আপন দুষ্কর্ম স্মরণ করিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। মুনিবর শমীক মৌনব্রতাবলম্বী ছিলেন, এই জন্যই তাঁহাকে প্রত্যুত্তর দেন নাই ইহা শুনিয়া রাজার অনুতাপানল অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "শমীকমুনি এত শান্তস্বভাব ও তিতিক্ষাপরায়ণ[৪] যে তিনি মৎকৃত তাদৃশ অপমান সহ্য করিয়াও দয়া প্রকাশ করিয়াছেন; হায়! আমি কি কুকর্ম করিয়াছি, সেই পরম কারুণিক মুনিবরের উপর সেইরূপ অত্যাচার করা আমার নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে।" এই ভাবিয়া রাজার আর পরিতাপের পরিসীমা রহিল না। রাজা বিনা অপরাধে সেই মুনিবরের তাদৃশী অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া যেরূপ দুঃখার্ত্ত হইলেন, আপনার মৃত্যুবার্ত্তা শুনিয়া সেরূপ কাতর হইলেন না। অনন্তর রাজা সেই মুনিশিষ্য গৌরমুখকে এই বলিয়া বিদায় করিলেন যে, মহাশয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সেই মুনিবরকে এই কথা বলিবেন, তিনি যেন আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

পরে রাজা উদ্বিগ্নচিত্তে মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এক এক-স্তম্ভ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া সেখানে নানাবিধ ঔষধ, বহুসংখ্যক চিকিৎসক ও মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ নিযুক্ত করিলেন এবং সেই প্রাসাদে সুরক্ষিতরূপে অবস্থান করিয়া মন্ত্রিগণের সহিত রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার সমীপে বাহিরের কেহই গমন করিতে পারিতেন না।

[কাশ্যপ মুনির বিষ-বিদ্যা-প্রভাব]

বিষবিদ্যা-বিশারদ দ্বিজোত্তম কাশ্যপ মুনি শুনিয়াছিলেন যে, রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন। সেরূপ ঘটিলে তিনি মন্ত্রৌষধি বলে তাঁহাকে সঞ্জীবিত করিবেন, তাহাতে তাঁহার ধর্ম্ম ও অর্থ উভয়ই লাভ হইবে। এই উদ্দেশ্যে নির্দ্ধারিত সপ্তমদিনে তিনি রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য একাগ্রচিত্ত হইয়া রাজবাটীতে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেষধারী নাগরাজ তক্ষকের সহিত তাঁহার দেখা হইল। তক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনিবর, তুমি অনন্যমনা হইয়া এত দ্রুত কোথায় কি জন্য যাইতেছ? কাশ্যপ বলিলেন, অদ্য রাজা পরীক্ষিৎ তক্ষকের বিষানলে দগ্ধ হইবেন শুনিয়া তাঁহার জীবনরক্ষার্থে যাইতেছি। তক্ষক বলিলেন, আমি সেই তক্ষক। আমি দংশন করিলে তোমার সাধ্য কি যে, তুমি তাঁহাকে রক্ষা কর। কাশ্যপ বলিলেন, আমি বিদ্যা-প্রভাবে তাঁহাকে নিশ্চিতই পুনর্জ্জীবিত করিব। সেই কথা শুনিয়া মুনি কাশ্যপের মন্ত্রবলের পরীক্ষার্থ এক বটবৃক্ষে তক্ষক দংশন করিল। তক্ষকের তীব্র বিষাগ্নিতে মূল অবধি পল্লবাগ্র পর্য্যন্ত বৃক্ষটি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং ক্ষণকাল মধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তক্ষক কাশ্যপমুনিকে বলিলেন, এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত কর। তখনই মহর্ষি কাশ্যপ সেই ভস্মীভূত বৃক্ষকে বিদ্যা-প্রভাবে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। সেই ভস্ম হইতে প্রথমে অঙ্কুর, তদনন্তর পত্র, পরিশেষে শাখা প্রশাখা প্রভৃতি সমুদায় অংশ সুচারুরূপে প্রস্তুত হইল।

কাশ্যপ মুনির বিদ্যার প্রভাব বুঝিয়া তক্ষক মুনিকে বলিলেন মুনে, তুমি যে বস্তুর লাভাকাঙ্ক্ষায় সেই রাজার নিকট যাইতেছ তাহা অতি দুষ্প্রাপ্য হইলেও আমি তোমাকে দিব। আর দেখ, ব্রহ্মশাপে রাজার মৃত্যু হইতেছে, ব্রহ্মশাপ অব্যর্থ। রাজার আয়ুঃশেষ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সুতরাং তোমার বিদ্যার প্রভাব খুব থাকিলেও এক্ষেত্রে কতদূর ফলপ্রসূ হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ। দ্বিজোত্তম কাশ্যপও তক্ষকের কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া দিব্যজ্ঞানপ্রভাবে ধ্যান করিয়া দেখিলেন, সত্যই রাজা পরীক্ষিৎ এর আয়ুঃশেষ হইয়াছে। তখন তিনি তক্ষকের নিকট হইতে স্বাভিলষিত অর্থ লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

[তক্ষকের হস্তিনা-পুরে গমন] এইরূপে কাশ্যপ প্রতিনিবৃত্ত হইলে তক্ষক সত্বর হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে শুনিলেন, রাজা বিষহর মন্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া অতি সাবধানে রহিয়াছেন। তখন তক্ষক ভাবিলেন, রাজাকে মায়া-প্রভাবে বঞ্চিত করিতে হইবে। নাগরাজ অন্যান্য সর্পগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া বিশেষ প্রয়োজন আছে এই ছল করিয়া অব্যগ্রচিত্তে রাজার নিকটে গিয়া ফল, ফুল, কুশ ও জল দিয়া তাঁহাকে আশীর্বাদ করিবে। সর্পগণ তাহাই করিল, রাজাও আশীর্বাদীয় দ্রব্য ফল-পুষ্পাদি গ্রহণ করিলেন। ছদ্মতাপসরূপী ভুজঙ্গমেরা যথোচিত সম্মানিত হইয়া প্রস্থান করিলে রাজা অমাত্যগণ ও সুহৃদগণকে বলিলেন,

[রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষক কর্তৃক দংশন] এস, আমরা সকলে একত্র হইয়া এই সকল তাপসদত্ত সুস্বাদু ফল ভক্ষণ করি। দুর্দৈববশতঃ ভূপতির ফল-ভোজনে প্রবৃত্তি হইল। যে ফলের মধ্যে তক্ষক গুপ্তভাবে ছিলেন, দৈবনির্বন্ধন ক্রমে তিনি সেই ফলটাই ভক্ষণ করিতে লইলেন। ভক্ষণ করিবার সময় ঐ ফল হইতে এক অণুপরিমাণ কৃষ্ণনয়ন, তাম্রবর্ণ কীট বহির্গত হইল। রাজা সেই কীটটি লইয়া সচিবদিগকে বলিতে লাগিলেন, সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিতেছেন, আজ আমার আর বিষের ভয় নাই। এক্ষণে এই কীট তক্ষক হইয়া আমাকে দংশন করুক। তাহা হইলে শাপেরও মোচন হয় এবং ব্রাহ্মণের কথাও সত্য হয়। মন্ত্রিগণও কালপ্রেরিত হইয়া তাঁহার সেই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। মরণোন্মুখ রাজার দুর্বুদ্ধি ঘটিল। তিনি সেই কীট নিজের গ্রীবায় রাখিয়া হাসিতে লাগিলেন। কীটরূপী তক্ষক নিজদেহ দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎক্ষণাৎ রাজার গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ভীষণ গর্জন করিয়া তাঁহাকে দংশন করিল।

[তক্ষক-দংশনে রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু] মন্ত্রিগণ রাজাকে তদবস্থ দেখিয়া বিষণ্ণ বদনে ও দুঃখিত মনে রোদন করিতে লাগিলেন। তক্ষকের সেই গর্জন শুনিয়া নিরুপায় হইয়া সকলেই পলায়ন করিতে করিতে দেখিলেন আকাশ-মণ্ডলে তক্ষক দীপ্তাগ্নিশিখ-সদৃশ নিজ শরীর দ্বারা নভোমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত করিয়া অতিবেগে গমন করিতেছেন। পরিশেষে সেই একস্তম্ভ গৃহ তক্ষকের বিষাগ্নি দ্বারা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রাজাও বজ্রাহতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। রাজার মৃত্যু ঘটিল, মন্ত্রিগণ ও রাজপুরোহিতগণ তাঁহার পারত্রিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করিলেন।

[জনমেজয়ের রাজ্যে অভিষেক] পরে পুরবাসী সমস্ত প্রজাগণকে একত্র করিয়া তাঁহার শিশুপুত্রকে পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। পুত্রের নাম জনমেজয়। জনমেজয় অল্পবয়স্ক হইলেও মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার প্রপিতামহ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের ন্যায় নিপুণতা দেখিয়া মন্ত্রিগণ তাঁহার পরিণয়ার্থ কাশীপতি সুবর্ণবর্ম্মার রূপলাবণ্যবতী কন্যা প্রার্থনা করিলেন। কাশীরাজ সেই কুরুপ্রবীরকে বেদবিধানানুসারে তদীয়া কন্যা বপুষ্টমাকে প্রদান করিলেন। রাজা জনমেজয় ঐ সুপ্রতীতং রূপবতী বপুষ্টমাকে পত্নীরূপে পাইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কদাচ অন্য রমণীর প্রতি কটাক্ষপাতও করিতেন না। লোকললামভূতাং বরবর্ণিনী পতিব্রতা বপুষ্টমাও পতির প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন।

সৌতি বলিলেন, এই সময়ে মহাতপাঃ জরৎকারু মুনি বায়ুমাত্র ভক্ষণে শীর্ণকলেবর হইয়া তপোনুষ্ঠান ও পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া অবনীমণ্ডল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিভ্রমণ করিতেন এবং যে স্থানে সায়ংকাল উপস্থিত হইত সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতেন। একদা তিনি ঘটনাক্রমে একস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, নিরাহারে শীর্ণকলেবর, বায়ুমাত্রভোজী, পরিত্রাণেচ্ছু, অতিদীন-ভাবাপন্ন কতিপয় ব্যক্তি ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমস্তকে তন্তুমাত্রাবশিষ্ট উশীরস্তম্ব[৭] অবলম্বন করিয়া এক মহাগর্ত্তাভিমুখে লম্বমান রহিয়াছেন। ঐ গর্ত্তে এক প্রকাণ্ড মূষিক বাস করে। সে প্রতিদিন বীরণ-স্তম্বের[৮] মূল সকল ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। মহর্ষি জরৎকারু তাঁহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে তাঁহাদের পরিচয় ও ঐরূপ অবস্থানের হেতু কি জিজ্ঞাসা করিলেন আর বলিলেন আপনারা যে উশীরস্তম্ব অবলম্বন করিয়া আছেন উহার একমাত্র স্তম্ব অবশিষ্ট আছে দেখিতেছি। এই গর্ত্ত-নিবাসী মূষিক তাহাও ক্রমে ক্রমে ছেদন করিতেছে। ইহা ছিন্ন হইলেই আপনারা এই গর্ত্তমধ্যে অধঃশিরে পতিত হইবেন মনে হইতেছে: আপনাদের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই মানসিক ব্যথা অনুভব করিতেছি। আজ্ঞা করুন, আপনাদের কি প্রিয় কার্য্য করিব? শেষে বলিলেন, যদি আমার এই দীর্ঘকাল সঞ্চিত সমস্ত তপস্যার ফল দ্বারাও আপনাদের এই দুঃসহ দুঃখ-নিবৃত্তি হয় তাহাতেও আমি সম্মত আছি।

[জরৎকারু মুনির নিকট তদীয় পিতৃ-লোকের বংশ লুপ্ত-প্রায় দেখিয়া পরিতাপ ও জরৎকারুর প্রতি আজ্ঞা]

পিতৃগণ তাঁহার সেই কথা শুনিয়া বলিলেন, হে বৃদ্ধ ব্রহ্মচারিন্, তোমার তপস্যা দ্বারা আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারিবে না। আমাদের সকলেরই তপঃসিদ্ধি আছে। কেবল বংশ-ক্ষয়োপক্রম হইয়াছে বলিয়া আমরা এই অপবিত্র নরকে নিপতিত হইতেছি। সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন, "সন্তানই পরম ধর্ম।" আমরা এই গর্ত্তে লম্বমান হইয়া হতজ্ঞান হইয়াছি, একারণ তোমার পৌরুষ সর্ব্বলোকবিদিত হইলেও তোমাকে চিনিতে পারিতেছি না। তুমি আমাদের দুঃখ দেখিয়া কাতর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছ, অতএব তোমাকে পরিচয় দিতেছি, শুন। আমরা যাযাবর-নামে ব্রতশীল ঋষি, সন্তানক্ষয়ের উপক্রম হওয়াতে এই পবিত্রলোক হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি। আমাদের কঠোর তপস্যার ফল আজও বিনষ্ট হয় নাই। আমাদের জরৎকারু নামে এক সন্তান আছেন। তিনি বেদবেদাঙ্গ-শাস্ত্রে পারদর্শী, নিয়তাত্মা, ব্রতনিরত, তপঃপ্রভাব-সম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য হইয়াছে, তাঁহার স্ত্রীপুত্র বন্ধুবান্ধব কেহই নাই। তিনি কেবল কঠোর তপস্যা করিয়া কালযাপন করেন। তিনি তপস্যা-লোভে নিতান্ত আক্রান্ত হওয়াতেই আমাদের এই দুর্দশা হইয়াছে। এই যে উশীরস্তম্ব দেখিতেছ, ইহা আমাদের বংশবর্ধক কুলস্তম্ব। আর ইহার যে সকল মূল দেখিতেছ, উহা আমাদের কালকবলিত সন্তানসমূহ। অর্দ্ধভক্ষিত যে মূলটি আমরা অবলম্বন করিয়া আছি, উহা সেই তপোনিষ্ঠ জরৎকারু। আর এই যে মূষিক দেখিতেছ, ইহা মহাবল পরাক্রান্ত কাল। ইনি সেই তপোলুব্ধ জরৎকারুকে ক্ষয় করিতেছেন। জরৎকারুর কঠোর তপস্যা আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা অতিমন্দভাগ্য, আমাদের মূল ছিন্নপ্রায় হইয়াছে। এই দেখ, আমরা কালোপহতচিত্ত হইয়া দুরাত্মা-দিগের মত অধঃপতিত হইতেছি। আমরা সবান্ধবে গর্ত্তে পতিত হইলে তাঁহাকেও, কালনিয়ন্ত্রিত হইয়া নিরয়গামী" হইতে হইবে। হে ব্রহ্মন্, **কি তপস্যা, কি যজ্ঞ, কি অন্যান্য পুণ্যকর্ম সন্তানের সদৃশ কিছুই দেখিতে পাই না।** বৎস, সেই মূঢ়মতি জরৎকারুর সহিত দেখা হইলে তাঁহাকে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা জানাইবে এবং যাহাতে তিনি দার-পরিগ্রহ করিয়া বংশ রক্ষা করেন ইহা তাঁহাকে অবশ্য অবশ্য বলিবে! সে যাহা হউক, তুমি যে আমাদের দুর্দশা দেখিয়া পরম বন্ধুর ন্যায় অনুতাপ করিতেছ, তন্নিমিত্ত আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি, তুমি কে?

জরৎকারু তাঁহাদের কথা শুনিয়া সাতিশয় শোকার্ত হইয়া সবাষ্প

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সগদ্গদস্বরে বলিলেন, হে মহর্ষিগণ আপনারা আমারই পূর্বপুরুষ ; আমিই আপনাদের সেই পাপাত্মা নরাধম কৃতঘ্ন সন্তান, আমার নাম জরৎকারু। সম্প্রতি আপনাদের কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন এবং আমার এই অপরাধের যথোচিত দণ্ডবিধান করুন।

পিতৃগণ বলিলেন, বৎস, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি যদৃচ্ছাক্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছ, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি নিমিত্ত দার-পরিগ্রহ কর নাই ? জরৎকারু বলিলেন, হে পিতৃগণ, আমার মনে সর্বদাই এই ভাব উদিত হয় যে, আমি ঊর্দ্ধরেতাঃ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ করিব, কদাচ দারপরিগ্রহ করিব না। এখানে সন্তান অভাবে আপনাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া ব্রহ্মচর্যের বাসনা অপনীত হইল। আমি আপনাদের হিতসাধনার্থে বিবাহ করিব, কিন্তু সে বিষয়ে এই এক প্রতিজ্ঞা রহিল যে, যদি আমার সনাম্নী কন্যা ভিক্ষা-স্বরূপ পাই এবং তাহাকে আমার ভরণ পোষণ করিতে না হয়, তাহা হইলেই তাহার পাণিগ্রহণ করিব, নতুবা নহে। আমার সেই সহধর্মিণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সেই আপনাদিগের উদ্ধার করিবে।

মহর্ষি জরৎকারু পিতৃগণকে এইরূপে আশ্বাসিত করিয়া সেইরূপ কন্যার জন্য ভূমণ্ডল ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ ও নিঃস্ব বলিয়া কোথায়ও কোন কন্যা জুটিল না। তখন দুঃখার্ত্তমনে অরণ্যানী প্রবেশপূর্বক উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। পরে পিতৃলোক-হিতৈষী মহাপ্রাজ্ঞ জরৎকারু এই বলিয়া ক্রমে ক্রমে তিনবার কন্যা ভিক্ষা করিলেন, "এ স্থানে যে কোন স্থাবর বা অস্থাবর পদার্থ বর্তমান আছ অথবা যাহারা অন্তর্হিত আছ, সকলে আমার প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমি যাযাবর বংশ-সমুদ্ভূত। আমার নাম জরৎকারু। জন্মাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত কেবল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠান দ্বারা কালযাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছি। সম্প্রতি আমার পিতৃগণ বংশলোপ-ভয়ে আমাকে পাণিগ্রহণে আদেশ দিয়াছেন। আমি নিতান্ত দরিদ্র হইয়াও পিতৃগণের আজ্ঞাক্রমে দারপরিগ্রহাভিলাষে নিখিল ধরণীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কুত্রাপি কন্যা লাভ হইল না। অতএব এক্ষণে আমি যাঁহাদের নিকট কন্যা প্রার্থনা করিতেছি তাঁহাদের মধ্যে যদি কাহারও মৎসনাম্নী দুহিতা থাকে, আর যদি আমাকে সেই কন্যা ভিক্ষাস্বরূপ সম্প্রদান করেন এবং আমাকে সেই কন্যার ভরণপোষণ করিতে না হয় তবে সেই কন্যা আনয়ন করুন, আমি তাহার পাণিগ্রহণ করিব।"

[জরৎকারু মুনির দারপরিগ্রহ]

অনন্তর যে সকল সর্প জরৎকারুর দারপরিগ্রহাভিলাষের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তাহারা সত্বর বাসুকিকে সেই সংবাদ দিল। নাগরাজ বাসুকি তাহাদের মুখে জরৎকারুর কথা সবিস্তরে শুনিবামাত্র সাতিশয় সন্তোষের সহিত তপঃপরায়ণা স্বীয় জরৎকারুনাম্নী ভগিনীকে বিচিত্র বসন ভূষণে বিভূষিতা করিয়া জরৎকারুসন্নিধানে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে ভিক্ষাস্বরূপ সেই কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং বলিলেন ভগিনীর ভরণ পোষণের সমস্ত ভার তিনি নিজেই লইবেন। জরৎকারু বাসুকিকে এই মাত্র বলিলেন "ইনি আমার কোন অপ্রিয় কার্য্য করিলে আমি তৎক্ষণাৎ ইঁহাকে ত্যাগ করিব।" নাগরাজ বাসুকিও ভগিনীকে সে বিষয়ে সর্বদা অবহিতা থাকিতে উপদেশ দিলেন।

[বাসুকিভগিনী জরৎকারুর সহিত জরৎকারু মুনির বিবাহ ও আস্তীকের জন্ম]

বাসুকি ভগিনীর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিলে জরৎকারু তাঁহার ভবনে গমন করিয়া যথাবিধানে তদীয় ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষিপত্নী জরৎকারুর গর্ভসঞ্চার হইল। ঐ গর্ভ শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। একদা জরৎকারু একান্ত ক্লান্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রিয়তমার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। সূর্য্যাস্ত হইল, পতির নিদ্রাভঙ্গ হইল না। সায়ংবন্দনাদির সময় অতিবাহিত হইয়া যাইবে, এই আশঙ্কা করিয়া তপঃপরায়ণা পতিব্রতা ভাবিলেন, একদিকে কোপনস্বভাব পতির নিদ্রাভঙ্গ করিলে তিনি কুপিত হইবেন, আর এক-দিকে জাগরিত না হইলে পতির নিত্য ধর্ম্মাচরণের ব্যতিক্রম ঘটিবে। এই সমস্যায় পড়িয়া পতিব্রতা, কোপ ও ধর্মশীল ব্যক্তির ধর্মহানি এই উভয়ের মধ্যে ধর্মলোপ অধিকতর দূষণীয় এই সিদ্ধান্ত করিয়া মধুরভাষিণী ধর্ম-পরায়ণা বাসুকি-ভগিনী জ্বলন্ত হুতাশনের তুল্য তেজঃপুঞ্জাকৃতি সুখ-প্রসুপ্ত মহাতপাঃ জরৎকারুকে সম্বোধন করিয়া অতিবিনীত বচনে বলিলেন, মহাভাগ, সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, সন্ধ্যা-তিমির পশ্চিম দিক্ অল্প অল্প আচ্ছন্ন করিতেছে, গাত্রোত্থান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করুন, অগ্নিহোত্রের সময় উপস্থিত। ভগবান্ জরৎকারু জাগরিত হইয়া ওষ্ঠাধর পরিস্ফুরণপূর্ব্বক রোষভরে বলিলেন, হে ভুজঙ্গমে, তুমি আমার অবমাননা করিলে, আমি আর তোমার নিকট থাকিব না, যথাস্থানে গমন করিব। হে বামোরু, আমার এরূপ দৃঢ়নিশ্চয় আছে, আমি নিদ্রিতাবস্থায় থাকিলে সূর্য্যের সাধ্য কি যে তিনি যথাকালে অস্তগত হন। এরূপ অবমানিত হইয়া আমি এখানে আর থাকিব না।

[জরৎকারুর তপশ্চরণার্থ সংসারত্যাগ]

জরৎকারুর এরূপ নির্দয় বাক্য শুনিয়া বাসুকি-ভগিনী বলিলেন, ভগবন্, ধর্মলোপের আশঙ্কায় আমি আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছি, অপমানের উদ্দেশ্যে একেবারেই নহে। তখন জরৎকারু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া পত্নীপরিত্যাগ-বাসনায় বলিলেন, হে ভুজঙ্গমে, আমার কথা মিথ্যা হইবার নহে, আমি অদ্যই এখান হইতে প্রস্থান করিব। আমি ত পূর্ব্বেই তোমার সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম। অতএব হে ভদ্রে, এত দিন তোমার নিকট পরম সুখে ছিলাম, এক্ষণে চলিলাম। আমি গমন করিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার ভ্রাতাকে বলিও, সেই মুনি চলিয়া গিয়াছেন এবং তুমিও মদীয় অদর্শনে শোকাভিভূতা হইও না।

[জরৎকারুর সংসার-ত্যাগে পতিপরায়ণা সহধর্ম্মিণী বাসুকি-ভগিনীর পরিতাপ]

তাঁহার এই দারুণ কথা শুনিয়া নাগ-স্বসা জরৎকারুর মুখ শুষ্ক হইল ও হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বাষ্পাকুললোচনে ও গদ্‌গদ বচনে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ, নিরপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিও না। আমি কখন অধর্ম্মাচরণ করি নাই এবং প্রাণপণে আপনার প্রিয়কার্য্য ও হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি। ভ্রাতা যে অভিসন্ধি করিয়া আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন, দুরদৃষ্টবশতঃ আমি অদ্যাপিও তাহা লাভ করিলাম না। তিনিই বা আমাকে কি বলিবেন। আমার জ্ঞাতিবর্গ মাতৃশাপে অভিভূত আছেন। আপনার ঔরসে আমার গর্ভে একটি পুত্র জন্মিবে এবং ঐ পুত্র হইতে তাঁহাদিগের শাপ মোচন হইবে, এই তাঁহাদের অভিপ্রেত, কৈ তাহারও ত কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি না। অতএব এক্ষণে যাহাতে তাঁহাদের ঐ মনোরথ নিষ্ফল না হয় তাহার ব্যবস্থা করুন। হে ভগবন্‌, আমি জ্ঞাতি-বর্গের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। এই গর্ভাভাববিধুরা নিরপরাধা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? মহর্ষি জরৎকারু সহধর্ম্মিণীর এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া বলিলেন, হে সুভগে, তোমার গর্ভে পরম ধার্ম্মিক বেদবেদান্তপারগ অগ্নিকল্প এক ঋষি জন্মিবে, এই বলিয়া জরৎকারু মুনি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

যাঁহাদিগের মনোমধুকর ভগবচ্চরণাম্বুজ-মধু-পানে সর্ব্বদা উন্মত্ত, কোন ঐহিক অতুলনীয় ভোগৈশ্বর্য্য-লোভই তাঁহাদিগের মনকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ান্তরে লইয়া যাইতে পারে না। কৈবল্য-শান্তি লাভ করিতে হইলে এই পঞ্চমবেদ মহাভারতের অন্তর্গত ভীষ্ম-পর্বের শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাতেই শ্রীভগবান্ ভক্ত অর্জ্জুনকে যাহা বলিতেছেন তাহাই অবলম্বনীয়—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

গীতা ১৮।৬২।

অর্থাৎ যখন জীবমাত্রই পরমেশ্বরের সম্পূর্ণ অধীন তখন 'অহং বুদ্ধি' ত্যাগ করিয়া সেই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির কারণ-ভূত ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ কর। কেননা, তিনি আশ্রিত ব্যক্তিকে কৃপাপূর্বক মায়ামুক্ত করিয়া দেন। ভগবচ্চরণাশ্রিত ব্যক্তির নিকট হইতে কর্মসহিত অবিদ্যা চিরদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করে। মনের পরমা শান্তি ভগবদ্ভক্তের চিরানুগত হইয়া থাকে। তাহার ফলে নিত্যানন্দময় পরম ধামে তাঁহার স্থিতি হয়। তাই পরম ভগবদ্ভক্ত জরৎকারুকে তপঃপরায়ণা, পতিব্রতা বরবর্ণিনী সুমধ্যমা নাগরাজ ভগিনীর ঐরূপ কাতরতাপূর্ণ প্রার্থনা সংসারে বদ্ধ রাখিতে পারিল না। "অস্তি" অর্থাৎ তোমার গর্ভে অগ্নিকল্প এক ঋষি জন্মিবেন—এই মাত্র বলিয়া অতি কঠোর তপশ্চরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া তিনি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর নাগদুহিতা ভ্রাতা বাসুকির নিকট আসিয়া স্বভর্ত্তার প্রস্থান-বৃত্তান্ত আদ্যন্ত বলিলেন। তখন বাসুকি অতি অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি পরিতপ্ত হইয়া ভগিনীকে বলিলেন, ভদ্রে, আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে মহর্ষি জরৎকারুর হস্তে সম্প্রদান করিয়াছিলাম, বোধ করি তুমি তাহা সম্যক্ অবগত আছ। যদি তাঁহার ঔরসে তোমার সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সর্পকুল রক্ষা পাইবে ইহাই ছিল সর্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মার বিধান। অতএব জিজ্ঞাসা করি সেই মুনি হইতে তোমার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি না? আমার এরূপ জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য এই যে, জরৎকারু মুনিকে ভগিনী-সম্প্রদান করা কতদূর সফল হইল জানিতে ইচ্ছা করি। নতুবা তোমাকে আমার এরূপ প্রশ্ন করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে, কিন্তু কি করি নিতান্ত গুরুতর কার্য্য বলিয়াই অগত্যা এরূপ অনুচিত প্রশ্ন করিতে হইল। তোমার ভর্ত্তা তপস্যায় একান্ত অনুরক্ত ও নিতান্ত কোপনস্বভাব, বোধ করি আমি অনুনয় করিলেও তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইবেন না। বরং আমাকে অভিসম্পাত করিলেও করিতে পারেন। এই নিমিত্ত তাঁহার অনুগমন করিতে চাহি না। অতএব হে ভদ্রে, তোমার ভর্ত্তৃবৃত্তান্ত আদ্যন্ত পরিচয় দিয়া আমার চিরপ্রোত[১১] হৃদয়শল্য উন্মূলিত কর।

[ভ্রাতা বাসুকিকে ভগিনীর আশ্বাস-বাণী] জরৎকারু নাম্নী বাসুকি-ভগিনী ভ্রাতা নাগরাজ বাসুকিকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, ভাই, সেই মহাত্মা যে সময়ে চলিয়া যান, তখন আমি পুত্রের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম। তাহাতে "অস্তি" অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। আমি তাঁহাকে ভ্রমক্রমেও কথন মিথ্যা বলিতে শুনি নাই, সুতরাং এরূপ বিষয়ে তিনি কখনই মিথ্যা কথা বলিবেন না। তিনি প্রস্থানকালে আমাকে বলিলেন, "প্রিয়তমে, আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে তুমি আমার নিমিত্ত সন্তাপ করিও না। অগ্নিসম প্রদীপ্ত ও সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী তোমার এক পুত্র জন্মিবে।" অতএব ভ্রাতঃ, তোমার সেই মনোদুঃখ দূর হউক। বাসুকি পরম আনন্দলাভ করিলেন ও ভগিনীকে মধুর সম্ভাষণ, সম্মান ও প্রার্থনাধিক অর্থদানে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলেন।

[আস্তীকের জন্ম] অনন্তর সেই মহাপ্রভাবশালী গর্ভ শুক্ল পক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরে জরৎকারুর যথাকালে পিতৃমাতৃ উভয় কুলের ভয়াপহারক দেবকুমার-সদৃশ এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমার নাগরাজ-গৃহে অবস্থিত থাকিয়া প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন এবং স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিবলে বাল্যকালেই ভার্গব চ্যবনের নিকট নিখিল বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। তাঁহার গর্ভাবস্থানকালে তদীয় পিতা "অস্তি" বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি "আস্তীক" নামে বিখ্যাত হইলেন। বাসুকি অলৌকিক ধীসম্পন্ন তদীয় ভাগিনেয়কে পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

তক্ষককৃত বৈর-নির্য্যাতনে জনমেজয়ের সঙ্কল্প

রাজা জনমেজয় মন্ত্রীদিগের নিকট তদীয় পিতা সর্বগুণসম্পন্ন পরীক্ষিৎ-এর ব্রহ্মশাপ নিবন্ধন তক্ষকদংশনে মাত্র ষষ্টিবর্ষ বয়সে অকাল মৃত্যুর বৃত্তান্ত আদ্যন্ত সবিস্তরে শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্ত্রস্ত হইলেন এবং রোষভরে করে কর পেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ ও অশ্রু-মোচন-পূর্বক কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মন্ত্রীদিগকে বলিলেন, হে অমাত্যগণ, আমি স্থির করিলাম, দুরাত্মা তক্ষক, শৃঙ্গীকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া পিতার প্রাণ হিংসা করিয়াছে, এক্ষণে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতে হইবে। যদি কাশ্যপ আসিতেন তাহা হইলে পিতা অবশ্যই বাঁচিতেন, কিন্তু তক্ষক এরূপ দুরাত্মা যে, সে কাশ্যপকে অর্থ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছে। যদি পিতা কাশ্যপের প্রসাদে ও মন্ত্রীদিগের মন্ত্রণা বলে জীবন লাভ করিতেন, তাহাতে তক্ষকের কি ক্ষতি হইত? তাহার এ অত্যাচার আর সহ্য হয় না। অতএব এক্ষণে আমি, আমার নিজের, তোমাদিগের ও উতঙ্কের সন্তোষের জন্য পিতার বৈরনির্যাতনে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

রাজা ঐরূপ বলিয়া অমাত্যগণের অনুমোদনক্রমে সর্পবংশ ধ্বংস করিতে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া পুরোহিত দ্বারা ঋত্বিক্‌গণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "দুরাত্মা তক্ষক যেমন আমার পিতাকে বিষাগ্নিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দগ্ধ করিয়াছে আমিও এরূপ যজ্ঞ করিতে চাই যে যজ্ঞাগ্নিতে সে সবংশে ভস্মসাৎ হইবে।" ঋত্বিকৃগণ বলিলেন, মহারাজ, পুরাণে বর্ণিত আছে, দেবতারা আপনার নিমিত্ত 'সর্পসত্র' নামে এক অতি মহৎ সত্র সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনি ব্যতীত সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা আর কেহ নাই। সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান-প্রণালীও আমরা জানি, অতএব আপনি সর্প সত্র আরম্ভ করুন। রাজাও যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার আহরণ করিবার আদেশ দিলেন। বেদজ্ঞ ও বিচক্ষণ ঋত্বিকৃগণ যথাশাস্ত্র যজ্ঞভূমির পরিমাণ করিয়া মহামূল্য রত্নসমূহে ও প্রভূত ধনধান্যে সেই যজ্ঞায়তন পরিপূরিত করিলেন। ঋত্বিকৃগণ যজ্ঞভূমি এইরূপে প্রস্তুত করাইয়া সেই সত্রে আপনারা ব্রতী হইলেন এবং রাজাকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন। কিন্তু যজ্ঞারম্ভের পূর্বেই যজ্ঞবিঘ্নকর এক মহৎ ব্যাপার উপস্থিত হইয়াছিল। যজ্ঞায়তন নির্মাণকালে এক জন বাস্তুবিদ্যা-বিশারদ পুরাণবেত্তা সূত্রধর সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "যে প্রদেশে ও যে সময়ে যজ্ঞায়তনের পরিমাণ করা হইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, একজন ব্রাহ্মণ দ্বারা এই যজ্ঞের ব্যাঘাত জন্মিবে।" রাজা এই কথা শুনিয়া দীক্ষিত হইবার পূর্বেই দ্বারপালকে আজ্ঞা করিয়াছিলেন, "যেন আমার অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি এখানে আসিতে না পারে।"

সর্প সত্র অনুষ্ঠানের উদ্যোগ।

তদনন্তর বিধানানুসারে সর্পসত্র আরম্ভ হইল। পুরোহিতগণ কৃষ্ণবর্ণ বসনযুগল পরিধান ও মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। সর্পগণের নামোল্লেখ-পূর্বক অগ্নিতে আহুতি দিতে আরম্ভ করিলে, বহুবিধ মহাবিষ বিষধরগণ মাতৃশাপ-দোষে অবশ হইয়া নিতান্ত ব্যাকুল ও অস্থির হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্বক সকরুণ স্বরে পরস্পরকে আহ্বান করিতে করিতে অনবরত সেই প্রজ্বলিত হুতবহমুখে পতিত হইতে লাগিল।

সর্পসত্র আরম্ভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সর্পসত্রে হোতা ছিলেন ভার্গব চ্যবনবংশীয় সুবিখ্যাত চণ্ড ভার্গব, বৃদ্ধ সুবিদ্বান্ কৌৎস উদ্গাতা, জৈমিনি ব্রহ্মার কার্য্য করিয়াছিলেন। আর সুপ্রসিদ্ধ অসিত, দেবল, নারদ, পর্বত, আত্রেয়, বাৎস্য, মৌদ্গল্য, শ্রুতশ্রবাঃ, পিঙ্গল প্রভৃতি অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ সদস্যপদে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে সেই যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে, অতি ভীষণাকার সর্পসমূহ প্রজ্বলিত হোমানলে পড়িয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। পতিত ও পতনোন্মুখ আকাশস্থ নাগগণের তুমুল আর্তনাদে সেই প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

পুরোহিতগণের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি-দান ও সর্পসমূহের হোমানলে পতন

নাগরাজ তক্ষক রাজা জনমেজয়কে যজ্ঞে দীক্ষিত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া আত্মদোষের পরিচয় দিয়া পুরন্দরের[১২] শরণাগত হইল। দেবরাজ তাহাকে অভয়বাণী দিলেন। তক্ষক ইন্দ্রকর্তৃক এইরূপ আশ্বাসিত হইয়া ইন্দ্রালয়ে পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

তক্ষকের প্রাণভয় ও ইন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণ

এদিকে সর্পকুল ক্রমে ক্রমে ভস্মসাৎ হইতেছে দেখিয়া স্বজনহিতৈষী বাসুকি বন্ধুবান্ধবগণের বিরহে সাতিশয় কাতর ও উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইলেন। তখন ভগিনী জরৎকারুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভদ্রে, আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল শোকানলে দগ্ধ হইতেছে, শরীর অবসন্ন ও দশ দিক্ শূন্য বোধ হইতেছে, হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। অধিক কি বলিব, বোধ হয় অদ্যই আমাকে সেই প্রদীপ্ত যজ্ঞাগ্নিতে দেহ সমর্পণ করিতে হইবে। ভগিনি, আমি যে অভিপ্রায়ে তোমাকে মহাতপাঃ জরৎকারু মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইবার সময় উপস্থিত, অতএব আমাদের জীবন রক্ষা করিয়া সেই চিরাকাঙ্ক্ষিত মনোরথ পূর্ণ কর। পূর্বে পিতামহের মুখে শুনিয়াছি, আস্তীক জনমেজয়ের সর্পসত্র নিবারণ

নাগরাজ বাসুকির উদ্বেগ ও ভগিনী জরৎকারুকে অনুরোধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবেন, অতএব বৎসে, এখন তুমি আমার ও আমার পরিজন-বর্গের জীবনরক্ষার্থ অদ্বিতীয় বেদবেত্তা তোমার গর্ভজাত পুত্র আস্তীককে যথোচিত আদেশ কর।

তদনন্তর নাগরাজভগিনী পুত্র আস্তীককে আহ্বান করিয়া বাসুকির বাক্যানুসারে বলিলেন, বৎস, আমার ভ্রাতা যে উদ্দেশ্যে আমাকে তোমার মহাতপাঃ পিতৃহস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব যাহা কর্তব্য হয় কর। আস্তীক বলিলেন, মা, মামা কি জন্য আপনাকে আমার পিতার হস্তে প্রতিপাদন করিয়াছিলেন আজ্ঞা করুন, জানিয়া প্রতিবিধান করিতেছি। তখন বান্ধবহিতৈষিণী নাগভগিনী বলিলেন, বৎস, শ্রবণ কর। সর্পকুল-জননী প্রজাপতি ব্রহ্মার পৌত্র মহর্ষি কশ্যপের পত্নী কদ্রূসপত্নী বিনতাকে পণে পরাস্ত করিয়া দাসীত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিবেন, এই অভিসন্ধিতে আপন পুত্র সর্প দিগকে আদেশ করেন, তোমরা সত্বর যাইয়া সর্বাঙ্গ-শুভ্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের অঙ্গ বেষ্টন করিয়া থাক, তাহা হইলে ঐ অশ্ব-রাজের শুভ্রবর্ণ তিরোহিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হইবে। কিন্তু কোন কোন সর্প মাতার আদেশ পালন করিতে অসম্মত হওয়ায় কদ্রূ ক্রোধভরে তাহাদিগকে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, "তোমরা যে আমার আজ্ঞা পালন করিলে না এই অপরাধে তোমরা রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে দগ্ধ ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে।" সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মাও "তথাস্তু" বলিয়া সেই শাপবাক্যের অনুমোদন করেন। তোমার মাতুল নাগরাজ বাসুকি প্রজাপতির সেই অনুমোদন-বাক্য শ্রবণ করিয়া-ছিলেন। অনন্তর তিনি সমুদ্র-মন্থন-কালে ক্ষমা প্রার্থনা বাসনায় দেবগণের শরণাগত হইলেন। বাসুকি সমুদ্র-মন্থন-দণ্ডের রজ্জুর কার্য্য করিয়া দেবতাদিগকে সমুদ্রোত্থিত অমৃত লাভে যে সহায়তা করিয়া-ছিলেন তজ্জন্য দেবগণ আমার ভ্রাতার উপর প্রসন্ন হইয়া আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাপ্রকার স্তুতি বাক্যে কমলযোনিকে[১৩] প্রসন্ন করিয়া বলিলেন, ভগবন্, ইনি নাগরাজ বাসুকি, ইনি কিরূপে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন আজ্ঞা করুন।

আস্তীককে মাতুল কুলের পরিত্রাণ জন্য জননীর আদেশ

ব্রহ্মা বলিলেন, জরৎকারু মুনি জরৎকারু নাম্নী যে স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিবেন, তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবেন, তিনিই সর্পগণকে মাতৃশাপ হইতে মুক্ত করিবেন। নাগরাজ বাসুকি এই কথা শুনিয়া সর্পসত্রের আরম্ভের কিছুকাল পূর্বে তোমার পিতার সহিত আমার বিবাহ দেন। তাহাতেই তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এক্ষণে সে অভীষ্টসিদ্ধির সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আসন্ন বিপদ্ হইতে মাতুলকুলের পরিত্রাণ করিয়া নাগরাজের আশালতা ফলবতী কর। আস্তীক জননীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া নানাপ্রকার প্রবোধবাক্যে বাসুকিকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন, যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠান রহিত হয় তাহা করিব। আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, অচিরাৎ আমি সেই প্রচণ্ড ব্রহ্মদণ্ডের নিরাকরণ করিব।

আস্তীক এইরূপে বাসুকিকে আশ্বস্ত করিয়া স্বয়ং সমস্ত ভার গ্রহণ-পূর্বক সর্পগণের পরিত্রাণার্থ জনমেজয়ের সেই সর্পসত্রে উপনীত হইলেন। তপোধন আস্তীক সেই যজ্ঞে অগ্নিকল্প সদস্যগণে অলঙ্কৃত হইয়াছে দেখিয়া বড় প্রীত হইলেন। দ্বারপাল সেই অগ্নিতুল্য দিব্যমূর্ত্তি সেই তাপস বালককে দেখিয়া ও তাঁহার মুখে যজ্ঞের স্তুতিবাদ শুনিয়া তাঁহার যজ্ঞভূমিতে প্রবেশে বিশেষ বাধা দিল না। যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্তী সূর্য্যসদৃশ ঋত্বিক্ ও সদস্যগণের এবং রাজার ও হোমাগ্নির অশেষপ্রকারে প্রাণস্পর্শী সারগর্ভ শ্রুতিমধুর বাক্যে সকলেরই এরূপ প্রীতি-সম্পাদন করিলেন, যে সকলেই সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিতুল্য সর্বশাস্ত্রবিৎ বেদবেদাঙ্গপারগ দিব্যাকৃতি ব্রাহ্মণ বালকের স্তুতিতে চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত প্রতিবাক্যের শেষে তিনি বলিতে লাগিলেন, আমি প্রার্থনা করি আমার বন্ধুবর্গের মঙ্গল হউক। আস্তীক নানাবিধ স্তুতিবাদদ্বারা নৃপতি, সদস্য, ঋত্বিক্ ও হব্যবাহ প্রভৃতি সকলকেই প্রসন্ন করিলেন। অনন্তর রাজা জনমেজয় আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহাদের সকলের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, ইনি বালক কিন্তু ইঁহার যেরূপ অভিজ্ঞতা তাহাতে ইঁহাকে জ্ঞানবৃদ্ধ বলিয়া মনে হইতেছে। আমি ইঁহার বিদ্যা বিনয় সৌজন্য দেখিয়া প্রীত হইয়াছি। ইঁহার অভিলষিত বর দান করিতে ইচ্ছা করি, হে দ্বিজগণ, এ বিষয়ে আপনাদের কি অনুমতি হয়? সদস্যগণ বলিলেন, বিদ্বান্ ও বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, বালক হইলেও রাজাদিগের পূজনীয় সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ ইনি সর্বশাস্ত্রে মহামহোপধ্যায়, তক্ষক ব্যতিরেকে আর যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহাই পাইতে পারেন। অনন্তর রাজা ব্রাহ্মণকে বর প্রদান করিতে উদ্যত হইলে হোতা কিঞ্চিৎ অসন্তোষ-প্রকাশ-পূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ, তক্ষক অদ্যাপি এই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইল না। তখন রাজা বলিলেন, যাহাতে আমার যজ্ঞ সুসম্পন্ন হয় এবং সেই বিষম শত্রু তক্ষক শীঘ্র সমুপস্থিত হয়, সে বিষয়ে আপনারা যথাসাধ্য যত্নবান্ হউন। ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন, আমরা শাস্ত্র-প্রভাবে ও অগ্নির মাহাত্ম্যে জানিতে পারিয়াছি, তক্ষক ইন্দ্রের শরণাগত হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থিতি করিতেছে। পৌরাণিক মহাত্মা সূত লোহিতাক্ষও সেই কথা সমর্থন করিয়া বলিলেন, তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত হইয়া দেবরাজের শরণাগত হইয়াছে। সুররাজ এই বলিয়া তাহাকে অভয় দিয়াছেন, "তুমি অতি গোপনে আমার ভবনে থাক, অগ্নি তোমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না।" রাজা সূতবাক্য শুনিয়া অতি বিষণ্ণ হইয়া হোতাকে নিবেদন করিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভাগ, আপনি ইন্দ্রের আরাধনা করুন। হোতা ইন্দ্রের আরাধনা আরম্ভ করিলে, দেবরাজ বিমানে আরোহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ অমরনগরী হইতে যাত্রা করিলেন। তক্ষক প্রাণভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া ইন্দ্রের উত্তরীয় বস্ত্রে লুক্কায়িত হইল। এদিকে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া আদেশ করিলেন, যদি সেই দুরাত্মা তক্ষক ইন্দ্রের নিকট লুক্কায়িত থাকে, তবে ইন্দ্রের সহিত তাহাকে অগ্নিসাৎ কর। হোতা রাজাজ্ঞা পাইয়া তক্ষককে উল্লেখ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিবা মাত্র তক্ষক কম্পিতকলেবর হইয়া ইন্দ্রের সহিত আকাশপথে উপস্থিত হইল। ইন্দ্র যজ্ঞের আড়ম্বর দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া তক্ষককে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন ভয়বিহ্বল তক্ষক ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্র প্রভাবে অবশেন্দ্রিয় হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার নিকটবর্ত্তী হইল।

রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক আস্তীককে বরদান।

ঋত্বিক্‌গণ তক্ষককে সমাগত দেখিয়া বলিলেন, মহারাজ! আর চিন্তা নাই, তক্ষক আপনার বশংবদ হইয়াছে। ঐ দেখুন সেই পন্নগেন্দ্র আমাদের মন্ত্রপ্রভাবে বিকলেন্দ্রিয় ও বিচেতনপ্রায় হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ঘূর্ণিতকলেবরে স্বর্গ হইতে আগমন করিতেছে; অতএব আপনার অভীষ্টসিদ্ধির আর বিলম্ব নাই। এক্ষণে দ্বিজবরকে বর প্রদান করিতে পারেন। রাজা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, হে ব্রাহ্মণকুমার, অভিলষিত বর প্রার্থনা করুন। প্রার্থিত বস্তু অদেয় হইলেও আমি তাহাতে পরাঙ্মুখ হইব না।

তক্ষকের অনলে পতিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বেই আস্তীক বলিলেন, মহারাজ, যদি আমাকে বর প্রদান করেন, তবে এই বর দিন যে, আপনার এই যজ্ঞ নিবৃত্ত হউক এবং ইহাতে যেন আর সর্পেরা দগ্ধ না হয়। আস্তীকের এইরূপ অতর্কিত বরপ্রার্থনায় রাজা বিষাদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাগরে মগ্ন হইলেন। বেদজ্ঞ সদস্যেরা একবাক্যে বলিলেন, মহারাজ, পূর্ব্বে যখন অঙ্গীকার করিয়াছেন, তখন বর প্রদান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। এইরূপে সর্পকুল আস্তীকের প্রভাবে ধ্বংস হইতে পরিত্রাণ পাইল।

অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাতেজা মহর্ষি আস্তীক, ইন্দ্র হইতে ভ্রষ্ট তক্ষককে ভয়বিহ্বল দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে তিন বার "তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ" এই বাক্য বলিয়াছিলেন, তাহাতেই নাগেন্দ্র ভূতলে পতিত ও ভস্মীভূত না হইয়া কিছুক্ষণ অন্তরীক্ষে কালযাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

আরুণি ও উপমন্যুর কথা।

উপাধ্যায়-পদে বৃত বেদের প্রসাদে অপেতভয় তক্ষশিলা-বিজয়ী পারীক্ষিত জনমেজয় উপাধ্যায়ের অন্যতম শিষ্য উতঙ্ক কর্ত্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। উপাধ্যায় বেদের প্রশংসা-প্রসঙ্গে বেদের সহাধ্যায়ী আর দুই জন গুরুভক্ত উপমন্যু ও আরুণির কথা গুরু ভক্তির উৎকর্ষ ও তন্মাহাত্ম্য-প্রদর্শনার্থ উল্লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুরাকালে আয়োদধৌম্য নামে এক ঋষি ছিলেন।

আরুণির কথা

উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তাঁহার তিনটী শিষ্য ছিলেন। একদিন তিনি তন্মধ্যে পঞ্চাল-দেশীয় আরুণি-নামক শিষ্যকে আহ্বান করিয়া কেদারের[১৪] জল-নিঃসরণ রোধ করিবার জন্য আলি বাঁধিতে অনুমতি দিলেন. যাহাতে কেদারের জল না বাহির হইয়া যায়, কারণ ভাল শস্য জন্মাইবার পক্ষে ক্ষেত্রে যথেষ্ট জল বাঁধিয়া রাখা নিতান্ত আবশ্যক। উপাধ্যায়ের আদেশানুসারে আরুণি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়াও আলি বাঁধিতে পারিলেন না, জল কোন এক স্থান দিয়া প্রবল বেগে বাহির হইতে লাগিল। অগত্যা তিনি নিজে শয়ন করিয়া কেদারের যে অংশের ছিদ্র দিয়া জল-নিঃসরণ হইতেছিল সে ছিদ্র রুদ্ধ করিলেন। এ কারণ ক্ষেত্র হইতে তিনি গৃহে যথাসময়ে আসিতে পারিলেন না। আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া আরুণির বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হইয়া শিষ্যগণকে জিজ্ঞাসা করায় যখন তাঁহাদের নিকট জানিতে পারিলেন, তাঁহারই আদেশানুসারে আরুণি ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে গিয়াছেন, তখন শিষ্যগণকে লইয়া সেই ক্ষেত্রে গিয়া আরুণিকে দেখিতে না পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে আরুণিকে ডাকিবা-মাত্র আরুণি সহসা উত্থিত হইয়া উপাধ্যায়ের নিকট গিয়া সবিনয়ে বলিলেন, কেদারের যে জল নিঃসৃত হইতেছিল তাহা অবারণীয়, সুতরাং তৎপ্রতিরোধের নিমিত্ত আমি তথায় শয়ন করিয়া তাহার রোধ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আপনার স্বর শ্রবণ করিয়া সহসা কেদার-খণ্ড বিদারণ করিয়া আপনার নিকটে আসিলাম, অভিবাদন করি, আর কি অনুষ্ঠান করিব, অনুমতি করুন। উপাধ্যায় বলিলেন, বৎস, যেহেতু তুমি কেদার-খণ্ড বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ, অতএব অদ্যাবধি তোমার নাম "উদ্দালক" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে এবং আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ এই নিমিত্ত তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের অধিকারী হইবে এবং মোক্ষ লাভ করিবে, সকল বেদ ও ধর্ম শাস্ত্র সর্বসময়ে সমভাবে তোমার অন্তরে প্রতিভাত হইবে। পরে আরুণি উপাধ্যায়ের আদেশ লাভ করিয়া স্বদেশে গমন করিলেন।

উপমন্যুর কথা

আয়োদধৌম্যের উপমন্যু নামে যে শিষ্য ছিল সেটীকে উপাধ্যায় এ কথা বলিলেন, বৎস উপমন্যু সতত সাবধানে আমার গোধন রক্ষা কর। এই বলিয়া তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোচারণে প্রেরণ করিলেন। উপমন্যু তাঁহার আদেশানুসারে দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতেন। একদিন উপাধ্যায় তাঁহাকে স্থূলকায় দেখিয়া বলিলেন, বৎস, তোমাকে ক্রমশঃ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি, এক্ষণে কিরূপ আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু বলিলেন, ভগবন্, আমি এক্ষণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। তাহা শুনিয়া উপাধ্যায় বলিলেন, দেখ আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যজাত উপভোগ করা তোমার বিধেয় নহে। উপমন্যু তাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণপূর্ব্বক গুরুকে সমর্পণ করিলেন। উপাধ্যায় সমস্ত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করিলেন। শিষ্যের ভক্ষণার্থ শিষ্যকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোরক্ষা করিয়া সায়াহ্নে গুরুগৃহে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। উপধ্যায় তাঁহাকে অত্যন্ত পুষ্ট দেখিয়া বলিলেন, বৎস উপমন্যু, তোমার ভিক্ষান্ন সমস্তই গ্রহণ করিয়া থাকি, তথাপি তোমাকে অতিশয় স্থূলকায় দেখিতেছি, এখন কি আহার করিয়া থাক, বল। উপমন্যু বলিলেন, ভগবন্, একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দ্বিতীয় বার কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা করিয়া উদর পূরণ করিয়া থাকি। উপাধ্যায় বলিলেন, দেখ, শিষ্যের এরূপ বৃত্তি ন্যায়সঙ্গত নহে, ইহাতে অন্য ভৈক্ষোপজীবীদের বৃত্তির প্রতিবন্ধকতা হইবে আর তুমিও ক্রমশঃ লোভপরবশ হইবে। অতএব দ্বিতীয় বার আর ভিক্ষা করিবে না। উপাধ্যায়ের এই আজ্ঞা শুনিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণপূর্ব্বক সায়ংকালে গুরুগৃহে আগমন করিলে উপাধ্যায় তাঁহাকে বলিলেন, বৎস উপমন্যু, তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া যে ভিক্ষান্ন আহরণ কর, তাহা আমি সম্পূর্ণই লইয়া থাকি এবং নিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও দ্বিতীয় বার ভিক্ষা কর না, তথাপি তোমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক স্থূলকায় দেখিতেছি, এক্ষণে কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার কর, বল। উপমন্যু বলিলেন, ভগবন্, এক্ষণে ধেনুগণের দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি। উপাধ্যায় বলিলেন, দেখ, আমি তোমাকে অনুমতি করি নাই, সুতরাং ধেনুর দুগ্ধ পান করা তোমার অনুচিত। গুরু-বাক্য অঙ্গীকার করিয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোচারণ করিয়া গুরুগৃহে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। গুরু তাঁহাকে বিলক্ষণ স্থূল দেখিয়া বলিলেন, বৎস উপমন্যু, তুমি ভিক্ষান্ন ভক্ষণ ও দ্বিতীয় বার ভিক্ষার্থ পর্য্যটন কর না, এবং ধেনুর দুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিষেধ করিয়াছি, তথাপি তোমাকে অতি স্থূল-কলেবর দেখিতেছি, এক্ষণে কি আহার করিয়া থাক, বল? উপমন্যু বলিলেন, বৎসগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া যে ফেন উদ্গার করে, আমি তাহা পান করি। উপাধ্যায় বলিলেন, অতি শান্তস্বভাব বৎসগণ তোমার প্রতি অনুকম্পা করিয়া অধিক পরিমাণে ফেন উদ্গার করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের আহারের ব্যাঘাত করিতেছ। অতঃপর তোমার ফেন পান করাও বিধেয় নহে। এইরূপ আদিষ্ট হইয়া উপমন্যু পূর্ব্ববৎ গোরক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ গুরুর আদেশানুসারে তাঁহাকে সমস্ত খাদ্য ভক্ষণ হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছিল। এমন অবস্থায় একদিন তিনি অরণ্যে গোচারণে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করিলেন। সেই ক্ষার, তিক্ত, কটু, রুক্ষ ও তীক্ষ্ণ বিপাক অর্কপত্র উপযোগ[১৬] করাতে চক্ষুদোষ জন্মাইল, ফলে তিনি অন্ধ হইলেন। অন্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কূপে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর সূর্য্যাস্তের পর উপমন্যু বন হইতে না আসাতে উপাধ্যায় শিষ্যদিগকে বলিলেন, উপমন্যু এখনও আসিতেছে না। শিষ্যেরা বলিলেন, ভগবন্, উপমন্যুকে আপনি গোচারণের নিমিত্ত বনে পাঠাইয়াছেন। উপাধ্যায় বলিলেন, দেখ, আমি তাহাকে সকল প্রকার আহার করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিষেধ করিয়াছি, বোধ হয় সে কুপিত হইয়াছে এ জন্য সে আসিতেছেনা। চল, আমরা তাহার অনুসন্ধান করিগে। এই বলিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে বনগমনপূর্ব্বক 'বৎস উপমন্যু, কোথায় গিয়াছ' এই বলিয়া উপাধ্যায় মুক্তকণ্ঠে উপমন্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ভগবন্, আমি কূপে নিপতিত হইয়াছি!" তৎপরে কূপে পতনের কারণ উপমন্যুর মুখে শুনিয়া উপাধ্যায় বলিলেন, 'তুমি দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব কর,.তাহা হইলে তোমার দৃষ্টিশক্তি আসিবে।' উপাধ্যায়ের আদেশে উপমন্যু বেদ-সূক্ত দ্বারা অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের নানা প্রকার স্তব করিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে অশ্বিনীকুমার, তোমরা আমার চক্ষুদ্বয়ের অন্ধত্ব মোচন করিয়া প্রাণ রক্ষা কর। অশ্বিনীকুমার-যুগল উপমন্যুর স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, আমরা তোমার প্রতি অতীব প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমাকে এক পিষ্টক দিতেছি ভক্ষণ কর। উপমন্যু বলিলেন, আপনাদিগের কথা কোন প্রকারে অবহেলা করিতে পারিব না, কিন্তু আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া আপনাদের প্রসাদরূপে প্রদত্ত অপূপ[৩] ভক্ষণ করিতে পারি না। তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় বলিলেন, পূর্ব্বে এক সময়ে তোমার উপাধ্যায়. আমাদিগকে স্তবদ্বারা প্রসন্ন করায় আমরা তাঁহাকে ভক্ষণার্থ পিষ্টক দিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাঁহার গুরুর বিনা অনুজ্ঞায় উহা ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তুমিও সেইরূপ কর। উপমন্যু বলিলেন, আপনাদিগকে অনুনয় করিতেছি, আমি গুরুকে নিবেদন না করিয়া অপূপ ভক্ষণ করিতে পারিব না। অশ্বিনী কুমার বলিলেন, তোমার এইরূপ অসাধারণ গুরু-ভক্তি দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রসন্ন হইলাম। তোমার উপাধ্যায়ের দন্তগুলি লৌহময়, তোমার দন্ত হিরণ্ময় হইবে এবং তুমি চক্ষু ও শ্রেয়োলাভ করিবে। উপমন্যু অশ্বিনীকুমারের বরদান প্রভাবে পূর্ব্ববৎ দৃষ্টিশক্তি পাইয়া গুরুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকটে গমন করিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক আদ্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। উপধ্যায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিলেন, অশ্বিনীকুমারযুগল যাহা বলিয়াছেন, তুমি সেইরূপ মঙ্গল লাভ করিবে আর আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, সকল বেদ ও সকল ধর্মশাস্ত্র সকল সময়ে তোমার স্মৃতি পথে থাকিবে।

আয়োদ ধৌম্যের আরুণি উপমন্যু ও বেদ এই তিনটী অসাধারণ গুরু ভক্ত শিষ্যদিগের মধ্যে বেদের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে, এক্ষণে আরুণি ও উপমন্যুর কথা বলা হইল।

* অমৃতমন্থন

কদ্রু ও বিনতার কথাপ্রসঙ্গে সৌতির মুখে তপোধন শৌনক যখন শুনিলেন, দেবগণ অমৃতমন্থনকালে উৎপন্ন সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বসুলক্ষণ-সম্পন্ন হয়রত্নকে গমন করিতে দেখিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তখন তপোধন শৌনক অমৃত-মন্থনের সবিশেষ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হওয়ায় সৌতি বলিতে লাগিলেন।

সুমেরু বর্ণন

সুমেরু নামে এক পরম রমণীয় মহীধর আছে, যাহার সুবর্ণময় শৃঙ্গের প্রভা প্রদীপ্ত সূর্য্যের প্রভা-মণ্ডলকে তিরস্কৃত করে, যাহার সৌন্দর্য্য এত উৎকৃষ্ট যে তাহা মনেও কল্পনা করা যায় না, সুতরাং বাক্যে বর্ণনা করা অসম্ভব, যাহাতে দুর্দান্ত হিংস্র জন্তুগণ সর্বদা বিচরণ করে, নানাবিধ নদনদী ও তরুলতা যাহার শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে, মনোহর বিহঙ্গমগণ যাহার বৃক্ষশাখায় বসিয়া সর্ব্বদা সুমধুর স্বরে কলরব করে, যাহা দেবগণ ও গন্ধর্ব্বগণের আবাসভূমি, যে সুবর্ণময় মহীধর'' প্রাকৃত জনের মনেরও অগোচর। একদা মহাতেজস্বী সুরগণ বহুগুণসমন্বিত ও অতিপ্রমাণ সেই অনন্ত সদৃশ মহীধরের নানারত্ন-সুশোভিত শিখরদেশে উপবেশন-পূর্ব্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতলাভবিষয়ক মন্ত্রণা করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ নারায়ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন, দেবাসুরগণ একত্র হইয়া জলময় সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করুন। সমুদ্র মথিত হইলে নানাবিধ ওষধি ও রত্নসমূহ পাওয়া যাইবে, মন্থনে ক্ষান্ত না হইয়া অনবরত মন্থন করিতে করিতে শেষে অমৃত লাভ হইবে সন্দেহ নাই।

অমৃত-মন্থন

দেবগণ অমৃতমন্থনে আদেশ পাইয়া মন্দর ভূধরকে মন্থন দণ্ড করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু গগনস্পর্শী শিখরমালায় সুশোভিত, লতাজালে সমাকুল, নানা-বিহঙ্গ-নিনাদে নিনাদিত, বহুবিধ ব্যালকুল-সমাকীর্ণ,[১৮] দেবতা কিন্নর ও অপ্সরোগণ-নিষেবিত, একাদশ সহস্র যোজন উন্নত এবং তৎপরিমাণে ভূগর্ভে নিখাত গিরিরাজ মন্দরের উত্তোলনে অসমর্থ হইয়া দেবগণ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর নিকটে গিয়া সপ্রশ্রয়ে বলিলেন, 'আপনারা আমাদের হিতসাধনার্থে কোন সদুপায় নির্দ্ধারণ ও মন্দরোত্তলনে যত্নবান্ হউন।'

ভগবান্ বিষ্ণু ও ব্রহ্মা দেবতাদিগের প্রার্থনায় অনন্তদেবকে মন্দরোত্তলনে অনুমতি করিলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অনন্ত সেই গিরিবরের উদ্ধরণ করিলেন। অনন্তর অনন্ত দেবকে লইয়া দেবগণ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া সমুদ্রকে বলিলেন, আমরা অমৃতপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে মথিত করিব। জলনিধি বলিলেন, মন্দর ভ্রমণ দ্বারা আমার বড়ই ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে, অতএব আমিও যেন লাভের অংশ পাই। অনন্তর দেবাসুরগণ কূর্মরাজকে গিরিবরের অধিষ্ঠান হইতে বলিলেন। কূর্মরাজ সম্মত হইয়া স্বীয় পৃষ্ঠে মন্দরগিরি ধারণ করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র কূর্মরাজপৃষ্ঠে অধিষ্ঠিত গিরিরাজকে যন্ত্রের দ্বারা চালিত করিলেন।

এইরূপে দেবগণ মন্দরগিরিবরকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করিতে আরম্ভ করিলেন। অসুরগণ বাসুকির মুখদেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সুরগণ পুচ্ছদেশ ধারণ করিলেন। মন্থনকালে দেবগণ বাসুকিকে এরূপ বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার মুখ হইতে নিরন্তর ধূম ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত নিশ্বাসবায়ু নির্গত হইতে লাগিল। সেই নিশ্বাসবায়ু সচপলা মেঘমালারূপে পরিণত হইয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও একান্ত সন্তপ্ত দেবাসুরের উপর বারিবর্ষণ করিতে লাগিল এবং সেই গিরিবরের শৃঙ্গ হইতে চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল।

সেই গিরিরাজ অনবরত ভ্রাম্যমাণ হওয়াতে তাহার শিখরস্থ প্রকাণ্ড তরুগণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষণে সমুদ্ভূত হুতাশন শিখা দ্বারা পরিতপ্ত ও দগ্ধ হইয়া নানাবিধ তরুগণের নির্যাস ও মহৌষধি রস গলিয়া সমুদ্রজলে পতিত হইতে লাগিল। অমৃতসম গুণ সম্পন্ন সেই সমস্ত বৃক্ষনির্যাস ও কাঞ্চননিস্রবের প্রভাবে দেবগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সমুদ্রজল বহুবিধ উৎকৃষ্ট রস দ্বারা মিশ্রিত হইয়া ক্ষীররূপে পরিণত হইল। সেই ক্ষীর হইতে ঘৃত উৎপন্ন হইল। দেবগণকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখিয়া বিষ্ণু তাঁহাদিগের মনে ও শরীরে অধিকতর বল সঞ্চারিত করিলেন। বিষ্ণুকর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত বল সম্পন্ন হইয়া দেবগণ পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলরূপে সমুদ্র মন্থন করিতে লাগিলেন।

সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র, লক্ষ্মী, সুরাদেবী, উচ্চৈশ্রবাঃ, কৌস্তভ মণির উৎপত্তি

তদনন্তর মথ্যমান মহাসাগর হইতে সুশীতলরশ্মি-সম্পন্ন সৌম্যমূর্ত্তি নির্ম্মল শীতাংশু উৎপন্ন হইলেন। তৎপরে ঐ ঘৃত হইতে শ্বেতপদ্মাসীনা লক্ষ্মী ও সুরাদেবী উঠিলেন। উচ্চৈঃশ্রবা নামে শ্বেতবর্ণ অশ্বরত্ন ঘৃত হইতে উৎপন্ন হইল। তৎপরে মহোজ্জ্বল কৌস্তভ মণি ঘৃত হইতে সমুৎপন্ন হইয়া নারায়ণের বক্ষঃস্থলে লম্বমান হইল। লক্ষ্মী, সুরাদেবী, চন্দ্র ও মনোজব[১১] অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবাঃ সুরপক্ষে গমন করিলেন। পরিশেষে মূর্ত্তিমান্ ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ শ্বেতবর্ণ কমণ্ডলু হস্তে লইয়া সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইলেন। তদনন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বেতকায়, চতুর্দ্দন্ত ঐরাবত নামে মহাগজ উৎপন্ন হইল। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাকে অধিকার করিলেন। সুরাসুরগণ তথাপি ক্ষান্ত না হইয়া অনবরত মন্থন করিতে লাগিলেন। তাহাতে কালকূট গরল উৎপন্ন হইল। কালকূটের কটু গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ত্রিলোকী মূর্চ্ছিত হইল। তদ্দর্শনে ব্রহ্মা ভীত হইয়া অনুরোধ করাতে সাক্ষাৎ মন্ত্রমূর্ত্তি ভগবান্ ভবানীপতি তৎক্ষণাৎ ঐ বিষ পান করিয়া কণ্ঠে ধারণ-পূর্বক ত্রিভুবন রক্ষা করিলেন। তদবধি তিনি "নীলকণ্ঠ" নামে বিখ্যাত হইলেন।

অসুরগণ হতাশ হইয়া অমৃত ও লক্ষ্মী লাভার্থে দেবগণের সহিত ভীষণ বিরোধ আরম্ভ করিল। তখন ভগবান্ নারায়ণ মোহিনী মায়া আশ্রয় করিয়া নারী-রূপ-ধারণপূর্বক অসুরগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। অসুরগণ মোহিনীরূপধারী ভগবানের অপূর্ব্বরূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত ও তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহাকে অমৃত সমর্পণ করিল।

অমৃতের জন্য দেবাসুরের বিরোধ ও রাহুর শিরশ্ছেদ

সমস্ত অসুর একত্র হইয়া অমৃতের জন্য নানাপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র লইয়া দেবগণকে আক্রমণ করিল। তদ্দর্শনে ভগবান্ নারায়ণ নরদেব সমভিব্যাহারে অসুরদিগকে বঞ্চনা করিয়া অমৃত হরণ করিলেন। বিষ্ণুর নিকট হইতে সেই অমৃত লইয়া দেবগণ পরম আহ্লাদে পান করিতে বসিলেন। এমন সময়ে রাহু নামে এক দুষ্ট দানব সুযোগ বুঝিয়া দেবরূপ ধারণপূর্ব্বক সুরগণের সহিত অমৃত পান করিতে বসিয়াছিল। অমৃত রাহুর কণ্ঠদেশ মাত্র গমন করিয়াছে, এমন সময়ে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতাদিগের হিতসাধনার্থ ঐ গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিয়া দিলেন। ভগবান্ চক্রপাণি স্বীয় সুদর্শনাস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই দুষ্ট দানবের শিরশ্ছেদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। তদবধি চন্দ্র ও সূর্য্যের সহিত রাহু-মুখের চির শত্রুতা জন্মিল। এই জন্যই অদ্যাপি ঐ রাহুমুখ তাঁহাদিগকে গ্রাস করিয়া থাকে।

লবণ-সমুদ্রতীরে দেবাসুরগণের ঘোরতর সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল। ভগবান্ নারায়ণ মোহিনী বেশ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্বক অসুরগণকে আক্রমণ করিলেন। দেবগণ দূর হইতে লৌহময় পরিঘাঘাত ও নিকটে দৃঢ়মুষ্টি-প্রহার করিয়া রণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দানবেরাও ঐরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম চলিতেছে, এমন সময়ে নর নারায়ণ রণস্থলে আগমন করিলেন। নরদেব ধনুর্বাণদ্বারা, ভগবান্ নারায়ণ সুদর্শন চক্রদ্বারা দৈত্যকুল প্রায় নিপাত করিলেন। অবশিষ্ট দানবের কেহ কেহ ভূগর্ভে কেহ বা লবণার্ণবগর্ভে প্রবেশ করিয়া প্রাণ বাঁচাইল।

সুরগণ এইরূপে জয়লাভ করিয়া যথোচিত সৎকারপুরঃসর মন্থরগিরিকে স্বস্থানে সংস্থাপন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইয়া সেই অমৃতপূর্ণ কমণ্ডলু সুরক্ষিত করিয়া নারায়ণের নিকট সমর্পণ করিলেন।

দেবতাদিগের প্রতি সূর্য্যদেবের কোপ

যখন বিহঙ্গমরাজ গরুড় জ্যেষ্ঠ অরুণকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পিতৃগৃহ হইতে সমুদ্রের অপরপারবর্ত্তিনী জননী বিনতার নিকট গমন করিলেন, ঐ সময়ে সূর্য্যদেব প্রখর কিরণজাল বিস্তার করিয়া ত্রৈলোক্য দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকে প্রচ্ছন্নভাবে অমৃত পান করিতে দেখিয়া দেবতাদিগের নিকট সেই কথা বলিয়া দেন। তাহাতে দেবতাদিগের সহিত বৈরানুবন্ধন হইলে রাহু মধ্যে মধ্যে সূর্য্যদেবকে গ্রাস করিত। সূর্য্যদেব দেবতাদিগেরই হিতানুষ্ঠানের জন্য রাহুর কোপে পড়িলেন, একাকী বহু অনর্থকর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাপের ফলভাগী হইলেন, কেহই বিপদের সময় তাঁহাকে সাহায্য করেন না, রাহু যে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে গ্রাস করে ইহা দেবতারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াও অনায়াসেই সহ্য করিয়া থাকেন এই মনঃক্ষোভে দেবতাদিগের প্রতি কুপিত হইয়া ত্রিলোকী দগ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়া সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন এবং বিশ্বসংসার সংহার করিবার নিমিত্ত স্বকীয় তেজোরাশি বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে মহর্ষিগণ দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, অদ্য নিশীথসময়ে সর্ব্বলোক-ভয়াবহ মহাদাহ আরম্ভ হইবে।

তখন দেবগণ মহর্ষিদিগের সহিত পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, ভগবন্, কোথা হইতে মহাদাহ উপস্থিত হইল? সূর্য্য লক্ষিত হইতেছেন না অথচ সর্বলোকক্ষয় দাহ উপস্থিত। না জানি, সূর্য্য উদিত হইলে কি দুর্দ্দশা ঘটিবে। ব্রহ্মা বলিলেন, দিবাকর সর্বসংহারে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি উদিত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যেই আমাদের সমক্ষে সমস্ত লোক ভস্মসাৎ করিবেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই আমি ইহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছি। মহাত্মা কশ্যপের অরুণ-নামে এক মহাবীর্য্য-সম্পন্ন পুত্র জন্মিয়াছে। সে সূর্য্যের সম্মুখে থাকিয়া তাঁহার সারথ্য করিবে এবং তদীয় তেজঃ প্রতিসংহার করিবে; তাহা হইলেই দেবগণ, ঋষিগণ ও সমস্ত লোকের মঙ্গল হইবে। তদনন্তর অরুণ পিতামহের আদেশানুসারে সূর্য্য উদিত হইলেই তাঁহাকে আবরণ করিয়া তদীয় সম্মুখে উপবিষ্ট রহিলেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমৃতাহরণের জন্য গরুড়ের যাত্রা

ব্রহ্মার পৌত্র হইলেন কশ্যপ। দক্ষ-কন্যা বিনতার গর্ভে কশ্যপের ঔরসে অলৌকিক প্রভাব-সম্পন্ন খগাধিপতি গরুড়ের জন্ম হয়। গরুড় যখন জননী বিনতার মুখে বিমাতা কদ্রুর চাতুরীতে কদ্রুর পুত্র নাগগণের মায়াজাল নিবন্ধন স্বীয় জননীর দাস্যের বৃত্তান্ত শুনিলেন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাগগণের মনস্তুষ্টি সাধন জন্য কখন কখন স্বয়ং নাগগণের আদেশ পালন করিতেও লাগিলেন তখন গরুড় মাতার দাস্যমুক্তি করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নাগগণকে বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, কোন্ বস্তু আহরণ বা কিরূপ পৌরুষ করিলে আমরা দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। সর্পগণ বলিল, হে বিহঙ্গমরাজ, যদি তুমি পৌরুষ প্রকাশ করিয়া অমৃত আহরণ করিতে পার, তাহা হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।

ইহা শুনিয়া খগরাজ জননীর অনুমতি লইয়া অমৃত আহরণ করিতে চলিলেন। পথে কি আহার করিব ইহা মাতাকে জিজ্ঞাসা করায় বিনতা বলিলেন, সমুদ্রমধ্যে বহু সহস্র নিষাদ বাস করে তুমি তাহাদিগকে ভক্ষণ করিবে। সর্প-বঞ্চিতা পরম দুঃখিতা বিনতা পুত্রের অতুল পরাক্রম বুঝিতে পারিয়াও অপত্য-স্নেহ বশতঃ প্রীতমনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, বায়ু চন্দ্র সূর্য্য বসুগণ তোমাকে সর্বদা নির্বিঘ্নে রাখুন। বৎস, আমিও তোমার স্বস্তি শান্তি বিষয়ে তৎপর হইয়া নিরন্তর ত্বদীয় শুভানুষ্ঠানে এই স্থানেই রহিলাম। তুমি অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নিরাপদে প্রস্থান কর।

গরুড় মাতৃবাক্য-শ্রবণানন্তর পক্ষদ্বয় বিস্তারপূর্বক গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া বুভুক্ষাবশতঃ সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় নিষাদ-পল্লীতে উপনীত হইয়া মাতৃবাক্যানুসারে নিষাদদিগকে ভক্ষণ করিয়া প্রবল বেগে অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া অনতিবিলম্বে পিতা কশ্যপকে দেখিতে পাইলেন। মহর্ষি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কশ্যপ পুত্রের কুশলপ্রশ্নানন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, মনুষ্যলোকে তোমার পর্য্যাপ্ত আহার লাভ হয় তো? গরুড় মাতা ভ্রাতা ও নিজের কুশল সংবাদ পিতাকে নিবেদন করিয়া বলিলেন, মর্ত্ত্যলোকে আমার প্রচুর আহার্য দ্রব্য পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। আরও বলিলেন, নাগেরা আমাকে অমৃত আহরণ করিতে প্রেরণ করিয়াছে, আমি জননীর দাসীভাব-মোচন করিবার নিমিত্ত আজই তাহা আনিব। মাতা নিষাদগণকে ভক্ষণ করিতে বলিয়াছেন। বহুসংখ্যক নিষাদ ভক্ষণ করিয়াছি, তথাপি আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই। অতএব হে ভগবন্, এক্ষণে অপর কোন ভক্ষ্যদ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহা আহার করিলে আমি অমৃত আহরণ করিতে সমর্থ হইব। বলবতী ক্ষুৎ-পিপাসায় আমার কণ্ঠতালু শুষ্কপ্রায় হইয়াছে। তখন মহর্ষি কশ্যপ বলিলেন, বৎস, অনতিদূরে ঐ পবিত্র সরোবরটী দেখিতেছ, উহা দেবলোকেও বিখ্যাত। ঐ সরোবরে দেখিতে পাইবে, এক হস্তী অবাঙ্মুখ[২০] হইয়া কূর্মরূপী স্বকীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে আকর্ষণ করিতেছে। উহাদের আকারের পরিমাণ জন্মান্তরীণ বৈরবৃত্তান্ত আদ্যন্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।

বিভাবসু নামে অতিকোপনস্বভাব এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর মহাতপাঃ সুপ্রতীক ভ্রাতার সহিত একান্নে থাকিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এই জন্য জ্যেষ্ঠ সহোদরের নিকট পৈত্রিক ধন-বিভাগের কথা উত্থাপন করিতেন। একদা বিভাবসু ক্রুদ্ধ হইয়া সুপ্রতীককে বলিলেন, দেখ, অনেকেই মোহপরবশ হইয়া পৈত্রিক ধন বিভাগ করিতে অভিলাষ করে; কিন্তু বিভাগানন্তর ধনমদে মত্ত হইয়া পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করে। স্বার্থপর মূঢ় ব্যক্তিরা স্বীয় ধন অধিকার করিলে শত্রু-পক্ষ মিত্রভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাদের আত্মবিচ্ছেদ জন্মাইয়া দেয় এবং ক্রমশঃ দোষ দেখাইয়া পরস্পরের রোষবৃদ্ধি ও বৈর-ভাব বদ্ধমূল করিতে থাকে। এইরূপ হইলে তাহাদের সর্ব্বদাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বনাশ ঘটিবার সম্ভাবনা। এই কারণে ভ্রাতৃগণের পৈত্রিক ধন-বিভাগ সাধুদিগের অভিপ্রেত নহে। কিন্তু তুমি অনভিজ্ঞের ন্যায় ঐ কথাই বারংবার উত্থাপন করিয়া থাক। আমি বারণ করিলেও তাহাতে কর্ণপাত কর না। অতএব 'তুমি বারণ-যোনি প্রাপ্ত হও'। সুপ্রতীক ও প্রতিশাপ দিলেন, 'তুমি কচ্ছপ-যোনি প্রাপ্ত হও।'

এইরূপে বিভাবসু ও সুপ্রতীক কোপ-প্রভাবে গজত্ব ও কচ্ছপত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। উভয়ে তির্য্যগ্-যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মান্তরীণ বৈরানুসারে এই সরোবরে অবস্থান করিতেছেন। গজের কলেবর ছয় যোজন উন্নত ও দ্বাদশ যোজন আয়ত। কূর্ম তিন যোজন ও তাহার পরিধি দশ যোজন। হে বৎস, উহারা পরস্পরের বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া যুদ্ধে মত্ত হইতেছে, উহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি কর। যাও, তুমি এই মহাগিরি সদৃশ ভীষণাকৃতি হস্তীকে ভোজন করিয়া অমৃত আহরণ কর।

মহর্ষি কশ্যপ গরুড়কে ভক্ষ্য দ্রব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, বৎস, অমৃতাহরণকালে দেবতাদিগের সহিত অবশ্যম্ভাবি-সংগ্রামে তোমার শ্রেয়োলাভ হইবে। পূর্ণকুম্ভ, গো, ব্রাহ্মণ এবং আর যা কিছু মাঙ্গল্য বস্তু আছে, সে সকলই তোমার শুভপ্রদ হউক। যে সময়ে তুমি দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তখন ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ, যজ্ঞীয় পবিত্র হবিঃ তোমার বলাধান করিবে। গরুড় পিতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অনতিদূরে সেই নির্ম্মল জলপূর্ণ হ্রদ দেখিতে পাইলেন। সেই হ্রদ হইতে এক নখে গজ ও অপর নখে কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া সত্বর আকাশপথে উত্থিত হইলেন। অনন্তর নিরালম্বভাবে গগন পথ দিয়া মেরুশৃঙ্গ-ক্ষেত্রে গজকচ্ছপ ভক্ষণার্থ দেবতা সকলের উপরে বসিতে গরুড় ইচ্ছা করিলেন। বিটপি-মণ্ডলী গরুড়ের পক্ষ-পবনে আহত হইয়া শাখা-ভঙ্গ-ভয়ে শঙ্কিত ও কম্পিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে লাগিল। বিহঙ্গরাজ সেই অভীষ্ট ফলপ্রদ, দিব্য সুবর্ণময় তরু-দিগকে ভঙ্গভয়ে কম্পিত দেখিয়া অতীব উন্নত, অন্যান্য বৃক্ষের সমীপে গমন করিলেন। সেই রমণীয় বৃক্ষগুলির ফলসকল কাঞ্চনময়, শাখা সমুদায় প্রবালময় এবং উহাদের মূলদেশ সর্বদা সাগর-জলে প্রক্ষালিত হইতেছে। তন্মধ্যে অত্যুচ্চ এক বটবৃক্ষ গরুড়কে আগমন করিতে দেখিয়া বলিল, হে গরুত্মন্, তুমি আমার এই শত যোজন বিস্তীর্ণ, অতিপ্রকাণ্ড শাখায় উপবেশন করিয়া গজকচ্ছপ ভক্ষণ কর। গরুড় বহু সহস্র পক্ষিসেবিত সেই বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিবামাত্র তাহা ভগ্ন হইল।

মহাবল পরাক্রান্ত গরুড় তরুশাখা ভগ্ন হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ধারণ করিলেন। বিহঙ্গমরাজ শাখা ভঙ্গ করিয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে ইতস্ততঃ অবলোকন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে দেখিতে পাইলেন, তপঃপরায়ণ বালখিল্য ঋষিগণ অধোমুখ হইয়া বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছেন। গরুড় তাহা দেখিয়া অতিমাত্র ভীত হইয়া মনে করিলেন, শাখা ভূতলে পতিত হইলে নিশ্চয়ই ঋষিদিগের প্রাণ নাশ হইবে, অতএব গজ ও কচ্ছপকে নখদ্বারা দৃঢ়রূপে ধরিয়া ঋষিদিগের প্রাণ-রক্ষার্থ ঐ বিশাল বৃক্ষশাখা চঞ্চুপুটদ্বারা গ্রহণ করি। মহর্ষিগণ গরুড়ের এই দেবতাদিগের অসাধ্য কর্ম দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া খগরাজের নাম 'গরুড়' রাখিলেন, যেহেতু অতি গুরুভার লইয়া গগনমার্গে উড্ডীন হইল। [গুরুং ভারং সমাসাদ্যোড্ডীন এষ বিহঙ্গমঃ। গরুড়স্তু খগশ্রেষ্ঠস্তস্মাৎ পন্নগভোজনঃ॥ গুরু-শব্দপূর্ব্বাৎ "ডীঙ্ বিহায়সা গতৌ" ইত্যস্মাৎ ডঃ, আদেরকারশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ, গরুড়-শব্দো নিষ্পন্ন ইত্যর্থঃ—ইতি নীলকণ্ঠঃ, গুরু—ডী+ড=গরুড়]। অনন্তর গরুড় তথা হইতে বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিলেন।

বালখিল্য ঋষিগণের প্রাণরক্ষার্থ এইরূপে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায়ও উপবেশনের উপযোগী স্থান না পাইয়া গন্ধমাদন পর্বতে উপনীত হইয়া পিতা মহর্ষি কশ্যপকে তপস্যায় অভিনিবিষ্ট দেখিলেন। অশেষ বলবীর্য্যসম্পন্ন অধৃষ্য দিব্যরূপী পুত্র গরুড়কে অভ্যাগত দেখিয়া এবং তদীয় অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, বৎস, তুমি সহসা সাহসের কার্য্য করিও না, তাহাতে নানাবিধ ক্লেশ পাইবার সম্ভাবনা। সূর্য্যমরীচিমাত্রপায়ী বালখিল্যগণ রুষ্ট হইলে তোমাকে এই দণ্ডে ভস্মসাৎ করিবেন। এই কথা বলিয়া মহর্ষি কশ্যপ অপত্যস্নেহবশতঃ মহাভাগ বালখিল্য ঋষিগণকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন, হে মহর্ষিগণ, প্রজাদিগের হিতোদ্দেশে গরুড় এই মহৎকার্য্য সাধন করিতে অধ্যবসায় করিতেছে, আপনারা অনুজ্ঞা করুন। বালখিল্য ঋষিগণ মহর্ষি কশ্যপের অভ্যর্থনায় সেই বৃক্ষশাখা পরিত্যাগপূর্ব্বক নগাধিরাজ পবিত্র হিমালয়ে প্রস্থান করিলেন।

বালখিল্য ঋষিগণের হিমালয় পর্বতে প্রস্থানানন্তর গরুড় পিতা মহর্ষি কশ্যপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্, এই বিশাল বৃক্ষশাখা কোথায় নিক্ষেপ করি, আমাকে কোন মনুষ্যহীন দেশ নির্দ্দেশ করিয়া দিন। তখন কশ্যপ মানুষশূন্য ও নিরবচ্ছিন্ন তুষাররাশি সমাকীর্ণ এক পর্ব্বত বলিয়া দিলেন। বিহঙ্গরাজ শাখা ও গজকচ্ছপ লইয়া বায়ুবেগে সেই পর্ব্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গরুড় অনতিবিলম্বে শতসহস্র যোজনান্তরে অবস্থিত সেই পর্ব্বতে উপনীত হইয়া পিতার আদেশানুসারে তদুপরি সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষশাখা নিক্ষেপ করিলেন। তৎপরে গরুড় সেই গিরিশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া গজ-কচ্ছপ ভক্ষণ করিলেন। খগরাজ এইরূপে সেই কূর্ম ও কুঞ্জরকে উপভোগ করিয়া তথা হইতে মহাবেগে উড্ডীন হইলেন।

অনন্তর দেবতাদিগের উপর অতিভয়ঙ্কর উৎপাত আরম্ভ হইল। ইন্দ্রের বজ্র ভয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষ হইতে ধূম ও অগ্নিশিখার সহিত উল্কাপাত হইতে লাগিল। বায়ু প্রবলবেগে বহিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল, মেঘশূন্য নভোমণ্ডল অতি গভীর রবে গর্জন করিতে আরম্ভ করিল। প্রলয়কালীন অতিভীষণ মেঘের ন্যায় ঘনাবলী মুষলধারে রক্তবৃষ্টি করিতে লাগিল। ধূলিজাল গগনমার্গে উড্ডীন হইয়া দেবগণের মুকুটসমূহ নিষ্প্রভ করিল।

দেবরাজ ইন্দ্র ও দেবগণ ঐ সকল উৎপাত দর্শনে ভীত ও বিস্মিত হইয়া সুরগুরু বৃহস্পতিকে ঐ সকল উৎপাতের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বৃহস্পতি বলিলেন, দেবেন্দ্র; তোমারই অপরাধে ও প্রমাদবশতঃ মহাত্মা বালখিল্যগণের তপোবলে বিনতাগর্ভে মহর্ষি কশ্যপের পক্ষিরূপী এক পুত্র জন্মিয়াছে। সেই কামরূপী, মহাবল বিনতানন্দন অমৃত-হরণে সমর্থ। তাহাতে সকলই সম্ভব হয় বটে। সে অনায়াসে অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

ইন্দ্র তাহা শুনিয়া অমৃতরক্ষকদিগের সকলকেই বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিলেন। দেবতারা অতিসাবধানে অমৃত বেষ্টন করিয়া থাকিলেন এবং ইন্দ্র স্বয়ং বজ্রপাণি হইয়া সেখানে উপস্থিত থাকিলেন। বিচিত্র বসন-ভূষণে বিভূষিত, পাপস্পর্শরহিত, নিরুপম বলবীর্য্যসম্পন্ন অসুরপুর-বিদারণে পটু সুরগণ নানা ভীষণ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত ও সুদৃঢ় কবচে সুরক্ষিত কলেবর হইয়া অমৃত-রক্ষার্থে সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পতগেন্দ্র গরুড় অমৃত-রক্ষক ইন্দ্রপ্রমুখ দেববৃন্দ ও যক্ষগণকে পরাজিত করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়া অমৃত হরণ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি করিয়াছিলেন।

গরুড়ের জন্মবৃত্তান্ত

কোন সময়ে প্রজাপতি কশ্যপ পুত্রকামনায় এক মহাযজ্ঞ আরম্ভ করেন। তাঁহার যজ্ঞানুষ্ঠান-কালে ঋষিগণ, দেবগণ ও গন্ধর্বগণ সাহায্য দান করিবার জন্য তথায় সমাগত হইয়াছিলেন। মহর্ষি কশ্যপ দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং বালখিল্য মুনিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অন্যান্য দেবতাদিগকে যাবতীয় কাষ্ঠভার আহরণ করিতে নিয়োগ করিলেন। ইন্দ্র আপন শক্তির অনুরূপ প্রচুর কাষ্ঠভার আনয়নকালে পথিমধ্যে দেখিলেন, অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বালখিল্য মুনিগণ সকলে সমবেত হইয়া বহু কষ্টে একটি পলাশপত্র বৃন্ত আহরণ করিতেছেন। তাঁহারা অতিখর্ব্বাকৃতি, দুর্বল ও নিরাহার, সুতরাং জলপূর্ণ এক গোষ্পদে মগ্ন হইয়া ক্লেশ পাইতেছিলেন। বলদৃপ্ত পুরন্দর[১১] তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে উপহাস ও অবমাননা করিলেন। বাল্যখিল্য মুনিগণ ইন্দ্রকর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া সাতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং ইন্দ্রের ভয়াবহ এইরূপ এক অতি মহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ঐ যজ্ঞে এই কামনায় আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন যে, আমাদের তপঃপ্রভাবে ইন্দ্র হইতে অধিকতর শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন, কামরূপ, কামবীর্য্য, কামগামী সর্বদেবের অধিপতি অন্য এক দারুণ ইন্দ্র উৎপন্ন হউন।

দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিতে পারিয়া প্রজাপতি কশ্যপের শরণাগত হইলেন। কশ্যপ ইন্দ্রমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া বাল্যখিল্য মুনিগণের নিকট অভীষ্টসিদ্ধির প্রার্থনা করিলেন। সত্যবাদী বালখিল্য মুনিগণ তৎক্ষণাৎ "অভীষ্টসিদ্ধি হইবে" এই কথা বলিলেন। তখন প্রজাপতি কশ্যপ তাঁহাদিগকে মধুর সম্ভাষণে পরিতৃপ্ত করিয়া সাদর বচনে বলিতে লাগিলেন, দেখ, ব্রহ্মার নিয়োগে ক্রমে ইনি ত্রিভুবনের ইন্দ্র হইয়াছেন, তোমরা আবার ইন্দ্রান্তর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা করিলে ব্রহ্মার নিয়ম অন্যথা করা হইবে, কিন্তু তোমাদের সঙ্কল্প মিথ্যা হয় ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে, অতএব তোমরা যে ইন্দ্রের নিমিত্ত কামনা করিতেছ, ইনি পতগেন্দ্র হউন, আর হে ঋষিগণ, দেবরাজ প্রার্থনা করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হও। কশ্যপের কথা শুনিয়া বালখিল্য মুনিগণ কশ্যপকে যথাবিধি পূজা করিয়া বলিলেন, হে প্রজাপতে, আমরা ইন্দ্রার্থে এবং আপনার পুত্রার্থে এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি এক্ষণে এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের ভার আপনার উপর অর্পিত হউক, আপনি ইহা প্রতিগ্রহ করিয়া যাহা শ্রেয়স্কর হয় করুন।

ঐ সময়ে কল্যাণবতী, কীর্ত্তিমতী, ব্রতপরায়ণা দক্ষসুতা বিনতা দীর্ঘকাল তপোনুষ্ঠান করণান্তর পুত্রার্থিনী হইয়া স্বামিসন্নিধানে আসিলেন। মহর্ষি কশ্যপ বিনতাকে দেখিয়া বলিলেন, দেবি, অদ্য তোমার মনোরথ পূর্ণ হইবে, বালখিল্য মুনিগণের তপঃপ্রভাবে ও আমার সঙ্কল্পবলে তোমার গর্ভে ভুবনবিজয়ী দুই বীর জন্মিবে। তাহারা ত্রিভুবন-পূজিত ও ত্রিলোকীর অধীশ্বর হইবে। সর্বলোক-সৎকৃত কাম-রূপ এই দুই বিহঙ্গম সমস্ত পক্ষিজাতির উপর ইন্দ্রত্ব করিবে। তৎপরে কশ্যপ প্রীতমনে ইন্দ্রকে বলিলেন, সেই মহাবীর্য্য বিহঙ্গম তোমার ভ্রাতা ও সহায় হইবে এবং তাহারা কখনও তোমার অপচয় করিবে না। তোমার সকল সন্তাপ দূর হউক, তুমিই ইন্দ্র থাকিবে, কিন্তু হে বৎস, তুমি অহঙ্কার-পরতন্ত্র হইয়া যেন আর কদাচ ব্রহ্মবাদী ঋষিদিগকে পরিহাস বা অবমাননা করিও না। তাঁহাদের বাক্য বজ্রস্বরূপ এবং তাঁহারা কোপনস্বভাব।

মহর্ষি কশ্যপের কথা শুনিয়া দেবরাজ নিঃশঙ্কচিত্তে সুরলোকে প্রস্থান করিলেন। বিনতাও চরিতার্থ হইয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। পরে কশ্যপবনিতা বিনতা যথাকালে অরুণ ও গরুড় নামে দুই পুত্র প্রসব করিলেন। অরুণ অঙ্গবৈকল্য বশতঃ সূর্য্যের সারথি হইয়াছেন, তদীয় ভ্রাতা গরুড় পক্ষিগণের ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

যযাতি-দেবযানীর কথা

জনমেজয় মহর্ষি বৈশম্পায়নকে বলিলেন, হে তপোধন, দশম প্রজাপতি যযাতি রাজা আমাদিগের পূর্বপুরুষ। তিনি পরম দুর্লভ শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে কিরূপে লাভ করিলেন, আমি তাহা সবিশেষ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি সেই বৃত্তান্ত কীর্তন করিয়া আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,

পূর্বে এই সচরাচর বিশ্বরাজ্য লাভার্থে দেবতা ও অসুরদিগের পরস্পর তুমুল যুদ্ধ হয়। দেবতারা জিগীষু হইয়া ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতিকে যজ্ঞানুষ্ঠানে পৌরোহিত্যে বরণ করেন। অসুরগণ ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নিসম্ভূত ভৃগুর পুত্র শুক্রাচার্য্যকে তৎকর্ম্মে ব্রতী করিয়াছিলেন। দুইজন বিরোধিপক্ষের পুরোহিত হইয়া বৃহস্পতি ও শুক্রাচার্য্য প্রতিনিয়ত পরস্পরের প্রতি স্পর্দ্ধা করিতে লাগিলেন।

সুরদিগের পুরোহিত বৃহস্পতি অসুরদিগের শত্রু।

ঐ যুদ্ধে দেবগণ যে সকল অসুর বধ করিতেন শুক্র মৃতসঞ্জীবনী-বিদ্যাবলে তাহাদিগকে পুনর্জ্জীবিত করিতে লাগিলেন। দেবপক্ষে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ বিদ্বান্ কেহই না থাকায় দেব-পক্ষের ক্রমাগত বলক্ষয় হইতে লাগিল, পক্ষান্তরে অসুরদিগের সংখ্যা স্থির থাকিল তদ্দর্শনে দেবতারা বিষণ্ণ ও শুক্রাচার্য্যের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠপুত্র তরুণ কচকে বলিলেন, হে কচ, আমরা তোমার শরণাপন্ন হইলাম, আমাদের উপকারার্থ তোমাকে একটি মহৎ কার্য্য

শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা লাভার্থে বৃহস্পতির পুত্র কচকে দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রেরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে। অগ্নিতেজাঃ শুক্রাচার্য্য যে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানেন, তুমি সত্বর শুক্রের নিকট হইতে কোনপ্রকারে সেই বিদ্যা অর্জ্জন কর, এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলে তুমি সকল বিষয়ে আমাদের অংশভাগী হইবে। সম্প্রতি অসুরেশ্বর বৃষপর্বার নিকট শুক্রাচার্যকে দেখিতে পাইবে। তিনি দানবগণকে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছেন, দেবগণের প্রতি তাঁহার একেবারেই দৃষ্টি নাই। তুমি অল্পবয়স্ক বালক, তুমি আরাধনা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে। আর এক কথা, তাঁহার দেবযানী-নামক এক কন্যা আছেন তাঁহাকেও সন্তুষ্ট করিতে তোমা ভিন্ন সকল বিষয়ে সুদক্ষ দ্বিতীয় আর কাহাকেও দেখিতেছি না। দয়া, দাক্ষিণ্য, সুশীলতাদি গুণে দেবযানীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তুমি নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিবে, কারণ শুক্রাচার্যের অতিপ্রিয় কন্যা হইলেন দেবযানী।

বৃহস্পতিপুত্র কচ কর্ত্তৃক শুক্রাচার্য্যকে গুরুত্বে বরণ

অতঃপর কচ দ্রুতগমনে যাইয়া অসুরেন্দ্র বৃষপর্বার নিকট সমাসীন শুক্রাচার্য্যকে দেখিয়া বলিলেন, মহাত্মন্, আমি মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র, আমার নাম কচ, আপনাকে গুরু স্বীকার করিলাম। আপনি আমার গুরুত্বে বৃত হইলে আমি বহু বৎসর ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান করিব, আপনি আমাকে অনুমতি করুন। শুক্র বলিলেন, হে কচ, তোমার পিতা বৃহস্পতি পূজনীয়, অতএব তোমার কাম্য অঙ্গীকার করিলাম। এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে অধিকারী করিব।

শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী কর্ত্তৃক ব্রহ্মচারী কচের পরিচর্য্যা ও অসুরগণ কর্ত্তৃক কচকে হত্যা ও কচের পুনর্জীবন লাভ

কচ শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক আদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং ব্রত কালের অব্যাঘাতে উপাধ্যায়ের ও তৎপুত্রী দেবযানীর আরাধনা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং ফলপুষ্পাদি আহরণ দ্বারা অতিঅল্প দিনের মধ্যে প্রাপ্তযৌবনা দেবযানীর পরিতোষ উৎপাদন করিলেন। দেবযানীও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতবাদ্যদ্বারা ব্রতধারী কচের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ ব্রতাচরণ করিতে করিতে কিছুকাল অতীত হইল। অনন্তর দানবেরা কচের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া উপাধ্যায়ের গোরক্ষণে নিযুক্ত নির্জ্জন কাননস্থ কচকে বিনাশ করিল এবং তদীয় দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া শৃগাল কুকুরগণকে ভক্ষণ করিতে দিল। তখন গোসকল গোপশূন্য হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রত্যাগত হইল। পরে দেবযানী কচকে না দেখিয়া পিতারনিকট নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ, আপনার অগ্নিহোত্রে আহুতি প্রদান করা হইল, সূর্য্যদেব অস্তে গমন করিলেন এবং গোপাল গোপশূন্য হইয়া গৃহে আগমন করিল, কিন্তু কচকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না, অতএব নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কচ আহত বা কালগ্রস্ত হইয়াছে। আমি সত্য বলিতেছি, কচ ব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারিব না। শুক্র বলিলেন, বৎসে, চিন্তা কি? কচ এই মুহূর্ত্তেই আসিবে, আমি মৃত কচকে পুনর্জীবিত করিব, এই বলিয়া সঞ্জীবনী-বিদ্যা প্রয়োগ করিয়া কচকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আহূত কচ সঞ্জীবনী-বিদ্যা-প্রভাবে পুনর্বার জীবন প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল কুক্কুরগণের দেহ বিদীর্ণ করিয়া হৃষ্টমনে উপাধ্যায়-সমীপে উপস্থিত হইলে দেবযানী বলিলেন, কচ, তোমার আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? কচ বলিলেন, হে ভাবিনি, আমি সমিৎকুশ এবং কাষ্ঠভারদ্বারা আক্রান্ত ও একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া দেবগণের সহিত বিশ্রামার্থ এক বটবৃক্ষের ছায়ায় আশ্রয় লইয়াছিলাম, ইত্যবসরে অসুরগণ আসিয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, যথাযথ পরিচয় দিবামাত্র আমাকে বধ করিয়া আমার শরীর খণ্ড খণ্ড করত শৃগাল কুক্কুরগণকে ভক্ষণার্থ দিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। এক্ষণে ভার্গবের[২২] বিদ্যাবলে পুনর্বার জীবন লইয়া তোমার নিকট আসিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর আর একদিন দেবযানী পুষ্পচয়নার্থে কচকে বনে পাঠালেন। দানবেরা কচের শরীর চূর্ণ করিয়া সমুদ্রজলে মিশ্রিত করিয়া দিল। এদিকে দেবযানী কচের প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া পিতাকে জানাইলেন। শুক্র বিদ্যাপ্রভাবে কচকে পুনর্জীবিত করিলেন। তৃতীয়-বার অসুরেরা কচকে বিনষ্ট ও ভস্মাবশিষ্ট করিয়া শুক্রাচার্য্যের সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিল। তখন দেবযানী পুনর্বার পিতাকে নিবেদন করিলেন, হে পিতঃ, আমি পুষ্পাহরণার্থ কচকে পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু তাহাকে প্রত্যাগত দেখিতেছি না। বোধ হয়, সে আহত বা নিহত হইয়া থাকিবে। হে পিতঃ, আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কচ ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। শুক্রাচার্য্য বলিলেন, বৎসে, কচ নিশ্চয়ই মৃত হইয়াছে। আমি সঞ্জীবনীবিদ্যা-প্রভাবে বারংবার তাহার জীবন রক্ষা করিতেছি, কি করি, অসুরেরা তথাপি তদ্বিনাশে বিরত হইতেছে না; অতএব হে দেবযানি, তুমি শোক বা রোদন করিও না। তোমার সদৃশী মহিলারা সামান্য মর্ত্ত্যলোকের নিমিত্ত শোক মোহে অভিভূত হন না। দেখ ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণগণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ, অষ্টবসু, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অসুরগণ এবং সমস্ত জগৎ তোমাকে মহাপ্রভাবশালিনী জানিয়া নমস্কার করেন। কচের জীবন রক্ষা করা বৃথা বোধ হইতেছে, যেহেতু অসুরেরা সুযোগ পাইলেই পুনর্বার তাহার প্রাণ সংহার করিবে। দেবযানী বলিলেন, বৃদ্ধতম মহর্ষি যাঁহার পিতামহ, তপোনিধি বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, তাঁহার নিমিত্ত কেনই বা রোদন ও শোক করিব না। কচ নিজেও সামান্য লোক নহেন। তিনি ব্রহ্মচারী, তপোধন ও সর্বকার্য্যে সুনিপুণ। হে তাত, আমি নিরাহারে প্রাণ ত্যাগ করিয়া কচের অনুগামিনী হইব। কচ আমার নিতান্ত প্রিয়পাত্র, আমি তাঁহার অদর্শনে ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারিব না।

মহর্ষি শুক্র দেবযানী কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কচকে আহ্বান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া সক্রোধে বলিলেন, নিশ্চয়ই অসুরেরা আমার প্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া বারংবার আমার শিষ্যের প্রাণ নাশ করিতেছে। দুর্দ্দান্ত দানবেরা এই পৃথিবীকে ব্রাহ্মণ-শূন্য করিবার অভিলাষে আমার প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আচ্ছা, আমি এখনই তাহাদের এই ঘোরতর পাপের দণ্ডবিধান করিতেছি। ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ ইন্দ্রকেও দগ্ধ করিতে পারে; এই বলিয়া কচকে বিদ্যাবলে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সমাহূত কচ শুক্রের ভয়ে ভীত হইয়া জঠর হইতে অল্পে অল্পে উত্তর দিলেন। শুক্রাচার্য্য নিজ জঠর হইতে তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়া বলিলেন, কচ তুমি কিরূপে আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছ? কচ বলিলেন, আপনার প্রসাদে বলবতী স্মরণশক্তি আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, এই নিমিত্ত আমার যথাবৎ বৃত্তান্ত স্মরণ হইতেছে। আর আমার তপস্যার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় নাই, এই নিমিত্ত এই দারুণ ক্লেশ সহ্য করিতে সমর্থ হইয়াছি। অসুরেরা আমাকে দগ্ধ ও চূর্ণ করিয়া আপনার সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিল। আপনি বিদ্যমান থাকিতে আসুরী মায়া কখনই ব্রাহ্মী মায়াকে অতিক্রম করিতে পারিবে না। শুক্র বলিলেন, বৎসে দেবযানি, অদ্য কিরূপে তোমার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব? আমি প্রাণ ত্যাগ না করিলে কচের প্রাণরক্ষা হয় না। কচ আমার উদরের অভ্যন্তরে রহিয়াছে, সুতরাং কুক্ষি বিদারণ ব্যতিরেকে কচ কিরূপে নির্গত হইবে। দেবযানী বলিলেন, তাত, কচের বিনাশ ও আপনার উপঘাত এক্ষণে এই উভয়ই আমার পক্ষে সাক্ষাৎ অগ্নিকল্প বোধ হইতেছে। কচের বিনাশ হইলে আমার জীবন নষ্ট হইবে এবং আপনার বিয়োগে কিরূপেই বা প্রাণ ধারণ করিব? তখন শুক্র উদরস্থ কচকে বলিলেন, কচ, যেহেতু দেবযানী তোমাকে ভক্ত বলিয়া আদর করেন, সেই হেতু বোধ হয় তুমি কোন সিদ্ধপুরুষ অথবা

শুক্র কর্তৃক কুক্ষিস্থ কচকে শুক্রের মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যা-দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কচরূপী ইন্দ্র হইবে। যাহা হউক অদ্য তোমাকে এই সঞ্জীবনী-বিদ্যা প্রদান করিব। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কেহ পুনর্জীবিত হইয়া আমার উদর হইতে বহির্গত হইতে পারে না, অতএব অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাকে সঞ্জীবনী-বিদ্যা দান করিব, কিন্তু বৎস, তুমি পুত্ররূপে আমার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পুনর্বার বিদ্যাবলে আমাকে জীবিত করিবে। দেখিও এই ধর্ম প্রতিপালনে যেন পরাঙ্মুখ হইও না।

শুক্রের কুক্ষি বিদীর্ণ করিয়া কচের নিষ্ক্রমণ ও মৃত শুক্রকে কচের পুনর্জীবন-দান

অনন্তর কচ শুক্রসন্নিধানে সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া কুক্ষি ভেদ করিয়া পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন মৃত শুক্রাচার্য্য ভূতলে পতিত আছেন। কচ অবিলম্বে সিদ্ধ বিদ্যা দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া অভিবাদনপূর্বক বলিলেন, যিনি কর্ণে অমৃত-নিষেক-স্বরূপ মন্ত্র দান করেন আমি তাঁহাকে পিতামাতাস্বরূপ স্বীকার করি। কোন্ ব্যক্তি এমন মূঢ় ও কৃতঘ্ন যে তাদৃশ হিতৈষী লোকের অনিষ্ট চেষ্টা করিবে? সত্যফলপ্রদ বিদ্যার আশ্রয়-স্বরূপ ও পরমপূজনীয় গুরুজনকে যে আন্তরিক ভক্তি সহকারে সমাদর না করে, সেই পাপিষ্ঠ ইহলোকে অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পরলোকে নিরয়গামী হয়।

শুক্রকর্তৃক ব্রাহ্মণের সুরাপান একেবারে চিরদিনের জন্য নিষেধ

মহানুভব শুক্র সুরাপান-জনিত অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত অভিরূপ[২৩] কচকে সুরাবোধে উদরস্থ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত সুরার প্রতি তিনি জাতক্রোধ হইলেন। তিনি বিপ্রগণের প্রিয় সম্পাদনার্থ বলিলেন, অদ্যাবধি যে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণ ভ্রান্তিক্রমেও মদ্যপান করিবে, সে অধার্মিক ও ব্রহ্মহা হইয়া ইহকালে ও পরকালে ঘৃণিত ও নিন্দিত হইবে। আমি বিপ্র-ধর্মের এই সীমা[২৪] সংস্থাপন করিলাম। গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ ব্রাহ্মণগণ ও অন্যান্য লোক ইহা শ্রবণ করুন। তপোনিধি এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া মূঢ়মতি দানবদিগকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিলেন, "ওরে নির্বোধ দানবগণ, আমার তুল্য প্রভাবশালী মহাত্মা কচ সঞ্জীবনী-বিদ্যা-প্রভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া আমার নিকট বাস করিবেন" এই কথা বলিয়া তিনি বিরত হইলেন। তৎপরে দানবেরা বিস্মিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে গমন করিল। কচ বহু কাল গুরু গৃহে বাস করিয়া পরিশেষে তাঁহার অনুমতি লইয়া দেবলোকে প্রস্থান করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

কচ দেবলোকে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে, দেবযানী বলিলেন,

ব্রহ্মচারী কচের প্রতি দেবযানীর অতি অনুরাগ

হে মহর্ষি অঙ্গিরার পৌত্র কচ, তুমি কুল, শীল, বিদ্যা, তপস্যা ও শম দমাদিদ্বারা অলঙ্কৃত হইয়াছ। মহাযশাঃ অঙ্গিরা যেমন আমার পিতার তোমার পিতা বৃহস্পতিও আমার সেইরূপ মান্য ও পূজনীয়। এই সকল আলোচনা করিয়া আমি যাহা বলিতেছি, শুন—হে তপোধন, নিয়মস্থ বা ব্রতনিষ্ঠ হইলে আমি তোমার সবিশেষ শুশ্রূষা করিতাম; এক্ষণে তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ। আমি তোমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত; অতএব মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক আমার পাণি-গ্রহণ কর। কচ বলিলেন, হে শুভে, তোমার পিতা শুক্রাচার্য্য আমার যেরূপ মান্য ও পূজনীয়, তুমিও তদ্রূপ পূজনীয়া। তুমি ভগবান্ ভার্গবের প্রাণ হইতেও প্রিয়তরা কন্যা। তুমি ধর্মতঃ আমার গুরুপুত্রী; সুতরাং আমাকে এরূপ কথা বলা তোমার উচিত হইতেছে না। দেবযানী বলিলেন, "তুমি আমার পিতার পুত্র নহ। তুমি পিতার গুরু-পুত্রের পুত্র। কেবল এই নিমিত্ত তুমি আমার মান্য ও পূজনীয়। কিন্তু অসুরেরা তোমাকে বারংবার নষ্ট করিয়াছিল। তদবধি আমি তোমাতে একান্ত অনুরক্তা হইয়াছি। তোমার প্রতি আমি যেরূপ ভক্তি, সৌহার্দ্দ্য ও অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তাহার কিছুই তোমার অবিদিত নহে; অতএব হে ধর্মজ্ঞ, এখন তুমি এই নিরপরাধাকে পরিত্যাগ করিও না।" কচ বলিলেন, "হে শুভব্রতে, অনিযোজ্য বিষয়ে আমাকে নিয়োগ করা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত হইতেছে না। হে বালে, তুমি আমার গুরু হইতেও গুরুতরা। এক্ষণে তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। হে বিশালাক্ষি, তুমি যে শুক্রাচার্য্যের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছ, আমি তাঁহারই উদরে বাস করিয়াছিলাম; সুতরাং তুমি ধর্মতঃ আমার ভগিনী হইলে। অতএব ঐ সকল কথা আর বলিও না। হে ভদ্রে, এত দিন এখানে সুখে বাস করিলাম, এক্ষণে অনুমতি কর গৃহে গমন করি এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন পথিমধ্যে কোন বিঘ্ন না ঘটে। কথা-প্রসঙ্গে আমাকে এক এক বার স্মরণ করিও এবং সতত সাবধানে আমার গুরু শুক্রাচার্য্যের পরিচর্য্যা করিও।" দেবযানী বলিলেন, হে কচ, তুমি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তোমার সঞ্জীবনী-বিদ্যা ফলবতী হইবে না। কচ বলিলেন, আমি কোন দোষাশঙ্কায় তোমাকে প্রত্যাখ্যান করিতেছি এমন নহে, গুরুপুত্রী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতেছি, এবং এ বিষয়ে গুরুরও অনুমতি নাই, সুতরাং তুমি অকারণে আমাকে অভিসম্পাত করিলে। হে দেবযানি, আমি তোমাকে আর্য্য ধর্মের উপদেশ দিতেছিলাম; তথাপি তুমি অকারণে অভিশাপ দিলে, ফলতঃ আমি শাপের উপযুক্ত নহি এবং তোমার এই শাপও ধর্মতঃ নহে, কামতঃ; অতএব আমি তোমাকে প্রতিশাপ প্রদান করিতেছি, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ তাহা নিষ্ফল হইবে এবং কোন ঋষি-কুমারও তোমার পাণি-গ্রহণ করিবেন না। আর তুমি আমাকে অভিসম্পাত করিলে যে "তোমার অধীত বিদ্যা সিদ্ধ হইবে না" ভাল, আমি তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু আমি যাহাকে ঐ বিদ্যা অধ্যয়ন করাইব সে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে।

কচের স্বর্গে প্রত্যাগমন ও দেবগণ-কর্ত্তৃক কচের সমাদর

কচ দেবযানীকে এইরূপ প্রতিশাপ দিয়া সত্বর দেবলোকে উপনীত হইলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ কচকে অভ্যাগত দেখিয়া বৃহস্পতির সমক্ষে তাঁহাকে বলিলেন, হে কচ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি আমাদের যে পরম উপকার করিলে, তাহাতে তোমার যশঃ চিরস্থায়ী হইবে এবং তুমি আমাদিগের অংশভাগী হইবে।

দেবগণকে কচের মৃতসঞ্জীবনী শিক্ষাদান

কচ দেবলোকে আসিলে দেবগণ হৃষ্টচিত্তে তাঁহার নিকট মৃত-সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিলেন এবং ইন্দ্রকে বলিলেন, শত্রুজয়ের উপযুক্ত সময় হইয়াছে। ইন্দ্র দেবগণের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ শত্রুকুল সংহারের চেষ্টা করিতে যাত্রা করিলেন।

ইন্দ্রের চষ্টায় দেবযানী ও শর্ম্মিষ্ঠার মধ্যে কলহের সৃষ্টি ও শর্ম্মিষ্ঠা কর্ত্তৃক দেবযানীকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ।

কিছুদূর যাইয়া ধনপতি কুবেরের উদ্যানের মত পরম রমণীয় কাননে কতকগুলি স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলেন। তাহারা স্ব স্ব পরিধেয় বস্ত্র সরোবর-তীরে রাখিয়া জল বিহার করিতেছিল। দেবরাজ এই অবসরে বায়ুরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের বস্ত্র সকল মিশ্রিত করিয়া দিলেন। তৎপরে কন্যাগণ জল হইতে উঠিয়া যিনি যে বস্ত্র সম্মুখে পাইলেন তাহাই পরিধান করিলেন। দানবেশ্বর বৃষপর্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার বস্ত্রখানির সহিত শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর বস্ত্রের পরিবর্তন হইল। তজ্জন্য উভয়ের বিরোধ ঘটিল। দেবযানী বলিলেন, রে অসুরকন্যা, তুই আমার শিষ্যা হইয়া কোন্ সাহসে আমার কাপড় পরিলি? এই অত্যাচারে তোর ভাল হবে না। শর্ম্মিষ্ঠা বলিলেন, দেখ দেবযানি, আমার বাবা যখন শুয়ে বা ব'সে থাকেন, তখন তোমার বাবা বিনা আসনে মাটিতে বিনীত ভাবে স্তাবকের ন্যায় তাঁহাকে নিয়ত স্তব করেন। যে ব্যক্তি স্তব, প্রতিগ্রহ ও ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে তুমি তাঁহারই কন্যা। আমি হলুম তাঁহারই কন্যা যাঁহাকে সকলে আরাধনা করে, যিনি প্রার্থনাধিক ধন দান করিয়া যাচকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তুমি যত পার ক্ষোভ কর, হিংসা কর, দ্বেষ কর বা শাপ দাও, আমি তোমাকে কখনই সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিব না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শর্ম্মিষ্ঠার এইরূপ কঠোর কথা শুনিয়া দেবযানী সক্রোধে শর্ম্মিষ্ঠার পরা কাপড়খানি জোর করিয়া টানিতে লাগিলেন। তাহাতে শর্ম্মিষ্ঠা অত্যন্ত ক্রুদ্ধা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দেবযানীকে একটা নিকটবর্ত্তী কূপে ফেলিয়া দিলেন। দেবযানী কূপে পড়িয়া নিশ্চয় মারা গিয়াছে এই মনে করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা বাড়ী চলিয়া গেলেন।

তখন মৃগয়াবিহারী মহারাজ যযাতি ঘোড়ায় চড়িয়া সেই বনে বেড়াইতেছিলেন। তিনি মৃগের অনুসরণে ঘুরিতে ঘুরিতে পিপাসার্ত্ত হইয়া সেই কূপের নিকটে সেইখানে উপস্থিত হ'লেন। রাজা জলের জন্য কূপের ভিতর দেখিবামাত্র অগ্নিশিখার ন্যায় এক রমণীকে দেখিয়া অতিবিস্মিত হইলেন। তিনি সেই কামিনীকে অতি করুণস্বরে বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া মধুর সান্ত্বনাবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? কাহার কন্যা। কেনই বা এত শোকার্ত্ত হইয়াছ? আর কিরূপেই বা এই অন্ধকূপে পড়িয়াছ? দেবযানী বলিলেন, দানবেরা দেবগণের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে যিনি তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করেন আমি সেই শুক্রাচার্য্যের কন্যা। আমার এ অবস্থা তিনি জানিতে পারেন নাই। হে মহারাজ, আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া আমাকে কূপ হইতে অনুগ্রহপূর্ব্বক উত্তোলন করুন। রাজা যযাতি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনানুরূপ হাত ধরিয়া কূপ হইতে উত্তোলন করিয়া সাদর সম্ভাষণ-পূর্ব্বক তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ যযাতি-কর্ত্তৃক দেবযানীকে অন্ধকূপ হইতে উদ্ধার

রাজার রাজধানীতে প্রস্থানের পর ঘূর্ণিকা নামে এক দাসী সহসা দেবযানীর নিকটে আসিল। দেবযানী বাষ্পাকুল-লোচনে তাহাকে বলিলেন, ঘূর্ণিকে, তুমি সত্বর আমার পিতার নিকট শর্ম্মিষ্ঠা-কৃত আমার এই দুরবস্থার সংবাদ দাও আর তাঁহাকে বল, আর আমি

শুক্রাচার্য্যের বনে দেবযানীর নিকট আগমন ও সান্ত্বনা দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃষপর্বা রাজার নগরে প্রবেশ করিব না। ঘুর্ণিকা তৎক্ষণাৎ শুক্রাচার্য্যের নিকট গিয়া দেবযানীর দুর্গতির সমস্ত পরিচয় দিল। মহর্ষি শুক্রাচার্য্য তৎক্ষণাৎ বনমধ্যে দেবযানীর অন্বেষণে যাইলেন এবং অবিলম্বে কন্যাকে দেখিয়া বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গদ্‌গদ বচনে বলিলেন, বৎসে, আপনার সুকৃতি ও দুষ্কৃতি অনুসারে সকলে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, বোধ হয় তুমি পাপকর্ম্ম করিয়া থাকিবে তাহারই ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। দেবযানী বলিলেন, পাপের ভোগ হউক বা না হউক, এক্ষণে আমার প্রতি বৃষপর্বতনয়া শর্ম্মিষ্ঠার যেরূপ দুর্ব্যবহারের পরিচয় ঘুর্ণিকার মুখে নিশ্চিত জানিতে পারিয়াছেন, আর শর্ম্মিষ্ঠা যেরূপ বলিয়াছে আমি যদি যথার্থই সেইরূপ হই, তবে তাহার নিকট আপনার দোষ স্বীকার করা ও ক্ষমা প্রার্থনা করা কর্তব্য, নতুবা তাহার অহঙ্কারের প্রতীকার করিতে হইবে। শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "তুমি তো স্তাবক বা প্রতিগ্রহোপজীবীর কন্যা নহ। তোমার পিতা কাহারও চাটুকার নহেন, বরং অন্যে তাঁহার স্তব করিয়া থাকে। বৃষপর্বা, ইন্দ্র এবং নহুবতনয় রাজা যযাতি ইঁহারা সকলেই জানেন যে, অচিন্ত্য অদ্বৈত পরব্রহ্মই আমার বল। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া আপনি বলিয়াছেন, পৃথিবীতে বা স্বর্গে যা কিছু বস্তু আছে, আমি তাহার ঈশ্বর। আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি, প্রজাদিগের হিত-সাধনের জন্য আমিই বারিবর্ষণ ও ঔষধসকল পুষ্ট করিয়া থাকি। মহানুভব শুক্র বিষণ্ণা শোকাকুলা দেবযানীকে এইরূপ মধুর বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।"

শুক্রাচার্য্য আরও বলিলেন, "যে ব্যক্তি ক্ষমাগুণে পরের তিরস্কার-বাক্যে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এই সচরাচর বিশ্ব তাঁহার আয়ত্ত। সাধুলোকেরা অশ্বরশ্মি-গ্রাহীকে সারথি না বলিয়া যিনি উত্তেজিত ক্রোধকে অশ্বের ন্যায় নিগ্রহ করিতে পারেন, তাঁহাকেই যথার্থ সারথি বলিয়া থাকেন;

শুক্রাচার্য্য কর্তৃক ক্ষমা গুণের শ্রেষ্ঠত্ব-বর্ণন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি উদ্রিক্ত ক্রোধানলে ক্ষমাবারি সেচন করিতে পারেন, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ তাঁহারই জয় করা হয়। যেমন সর্প নির্মোক[২৫] পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ যিনি ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে পারেন, পণ্ডিতেরা তাঁহাকেই সাধুপুরুষ বলেন। যিনি সন্তপ্ত হইয়াও অন্যকে তাপিত করেন না, তাঁহারই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইয়া থাকে। যিনি শত বৎসর ব্যাপিয়া প্রতিমা-সেবা ও যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, আর যিনি কাহারও উপর কখনও ক্রুদ্ধ হয়েন না, এই উভয়ের মধ্যে অক্রোধন ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। বালক-বালিকারা বিবেকাভাব-প্রযুক্ত ক্রোধান্ধ হইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকে, কিন্তু প্রাজ্ঞ ব্যক্তি সেরূপ করেন না।"

দেবযানী বলিলেন, "আমি অল্পবয়স্কা বালিকা বটে, কিন্তু ধর্ম্মের মর্ম বিবেচনা করিতে নিতান্ত অসমর্থ নহি এবং ক্রোধ ও ক্ষমা এই উভয়ের বলাবল পরিজ্ঞানেও অক্ষম নহি। কিন্তু যে ব্যক্তি শিষ্য হইয়া অশিষ্যের ন্যায় আচরণ করে, হিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি তাহাকে কিছুতেই ক্ষমা করিবেন না। অতএব এই ভ্রষ্টাচার দেশে বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। যে সকল লোক আচার, ব্যবহার ও কৌলীন্যাদি লইয়া সর্ব্বদা পরনিন্দা করে, মঙ্গলার্থী ব্যক্তি সেই সকল স্থানে পাপিষ্ঠ লোকের সংসর্গ করিবেন না। আর যে স্থানে বাস করিলে আচার, ব্যবহার ও কৌলীন্যাদির গৌরব থাকে, সেই স্থানে বাস করাই শ্রেয়ঃকল্প। হে তাত, বৃষপর্ব-তনয়া শর্মিষ্ঠার সেই সকল দুর্ব্বাক্য আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। অধিক কি বলিব, যে হতভাগ্য ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ লাভ-প্রত্যাশায় ধনিগণের উপাসনা করে, তাহার মৃত্যু হওয়া উচিত।"

শর্মিষ্ঠার দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধের জন্য দেবযানীকর্ত্তৃক শুক্রাচার্য্যকে উত্তেজনা

অনন্তর শুক্র ক্রোধভরে সিংহাসনোপবিষ্ট রাজা বৃষপর্বার নিকট যাইয়া অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিলেন, "হে দানবরাজ, অধর্ম আচরণ করিলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তই তাহার ফল দেখা যায় না বটে, কিন্তু পরিণামে সেই অধর্ম পাপী ব্যক্তিকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া থাকে। অনুষ্ঠাতা ফল না পাইলেও পারে, তাহার পুত্র বা পৌত্রাদিগকে তাহার ফল ভোগ করিতেই হইবে। বৃহস্পতি-তনয় কচ বিদ্যার্থী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিল।

বৃষপর্বাকে শুক্রাচার্য্য কর্তৃক বৃষপর্ব-অধিকৃত রাজ্য-ত্যাগের সঙ্কল্প বিজ্ঞাপন

সে ধার্মিক, সুশীল ও গুরু-শুশ্রূষাপরায়ণ। তুমি অন্য দ্বারা বারংবার তাহার প্রাণহিংসা করিয়াছিলে। আজ আবার তোমার কন্যা শর্মিষ্ঠা আমার দেবযানীর প্রাণ-নাশ করিবার আশায় তাহাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। সেই সকল অত্যাচারে আমি অদ্যই তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিলাম। আমি আর তোমার অধিকারে বাস করিব না। তোমরা আমার কথা প্রলাপ বলিয়া মনে কর, নতুবা আপন দোষ-সংশোধনে এত নিশ্চয়ই থাকিতে না।" বৃষপর্বা বলিলেন, "হে ভার্গব, আমি আপনাকে পরম ধার্মিক ও সত্যপরায়ণ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকি। আপনার প্রতি আমি কখনই ঘৃণা বা অশ্রদ্ধা করি না; অতএব ক্রোধ সংবরণ করুন এবং আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যদি আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিব।" শুক্র বলিলেন, "তোমরা সাগরেই প্রবেশ কর বা দেশান্তরেই যাও, তোমার কন্যা আমার দেবযানীকে যেরূপ অপমান করিয়াছে, তাহা আমি কখনই সহ্য করিব না। আমি দেবযানীকে অতিশয় স্নেহ করিয়া থাকি, যেমন বৃহস্পতি ইন্দ্রের যোগক্ষেমকর আমিও সেইরূপ তোমার যোগক্ষেম[২৩] সম্পাদন করিয়া থাকি। অতএব যদি আমাকে রাজ্যে রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তবে দেবযানীকে প্রসন্না কর। দেবযানী আমার জীবনস্বরূপ। বৃষপর্বা বলিলেন, আপনি আমার সমস্ত সম্পত্তির ঈশ্বর। আমার সমস্ত রাজ্য আপনার অধীন।"

শুক্র দেবযানীকে বৃষপর্বার কথা বলিলেন। তাহাতে দেবযানী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "হে পিতঃ, তুমি যে বৃষপর্বার সমস্ত সম্পত্তির ঈশ্বর তাহা বৃষপর্বা আমার নিকট স্বীকার করুক, নতুবা আমার বিশ্বাস হয় না।" সেই কথা শুনিয়া দানব-রাজ বৃষপর্বা বলিলেন, "হে চারুহাসিনি দেবযানি, তোমার যাহা অভিলাষ হয় বল তাহা অতিশয় দুর্ল্লভ বা দুষ্কর হইলেও তাহা সম্পাদন করিয়া আমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিব।" তখন দেবযানী বলিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠা সহস্র অসুর কন্যার সহিত আমার দাসীভাব অবলম্বন করুক, এই আমার অভিলাষ এবং আমি বিবাহিতা হইয়া ভর্ত্তৃগৃহে গমন করিলে তাহাকে আমার অনুসরণ করিতে হইবে।" তাহা শুনিয়া বৃষপর্বা তদীয় কন্যা শর্ম্মিষ্ঠাকে ডাকাইয়া আনিবার জন্য পরিচারিকাকে পাঠাইলেন, আর দেবযানীর প্রীতির জন্য শর্ম্মিষ্ঠার কি কর্ত্তব্য তাহাও শর্ম্মিষ্ঠাকে বলিবার জন্য ঐ পরিচারিকাকে বলিয়া দিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা পরিচারিকার মুখে বৃষপর্বার সমস্ত কথা শুনিয়া বলিলেন, "দেবযানী যখন যাহা আমাকে বলিবেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব।" আর "দেবযানীকে সান্ত্বনা করিবার জন্য মহর্ষি শুক্র যাহা আমাকে আজ্ঞা করিবেন তাহাতেও আমার অসম্মতি নাই। আমার অপরাধে শুক্র ও দেবযানী নগর ত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই হইবে না।" এই বলিয়া শর্ম্মিষ্ঠা তৎক্ষণাৎ সহস্র দাসী-পরিবৃতা হইয়া সত্বর অন্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন এবং শিবিকারোহণে দেবযানী-সন্নিধানে উপনীতা হইয়া বলিলেন, "হে পূজনীয়ে মহিলে, আমি সহস্র অসুর কন্যার সহিত তোমার দাসীকার্য্য করিব এবং তুমি পরিণীতা হইয়া যখন পতিগৃহে যাইবে, তখন আমি দাসীভাবে তোমার সঙ্গে যাইব।" দেবযানী বলিলেন, "শর্ম্মিষ্ঠা, তুমি রাজনন্দিনী হইয়া কিরূপে চাটুকার ও ভিক্ষুক শুক্রাচার্য্যের কন্যার দাসীর কার্য্য করিবে বুঝিতে পারিতেছি না, তাহা কি পারিবে?" শর্ম্মিষ্ঠা

শর্ম্মিষ্ঠাকর্ত্তৃক দেবযানীর প্রীতিসম্পাদন ও দেবযানীর দাসীত্ব-স্বীকার, দেবযানী বৃষপর্বার পুরীতে প্রবেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, "জ্ঞাতিকুলের বিপদ্ ঘটিলে যে কোন প্রকারে তাহার প্রতীকার করা উচিত, এজন্য আমি তোমার দাসীবৃত্তি স্বীকার করিলাম।" তখন দেবযানী পিতাকে বলিলেন, "তাত, আমি ক্রোধ সংবরণ করিলাম, চলুন, এখন নগর প্রবেশ করি। বেশ বুঝিলাম, আপনার বিজ্ঞান ও বিদ্যাবল অদ্ভুত-ফলপ্রদ।" মহাতপাঃ শুক্র ও তাঁহার কন্যা দানবরাজ-কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনর্ব্বার দেবযানীর সহিত পুরপ্রবেশ করিলেন।

বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিলেন, মহারাজ, কিছুকাল অতীত হইলে বরবর্ণিনী দেবযানী ক্রীড়াভিলাষে পুনর্বার সেই বনে প্রবেশ করিলেন। তিনি হৃষ্টচিত্তে শর্ম্মিষ্ঠা ও সেই সমস্ত সখীগণ সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ বনবিহার করিতেছেন, কেহ প্রফুল্লমনে মধুপান করিতেছেন, কেহ সুস্বাদু ফল আস্বাদন করিতেছেন, কেহ বা অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্য উপভোগ করিতেছেন, ইত্যবসরে মৃগয়াবিহারী নহুষতনয় যযাতি মৃগের অনুসরণ-ক্রমে একান্ত ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে পুনর্বার সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিলেন সর্বালঙ্কারে ভূষিতা কন্যাগণ-বেষ্টিতা মধুরহাসিনী এক পরমসুন্দরী কামিনী উপবিষ্ট আছেন আর পরম সুকুমারী এক রাজকুমারী তাঁহার পদসেবা করিতেছেন।

রাজা নিকটে গিয়া দেবযানীকে তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

দেবযানীর সহিত রাজা যযাতির বনে পুনঃ সাক্ষাৎকার ও পরিচয়

দেবযানী বলিলেন, "মহারাজ, আমি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা, আর এই পরিচারিকা দানবরাজ বৃষপর্বার দুহিতা। ইনি দাসীভাবে সততই আমার অনুগামিনী থাকেন।" রাজা, দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা হইয়া দাসী হইলেন কেন এ বিষয়ে কৌতূহলী হইয়া দেবযানীকে জিজ্ঞাসা করায় দেবযানী বলিলেন, "দৈবনির্বন্ধ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না, সুতরাং রাজকুমারী আমার পরিচারিকা হইবে, ইহা বড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্চর্য্যের নহে। অতএব সে বিষয়ের অনুসন্ধান এখন অনাবশ্যক। মহাশয়! আপনার পরিচয় জানিতে আমার ঔৎসুক্য হইতেছে, যদি বাধা না থাকে বলুন।" যযাতি বলিলেন, "আমি বাল্যে ব্রহ্মচারী হইয়া সমস্ত বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছি। আমি রাজা ও রাজকুলে উৎপন্নও বটে, আমার নাম যযাতি।" দেবযানী বলিলেন, মহারাজ, কি উদ্দেশ্যে এই অরণ্যে আসিয়াছেন, শুনিতে ইচ্ছা করি। রাজা বলিলেন, "সুন্দরি, মৃগয়ার্থী হইয়া মৃগয়ার অনুসরণে ঘুরিতে ঘুরিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপানাভিলাষে এখানে আসিয়াছি, কিন্তু এক্ষণে আমার শ্রান্তি দূর ও পিপাসা নিবৃত্ত হইয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে গমনকাল অতিক্রান্ত হইতেছে, অতএব অনুমতি কর প্রস্থান করি।" তখন শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী বলিলেন, "মহারাজ, এই দুই সহস্র কন্যা ও পরিচারিকা শর্ম্মিষ্ঠার সহিত আমি আপনার অধীন হইলাম, অদ্যাবধি আপনি আমার সখা ও ভর্ত্তা হইলেন।"

যযাতিকে দেবযানীর অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ

রাজা দেবযানীর সহসা এই অসম্ভাবিত আত্মসমর্পণ ব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়োৎফুল্ল-লোচনে ও সবিনয়ে দেবযানীকে বলিলেন, "হে শুক্রতনয়ে, এ তোমার শ্রেয়ঃকল্প নহে, দেখ তুমি ব্রাহ্মণ-কন্যা, আমি ক্ষত্রিয় জাতি আমি কোনরূপেই তোমার উপযুক্ত পাত্র নহি, আর তোমার পিতা কদাচ ইহাতে সম্মত হইবেন না।" দেবযানী বলিলেন, "ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রায়ই হইয়া থাকে। সুতরাং আমার প্রস্তাব প্রচলিত নিয়ম-বিরুদ্ধ নহে, আমাকে ভার্য্যারূপে অঙ্গীকার করা আপনার পক্ষে নিতান্ত দোষাবহ নহে, বিশেষতঃ আপনি স্বয়ং ঋষি ও ঋষিপুত্র, অতএব এ বিষয়ে কোন সংশয় না করিয়া আমার পাণি-গ্রহণ করুন।" যযাতি বলিলেন, "হে সুন্দরি, চারি বর্ণই একের অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু সকল বর্ণের ধর্ম্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও আচার ব্যবহার বিষয়ে বিস্তর বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের ধর্ম-প্রণালী ও আচার-পরম্পরা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সুতরাং ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া নির্দিষ্ট, অতএব আমি হীন বর্ণ হইয়া কিরূপে শ্রেষ্ঠ বর্ণের কন্যা গ্রহণ করিব।” তখন দেবযানী বলিলেন, “মহারাজ, পাণি-গ্রহণ করিলেই বিবাহক্রিয়া-নির্বাহ হইয়া থাকে এ প্রথা পূর্বাপর প্রচলিত আছে, অতএব মনে করিয়া দেখুন, যে সময়ে এই বনেই আমি অন্ধকূপে পড়িয়া থাকায় আমার জীবন-সংশয় হইয়াছিল তখন আপনিই আমার পাণি-গ্রহণ করিয়া আমার প্রাণ-রক্ষা করিয়াছিলেন। একে আপনি প্রাণ-রক্ষক তাহাতে পাণি-গ্রহীতা, এ কারণ আপনাকে পতি-পদে বরণ করিতে এত আগ্রহ। এ বিশেষ বিধি, সামান্য বিধিকে লঙ্ঘন করে। সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে তদবধি আপনি আমার পতি হইয়াছেন, অতএব আর কেন আমার পাণি-গ্রহণ করিতে অসম্মত হইতেছেন?” রাজা বলিলেন, “দেখ, দেবযানী, সর্পাঘাতে ও শস্ত্রপাতে একের প্রাণ নষ্ট হইতে পারে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কুপিত হইলে গ্রাম, নগর, বন ও উপবন প্রভৃতি সকলই ভস্মসাৎ করেন। সুতরাং আমার মতে ব্রাহ্মণ নিতান্ত দুর্ধর্ষ। অতএব তোমার পিতা সম্প্রদান না করিলে আমি তোমার বৈধ পাণি-গ্রহণ করিতে পারি না।” তখন দেবযানী বলিলেন, “আমি আপনাকে স্বয়ং বরণ করিয়াছি—শুনিলে পিতা অবশ্যই আপনার হস্তে আমাকে সম্প্রদান করিবেন। অযাচিতা বা পিতৃদত্তা কন্যা গ্রহণ করিলে পাণি-গ্রহীতার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।” এই বলিয়া দেবযানী তখনই স্বীয় পরিচারিকা ঘূর্ণিকা দ্বারা নিজের অভিপ্রায় পিতাকে বলিয়া পাঠাইলেন।

মহর্ষি শুক্র ধাত্রী-মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজদর্শনার্থ সেই কাননে উপনীত হইলেন। রাজা যযাতি শুক্রচার্য্যকে যথোচিত অভিবাদনপূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবসরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবযানী বলিলেন, "তাত, ইনি নহুষ-তনয় রাজা যযাতি। আমি অন্ধকূপে পতিত হইলে এই মহাত্মা আমার হস্ত ধারণ করিয়া আমাকে অন্ধকূপ হইতে উত্তোলন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং ইনি তদবধি আমার পাণি-গ্রহীতা হইয়াছেন, অতএব আপনি এই সৎপাত্রের হস্তে আমাকে সম্প্রদান করুন, আমি আর অন্য পতিকে বরণ করিব না।" তখন শুক্রাচার্য্য রাজাকে বলিলেন, "হে নহুষ- নন্দন, আমার কন্যা তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন, অতএব আমি প্রসন্নমনে তাহাকে তোমার হস্তে সম্প্রদান করিতেছি; তুমি ইহাকে মহিষীরূপে গ্রহণ কর।" যযাতি বলিলেন, "ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণের পাণিগ্রহণ করিলে বর্ণসংকর দোষে পরিলিপ্ত হইতে হয়, এই ভয়ে আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে সম্মত নহি।" শুক্র বলিলেন, মহারাজ, "তুমি অভিলাষানুরূপ বর প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে অধর্ম হইতে মোচন করিব, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তুমি বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ কর, আশীর্বাদ করি তোমাদের উভয়ের অতিমাত্র সদ্ভাব হউক। কিন্তু এই অসুররাজ-নন্দিনী শর্মিষ্ঠা তোমার পূজনীয়া হইবেন, তুমি কদাচ ইহাকে পরিণয় করিবে না, ইহাই আমার নির্দেশ থাকিল।"

বনে শুক্রাচার্য্যের আগমন,যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ অনুমোদন ও সম্পাদন

রাজা যযাতি এইরূপ আদিষ্ট হইয়া হৃষ্টমনে শুক্রকে প্রদক্ষিণ করিয়া বিধানানুসারে দেবযানীর পাণিগ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহর্ষি শুক্র ও দানবগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত ও সৎকৃত হইয়া সেই দুই সহস্র কন্যার সহিত শর্মিষ্ঠা ও দেবযানীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নিজ রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন।

রাজর্ষি যযাতি হইতেছেন ব্রহ্মা হইতে দশম পুরুষ। তিনি প্রথমে বিবাহ করেন দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে, পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দানবরাজ বৃষপর্বার পুত্রী শর্মিষ্ঠাকে। দেবযানীর সহিত বিবাহকালে শুক্রাচার্য্য তাঁহাকে বলেন, শর্মিষ্ঠা যযাতির চিরদিনই পূজনীয়া থাকিবেন, তাঁহাকে যযাতি কখনও বিবাহ করিতে পারিবেন না। কিন্তু ঘটনাক্রমে যযাতি শুক্রাচার্য্যের সেই নিষেধ-আজ্ঞা পালন করিতে না পারায়, শুক্রের অভিশাপে যযাতির ভোগ-বাসনা প্রবল থাকা সত্ত্বেও যযাতি জরাগ্রস্ত হন। পরে জামাতা যযাতির শাপমুক্তির জন্য অত্যন্ত কাতর প্রার্থনায় শুক্রাচার্য্য তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, যযাতি স্বকীয় জরা পুরুষান্তরে সংক্রামিত করিতে পারিবেন এবং তাঁহার ঔরস পুত্রগণের মধ্যে যিনি তাঁহার আজ্ঞাবহ হইবেন তাঁহাকেই তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্যের অধিকারী করিতে পারিবেন।

যযাতি শুক্রের কন্যা দেবযানী ও বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন এবং শুক্রের শাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হন

তদনুসারে শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে যযাতি জরাগ্রস্ত হইলে, তিনি জ্যৈষ্ঠ্যানুক্রমে পুত্রদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমার এখনও ভোগাভিলাষ আছে; আমার জরা লইয়া তোমাদের যৌবন আমার আরও সহস্র বৎসর ভোগের জন্য আমাকে দাও।" সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র পুরু ভিন্ন সকল পুত্রই তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে অসম্মত হইল।

পিতার প্রতি পুরুর অচলা ভক্তি ও প্রগাঢ় অনুরাগ-দর্শনে তিনি বৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই আশীর্বাদ করিলেন যে, তুমিই আমার রাজ্যের অধিকারী হইবে এবং তোমার রাজ্যে প্রজারা সর্বসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া সর্বকাল পরম সুখে বাস করিবে।

যযাতি প্রতিশ্রুত সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইলে পুরুকে বলিলেন, বৎস, আমি তোমার যৌবন লইয়া ধর্মের অবিরোধে বাসনা ও উৎসাহের অনুরূপ বিষয় ভোগ করিয়া দেখিলাম, "কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হইয়া প্রত্যুত ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিবৃদ্ধিই হয়; এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন, ধান্য, হিরণ্য, পশু ও রমণী প্রভৃতি উপভোগের দ্রব্য আছে, এক ব্যক্তি তৎসমুদায় পাইলেও তাহার পরিতৃপ্তি হয় না, অতএব ভোগ-তৃষ্ণা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা যে আশা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এবং শরীর জীর্ণ হইলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগ-স্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করা সর্বতোভাবে বিধেয়। আমি ইচ্ছানুরূপ বিষয়-সম্ভোগ করিয়া সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলাম, তথাপি আমার ভোগতৃষ্ণা উত্তরোত্তর উত্তেজিত হইতেছে। এক্ষণে আমি আশা-পিশাচীকে পরিত্যাগ করিয়া তপোবনে প্রবেশপূর্বক পরম ব্রহ্মে মনোনিবেশ করিব। বৎস, তোমার সুশীলতা দর্শনে আমি সাতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার সর্বতোভাবে মঙ্গল হউক। এক্ষণে আপন যৌবন ও মদীয় রাজ্য-ভার গ্রহণ কর। বৎস, তুমিই আমার প্রিয়কারী পুত্র, আমি তোমা হইতে যথেষ্ট সুখ-ভোগ করিলাম।"

কাম্য বস্তুর উপভোগ ভোগ-বাসনা-বৃদ্ধি, ভোগ-বাসনা-ত্যাগ বিধেয়

মহারাজ যযাতি সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এই কথা প্রচার করিরা দিলেন। প্রজাগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, দেবযানী গর্ত্তসম্ভূত, শুক্রের দৌহিত্র যদু আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিদ্যমান থাকিতে পুরু কি প্রকারে রাজ্য পাইতে পারেন? যদুর পর আরও আপনার তিনটী পুত্র আছেন তাঁহারা সকলেই পুরুর জ্যেষ্ঠ, পুরু সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। অতএব, হে মহারাজ, আমরা জিজ্ঞাসা করি, জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ কিরূপে রাজ্য পাইতে পারেন? রাজা বলিলেন, "হে প্রজাবর্গ, আমি যে কারণে জ্যেষ্ঠকে রাজ্যে অভিষেক করিব না—তাহা শুন, জ্যেষ্ঠ

যযাতি কর্তৃক তদীর কনিষ্ঠপুত্র পুরুর রাজ্যাভিষেক ও প্রজাগণের অনুমোদন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্র যদু আমার নির্দেশ পালন করে নাই, সুতরাং যে পুত্র পিতার প্রতিকূল, সে সাধুসমাজে পুত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যে পুত্র পিতামাতার আজ্ঞাবহ এবং কায়মনো-বাক্যে তাঁহাদিগের হিতসাধন করে, তাহাকেই যথার্থ পুত্র বলা যায়। যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্যু ও অনু ইহারা আমার আজ্ঞা পালন না করিয়া আমার অতিশয় অপ্রিয় কার্য করিয়াছে, কিন্তু পুরু আমার বাক্যরক্ষা ও সম্মান রক্ষা করিয়াছে। পুরু আমার জরা গ্রহণ করিয়া স্বকীয় যৌবন আমাকে প্রসন্নচিত্তে সম্প্রদান করিয়া আমার মিত্ররূপে সমুদায় অভিলাষ সম্পাদন করিয়াছিল, এই কারণে সে কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যের অধিকারী হইয়াছে। আর শুক্রাচার্য্য আমাকে এই বর প্রদান করেন, যে পুত্র তোমার আজ্ঞাবহ সে রাজ্যভাগী হইবে, অতএব তোমাদিগকে অনুনয় করিতেছি, তোমরা পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত কর।" রাজার এই কথা শুনিয়া প্রজারা বলিল, "মহারাজ, যে পুত্র সর্বগুণ-সম্পন্ন এবং পিতা মাতার হিতকারী সে সর্ব-কনিষ্ঠ হইলেও সমস্ত কল্যাণের পাত্র হইতে পারে। পুরু আপনার প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন, বিশেষতঃ শুক্রাচার্য্যের ঐরূপ বর আছে, অতএব পুরুই রাজা হইবেন।" পৌর ও জানপদবর্গ সন্তুষ্ট মনে এই কথা বলিলে রাজর্ষি যযাতি কনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি পুরুকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বিষয়-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া বনবাসের মানসে তপস্বী ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন।

যযাতির পুত্র হইতেই যাদব, যবন, ভোজ, ম্লেচ্ছ জাতির উদ্ভব

তৎপরে যদু হইতে যাদব, তুর্ব্বসু হইতে যবন, দ্রুহ্যু হইতে ভোজ-বংশীয়গণ। অনু হইতে ম্লেচ্ছ জাতি এবং পুরু হইতে **পৌরববংশ উৎপন্ন হইল**। হে মহারাজ, আপনি সেই পৌরব বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

মহর্ষি বৈশম্পায়ন রাজা জনমেজয়কে বলিলেন, হে ভরতকুল-প্রদীপ! পূর্ব্বকালে পুরু-বংশে দুষ্মন্ত নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত মহীপাল ছিলেন। ইনি পুরু অবধি উনবিংশ পুরুষ হইতেছেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চতুর্ব্বর্ণাধিষ্ঠিত ও যবনাদি ম্লেচ্ছজাতি-সমাকীর্ণ সসাগরা ধরার একাধিপত্য করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে বর্ণ-সঙ্কর এবং পরদার-নিরত অথবা অন্য কোন প্রকার পাপাসক্ত লোক ছিল না। সকলেই ধর্মপরায়ণ ছিলেন। কি চৌর্য ভয়, কি ক্ষুধা ভয়, কি ব্যাধি ভয় তৎকালে কিছুমাত্র ছিল না। সমস্ত লোকেই রাজাকে আশ্রয় করিয়া নিঃশঙ্ক ও একাগ্রচিত্তে স্বধর্মে ও দৈবকার্য্যে তৎপর থাকিত। সে সময়ে মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করিত, শস্য সকল অতিসুরস হইত এবং বসুধা নানারত্নে ও পশুযূথে পরিপূর্ণ থাকিত। সেই সুবিখ্যাত প্রজারঞ্জক ভূপতি বলে বিষ্ণুতুল্য, তেজে ভাস্করতুল্য, গাম্ভীর্য্যে সাগরতুল্য ও সহিষ্ণুতায় ধরাতুল্য ছিলেন। তিনি ন্যায়পরতা ও ধর্মপরতা দ্বারা সকলের মনস্তুষ্টি সাধন করিতেন।

রাজা দুষ্মন্তের গুণাবলী কথন

একদা তিনি হস্ত্যশ্বপরিবৃত ও সশস্ত্র সেনা-বেষ্টিত হইয়া মৃগয়ার্থ মহারণ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহার যাত্রাকালে সেনাগণের সিংহনাদ, শঙ্খ-দুন্দুভিধ্বনি, রথচক্রনির্ঘোষ, করিবৃংহিত, অশ্বহ্রেষিত এবং অস্ত্রশস্ত্রের ভয়ঙ্কর নিঃস্বনদ্বারা ঘোরতর কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল। পুরবাসিনী মহিলাগণ অট্টালিকার শিখরদেশে আরোহণ করিয়া সেই নরপতির মস্তকোপরি পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল। প্রজাবর্গ

দুষ্মন্তের মৃগয়ার্থ যাত্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জয়ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার অনুগমন করিল। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাজার আজ্ঞানুসারে ক্রমে ক্রমে সকলেই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। পরে রাজা সুবর্ণপ্রভ রথোপরি আরোহণ করিয়া বিল্ব কপিত্থ খদির প্রভৃতি বৃক্ষে সমাকীর্ণ, পর্বতভ্রষ্ট পাষাণখণ্ডে ব্যাপ্ত, সিংহব্যাঘ্রাদি-ব্যালজন্তু-সমাবৃত বহুযোজন-বিস্তৃত বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন স্থানেই জল নাই, মনুষ্য-সমাগম নাই। মহারাজ দুষ্মন্ত সেনাগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ মৃগবধদ্বারা বনকে আলোড়িত করিলেন। পশুগণ প্রাণভয়ে ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সৈন্যগণ অগ্নিজ্বালনপূর্বক নৃপরাহত পশুর মাংস দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। এইরূপে রাজা দুষ্মন্ত সিংহ-ব্যাঘ্রাদি-পশু বধ করিয়া সেই বন এককালে পশুহীন করিলেন।

তৎপরে অন্য এক বনে প্রবেশ করিলেন। রাজা দুষ্মন্ত মৃগের অনুসরণক্রমে সেই বনের প্রান্তভাগে এক বৃহৎ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন। অনন্তর সেই প্রান্তর অতিক্রম করিয়া সুশীতল-সমীরণভরে সঞ্চালিত, আশ্রমসমাকীর্ণ অন্য এক পরমরমণীয় মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন। এই বন সুপুষ্পিত পাদপসমূহে সমাকীর্ণ, সুকোমল নবতৃণদ্বারা আচ্ছাদিত ও বৃক্ষগণের শাখা-চ্ছায়ায় আবৃত। উহার কোন স্থানে ময়ূর, পুংস্কোকিল প্রভৃতি পক্ষিগণ সুমধুর স্বরে কলরব করিতেছে; কোন স্থানে ঝিল্লীগণ নিনাদ করিতেছে, কোথাও বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ঐ বনে কোন বৃক্ষই ফলপুষ্প-বিহীন বা কণ্টকাবৃত ছিল না এবং যে পুষ্পে ভ্রমর নাই এমন পুষ্পই ছিল না। রাজা কুসুমিত লতামণ্ডপে সমাকীর্ণ তত্রত্য পরমরমণীয় স্থান সকল দেখিয়া এবং পুষ্পভারাবনত ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষসমূহের শাখাসকল পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া ইন্দ্রধ্বজের শোভা সম্পাদন করিতেছে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের বর্ণনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, অপ্সরোগণ, মত্ত বানরযূথ ও কিন্নরসমূহ সেখানে নিরন্তর বাস করিতেছে এবং পুষ্পরেণুবাহী সুখস্পর্শ, সুশীতল, সুগন্ধ গন্ধবহ সর্বদা বহিতেছে।

এইরূপে রাজা সেই পরমরমণীয় নদীজল-প্রান্তস্থিত বনের শোভা দেখিতেছেন এমন সময়ে তন্মধ্যে এক শান্তরসাস্পদ আশ্রম দেখিতে পাইলেন। আশ্রমটি নানাবিধ বৃক্ষে সমাকীর্ণ ও তাহার মধ্যস্থলে আহবনীয় অগ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে; বালখিল্য প্রভৃতি মুনিগণ চারিদিকে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ঐ আশ্রমের সমীপে পুণ্যতোয়া মালিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেখানে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদগণও শান্তি-গুণাবলম্বী। তাহা দেখিয়া রাজা সাতিশয় চমৎকৃত হইলেন। মহারাজ দুষ্মন্ত সেই মনোহর আশ্রমের সমীপবর্ত্তিনী পুণ্যতোয়া সেই মালিনী নদীর শোভা দেখিতে দেখিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পুলিনে চক্রবাকসকল ক্রীড়া করিতেছে; কিন্নরগণ সদা বাস করিতেছে; তপোধনগণ নিরন্তর বেদধ্বনি করিতেছেন এবং মত্ত হস্তিযুথ, শার্দ্দূলসমূহ ও ভুজগেন্দ্রগণ অনবরত একত্র ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ আশ্রম ভগবান্ কশ্যপের আশ্রম। মালিনী নদী এবং মহর্ষিগণসেবিত সেই পরমরমণীয় আশ্রম-দর্শনে রাজা দুষ্মন্ত অত্যন্ত কৌতুকাক্রান্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। রাজা মালিনী নদী-দ্বারা বেষ্টিত বৈকুণ্ঠধামবৎ সুশোভিত, মত্তময়ূর-নাদে নিনাদিত সেই ধনপতি কুবেরের উদ্যানের মত মহারণ্যের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অশেষ-গুণালঙ্কৃত কশ্যপাত্মজ মহর্ষি কণ্বকে দর্শন করিবার অভিলাষে সেই স্থানে চতুরঙ্গিণী সেনা সংস্থাপন করিয়া বলিলেন, আমি তপোধন ভগবান্ কণ্বকে দর্শন করিতে চলিলাম, যতক্ষণ না প্রত্যাগমন করি, তোমরা এই স্থানে অবস্থান কর। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া সমস্ত রাজচিহ্ন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কেবল অমাত্য ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাপ্রকার আশ্চর্য্য শোভা সন্দর্শনে রাজা ক্ষুৎপিপাসা বিস্মৃত ও সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। আরও দেখিলেন, কোন স্থানে কুসুমিত তরুকলাপে অলিগণ ঝঙ্কার করিতেছে; কোন স্থানে বিহঙ্গকুল বৃক্ষশাখায় বসিয়া কলরব করিতেছে, কোন স্থানে ঋগ্‌বেদী বিপ্রগণ উদাত্তাদি স্বরে বেদধ্বনি করিতেছেন; কোন স্থানে চতুর্ব্বেদবেত্তা নিয়তব্রত মহর্ষিগণ উপবিষ্ট রহিয়াছেন; স্থানান্তরে যতাত্মা, জিতেন্দ্রিয় অথর্ববেদবেত্তা ও সামগাতা সকল পদক্রমাদি সহিত অতিশ্রুতি-মধুর পরম পাবনসংহিতা উচ্চারণ করিতেছেন; কোথাও বা শব্দসংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ বেদগান-দ্বারা সেই ব্রহ্মলোকসদৃশ আশ্রমকে নিনাদিত করিতেছেন; কোথাও বা নানাশাস্ত্র-বিশারদ মহর্ষিগণ শাস্ত্রীয় সদ্‌যুক্তি প্রদর্শন দ্বারা দুরূহবিষয়ের সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের জন্য তর্ক বিতর্ক করিতেছেন; কোথাও বা পশুপক্ষী জীবগণের বাক্যার্থবোদ্ধা মহর্ষিগণ নানাশাস্ত্রের বিচার করিতেছেন এবং বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা স্বধর্মের আলোচনা করিতেছেন। রাজা দুষ্মন্ত সেইসকল একনিষ্ঠ বিপ্রগণকে দেখিতে দেখিতে আশ্রমসমীপে উপস্থিত হইলেন। মুনিগণ প্রযত্নপূর্ব্বক রাজাকে যে সকল বিচিত্র আসন প্রদান করিলেন তাহা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন।

অনন্তর রাজা মন্ত্রী ও পুরোহিতকে আশ্রমের বাহিরে রাখিয়া একাকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, আশ্রম শূন্য রহিয়াছে, মহর্ষি কণ্ব তথায় নাই। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন। কুটীরের অভ্যন্তরে কে আছ বহির্গত হও। তাঁহার কথা শুনিয়া তাপসী-বেশ-ধারিণী লক্ষ্মীর ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কন্যা কুটীর হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি রাজাকে সমাগত দেখিয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন দ্বারা তাঁহার যথোচিত আতিথ্য-বিধান-পূর্ব্বক স্বাগত-প্রশ্ন ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর ঐ কন্যা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ, এখানে কি উদ্দেশ্যে

একাকী দুষ্মন্তের আশ্রম-মধ্যে প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনার আগমন হইয়াছে? আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ কার্য্য করিতে হইবে। রাজা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মধুরভাষিণী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ভদ্রে, আমি মহর্ষি কণ্বের উপাসনা করিতে এখানে আসিয়াছি, মহর্ষি কোথায়? কন্যা বলিলেন, পিতা ফল-আহরণার্থ বনান্তরে গমন করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিবেন; আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করিলেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

রাজা ঋষিকে আশ্রমে অনুপস্থিত দেখিয়া এবং সেই মধুরভাষিণী রূপযৌবনবতী লোক-ললামভূতা ললনার আলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধপ্রায় হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শুভে, তুমি কে? কাহার রমণী? কি নিমিত্তই বা এই মহারণ্যে আসিয়াছ, তোমার মধুর বাক্য শুনিয়া ও রূপলাবণ্য দেখিয়া তোমার প্রতি আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে। রাজার কথা শুনিয়া কন্যা মধুর স্বরে বলিলেন। মহারাজ, আমি ধৃতিমান্ ধর্ম্মজ্ঞ তপোধন কণ্বের কন্যা, আমার নাম শকুন্তলা। রাজা বলিলেন, সর্বলোক-পূজিত ভগবান্ কণ্ব ঊর্ধ্বরেতাঃ, ধর্ম্মও কদাচিৎ বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু ঊর্দ্ধরেতাঃ তপস্বীরা কখনও বিচলিত হন না, তবে কিরূপে তাঁহার দুহিতা হইলে? আমার এ বিষয়ে অত্যন্ত সন্দেহ হইতেছে। তুমি অনুগ্রহ করিয়া সন্দেহ-ভঞ্জন করিয়া দাও।

দুষ্মন্তের নিকট শকুন্তলার আত্মপরিচয়

শকুন্তলা বলিলেন, মহারাজ একদা এক ঋষি পিতাকে আমার জন্ম-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে পিতা আমার জন্ম সম্বন্ধে তাঁহাকে আদ্যন্ত যেরূপ বলিয়াছিলেন তাহা আমি শুনিয়াছিলাম। যাহা শুনিয়াছি আপনাকে বলিতেছি, শুনুন।

"মহর্ষি বলিয়াছিলেন, পুর্ব্বকালে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র ঘোরতর কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে ত্রিভুবন পরিতপ্ত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বামিত্র এই কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা পাছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্রত্বপদ গ্রহণ করেন, এই আশঙ্কায় স্বরঙ্গনাগণের মধ্যে রূপলাবণ্যে শ্রেষ্ঠা ও হাবভাব দ্বারা মনোরঞ্জনে নিপুণতমা, অপ্সরোগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা মেনকাকে মহাতপাঃ বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্য তাঁহার আশ্রমে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিয়া মেনকাকে বলিয়া দিলেন, মেনকে, সেই দুর্ধর্ষ বিশ্বামিত্র তপস্যা দ্বারা আমাকে পদচ্যুত যেন না করিতে পারেন এরূপ তোমাকে করিতে হইবে। তোমার রূপ, যৌবন, মধুরবাক্য, অঙ্গভঙ্গি, কটাক্ষ, হাব, ভাব, হাস্য প্রভৃতি চিত্তবিকারি-প্রলোভন দ্বারা তোমাকে তাঁহার তপোবিঘ্ন করিতে হইবে।

মেনকা দেবরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, দেবরাজ, আপনি ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াও যাঁহার তপস্যা, তেজঃ ও কোপে শঙ্কিত হইতেছেন, আমি অবলাজাতি, কি প্রকারে তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য সম্পাদন করিয়া তাঁহার তপোবিঘ্ন সম্পাদন করিতে পারিব? যে মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠের প্রাণপ্রতিম শতপুত্রের প্রাণ সংহার করিয়াছেন, যিনি ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কঠোর তপোবলে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন, যিনি অভিষেক-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থে এক পরম পবিত্রা মহানদীকে স্বীয় আশ্রম-সমীপে আনয়ন করিয়াছেন, যাঁহার মহিমায় ঐ নদী অদ্যাপি কৌশিকী নামে বিখ্যাত আছে, যিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া অন্য এক নক্ষত্রলোক ও নক্ষত্রসমুদয় সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি গুরুশাপগ্রস্ত ত্রিশঙ্কুকে অভয়দান করিয়াছেন, হে বিভো, যিনি তীব্র তপোবলে এই সমস্ত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, আমি কোন্ সাহসে তাঁহার তপস্যাভঙ্গ করিতে যাইব। আপনি যদি আমাকে এরূপ বর প্রদান করেন যে, তিনি ক্রোধাগ্নিদ্বারা আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবেন না, তবে আমি যাইতে সাহস করিতে পারি। যম, সোম, মহর্ষিগণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিশ্বদেব ও বালখিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ যাঁহাকে ভয় করেন, আমি অবলা হইয়া তাঁহার সমীপে গিয়া ক্রীড়া ও অঙ্গ-ভঙ্গ্যাদি কিরূপে করিব?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে দেবরাজ, আপনি আজ্ঞা করিতেছেন, অতএব আমাকে অবশ্যই সেই ঋষির নিকটে যাইতে হইবে; কিন্তু আপনি এরূপ কোন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিন, যাহাতে আমি তাঁহার নিকটে নির্বিঘ্নে বিচরণ করিতে পারি। হে দেবরাজ, আমি যে সময়ে সেই উগ্রতপাঃ মুনির নিকটে ক্রীড়া কৌতুক করিব, তৎকালে পবনদেব ও মন্মথ যেন আমার সহায়তা করেন এবং বন হইতে যেন সুগন্ধ গন্ধবহ মন্দ মন্দ ভাবে বহিতে থাকে। ইন্দ্র তথাস্তু বলিয়া মেনকাবাক্য স্বীকার করিলেন।

বরবর্ণিনী মেনকা বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহর্ষি তপস্যাদ্বারা পাপধ্বংস করিয়াও ক্ষান্ত হয়েন নাই, ঘোরতর তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। পরে মেনকা সভয়ে ঋষিকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিল। বায়ু অবসর বুঝিয়া দেবরাজের নির্দ্দেশে মেনকার সাহায্য করায় মেনকা লজ্জিতা হইয়া দূরে বায়ুকর্তৃক নিক্ষিপ্ত পরিধের বস্ত্রখানি আনয়নার্থ দ্রুতপদে যেমন গমন করিতেছে, এমন সময়ে বিশ্বামিত্র মেনকাকে তদবস্থান্বিত দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া মেনকাকে নিকটে আহ্বান করিলেন। মেনকার তাহাই অভিসন্ধি ছিল, সুতরাং সে মুনিসন্নিধানে গমন করিল। মহর্ষি তাহাকে পাইয়া তপজপ প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মে জলাঞ্জলি-প্রদানপূর্ব্বক দিনযামিনী কেবল সেই কামিনীর সহিত অবস্থান করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

বিশ্বামিত্রের সহিত মেনকার মিলন।

এইরূপে কিয়দ্দিন অতীত হইলে মেনকা বিশ্বামিত্র ঋষির সহযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে হিমালয়ের প্রস্থে এক কন্যা প্রসব করিয়া সেই সদ্যোজাতা কন্যাকে মালিনী-নদীর তীরে নিক্ষেপ করিয়া দেবরাজ সমক্ষে প্রস্থান করিল। শকুন্তগণ হিংস্রজন্তু-সমাকীর্ণ নির্জন বনে

বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সদ্যোজাত অসহায় কন্যাকে দেখিয়া সদয়হৃদয়ে তাহার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রক্ষা করিতে লাগিল। হে তপোধন, আমি সেই সময়ে মালিনীতে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। সেই সদ্যোজাত কন্যাকে নির্জনকাননে পক্ষিগণ-মধ্যে অধিশয়ানা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে কারুণ্যরসের উদয় হইল। তথা হইতে আশ্রমে আনয়ন করিয়া স্বীয় কন্যার ন্যায় লালনপালনও করিতে লাগিলাম। কন্যাটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষিগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম '**শকুন্তলা**' রাখিলাম। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে, শরীর-দাতার ন্যায় প্রাণদাতা ও অন্নদাতাকেও পিতা বলা যায়, এই নিমিত্ত শকুন্তলা আমার কন্যা হইয়াছেন। অগর্হিতা শকুন্তলাও আমাকে যথার্থই পিতা বলিয়া জানেন।

শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ, মহর্ষি কণ্ব সেই মুনিকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে আমার জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ বলিয়াছিলেন, অতএব আপনিও আমাকে এইরূপে কণ্বের দুহিতা জানুন। আমি স্বীয় জনককে জানি না, ভগবান্ কণ্বকেই পিতা বলিয়া জানি। হে রাজন্, আমি পূর্ব্বে পিতার মুখে যাহা শুনিয়াছিলাম তাহা অবিকল আপনাকে বলিলাম।"

শকুন্তলা যে রাজপুত্রী ইহা দুষ্মন্তের নির্দ্ধারণ ও তাহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব।

দুষ্মন্ত বলিলেন, কল্যাণি, তোমার জন্ম-বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিলাম, তুমি রাজপুত্রী, অতএব তুমি আমার ভার্য্যা হইতে পার। এক্ষণে বল তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব। সুন্দরি, আমি তোমার জন্য স্বর্ণ-মালা, বিচিত্র বস্ত্র, সুবর্ণ কুণ্ডল এবং নানা দেশোদ্ভব বিচিত্র মণিরত্নাদি আহরণ করিব এবং অদ্যাবধি আমার এই সাম্রাজ্য তোমার হস্তগত হইবে; তুমি আমাকে গন্ধর্ববিধানানুসারে বিবাহ কর। গান্ধর্ব বিবাহ সকল বিবাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। শকুন্তলা বলিলেন, আমার পিতা ফল আহরণ করিতে গিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপনি ক্ষণকাল বিলম্ব করুন। তিনি আসিয়া আমাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিবেন। দুষ্মন্ত বলিলেন, সুন্দরি, তোমার রূপলাবণ্য দেখিয়া আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি ; আমার মন বিষয়ান্তর ত্যাগ করিয়া তোমারই লাবণ্য-সলিলে মগ্ন হইয়াছে ; আর তুমি ভাবিয়া দেখ, তোমার আপন শরীরের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ হিতৈষিত্ব ও কর্তৃত্ব আছে ; অতএব তুমি স্বয়ংই আমার হস্তে আত্মসমর্পণ কর। ধর্মশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের ব্যবস্থা আছে। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ। ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু এই সর্ব্ববিধ বিবাহের যথাসম্ভব ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, ও প্রাজাপত্য এই চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব এই ছয় প্রকার বিবাহ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশস্ত। রাজাদিগের উক্ত ছয় প্রকার বিবাহে এবং রাক্ষস বিবাহেও অধিকার আছে। বৈশ্য ও শূদ্রের পক্ষে কেবল আসুর বিবাহই বিহিত। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কদাপি কর্তব্য নহে। দেখ যদি গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়দিগের ধর্মসংযুক্ত হইল, তবে আর শঙ্কার বিষয় কি ? এক্ষণে গান্ধর্ব্ব-বিধানেই হউক কিংবা গান্ধর্ব্ব-রাক্ষস উভয়ের বিমিশ্র বিধানেই হউক আমাকে বিবাহ করিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ কর। শকুন্তলা বলিলেন, হে কৌরব-শ্রেষ্ঠ, আপনি যাহা বলিলেন, ইহা যদি শাস্ত্র-সম্মত হয় এবং আমার যদি আত্ম-সমর্পণে প্রভুতা থাকে, তবে আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি, এই বিষয়ে আপনাকে অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনার ঔরসে আমার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে পুত্র আপনি বিদ্যমানে যুবরাজ ও অবিদ্যমানে অধিরাজ হইবে। যদি আপনি এই বিষয়ে প্রতিশ্রুত হন, তবে আমি আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে পারি।

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার সেই কথা শুনিয়া কিঞ্চিন্মাত্র বিবেচনা না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া 'তথাস্তু' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, হে বরারোহে আমি যথার্থ বলিতেছি, তোমাকে স্বীয় নগরে লইয়া যাইব। এই বলিয়া গান্ধর্ব্ব-বিধানে সেই মরালগামিনী শকুন্তলার পাণি-গ্রহণ করিয়া পরস্পর অতি প্রফুল্লান্তঃকরণে কালোচিত কথোপকথনাদি ও পরিচর্য্যা-বিধানদ্বারা প্রীতি-সম্পাদন করিলেন। শেষে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে "তোমাকে অচিরাৎ লইয়া যাইবার নিমিত্ত চতুরঙ্গিণী সেনা প্রেরণ করিব" রাজা এই কথা বারংবার বলিয়া তাঁহার বিশ্বাসোৎপাদন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

গান্ধর্ব বিধানে শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের বিবাহ

কিছুক্ষণ পরে মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে আসিলেন। শকুন্তলা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারিলেন না। মহর্ষি দিব্য জ্ঞান-প্রভাবে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিলেন, বৎসে, আমার অনুপস্থিতি-সময়ে রাজা দুষ্মন্তের সহিত তোমার যে গান্ধর্ব-বিধানে বিবাহ হইয়াছে তাহাতে অধর্ম হয় নাই। ক্ষত্রিয়দিগের গান্ধর্ব্ব বিবাহই প্রশস্ত। সকামা স্ত্রীর সহিত সকাম পুরুষের নির্জনে যে বিবাহ হয়, তাহাকেই গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। বৎসে, রাজা দুষ্মন্ত অতিমহাত্মা ও ধর্ম্মাত্মা। তুমি তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছ। তোমার গর্ভে এক মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মিবে। সেই পুত্র সসাগরা ধরার একাধিপতি হইয়া অপ্রতিহত-প্রভাবে সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে পারিবে। মুনিবর এইরূপ শকুন্তলার লজ্জাপনোদন-পূর্ব্বক স্কন্ধ হইতে ফলভার নামাইয়া পাদপ্রক্ষালন করিলেন এবং বিশ্রামার্থ সুখাসনে উপবেশন করিলেন। তখন শকুন্তলা বলিলেন, তাত, আমি মহারাজ দুষ্মন্তকে বরণ করিয়াছি আপনি অনুকম্পা-প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হউন। কণ্ব বলিলেন, বৎসে, আমি তোমার নিমিত্ত রাজার প্রতি প্রসন্ন আছি। এক্ষণে তুমি স্বাভিলষিত বর

শকুন্তলার বিবাহবার্তা শ্রবণে কণ্বের প্রসন্নতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা কর। শকুন্তলা মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দুষ্মন্তের হিতাকাঙ্ক্ষায় বলিলেন, পিতঃ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, পুরুবংশীয়েরা যেন কখন রাজ্যচ্যুত বা অধর্মপরায়ণ না হন। মহর্ষি কণ্ব 'তথাস্তু' বলিয়া বর প্রদান করিলেন।

শকুন্তলার গর্ভে দুষ্মন্ত রাজার ঔরসে ভরতের জন্ম।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ! তদনন্তর শকুন্তলা যথাকালে মহাবলপরাক্রান্ত দীপ্তাগ্নিসম তেজস্বী অলৌকিকরূপ-গুণ-সম্পন্ন এক সুকুমার কুমার প্রসব করিলেন। ঐ কুমারের বয়স তিন বৎসর পূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ব বেদ-বিধানানুসারে তাঁহার জাতকর্মাদি সংস্কার সম্পাদন করিলেন। কুমার দিন দিন দেবকুমারের ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী প্রভৃতি বন্য শ্বাপদগণকে আশ্রমসমীপস্থ বৃক্ষে বন্ধন করিয়া দমন করিত। এজন্য আশ্রমনিবাসী তাপসগণ তাঁহাকে "সর্ব্বদমন" বলিয়া ডাকিতেন।

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা

মহর্ষি কণ্ব বালকের অসাধারণ বল ও অলৌকিক কার্য্যকলাপ দেখিয়া শকুন্তলাকে বলিলেন, বৎসে, তোমার পুত্রের যৌবরাজ্য-প্রাপ্তির সময় উপস্থিত হইয়াছে। এখন তোমার এখানে থাকা উচিত নহে, শকুন্তলাকে এই বলিয়া শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন, তোমরা পুত্রবতী শকুন্তলাকে ভর্ত্তৃভবনে লইয়া যাও; যেহেতু নারীগণের চিরকাল পিতৃগৃহে বাসকরা অবিধেয় এবং তাহাতে কীর্ত্তি, চরিত্র ও ধর্ম নষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। শিষ্যগণ মহর্ষির আদেশানুসারে সপুত্রা শকুন্তলাকে লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। শকুন্তলা দেবকুমার-তুল্য কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া ক্রমে ক্রমে দুষ্মন্তের ভবনে উপস্থিত হইলেন। কণ্ব-শিষ্যগণ রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া যথাবিধি আশীর্ব্বাদ-বিধানপূর্বক সপুত্রা শকুন্তলাকে অর্পণ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্যগণের প্রস্থানের পর শকুন্তলা কৃতাঞ্জলি-পুটে রাজাকে বলিলেন, মহারাজ, এই পুত্র আপনার ঔরসে আমার গর্ভে জন্মিয়াছে; আপনি মৃগয়া করিতে গিয়া মহর্ষি কণ্বের পূজনার্থ তদীয় রমণীয় আশ্রমে যখন যান তখন আমাকে বিবাহ করেন। পরিণয়কালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমার গর্ভজাত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত। অতএব আপনি পূর্বকৃত প্রতিশ্রুতি স্মরণপূর্ব্বক কুমারকে যুবরাজ করুন।

দুষ্মন্তের নিকট সপুত্রক শকুন্তলাকে গ্রহণ করিবার জন্য শকুন্তলার প্রার্থনা

রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা শুনিয়া কি যেন কি ভাবিয়া অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, তাপসি, তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার কিছুই স্মরণ হইতেছে না। তোমাকে যে কখন দেখিয়াছি তাহাও স্মরণ হয় না কিংবা তোমার সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে, ইহাও বোধ হইতেছে না। অতএব হে দুষ্টতাপসি, তুমি এই স্থানেই থাক বা স্থানান্তরে যাও যাহা ইচ্ছা হয় কর।

রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান

পতিপরায়ণা শকুন্তলা পতির মুখে এই অশনিপাতসম বিষম বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ও দুঃখ-স্তম্ভিত হইয়া অচেতনপ্রায় হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ হইলে ক্রোধে তাঁহার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল এবং ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল। পরে ক্রোধ-সংবরণ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও তাঁহার সে ভাব অপ্রকাশিত রহিল না। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অবস্থান করিয়া রোষকষায়িত নয়নে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ, তুমি জানিয়া শুনিয়া কিরূপে প্রাকৃত জনের মত অসঙ্কুচিত চিত্তে বলিতেছ 'আমি কিছু জানি না,' আমি যাহা বলিলাম তাহা

দুষ্মন্তের প্রত্যাখ্যানে দুষ্মন্তকে শকুন্তলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য, কি মিথ্যা সে বিষয়ে তোমার অন্তঃকরণই প্রধান সাক্ষী। তুমি নিরপেক্ষ হইয়া সত্য মিথ্যা ব্যক্ত কর। আত্মাকে অবজ্ঞা করিও না। যে ব্যক্তি মনে এক প্রকার জানিয়া মুখে অন্য প্রকার বলে, সেই আত্মাপহারী চৌরের কোন্ দুষ্কর্ম না করা হয়? তুমি মনে করিতেছ, একাকী নির্জনে এই কর্ম করিয়াছ। অন্য কেহ জানিতে পারে নাই, কিন্তু তুমি কি জাননা ভগবান্ কণ্ব অন্তর্যামী? তিনি যোগবলে পাপপুণ্য সমুদায় জানিতে পারেন। তুমি তাঁহার কাছে গোপন করিতে পারিবে না। লোকে পাপ কর্ম করিয়া মনে করে আমার দুষ্কর্ম কেহই জানিতে পারে নাই, কিন্তু দেবগণ ও অন্তর্যামী পুরুষেরা সকলই জানিতে পারেন। যে পাপাত্মা আত্মাকে অপমান করিয়া সত্যবিষয় মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করে, দেবতারা কখনও তাহার মঙ্গল বিধান করেন না। আমি পতিব্রতা। আমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি বলিয়া আমাকে অপমান করিও না। আমি তোমার সমাদরণীয়া সহধর্মিণী। তুমি কি জন্য এই সভামধ্যে আমাকে সামান্যার ন্যায় উপেক্ষা করিতেছ? তুমি আমার এই সকল করুণ বাক্য কি কিছু শুনিতেছ না? আমি কি অরণ্যে রোদন করিতেছি? হে দুষ্মন্ত, যদি তুমি আমার কথায় অবজ্ঞা-প্রদর্শনপূর্বক উত্তর না দাও. তাহা হইলে অদ্য তোমার মস্তক শতধা বিদীর্ণ হইবে। শাস্ত্রে কথিত আছে, 'পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন এই নিমিত্তই জায়ার জায়াত্ব হইয়াছে।' পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া পিতামহদিগের উদ্ধার করে এবং পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে পরিত্রাণ করে বলিয়া স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা উহাকে 'পুত্র' বলিয়াছেন। গৃহকর্মদক্ষা পুত্রবতী পতিপরায়ণা ভার্য্যাই যথার্থ ভার্য্যা, ভার্য্যা ভর্ত্তার অর্দ্ধাঙ্গস্বরূপ, পরম বন্ধু এবং ধর্ম অর্থ কাম লাভের মুল কারণ। ভার্য্যাবান্ লোকেরাই গৃহী বলিয়া পরিগণিত হয়, ভার্য্যাবান্ লোকেরাই সর্বদা সুখী ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌভাগ্যবান্ হন। প্রিয়ংবদা ভার্য্যা অসহায়ের সহায়-স্বরূপ। ধর্ম্ম-কার্য্যে পিতৃ-স্বরূপ, আর্ত্তব্যক্তির জননী-স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থান-স্বরূপ। ভার্য্যাবান্ ব্যক্তি সকলেরই বিশ্বাস-ভাজন। মৃত্যুর পর আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকেন। পতিব্রতা ভার্য্যা যদি পূর্ব্বে পরলোক প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তিনি তথায় গিয়া পতির অপেক্ষা করেন। আর যদি পূর্ব্বে পতির মৃত্যু হয়, তবে তাঁহার সহমৃতা হন। যেহেতু পতি ভার্য্যাকে ইহলোকে ও পরলোকে সহায়স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এই জন্যই লোক পাণিগ্রহণে অভিলাষ করেন। পতি স্বয়ং ভার্য্যার গর্ভে প্রবেশ করিয়া পুত্রনামধারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন; অতএব পুত্রপ্রসবিনী ভার্য্যাকে সাক্ষাৎ মাতা বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য। মনুষ্য শারীরিক বা মানসিক পীড়াদ্বারা যতই কেন কাতর হউক না, পতিব্রতা ভার্য্যাকে দেখিলে তাহার সকল দুঃখের অবসান হয়। ভার্য্যা-কর্ত্তৃক সাতিশয় ভর্ৎসিত হইলেও ভার্য্যার অপ্রিয় কার্য্য কদাচ বিধেয় নহে, কারণ ধর্ম্ম অর্থ কাম এই ত্রিবর্গ প্রধানতঃ পতিব্রতা ভার্য্যার আয়ত্ত। নারী আত্মার পবিত্র জন্মক্ষেত্র কারণ স্ত্রীলোক ব্যতীত পুত্রোৎপাদন হয় না। সকল পুরুষেই সর্বত্র জয়ী হইতে চায় কিন্তু পুত্র সংসারে এত প্রীতির পাত্র যে পুত্রের নিকট সর্বাংশে পরাজয় লাভ করিলে তাহাদের আর আনন্দের সীমা থাকে না। অতএব হে মহারাজ, স্বয়ং আগত এই প্রাণাধিক পুত্রকে কেন অবমানিত করিতেছ? দেখ, ক্ষুদ্রজীব পিপীলিকারাও স্বীয় অণ্ডসমুদায় সাতিশয় যত্নসহকারে রক্ষা করে। তুমি ধর্মজ্ঞ হইয়াও আপন পুত্র পালন করিতে কি নিমিত্ত পরাঙ্মুখ হইতেছ? শিশুপুত্রের আলিঙ্গনে লোক যেরূপ আনন্দানুভব করে সুগন্ধি সুশীতল চন্দনাদি-বিলেপনেও সেরূপ সুখভোগ করে না! যেমন দ্বিপদের মধ্যে বিদ্বান্ ও বিনয়ী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রকে গ্রহণ করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ।

ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, চতুষ্পদের মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, গুরুজনের মধ্যে পিতা শ্রেষ্ঠ সেইরূপ স্পর্শবান্ পদার্থের মধ্যে পুত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; অতএব এই প্রিয়-দর্শন শিশুপুত্র তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার স্পর্শসুখ উৎপাদন করুক। হে মহারাজ, তিন বৎসর বয়ঃক্রম পরিপূর্ণ হইলে মহর্ষি কণ্ব ইহার ক্ষত্রিয়োচিত সমুদয় সংস্কার সম্পাদন করিয়াছেন। হে পুরুবংশাবতংস, যখন এই পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, তখন আমার প্রতি এই দৈববাণী হইয়াছিল, 'এই কুমার যথাকালে শতসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবেন।' কুমারের জাত-কর্ম সংস্কার-বিধানকালে ব্রাহ্মণেরা এই সকল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন, তুমিও কোন্ তাহা না জান—'হে পুত্র, তুমি আমার প্রত্যঙ্গ হইতে সম্ভূত হইয়াছ, তুমি আমার হৃদয় হইতে জন্মিয়াছ এবং তুমি আমার পুত্রনামধারী আত্মা। অতএব তুমি শতবৎসর জীবিত থাক; আমার জীবন তোমার অধীন; আমার অক্ষয় বংশ তোমার অধীন; অতএব তুমি সুখী ও সর্ব্বপ্রকারে সৌভাগ্যবান্ হইয়া শতবৎসর জীবিত থাক।' হে রাজন্, এই পুত্র তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন, অতএব নির্মল সলিলে আত্মপ্রতিবিম্ব-দর্শনের ন্যায় পুত্রমুখ নিরীক্ষণ কর। যেমন গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয়, সেইরূপ তোমা হইতে এই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে একমাত্র তুমিই দ্বিধাকৃত হইয়াছ।

দুষ্মন্তকে শকুন্তলা কণ্বাশ্রমে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা মনে করিয়া দিতেছেন

"হে দুষ্মন্ত, এখন আমি তোমাকে মহর্ষি কণ্বের রমণীয় পবিত্র আশ্রমে তোমার গমনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি, দেখ দেখি তোমার মনে পড়ে কি না—একদা তুমি মৃগয়ায় গমন করিয়া এক মৃগের অনুসরণক্রমে তাত কণ্বের আশ্রমে তিনি ফলমূলাহরণার্থ বনান্তরে গমন করায় তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলে কি না। আমি সে সময়ে কুমারী ছিলাম। হে মহারাজ, স্বরঙ্গনাগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে উর্ব্বশী, পূর্বচিত্তি, সহজন্যা, মেনকা, বিশ্বাচী ও ঘৃতাচী এই ছয়জন অপ্সরা সর্ব্বপ্রধান। তন্মধ্যে ব্রহ্মলোক-নিবাসিনী মেনকা স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া বিশ্বামিত্রের ঔরসে আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। নিষ্ঠুরা রমণী মেনকা হিমালয়ের প্রস্থদেশে আমাকে প্রসব করিয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া যান। হায়! না জানি আমি জন্মান্তরে কি মহাপাতক করিয়াছিলাম, যেহেতু শৈশবে বন্ধুবান্ধবকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছি এক্ষণে আবার পতি-পরিত্যক্ত হইলাম। যাহা হউক তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমার তত ক্ষতি বোধ হইবে না, কারণ আমি এখনই পিতার আশ্রমে যাইব। কিন্তু তোমার ঔরস-পুত্র এই সুকুমার নবকুমারকে তোমার পরিত্যাগ করা নিতান্ত অবিধেয়।"

দুষ্মন্ত বলিলেন, "শকুন্তলে, তোমার এই পুত্র যে আমার ঔরসজাত ইহা আমার কোন প্রকারেই স্মরণ হইতেছে না; স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই মিথ্যা কথা বলে, বোধ হয় তুমিও মিথ্যা বলিতেছ; কে তোমার কথায় বিশ্বাস করিবে? স্বৈরিণী মেনকা তোমার জননী, অতিনিষ্ঠুরা সে তোমাকে প্রসব করিয়া নির্মাল্যের ন্যায় হিমালয়ের প্রস্থে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আর তোমার জন্মদাতা বিশ্বামিত্রও অতি নীচাশয়; কারণ তিনি ক্ষত্রিয়-কুলোদ্ভব হইয়া পরম পবিত্র সর্বজন-মাননীয় ব্রাহ্মণত্ব পাইয়াছেন, তথাপি এত অজিতেন্দ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন! ভাল তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যদি মেনকা অপ্সরার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র মহর্ষিগণের অগ্রগণ্য, তবে তুমি তাঁহাদের কন্যা হইয়া কিজন্য পুংশ্চলীর ন্যায় মিথ্যা বলিতেছ? এই সভাসমক্ষে বিশেষতঃ আমার সমক্ষে এই সকল অশ্রদ্ধেয় কথা বলায় তোমার কি লজ্জা হইতেছে না? অতএব হে দুষ্টতাপসি, তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। মহর্ষিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র ও অপ্সরাপ্রধানা মেনকাই বা

শকুন্তলার সহিত কখনও যে দুষ্মন্তের সমাগম হইয়াছে ইহা দুষ্মন্ত কর্তৃক একেবারেই অস্বীকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোথায়, আর তাপসীবেশধারিণী তুমিই বা কোথায়? তোমার এই পুত্রকে বাল্যকালে মহাকায় দেখিয়া কোনরূপেই তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তুমি যে সকল কথা বলিলে, আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না এবং তোমাকেও চিনি না, অতএব তুমি যথায় ইচ্ছা চলিয়া যাও।"

শকুন্তলা বলিলেন, "মহারাজ তুমি সর্ষপপ্রমাণ পরদোষ নিরীক্ষণ কর, কিন্তু বিল্বপরিমিত আত্মদোষ দেখিতে পাও না। মেনকা দেবগণের মধ্যে গণনীয়া ও আদরণীয়া, অতএব তোমার জন্ম হইতে আমার জন্ম উৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আরও দেখ, তুমি কেবল পৃথিবীতে ভ্রমণ কর; আমি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ উভয় স্থলেই গমনাগমন করিতে পারি; অতএব আমার ও তোমার প্রভেদ সুমেরু ও বল্মীকের প্রভেদের প্রায়। আমার এরূপ প্রভাব আছে, আমি ইন্দ্র, যম কুবের, বরুণ প্রভৃতি দেবগণের ভবনেও অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারি। হে মহারাজ, আমি এস্থলে এক লৌকিক সত্য দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি, শুন, রাগ করিও না। দেখ, কুরূপ ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত দর্পণে আপন মুখ না দেখে ততক্ষণ আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা রূপবান্ মনে করে। কিন্তু যখন আপনার বিকৃত মুখটী দেখে, তখন আপনার ও অন্যের রূপভেদ জানিতে পারে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত সুশ্রী সে কখন অন্যকে অবজ্ঞা করে না। যে অধিক কথা বলে, লোকে তাহাকে মিথ্যাবাদী ও বাচাল বলে। যেমন শূকর নানাবিধ সুখাদ্য মিষ্টান্ন ত্যাগ করিয়া পুরীষমাত্র গ্রহণ করে, সেইরূপ মূর্খ লোকেরা শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিলে শুভ কথা ত্যাগ করিয়া অশুভই গ্রহণ করিয়া থাকে। আর হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে অসার জলীয় অংশ ত্যাগ করিয়া

দুষ্মন্ত মানুষ আর শকুন্তলা দিব্যশক্তি-সম্পন্ন জন্মতঃ ও কার্য্যতঃ, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া শকুন্তলার ওজস্বিনী বাণী ও সত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন করিয়া সত্য-প্রতিপালন করিবার জন্য অনুরোধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুগ্ধরূপ সারাংশই গ্রহণ করে, সেইরূপ পণ্ডিতগণ শুভাশুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভই গ্রহণ করেন। সজ্জনেরা পরের নিন্দা বা অপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিষণ্ণ হয়েন, কিন্তু দুর্জ্জনেরা পরের নিন্দা করিয়া আনন্দ উপভোগ করে। সাধুগণ মান্যলোকদিগকে সমাদর করিয়া যেরূপ সুখী হন, অসাধুগণ তাঁহাদিগের অবমাননা করিয়া ততোধিক সন্তোষ লাভ করে। যে ব্যক্তি স্বয়ং দুর্জ্জন, সে অন্যকে দুর্জ্জন বলে, ইহা অপেক্ষা হাস্যকর আর কি আছে? ক্রুদ্ধ কালসর্পরূপী সত্যপথভ্রষ্ট পুরুষ হইতে যখন নাস্তিকেরাও বিরক্ত হয় তখন মাদৃশ আস্তিকদেরত কথাই নাই। যে ব্যক্তি স্বয়ং স্বসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাহার সমাদর না করে, দেবতারা তাহাকে শ্রীভ্রষ্ট করেন এবং সে কখনও অভীষ্টলোকের অধিকারী হইতে পারে না। পিতৃগণ পুত্রকে কুল ও বংশের প্রতিষ্ঠা এবং সর্বধর্মোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব পুত্রকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত অবিধেয়। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, ঔরস, লব্ধ, ক্রীত, পালিত এবং ক্ষেত্রজ এই পাঁচ প্রকার পুত্র মানুষের ইহকালে ধর্ম, কীর্ত্তি ও মনঃপ্রীতি বর্দ্ধন করে এবং পরকালে নরক হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব হে নরনাথ, তুমি ঔরস পুত্রকে পরিত্যাগ করিও না। হে নরেন্দ্র, আত্মকৃত সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন কর, কপটতা পরিত্যাগ কর। দেখ, শত শত কূপ খনন অপেক্ষা একটী পুষ্করিণী করা শ্রেষ্ঠ, শত শত পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা শ্রেষ্ঠ ; শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা একটী পুত্রোৎপাদন করা শ্রেষ্ঠ এবং শত শত পুত্র উৎপাদন করা অপেক্ষা এক সত্য প্রতিপালন করা শ্রেষ্ঠ ; একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে একটী সত্য রাখিয়া ওজন করিলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষাও এক সত্যের গুরুত্ব অধিক হয়। সমুদয় বেদ-অধ্যয়ন ও সর্ব-তীর্থে অবগাহন করিলে সত্যের সমান হয় কিনা সন্দেহ। যেমন সত্যের সমান ধর্ম নাই এবং সত্যের সমান উৎকৃষ্ট আর কিছু নাই, সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিথ্যার তুল্য অপকৃষ্টও আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রাজন্, সত্যই পরব্রহ্ম, সত্যপ্রতিজ্ঞা-প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম, অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না। আর যদি তুমি মিথ্যানুগামী হইয়া আমাকে অশ্রদ্ধা কর, তবে আমি আপনিই এ স্থান হইতে প্রস্থান করিব, তোমার সহিত আর কদাচ আলাপ করিব না; কিন্তু হে দুষ্মন্ত, তোমার অবিদ্যমানে আমার গর্ভে তোমার ঐ ঔরস পুত্র এই সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি অবশ্যই হইবে, ইহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"

বৈশম্পায়ন বলিলেন, শকুন্তলা রাজাকে এই কথা বলিয়া নিরস্ত হইবামাত্র ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য ও মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত রাজার প্রতি এই অশরীরিণী আকাশবাণী হইল—"মাতা ভস্ত্রাস্বরূপ; পিতারই পুত্র; পুত্র জনয়িতা হইতে কিছুমাত্র বিভিন্ন নহে, অতএব হে দুষ্মন্ত, তুমি আপনার পুত্রকে প্রতিপালন কর, শকুন্তলাকে অপমান করিও না। হে নরদেব, ঔরস পুত্র পিতাকে যমালয় হইতে উদ্ধার করে। শকুন্তলা সত্যই বলিতেছেন, তুমিই এই পুত্রের উৎপাদক। জনয়িত্রী স্বকীয় অঙ্গকে দ্বিখণ্ড করিয়া অর্দ্ধভাগ পুত্ররূপে প্রসব করেন, অতএব হে দুষ্মন্ত, এই শকুন্তলা-গর্ভসমুদ্ভূত পুত্রকে প্রতিপালন কর। জীবৎপুত্রকে পরিত্যাগ করা শ্রেয়স্কর নহে, অতএব হে রাজন্, শকুন্তলা-গর্ভজাত এই স্বীয় পুত্রকে লালনপালন কর। যে হেতু আমাদের উপরোধে এই পুত্রকে ভরণ করা আবশ্যক হইল, এই নিমিত্ত ইনি 'ভরত' নামে বিখ্যাত হইবেন।"

দুষ্মন্তের প্রতি দৈববাণী

রাজা দুষ্মন্ত দৈববাণী শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া পুরোহিত ও অমাত্যগণকে বলিলেন, "আপনারা সকলে দেবদূতের বাণী শুনিলেন। আমিও পুত্রকে নিজের আত্মজ বলিয়া জানি; কিন্তু যদি আমি শকুন্তলার কথানুসারে পুত্রকে

সপুত্রক শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের গ্রহণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের পুত্র বলিয়া লইতাম লোকে আমাকে দোষী করিত এবং পুত্রটীর কলঙ্ক চিরদিন থাকিয়া যাইত। এই দোষ-পরিহারার্থ শকুন্তলার সহিত অত বাগ্‌বিতণ্ডা করিয়াছিলাম।" তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা হৃষ্টচিত্তে পুত্রকে গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর রাজা পিতার কর্তব্য সমস্ত কার্য্য নির্বাহ করিয়া পুত্রের মস্তকাঘ্রাণপূর্বক আলিঙ্গন করিলেন। এবং ধর্মপত্নী শকুন্তলাকে যথোচিত সমাদরপূর্বক সান্ত্বনাবাক্যে বলিলেন, "প্রিয়ে, নির্জনকাননে তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, কেহই জানিত না; দোষৈকদর্শী লোক পাছে তোমাকে স্বৈরিণী, আমাকে অজিতেন্দ্রিয় এবং রাজ্যে অভিষিক্ত পুত্রকে অবৈধ পুত্র মনে করে, এই আশঙ্কায় আমি এতক্ষণ তোমার সহিত মিথ্যাতর্ক করিতেছিলাম। তুমি রুষ্ট হইয়া যে সব কটুবাক্য আমার প্রতি প্রয়োগ করিয়াছ, হে প্রিয়তমে, আমি তাহা ক্ষমা করিয়াছি।"

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে ভারত, রাজা দুষ্মন্ত মহিষীকে এইরূপ বলিয়া বস্ত্রান্নপানাদি-দ্বারা পরিতুষ্টা করিলেন এবং শকুন্তলার পুত্রের নাম 'ভরত' রাখিলেন। পরে রাজাধিরাজ দুষ্মন্ত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। ভরত যুবরাজ হইয়া কতিপয় দিবসের মধ্যে সমস্ত নৃপতিবৃন্দকে পরাজিত করিয়া রাজচক্রবর্তী সার্ব্বভৌম অর্থাৎ সর্ব্বভূমির ঈশ্বর হইলেন। তিনি শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সুরগণের নিকট ইন্দ্রের ন্যায় আদরণীয় হইয়া উঠিলেন। হে মহারাজ, মহর্ষি কণ্বের পবিত্র আশ্রমে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরঃ-প্রধানা মেনকা-গর্ভজাতা শকুন্তলার গর্ভে রাজা দুষ্মন্তের দেবরাজ-প্রতিম এই ভরত হইতে ভারতী কীর্তি ও তোমাদিগের ভরত-নামক সুবিখ্যাত কুল সমুৎপন্ন হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু হইতেছেন পাণ্ডবদিগের আদি পুরুষ, একারণ পাণ্ডবদিগকে পৌরব বলা হয়। পুরু অবধি ঊনবিংশ পুরুষ হইলেন দুষ্মন্ত। ইনিও অতিপ্রসিদ্ধ নৃপতি ছিলেন। দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম। ভরত ইন্দ্র-প্রতিম সার্ব্বভৌম নরপতি ছিলেন। ভরত হইলেন পুরু-অবধি বিংশ পুরুষ। ভরত এত প্রসিদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন যে, তাঁহারই নামে বংশের নাম হইল। এজন্য পাণ্ডব দিগকে 'ভারত' বলা হয়। এই ভরত হইতে আমাদের ভারতবর্ষ। ভরত-অবধি ষষ্ঠপুরুষ হইলেন অজমীঢ়। অজমীঢ়ের চারিটী প্রধানা মহিষী; কৈকয়ী, গান্ধারী, বিশালা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে এবং রাজার অন্যান্য মহিষীর গর্ভে রাজার বহুসংখ্যক পুত্র হয়। এই সকল পুত্রের দ্বারাই পাঞ্চাল, কুশিকাদি সুপ্রসিদ্ধ ভিন্ন ভিন্ন বংশের উদ্ভব হয়। কেবল কনিষ্ঠা মহিষী ঋক্ষার গর্ভজাত সংবরণ হইতে পিতৃকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তিনি তপতীর পাণিগ্রহণ করেন।

সংবরণের রাজত্বকালে জনপদ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। এই ভীষণ দুঃসময়ের সুযোগ পাইয়া সংবরণের বিমাতার গর্ভজাত পাঞ্চালরাজ চতুরঙ্গিণী সেনা লইয়া সংবরণের রাজ্য আক্রমণ করেন। সংবরণ পরাজিত হইয়া পুত্র কলত্র বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের সহিত সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী এক নিকুঞ্জবনে বাস করেন। সেই নিকুঞ্জবনটী নদীতট অবধি পর্বতসমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দুর্গমধ্যে তাঁহার বহুবৎসর অবস্থানের পর একদা ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠকে সমাগত দেখিয়া সংবরণ সসম্ভ্রমে প্রত্যুদ্গমপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া অর্ঘ্যদান করিলেন ও অনাময় প্রশ্নানন্তর মহর্ষির যথাবিধি সৎকার করিলেন। মুনিবর আসনে উপবিষ্ট হইলে রাজা সংবরণ সবিনয়ে প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ আপনাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিতে হইবে। আপনি পুরোহিত হইলে আমরা রাজ্যসমৃদ্ধি-বিষয়ে যত্নবান্ হইতে পারি। মহর্ষি 'তথাস্তু' বলিয়া রাজার প্রার্থনায় সম্মতি প্রদান করিলেন। অচিরকাল মধ্যে সংবরণ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। রাজ্য-প্রাপ্তির পর তিনি নানাবিধ যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহিষী তপতীর গর্ভে তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পুত্রের নাম কুরু। কুরু যথাকালে রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। কুরু ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন। প্রজাগণের অতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। এ কারণ ঐ কুরুজাঙ্গল অতিপবিত্র ক্ষেত্র হইয়াছিল, তদবধি 'কুরুক্ষেত্র' অর্থাৎ কুরুর ক্ষেত এই নামে অভিহিত হইয়াছে।

কুরু-অবধি অষ্টম পুরুষ হইলেন রাজর্ষি শান্তনু। কুরু হইতে তদ্বংশধর-গণকে এজন্য কৌরব বলা হয়। শান্তনুর পুত্র বিচিত্রবীর্য্য। বিচিত্রবীর্য্য শান্তনুর ঔরসে ভগবতী সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। অপুত্রক অবস্থায় অকালে বিচিত্রবীর্য্যের স্বর্গারোহণ হওয়ায় পুরু, ভরত ও কুরু নামে যে বিশ্রুত বংশ এত দীর্ঘকাল চলিয়া আসিতেছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায় হওয়ায় শান্তনুর মহিষী ভগবতী সত্যবতী তাঁহার সপত্নী-গঙ্গাদেবীর গর্ভে শান্তনুর ঔরসে উৎপন্ন পুত্র দেবব্রতের (ভীষ্মের) সহিত পরামর্শ-পূর্ব্বক বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্রের ব্যবস্থা করিয়া কৌরব-বংশের ধারা রক্ষা করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু উভয়েই কুরুবংশীয় বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র হইলেন। এ কারণ তাঁহাদিগের পুত্রগণকে কৌরব বলা হয়। তবে পাণ্ডবগণ এত বিশ্রুত ও প্রবল পরাক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, যুধিষ্ঠিরাদিকে সাধারণতঃ পাণ্ডব বলা হয় আর ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধনাদি পুত্রদিগকে কৌরব বলা হয়। এ কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ আমরা বলিয়া থাকি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

[পুরাণ ইতিহাস মহাভারত মহাকাব্যের কার্য্যকারি-মণ্ডলের অন্তর্গত **সত্যবতী বেদব্যাস ও ভীষ্ম** এই মূলীভূত চরিত্রত্রয়ের পরিচয় নিম্নে সংক্ষেপে প্রদত্ত হইল]

সত্যবতী ও বেদব্যাসের জন্মকথা

পুরুবংশে উপরিচর নামে এক পরম ধার্মিক রাজা ছিলেন। 'বসু' নামেও তিনি অভিহিত হইতেন। মহারাজ বসু দেবরাজের উপদেশানুসারে অতিরমণীয় পবিত্র উর্বরক্ষেত্র-বিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও ধনধান্য-সম্পন্ন চেদিদেশের আধিপত্য পাইয়াছিলেন। তিনি এরূপ কঠোর তপস্যা করেন যাহাতে ইন্দ্রাদি-দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিয়া ভাবিলেন, ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন তাহা দেখিয়া মনে হয়, ইনি এককালে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিবেন এই আশঙ্কা করিয়া বক্ষ্যমাণ সান্ত্বনা বাক্যদ্বারা তাঁহাকে তপশ্চরণ হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবরাজ বলিলেন, "তুমি মর্ত্ত্যে থাকিয়াও আমার প্রিয় সখা হইলে। যাহাতে ভূতলে ধর্ম সঙ্কীর্ণ না হয় তাহাই তোমার অবশ্য কর্তব্য কর্ম। শ্রেষ্ঠ লোক যেরূপ আচরণ করেন, অপর সকলে তদনুসারে চলেন। তুমি পৃথিবীতে থাকিয়া আদর্শ ধর্মানুষ্ঠাতা হও। লোককে সদাচার ও ধর্মানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত কর।"

ইন্দ্র আরও বলিলেন, "তোমাকে যে চেদিদেশের অধিপতি করিবার ব্যবস্থা করিলাম, এই দেশের অধিবাসীরা ধার্ম্মিক ও সাধু। তাঁহারা পরিহাসক্রমেও কখনও মিথ্যা ব্যবহার করেন না। পুত্রগণ পিতৃভক্ত, সর্ব্বদা মাতা পিতার অনুকূল কার্য্য করে। তত্রত্য লোকেরা দুর্বল বলীবর্দকে ভারবহন বা কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করেন না। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রানুসারে স্বস্ব কর্তব্য পালন করিয়া থাকে। হে মানপ্রদ, ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা ঘটিবে সে সকল আমার প্রসাদে কিছুই তোমার অবিদিত থাকিবে না। মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমি মদ্দত্ত এই দিব্য স্ফটিকনির্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া দেবতার ন্যায় আকাশমার্গে বিচরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তী-নাম্নী অম্লানপঙ্কজা মালা দিলাম, যুদ্ধকালে এই মালা তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষত শরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে।" দেবরাজ, রাজার প্রীতির জন্য শিষ্ট প্রতিপালনী নামে এক বেণুযষ্টিও প্রদান করিলেন। মহারাজ বসু এইরূপে দেবরাজকর্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্মতঃ পালন করিতে লাগিলেন এবং ইন্দ্রের প্রীতির জন্য মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন। তিনি ইন্দ্র-প্রদত্ত স্ফাটিক রথে আরোহণ করিয়া আকাশ-পথে সঞ্চরণ করিতেন এজন্য 'উপরিচর' নামেও প্রখ্যাত হইয়াছিলেন।

বসুরাজের পত্নী গিরিবালা গিরিকার কথা

তখনকার দিনে পর্ব্বত নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ মানুষরূপ ধারণ করিয়া আহার বিহার করিতেন। নগাধিরাজ হিমালয়ের কন্যা হইলেন পার্ব্বতী, ভাগীরথী গঙ্গা হইলেন কৌরব শান্তনু মহারাজের পত্নী। এরূপ বহু পৌরাণিক দৃষ্টান্ত আছে। সেইরূপ বসুরাজের রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী-নদীর গর্ভে কোলাহল-নামক সচেতন পর্ব্বতের ঔরসে যমজ সন্তান হয়। তন্মধ্যে একটি রূপবান্ গুণবান্ পুত্র আর একটি পরমসুন্দরী কন্যা। স্রোতস্বতী শুক্তিমতী প্রীতমনে সেই কন্যা ও পুত্র লইয়া মহারাজ বসুকে সমর্পণ করিল। বসুরাজ পুত্রটীকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিলেন আর কন্যাটীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। এই গিরিবালা গিরিকা স্বকীয় রূপলাবণ্যে ও গুণে অচিরকাল মধ্যে বসুরাজের চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদা পিতৃগণ প্রসন্ন হইয়া মৃগয়াপ্রিয় বসুরাজকে রমণীয় বসন্তকালে মৃগয়া করিতে আদেশ দিলেন বসুরাজ দূরে মৃগয়া করিতে গমন করিলেন। কিন্তু অলোক-সামান্যরূপলাবণ্যবতী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা গিরিকা তাঁহার স্মৃতিপথে সতত জাগরূক থাকায় তদীয় মানসিক চাঞ্চল্য ঘটিল। চিত্তের চাঞ্চল্য-বশতঃ তাঁহার শুক্র-স্খলন হয়। জিতেন্দ্রিয় সাধু লোকের পুত্রোৎপাদন ভিন্ন বৃথা শুক্রক্ষয় পাপজনক। এই স্খলিত বীজ নিতান্ত নিষ্ফল না হয়, এই মনে করিয়া চেদিরাজ উপরিচর এক পত্রপুটে তাহা সযত্নে রক্ষা করিলেন, পরে যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক বীজ-শোধন করিয়া সমীপবর্তী এক অতিদ্রুতগামী শ্যেন পক্ষীকে বলিলেন, "সৌম্য, মহিষী গিরিবালা গিরিকার নিকটে অতিসত্বর এই পত্রপুটটী দিবে, কারণ অদ্য তিনি অপত্যার্থিনী হইয়া শুচিমতী আছেন। ইহার যথাযথ ব্যবহারে তাঁহার গর্ভে সন্তান উৎপন্ন হইবে।"

বসুরাজের শুক্র হইতে মৎস্যরূপধারী পাপগ্রস্তা অদ্রিকানাম্নী অপ্সরার গর্ভে সত্য-বতীর জন্ম

তদনন্তর বেগবান্ শ্যেন সেই বীজ লইয়া আকাশ-পথে উড্ডীন হইল। পথিমধ্যে আর একটী শ্যেন পক্ষী ঐ দ্রুতগামী শ্যেনের তুণ্ডাগ্রে স্থিত বীজসমেত পত্রপুট দেখিয়া আমিষ মনে করিয়া সেই মাংস-খণ্ড বলপূর্ব্বক লইবার অভিপ্রায়ে তাহার সহিত তুণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ করিল। যুদ্ধ করিতে করিতে সেই পত্রপুট যমুনার জলে পতিত হইল। জলমধ্যে ব্রহ্মশাপগ্রস্ত অদ্রিকা-নামে এক অপ্সরা মীনরূপ প্রাপ্ত হইয়া বাস করিত। সেই মীনরূপধারিণী দিব্যরূপা অদ্রিকা শ্যেনতুণ্ডভ্রষ্ট বীজ ভক্ষণ করিল। বীজভক্ষণের পর দশম মাসে ধীবরেরা সেই মৎস্যটীকে জালে বদ্ধ করিল। তাহার উদরাভ্যন্তর হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা বহির্ভূত হইল। মৎস্যজীবীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে চমৎকৃত হইয়া ঐ দুই সন্তানকে রাজার নিকটে লইয়া গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিল। বসুরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন আর ঐ মৎস্যগর্ভসম্ভূতা দুহিতা রাজার আদেশ-ক্রমে সেই মৎস্যজীবীর কন্যা হইল। মৎস্যঘাতীর সম্পর্কে তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম **সত্যবতী**।

বেদব্যাসের জন্ম

সত্যবতী পিতৃ-শুশ্রূষার নিমিত্ত যমুনা-নদীতে নাবিকের কার্য্য সময়ে সময়ে করিতেন। বিনা শুল্কে ঋষিদিগকে নদী পার করিয়া সত্যবতীর পালক পিতা মৎস্যজীবি-দাসরাজ ঋষিদিগের অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করিতেন। একদা ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের পৌত্র মহর্ষি পরাশর তীর্থপর্য্যটনক্রমে যমুনায় উপস্থিত হইয়া অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী মুনিজনমনোহারিণী সুচারু-হাসিনী নবযৌবনা কুমারী সত্যবতীকে দর্শন করায় তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিল। মহর্ষির প্রভাবে সত্যবতীর সর্ব্বাঙ্গ মৎস্যগন্ধ ত্যাগ করিয়া সৌরভে ভরিয়া গেল। একারণ তদবধি সেই কুমারীর নাম হইল গন্ধবতী ও যোজনগন্ধা। সত্যবতী মহর্ষির অলৌকিক প্রভাব স্বচক্ষে দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া মহর্ষির চিত্তের সাময়িক চাঞ্চল্য দূর করিয়া স্থৈর্য্য সম্পাদন করিবার জন্য তদীয় অভিলাষানুরূপ যথোচিত পরিচর্য্যাপূর্ব্বক তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলেন। মহর্ষি পরাশরের প্রসাদে যমুনাতীরে যথাকালে সত্যবতী এক পুত্র প্রসব করিলেন। মাতৃনির্দ্দেশক্রমে পুত্র জন্মিবামাত্র যাগক্রিয়া দ্বারা আপনার দেহপুষ্টি এবং নিখিল বেদ, বেদাঙ্গ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করেন। এই পুত্রকে তপোনুষ্ঠান, বেদাধ্যয়ন ও ব্রত, উপবাসাদি দ্বারা কেহই অতিক্রম করিতে পারেন নাই, কারণ তিনি জাতমাত্রই কঠোর তপশ্চরণাদি দ্বারা দুর্ল্লভ আত্মতত্ত্ব অধিগত করিয়া-ছিলেন। অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন মহর্ষির প্রসাদে সত্যবতীর কুমারীত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিল। মাতার অনুমতি লইয়া তিনি তপশ্চরণার্থ প্রস্থান করিলেন। জননীকে বলিলেন, "মাতঃ, কার্য্যকাল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিলেই আমি আসিব।" ঐ পুত্র যমুনাদ্বীপে জন্মগ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, ও তাঁহার বর্ণ অসিত অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম **কৃষ্ণদ্বৈপায়ন** হইল এবং অপৌরুষেয় বেদের স্থায়িত্ব সম্পাদনের জন্য বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহার নাম **"বেদব্যাস"**ও হয়।

কঠোরতপাঃ মহর্ষি বেদব্যাস সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন ও স্বপুত্র শুকদেবকে বেদ ও মহাভারত অধ্যয়ন করান। তাঁহারাই ভারতের পৃথক্ পৃথক্ সংহিতা প্রকাশ করেন।

শান্তনুপুত্র ভীষ্মদেবের কথা

ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব মহাভিষ-নামে এক সত্যবাদী সত্যবিক্রম রাজা ছিলেন। তিনি সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ ও শতসংখ্যক রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গাধিকারী হইয়া স্বর্গলোকে অবস্থান করিতেন।

মহাভিষের প্রতি ব্রহ্মার দণ্ডবিধান।

একদা দেবগণ কমলযোনি ব্রহ্মার আরাধনা করিতেছেন, বহুসংখ্যক রাজর্ষি ও মহারাজ মহাভিষও সেখানে উপস্থিত আছেন, এমন সময়ে দিব্যরূপলাবণ্যবতী সরিদ্বরা গঙ্গা ব্রহ্মার সহিত সাক্ষাৎকারার্থ সেখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বায়ুবেগে সহসা তাঁহার অঙ্গবস্ত্র উড্ডীন হইল, তদ্দর্শনে দেববৃন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। কিন্তু রাজা মহাভিষ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া তাঁহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তাহা দেখিয়া মহাভিষ দেবলোকের উপযুক্ত পাত্র নহেন ইহা ব্রহ্মা স্থির করিলেন ও কিছুকালের জন্য তাঁহাকে মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে এই দণ্ডের বিধান করিলেন। রাজা মহাভিষ কিছুকাল চিন্তার পর রাজা প্রতীপের পুত্র হইতে মানস করিলেন। গঙ্গা মহাভিষকে অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধৈর্য্য দেখিয়া তাঁহার বিষয় ভাবিতে ভাবিতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন স্বর্গভ্রষ্ট হওয়ায় বসু-নামক দেবগণ মোহাক্রান্ত ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া পথে পড়িয়া রহিয়াছেন। সরিদ্বরা তাঁহাদিগের সেইরূপ দুর্গতির কারণ জিজ্ঞাসা করায় বসুগণ গঙ্গাকে বলিলেন, "বশিষ্ঠের অভিসম্পাতে আমাদের এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে। একদা বশিষ্ঠ প্রচ্ছন্ন-বেশে উপবিষ্ট ছিলেন, আমরা অজ্ঞতাবশতঃ মহর্ষির যথাবিধি সম্মান-প্রদর্শন না করায় 'তোমরা মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হও' বলিয়া বশিষ্ঠদেব আমাদিগকে অভিসম্পাত করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মবাদীর বাক্য কদাপি অন্যথা হইবার নহে। অতএব আপনি নরকলেবর-ধারণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের সৃষ্টিবিধান করুন; নতুবা সামান্য মানুষীর গর্ভে আমরা জন্মগ্রহণ করিতে পারি না। প্রতীপ রাজার ঔরসে শান্তনু নামে এক সুবিখ্যাত রাজা ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই আমাদের জনক হইবেন" এই প্রার্থনা বসুগণ গঙ্গাকে জানাইলেন। সরিদ্বরাও তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন বসুগণ বলিলেন, "হে ত্রিপথগে! আপনার পুত্র জন্মিবামাত্র সলিলে নিক্ষেপ করিবেন, অধিককাল যেন তাহাদিগকে মর্ত্ত্যলোকের যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়।" তাহা শুনিয়া সরিদ্বরা বলিলেন—"তাহাই হইবে, তবে একটী পুত্র রাজার প্রীত্যর্থে জীবিত থাকিবে এইরূপ ব্যবস্থা আমাকে করিতেই হইবে।" তখন বসুগণ বলিলেন, "আমরা আটজন আছি আমাদের স্ব স্ব বীর্য্যের চতুর্থ ভাগের অর্দ্ধাংশ প্রদান করিব, তাহাতেই তাঁহার পুত্রলাভ হইবে। কিন্তু সেই পুত্রের মর্ত্ত্যলোকে সন্তানসন্ততি হইবে না। অতএব হে ত্রিপথগামিনি, আপনার সেই মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র অপুত্রক হইবেন। এইরূপ স্থির করিয়া বসুদেবতারা নিজ নিজ অভীষ্টপ্রদেশে গমন করিলেন।

কিছুকাল গত হইলে সর্বভূতহিতৈষী প্রতীপ পৃথিবীপতি হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বপাপনাশিনী ভাগীরথীর উদ্ভবস্থানে গমন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিয়া দীর্ঘকাল যাপন করিলেন। একদা সুরধুনী রাজার রূপ ও গুণে মুগ্ধা হইয়া নারীরূপ ধারণপূর্ব্বক জলমধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ধ্যানমগ্ন রাজর্ষির দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন। রাজা সেই দিব্যলাবণ্যবতী রমণী তাঁহার প্রণয়কাঙ্ক্ষিণী হইয়া তাঁহার নিকট সমাগত হইয়াছেন ইহা জানিয়া বলিলেন, "বরবর্ণিনি, আমি ব্রতে দীক্ষিত হইয়াছি, ব্রত-ভঙ্গ করা আমার পক্ষে মহাপাপ। বিশেষতঃ তুমি কামিনীভোগ্য বামোরু পরিত্যাগপূর্ব্বক পুত্র ও পুত্রবধূ-সেব্য দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিয়া আমার পুত্রবধূ-স্থানীয়া হইয়াছ, এইজন্য তুমি আমার পুত্রবধূ হইবে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার পুত্রের সহিত তোমার বিবাহ দিব। এখন হইতেই পরিণয়ার্থ বরণ করিয়া রাখিলাম।"

মহাভিষের প্রতীপরূপে জন্ম

রমণী বলিলেন, "মহারাজ, আপনি সসাগরা বসুন্ধরার অধীশ্বর, অশেষ-লোকাতীত-গুণসম্পন্ন, আপনার আজ্ঞা সর্ব্বথা অলঙ্ঘনীয়। কেবল আপনার প্রতি অবিচলিত ভক্তি ও প্রীতিনিবন্ধন আমি ভরত-কুলের কামিনী হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু মহারাজ, আমি যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তদ্বিষয়ে আপনার পুত্র কিছু বলিতে পারিবেন না। যদি তিনি আমার সহিত এইরূপ ব্যবহার করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনপূর্ব্বক কালযাপন করিব এবং তিনিও আমা হইতে পুত্রলাভ করিয়া পরে স্বর্গের অধিকারী হইবেন।" এই কথা বলিয়া নারীরূপধারিণী গঙ্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

ক্ষত্রিয়াগ্রণী মহারাজ প্রতীপ পুত্রোৎপত্তির প্রতীক্ষায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সস্ত্রীক হইয়া অনুরূপ পুত্রলাভার্থ তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। পদ্মযোনিকর্ত্তৃক দণ্ডিত স্বর্গভ্রষ্ট মহাভিষই বৃদ্ধনরপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতীপের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। শান্তিপরায়ণ রাজার পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম শান্তনু হইল। শান্তনু পিতার অনুরূপ পুত্রই হইলেন। সর্ব্বদা সৎ-কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাকিতেন।

প্রতীপের পুত্র শান্তনুর জন্ম

শান্তনু যৌবনপ্রাপ্ত হইলে প্রতীপ তাঁহাকে একদিন বলিলেন, "বৎস! পূর্বে এক রূপলাবণ্যবতী বরবর্ণিনী দিব্যাঙ্গনা পুত্রার্থিনী হইয়া আমার নিকট আসিয়াছিলেন, যদি তিনি পুনরায় তোমার নিকট আগমন করেন, তাহা হইলে তুমি কোন বিচার না করিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিও, আমি অনুমতি করিতেছি। আর তোমাকে তাঁহার চিত্তানুবর্ত্তন করিতে হইবে। তিনি গর্হিতকার্য্য করিলেও রুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইবে না ইহাও আমার আদেশ জানিবে।" বৃদ্ধ মহারাজ প্রতীপ পুত্র শান্তনুকে এইরূপ উপদেশ দিয়া তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করিলেন।

শান্তনুর বিবাহবিষয়ে প্রতীপের আজ্ঞা

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজা শান্তনু অত্যন্ত মৃগয়াশীল হইলেন এবং মৃগয়ার্থ নানা বন উপবন পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতিদিন অরণ্যানী প্রবেশপূর্ব্বক মৃগ মহিষ প্রভৃতি নানাজাতীয় বন্য পশুর প্রাণ সংহার করিয়া একাকী সিদ্ধচারণগণ-পরিষেবিত ভাগীরথীর তীরে উপনীত হইতেন। একদিন মৃগয়া হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অনবদ্য-লাবণ্যসম্পন্না এক রমণীকে স্রোতস্বতী-তীরে নিরীক্ষণ করিলেন। সেই রমণীর সুললিত নবযৌবন, রমণীয় দশনচ্ছদ, মনোহর বেশভূষা, সূক্ষ্ম পরিধেয় বস্ত্র ও পদ্মোদরসদৃশ রুচির বর্ণ দর্শন করিয়া রাজা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইলেন। কণ্টকিত-কলেবর হইয়া সতৃষ্ণদৃষ্টিতে বারংবার তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নয়নযুগল পরিতৃপ্ত হইল না। তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলাসিনীও তাঁহার প্রণয়াসক্ত হইয়া অবিতৃপ্ত নয়নে রাজার প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজা তাঁহাকে মধুরবাক্যে প্রিয়সম্ভাষণপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে কৃশাঙ্গি! দেব, দানব, গন্ধর্ব, অপ্সরা, যক্ষ, পন্নগ ও মনুষ্য ইহাদের মধ্যে তুমি কোন্ জাতিকে অলঙ্কৃত করিয়াছ? আমার বাসনা হয়, তোমার পাণিগ্রহণপূর্ব্বক তোমার সহিত একত্র বাস করিয়া জীবন সার্থক করি।"

গঙ্গার প্রস্তাবমত সর্ত্তানুসারে গঙ্গার সহিত শান্তনুর বিবাহ

সেই হৃদয়ানন্দদায়িনী প্রমদা রাজার সস্মিত মধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া এবং বসুগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার মহিষী হইয়া চিত্তানুবর্ত্তন করিব। কিন্তু যে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিব, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, আমাকে বারণ করিতে পারিবেন না এবং সেজন্য আমার প্রতি কোন অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিবেন না। যদি এইভাবে কালযাপন করিতে সম্মত হন, তবে আপনার সহধর্ম্মিণী হইব; মৎকৃতকার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইলে অথবা আপনি বিরক্ত হইয়া অপ্রিয় কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ আপনাকে পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।" রাজা এই নিয়মে সম্মত হইলেন ও অঙ্গীকার করিলেন। গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন। মহীপতিও সেই অলোকসামান্য সৌন্দর্য্যসম্পন্ন স্ত্রীরত্নলাভে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া পূর্ব্বক্ত নিয়মানুসারে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং নানাবিধ উপচার দ্বারা নিরন্তর তাঁহার সন্তোষোৎপাদনে যত্নবান্ হইলেন। ত্রিপথগামিনী গঙ্গা রমণীয় কলেবর ধারণপূর্বক পরম ভাগ্যবান্ শান্তনু রাজার মহিষী হইয়া মনোহর হাব, ভাব, বিলাস প্রভৃতি দ্বারা নরেন্দ্রের মন মোহিত করিলেন। ফলতঃ রাজা মহিষীর সদ্গুণে এমনই আকৃষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিলেন যে তাঁহার ক্ষণকাল অদর্শন রাজার অসহনীয় হইয়া উঠিল। এইভাবে পরম সুখে উভয়ে কত কাল কাটাইলেন, অথচ রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না, অত দীর্ঘকাল যেন মুহূর্ত্তবৎ রাজার মনে হইল।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে রাজমহিষী ক্রমে ক্রমে আটটী পুত্র প্রসব করেন। পুত্রেরা প্রসব হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে স্রোতে নিক্ষিপ্ত করিতেন, তৎকালে রাজাকে এই বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেন যে, "আমি আপনাকে প্রসন্ন করিব।" রাজা মহিষীর ঐ অস্বাভাবাবিক নিষ্ঠুর আচরণ দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কি জানি, পাছে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এই ভয়ে ভীত হইয়া কিছু মাত্র বলিতে পারিতেন না।

দেবব্রতের জন্ম

অনন্তর অষ্টমপুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে মহিষী হাসিতে লাগিলেন। রাজা পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, অতএব এবার পুত্রটী জীবিত থাকে, এই আশায় পত্নীকে বলিলেন, "পুত্র বিনষ্ট করিও না; তুমি কে? কি নিমিত্ত আত্মজদিগের প্রাণবধ করিতেছ? পুত্র-ঘাতিনি, পুত্র-হত্যা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কিছুতেই নাই. ইহা মহাপাতক; অতএব এই গর্হিত নিষ্ঠুরাচরণ হইতে বিরত হও।"

শান্তনুকে ত্যাগ করিয়া গঙ্গার প্রস্থান

তখন মহিষী বলিলেন, "হে পুত্র-কাম! আমি তোমার পুত্র বিনষ্ট করিব না; এক্ষণে পূর্ব্বকৃত নিয়ম স্মরণ কর, আমি অদ্যাবধি তোমার সহবাস পরিত্যাগ করিলাম। আমি মহর্ষি জহ্নুর কন্যা, আমার নাম গঙ্গা (জাহ্নবী)। ঋষিগণ সর্ব্বদাই আমার সেবা করিয়া থাকেন। কেবল দেবকার্য্য-সাধনার্থ তোমার সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলাম। আর এই সন্তানগুলিকে সামান্য মনুষ্য জ্ঞান করিও না; ইঁহারা মহাতেজা বসুগণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি বশিষ্ঠের অভিশাপে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তুমি ভিন্ন পৃথিবীতে আর কোন পুরুষ ইঁহাদিগের পিতা হইবার যোগ্য হইতে পারেন না এবং আমি ব্যতীত অপর কোন নারীও ইঁহাদিগের জননী হইবার যোগ্যা নহেন, এজন্য মানুষী হইয়া ইহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। আর তুমিও ইহাদিগের জনক হইয়া অক্ষয় লোক সকল জয় করিয়াছ। আমি ইঁহাদিগের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, আমার গর্ভে পুত্র জন্মিবামাত্র আমি সেই পুত্রকে মনুষ্য-লোক হইতে মুক্ত করিব। ইঁহারা বশিষ্ঠের অভিসম্পাত হইতে মুক্ত হইলেন এবং আমিও প্রতিজ্ঞা-সাগর উত্তীর্ণ হইলাম; অতএব এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করি, তোমার মঙ্গল হউক। মদ্‌গর্ভজাত এই পুত্রটীকে গঙ্গাদত্ত বলিয়া গ্রহণ ও পালন কর। আমি এইরূপে বসুগণের নিকট বাস করিয়াছিলাম।"

শান্তনুর চরিত্র-বর্ণন

রাজা শান্তনু পরমধার্ম্মিক, পরমপ্রাজ্ঞ, পরমধীমান্ ছিলেন। জিতেন্দ্রিয়তা, দয়ালুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকল তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিয়াছিল। মহারাজ শান্তনু দেবর্ষি ও রাজর্ষিগণের সম্মানভাজন, ক্ষমাবান্, দানশীল ও সত্যপরায়ণ ছিলেন। সেই সর্ব্বগুণাস্পদ ধর্ম্মার্থকুশলী রাজা ভরত-বংশের ও অন্যান্য জনগণের পরিরক্ষক ছিলেন। চক্রবর্ত্তীর সমস্ত লক্ষণ তাঁহার অঙ্গে লক্ষিত হইত। তাঁহার ন্যায় ধার্ম্মিক সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রাজা কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তদানীন্তন লোকেরা সেই কীর্ত্তিমানের সদাচার ও সদ্ব্যবহার দর্শন করিয়া অর্থ ও কাম পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র ধর্ম্মোপাসনা-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। নৃপগণ শান্তনুর লোকাতিশায়িনী ধার্ম্মিকতা দেখিয়া তাঁহাকে সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের শোক, ভয় ও গ্রহপীড়া প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল না। সেই দেবেন্দ্রপ্রতিম রাজেন্দ্রের দৃষ্টান্তে নৃপতিগণ সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ও বদান্ত ও যাগশীল হইয়া উঠিলেন। শান্তনুপ্রমুখ নৃপতিগণ নিয়মতন্ত্র হইয়া সুশৃঙ্খলে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। লোকের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় যথাশাস্ত্র স্ব স্ব কর্তব্যসাধনে তৎপর ছিলেন; রাজা শান্তনু কৌরবদিগের সুরম্য রাজধানী হস্তিনাপুরে অবস্থানপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তিনি প্রতাপে তপনের ন্যায়, বেগে বায়ুর ন্যায়, কোপে যমের ন্যায় এবং প্রতিজ্ঞায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। সেই সর্ব্বগুণাকর ভূপাল সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলে লোকের জিঘাংসাপ্রবৃত্তি সম্যগ্ রূপে নিবৃত্তি পাইয়াছিল এবং বৃথা হিংসা এককালে রহিত হইয়াছিল। তিনি পক্ষপাত-পরিশূন্য ও কামরাগ-বিবর্জিত হইয়া অতি বিনীতভাবে সেই ধর্মোত্তর রাজ্যে সকল প্রাণীকে নির্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন। দেবতা ঋষি ও পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে যাগাদি ক্রিয়াকল্প করিতে আরম্ভ করিলেন; তিনি দীনদরিদ্র অনাথ প্রভৃতির ও নিকৃষ্ট প্রাণিগণের পিতৃস্বরূপ ছিলেন। সেই কুরুপতি রাজ্যেশ্বর হইলে লোকের মন দান-ধর্মে প্রবণ হইল এবং বাক্য একমাত্র সত্যকে আশ্রয় করিল। তিনি পত্নীসহবাস-পরিত্যাগপূর্ব্বক চত্বারিংশৎ বর্ষ বনবাস করিয়াছিলেন।

গঙ্গাগর্ভসম্ভূত তৎপুত্র দেবব্রত রূপ, গুণ, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি কোন বিষয়েই পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না। তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাসত্ত্ব ও মহারথ ছিলেন। একদিন দেবব্রত একটি মৃগকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অনুসরণক্রমে ভাগীরথী-তীরে উপনীত হইয়া শরজালে নদীর জল শুষ্কপ্রায় করিয়া ফেলিলেন। রাজা শান্তনু সরিদ্বরার এইরূপ অদৃষ্টপূর্ব্ব গতিরোধ দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, "অদ্য গঙ্গা পূর্বের ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে না কেন?" অনন্তর কারণ-জিজ্ঞাসু হইয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন, দেবরাজসদৃশ এক পরমরূপবান্ তীক্ষ্ণধার অসংখ্য দিব্যাস্ত্র দ্বারা গঙ্গাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিয়া রাজা বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাকে অতীব শৈশবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে আত্মজ বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। দেবব্রত পিতাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু কি জানি পাছে রাজা তাঁহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন।

রাজা শান্তনু এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহাকে আপন পুত্র বিবেচনায় গঙ্গাকে দেখাইতে বলিলেন। গঙ্গা মনোহর রূপ ধারণ করিয়া কুমারের দক্ষিণ হস্ত ধারণপূর্বক রাজাকে দর্শন করাইলেন। পরম রমণীয় অলঙ্কারভূষিতা ও পরিষ্কৃতবস্ত্রে সংবৃতাঙ্গী গঙ্গা দৃষ্টপূর্বা ও সুপরিচিতা হইলেও রাজা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।

গঙ্গা বলিলেন, "মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমার নিকট অষ্টমপুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ইনিই সেই মহাপুরুষ। এক্ষণে ইনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ ও সর্বোৎকৃষ্ট হইয়াছেন। আমি ইঁহাকে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছি। এক্ষণে পুত্রকে গৃহে লইয়া যান। ইনি বশিষ্ঠের নিকট বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই মহাবলপরাক্রান্ত কুমার কৃতাস্ত্র, অদ্বিতীয় ধনুর্ধর ও ইন্দ্রের ন্যায় যোদ্ধা হইয়াছেন। ইনি সুরাসুরগণের পরম প্রণয়াস্পদ। দৈত্যকুলগুরু যে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন তৎসমুদায়ই ইঁহার কণ্ঠস্থ। সুরাসুর-নমস্কৃত বৃহস্পতি যে সকল শাস্ত্র পরিজ্ঞাত আছেন, ইনিও তৎসমুদয় অধ্যয়ন করিয়াছেন। শত্রুবর্গের দুরাক্রম্য, মহাবল, প্রবলপ্রতাপ মহর্ষি জামদগ্ন্য যে সকল অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন, এই পুত্র সেই সমুদায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন এবং রাজধর্মে ও অর্থচিন্তায় নিপুণ হইয়াছেন; অতএব মৎপ্রদত্ত এই অশেষ গুণসম্পন্ন পুত্র সমভিব্যাহারে গৃহে গমন করুন।"

রাজা গঙ্গাকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ পুত্রকে লইয়া স্বনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা শান্তনু পুত্রকে লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরাবতী-সদৃশ নিজ রাজধানীতে উপনীত হইয়া চরিতার্থ ও কৃতার্থম্মন্য হইলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণকে আহ্বান করিয়া রাজ্যের কুশলের নিমিত্ত সেই সর্ব্বগুণান্বিত পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুবরাজ সদ্ব্যবহার-প্রদর্শনদ্বারা পিতাকে, কৌরবদিগকে এবং জানপদবর্গকে যৎপরোনাস্তি প্রীত করিলেন। রাজা প্রীতমনে পুত্রের সহিত চারি বৎসর পরমসুখে কালযাপন করিয়া পরিশেষে এক দিবস যমুনানদীর উভয় পার্শ্বস্থিত অরণ্যে গমন করিলেন। তথায় অকস্মাৎ সৌরভের আঘ্রাণ পাইলেন, কিন্তু কোথা হইতে সেই সুরভি গন্ধ সঞ্চারিত হইতেছে, সবিশেষ নির্ধারণ করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনন্তর অসিতলোচনা দেবরূপধারিণী এক ধীবরকন্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভীরু, তুমি কে? কাহার পত্নী? কি নিমিত্তই বা এখানে আসিয়াছ? সে বলিল, মহারাজ, আমি ধীবর-কন্যা, পিতার আদেশে তরণীবাহন করিয়া থাকি। রাজা শান্তনু ধীবর-কন্যার অনুপম রূপমাধুরী সন্দর্শনে ও অঙ্গসৌরভ আঘ্রাণে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার মানসে তাহার পিতার নিকট গমনপূর্ব্বক আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

গঙ্গার আদেশে শান্তনু-কর্ত্তৃক পুত্র দেবব্রতকে হস্তিনাপুরে আনয়ন ও যৌবরাজ্যে অভিষেক।

সত্যবতীকে বিবাহ করিবার জন্য দাসরাজের নিকট শান্তনুর প্রস্তাব

দাসরাজ বলিলেন, হে প্রজানাথ! যখন কন্যা জন্মিয়াছে অবশ্যই তাহাকে পাত্রসাৎ করিতে হইবে; আপনি সত্যবাদী, যদি এই কন্যাটী ধর্ম্মপত্নীরূপে প্রার্থনা করেন, তবে আমি আপনাকে সম্প্রদান করিব; কিন্তু আমার একটি অভিলাষ আছে, তাহা পূর্ণ করিব বলিয়া অগ্রে স্বীকার করিতে হইবে।

শান্তনু বলিলেন, "হে ধীবর! তোমার অভিলাষ শ্রবণ না করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিরূপে তাহাতে সম্মত হইতে পারি। যদি অভিলষিত বিষয় দানযোগ্য হয় নিশ্চয়ই প্রদান করিব, কিন্তু অদেয় হইলে কিছুতেই দিতে পারিব না।" ধীবর বলিলেন, "মহারাজ! এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আপনার অবর্ত্তমানে সেই পুত্র রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে; অন্য কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারিবে না। এই আমার অভিলাষ।" রাজা সেরূপ বরদানে অনিচ্ছুক হওয়ায় নিরাশ হইয়া ধীবরকুমারীর অনুপম রূপলাবণ্য চিন্তা করিতে করিতে অগত্যা হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন।

বিবাহে দাসরাজের সর্ত্ত-নির্দ্ধারণ ও তাহাতে শান্তনুর অসম্মতি

সত্যবতীর রূপলাবণ্য তাঁহার মনে সর্ব্বদা জাগরূক থাকায় শান্তনু প্রতিনিয়ত উন্মনা হইয়া থাকেন, কোন কার্য্যেই তাঁহার আর উৎসাহ নাই দেখিয়া দেবব্রত তাঁহার মানসিক অসুস্থতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শান্তনু বলিলেন, "বৎস, আমার উৎকণ্ঠার কারণ শুন, আমাদের বংশে তুমি একমাত্র পুত্র। তুমি কি অস্ত্রশস্ত্র-বিদ্যা, কি বেদ-বেদাঙ্গ সকল বিষয়েই যেরূপ নৈপুণ্যলাভ করিয়াছ, তাহাতে একশত পুত্র অপেক্ষাও তুমি শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই। তবে মানুষের কিছুই চিরস্থায়ী নহে। তোমার অনিষ্ট শান্তির জন্য নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি তোমার মঙ্গলবিধান করুন। অগ্নিহোত্র, ত্রয়ী এবং নিখিলশাস্ত্র, কিছুই সন্তানের ষোড়শাংশের তুল্য নহে। ধর্ম্মবাদীরা বলেন, যাঁহার এক পুত্র তিনি অপুত্রকের মধ্যেই পরিগণিত। তোমার মত সর্বতোভাবে গুণবান্ পুত্রে যখন আমি ভাগ্যবান্ তখন আর দারপরিগ্রহে আমার ইচ্ছা নাই। ইহাই আমার উৎকণ্ঠার কারণ।

সুধী মহানুভব দেবব্রত রাজার বিষণ্ণতার কারণ অবগত হইয়া তাহা দূর করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পিতার পরমহিতৈষী বৃদ্ধ সচিবের নিকট রাজার মানসিক উদ্বেগের পরিচয় দিলেন। মন্ত্রিবর কৌরবশ্রেষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবব্রতকে ধীবরকুমারী-বৃত্তান্ত আদ্যন্ত নিবেদন করিলেন। দেবব্রত তৎক্ষণাৎ ক্ষত্রিয়গণ সমভিব্যাহারে ধীবরসমীপে গমন করিয়া পিতার নিমিত্ত স্বয়ং তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। দাসরাজ রাজকুমারের যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া সমাগত রাজগণ-সমক্ষে বলিলেন, "হে ভরতর্ষভ! আপনি মহারাজ শান্তনুর কুলপ্রদীপ, আপনার ন্যায় সর্বগুণান্বিত পুত্র আর দ্বিতীয় নাই। যিনি আপনার সমান গুণবান্, যাঁহার ঔরসে বরবর্ণিনীর জন্ম হয়, সেই মহর্ষি পরাশর সত্যবতীর নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হই নাই। পরিশেষে তিনি বারংবার আমার নিকট আপনার পিতা মহারাজ শান্তনুর গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, সেই ধর্ম্মজ্ঞ রাজাই সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করিবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, ঈদৃশ শ্লাঘ্য সম্বন্ধ মানুষের কথা দূরে থাক্ স্বয়ং দেবরাজও পরিত্যাগ করিতে পারেন না। সুতরাং আপনার পিতাকে কন্যা-সম্প্রদানে আমার কিছুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না। তবে আমি সত্যবতীর পালক পিতা বলিয়া আমার একটী বক্তব্য আছে। সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্র রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হইবেন ইহাই আমার প্রার্থনা।"

সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহার্থ দেবব্রতের প্রযত্ন

দাসরাজের প্রস্তাবে দেবব্রতের স্বীকার সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ

পিতৃভক্ত গাঙ্গেয় সমাগত রাজগণ-সমক্ষে বলিলেন, "আমি নিশ্চয় বলিতেছি—তোমার কথামত কার্য্য হইবে। আমার সত্যব্রত শুন, যিনি তোমার কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনি আমাদের রাজা হইবেন।" তাহা শুনিয়া দাসরাজ বলিলেন, "হে ভরতবর্য, আপনি রাজ্যের হিতার্থে দুষ্কর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন, অতএব আপনি আমার কন্যার প্রভু হইলেন, সুতরাং ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দানেও আপনার সম্পূর্ণ অধিকার রহিল। কিন্তু আমার আর একটি কথা আছে। আপনার নিকট প্রস্তাবটী করিতে আমার নিতান্ত বালিশতা প্রকাশ পাইবে বটে, তথাপি সন্দিহান হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি রাজগণ-সমক্ষে যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা আপনার অনুরূপ, সুতরাং সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু যিনি আপনার সন্তান হইবেন তাঁহার সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হইতেছে।” পিতার প্রিয়-চিকীর্ষু দেবব্রত ধীবরের অভিসন্ধি বুঝিয়া তত্রত্য ভূপতিগণ ও ধীবরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আমি ইতঃপূর্ব্বেই সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়াছি এবং এখন প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্যাবধি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিব।” দাসরাজ দেবব্রতের প্রতিজ্ঞা-বাক্য শুনিয়া সহর্ষে নিঃসঙ্কোচে বলিলেন “আপনার পিতাকে কন্যা সম্প্রদান করিব।” অনন্তর দেবতা ঋষি ও অপ্সরোগণ অন্তরীক্ষ হইতে রাজকুমারের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এবং পিতার তৃপ্ত্যর্থ এই ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন এজন্য তাঁহাকে তাঁহারা ‘ভীষ্ম’ নামে অভিহিত করিলেন। পিতৃভক্ত ভীষ্ম সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, “মা, এ রথে আরোহণ করুন, আমরা গৃহে গমন করি।” হস্তিনাপুরে আসিয়া দেবব্রত পিতাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। শান্তনু পুত্রের অসাধারণ ক্ষমতা ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাপারে দৃঢ়তর অধ্যবসায় দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন এবং পুত্রকে এই অমোঘ আশীর্বাদ করিলেন, মহাত্মন্! স্বেচ্ছা ব্যতিরেকে তোমার মৃত্যু হইবে না। আর রাজগণ সমবেত ও পৃথক্ পৃথক্ হইয়া মুক্তকণ্ঠে দেবব্রতের এই দুরূহ কার্য্যের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে “ভীষ্ম” বলিয়া আহ্বান করিতে লাগিলেন।

রাজা শান্তনু সেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্যবতী সত্যবতীর যথাবিধি পাণি-গ্রহণ করিয়া নিজালয়ে তাঁহাকে রাখিলেন। কিছুদিন পরে মহিষী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ভবতী হইলেন। চিত্রাঙ্গদ নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মিল। চিত্রাঙ্গদ মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য নামে রাজা শান্তনুর আর একটি পুত্র জন্মিল। বিচিত্রবীর্য্য তরুণবয়স্ক না হইতেই শান্তনু মানবলীলা সংবরণ করিলেন। রাজার স্বর্গারোহণের পর ভীষ্ম সত্যবতীর মতানুসারে চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অমিতবিক্রম চিত্রাঙ্গদ স্বীয় বাহুবলে সমুদায় রাজমণ্ডলকে পরাজয় করিয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত চিত্রাঙ্গদ নামে এক গন্ধর্ব্বরাজ ছিলেন। গন্ধর্ব্বরাজ-কর্তৃক সুরাসুর-বিজয়ী চিত্রাঙ্গদের রাজ্য আক্রান্ত হইলে চিত্রাঙ্গদ সেই গন্ধর্ব-রাজের সহিত সরস্বতী-নদীর তীরে কুরুক্ষেত্রে তিন বৎসর যুদ্ধ করিলেন। পরে মায়াবী গন্ধর্ব্বরাজ মায়াবলে সেই যুদ্ধে চিত্রাঙ্গদকে নিহত করিলেন।

সত্যবতীর সহিত শান্তনুর বিবাহ।

চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর ভীষ্ম অপ্রাপ্তবয়স্ক বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। বিচিত্রবীর্য্য মহামতি ভীষ্মের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে রাজকার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে লাগিলেন। ভীষ্মও তাঁহাকে পরমযত্নে ও প্রগাঢ় স্নেহে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বিচিত্রবীর্য্য যৌবন প্রাপ্ত হইলে ভীষ্ম তাঁহার বিবাহ দিবার মানস করিলেন। এই সময়ে কাশীরাজের অপ্সরোপমা তিন কন্যা স্বয়ংবরা হইবেন। সেই সংবাদ পাইয়া মহারথ ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর অনুমতি লইয়া রথারোহণে বারাণসীতে গমন করিলেন। সেখানে দেখিলেন, নৃপতিগণ বিবাহার্থী হইয়া নানা দেশ হইতে সেই স্বয়ংবর সভায় সমাগত হইয়াছেন এবং সেই কন্যারাও উপবিষ্ট আছেন। ভীষ্ম, ভ্রাতার নিমিত্ত নিজেই সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। সমাগত কন্যাপ্রার্থী নৃপতিগণের নাম কীর্ত্তিত হইলে

সত্যবতীর নিকট ভীষ্ম কর্তৃক বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের প্রস্তাব ও সত্যবতীর অনুমোদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই তিনটী কন্যা বৃদ্ধ শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে দেখিয়া চিন্তান্বিত হইয়া উদ্বেগের সহিত অপক্রান্ত হইলেন। সমাগত নৃপতিগণ বৃদ্ধ মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ কপট ব্রহ্মচারী ভীষ্ম ইত্যাদি বলিয়া নানা প্রকারে ভীষ্মের নিন্দা করিতে লাগিলেন। নৃপতিগণের নিন্দাবাদ শুনিয়া ভীষ্মের ক্রোধের উদ্রেক হইল। তখন অমিতবলশালী নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ ভীষ্ম নিজেই তিনটী কন্যার প্রার্থনা জানাইয়া কন্যা তিনটীকে স্বরথে আরোহণ করাইয়া জলদগম্ভীর স্বরে সমবেত নৃপতিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে রাজগণ, শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের কথা আছে—ব্রাহ্ম, আর্ষ, আসুর, রাক্ষস, গান্ধর্ব, পৈশাচ, প্রাজাপত্য, দৈব। এতদ্ব্যতীত স্বয়ংবরা-বিবাহ-ক্ষেত্রে পরাক্রম প্রকাশপূর্বক যে ক্ষত্রিয় নৃপতি বিবাহ সম্পাদন করিতে পারেন তাঁহাকে সকলেই বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন। এ কারণ আমি বল প্রকাশ করিয়া এই স্বয়ংবরা-ক্ষেত্র হইতে এই তিনটী বরবর্ণিনীকে লইয়া চলিলাম। আমাকে প্রতিরোধ করিবার আপনাদের শক্তি থাকে আসুন, আমি যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত।

নৃপতিগণ তাঁহাদের প্রতি ভীষ্মের এইরূপ অপমান-সূচক উক্তিতে প্রকুপিত ও উত্তেজিত হইয়া ভীষ্মের সহিত প্রবল যুদ্ধ করিলেন এবং একে একে সকলেই পরাজিত হইলেন।

তারপর ভীষ্ম জয়লব্ধ সেই সকল কন্যারত্ন লইয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন। অমিতবিক্রম গাঙ্গেয় অরাতিকুল সমূলে উন্মুলনর্বপূক অচিরে নদ নদী বন উপবন ও ভূধর প্রভৃতি নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত কাশীরাজ দুহিতাদিগকে আনয়ন করিলেন। তিনি সেই কামিনীদিগকে স্নুষার ন্যায়, অনুজার ন্যায় এবং দুহিতার ন্যায় পরমযত্নে আনয়ন করিয়া কৌরবগণ-সমীপে গমন করিলেন এবং

কাশীরাজের কন্যা অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকাকে তাহাদের স্বয়ংবর সভা হইতে বিক্রম-প্রকাশপূর্বক ভীষ্মের হস্তিনাপুরে আনয়ন ও অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিক্রমাহৃত সর্ব্বগুণোপেত সেই কন্যাদিগকে কনিষ্ঠভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

ভীষ্ম এই সমস্ত দুরূহ কার্য্য-সম্পাদনান্তে গোপনে মাতা সত্যবতীর সহিত পরামর্শ করিয়া ভ্রাতার বিবাহের উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি ইতঃপূর্ব্বে মনে মনে শাল্বরাজাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে প্রার্থনা করিয়াছেন আর এ বিষয়ে আমার পিতারও সম্পূর্ণ মত আছে; অধিক কি বলিব, আমি স্বয়ংবর সভায় মনে মনে রাজা শাল্বের করে করার্পণ করিয়াছি। ইহা বিবেচনা করিয়া আপনারা ধর্ম্মতঃ ব্যবস্থা করুন। ভীষ্ম অম্বার এইরূপ কথা শুনিয়া, বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণের পরামর্শানুসারে সর্বজ্যেষ্ঠা অম্বাকে স্বেচ্ছানুরূপ কার্য্য করিবার অনুমতি দিলেন এবং অম্বিকা ও অম্বালিকাকে স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিলেন।

বিচিত্রবীর্য্যের অকাল মৃত্যু

তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর বিচিত্রবীর্য্য সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রূপলাবণ্যবতী অপ্সরোপমা কামিনীযুগলের পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি অত্যধিক অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। বরবর্ণিনীদ্বয় ও আপনাদিগকে অনুরূপ ভর্ত্তৃ-ভাগিনী জানিয়া প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সর্বতোভাবে পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমার-সদৃশ রূপবান্, অমর-সদৃশ পরাক্রান্ত ও প্রমদাজনমনোহারী ভূপতি বিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত সাত বৎসর সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্বাহ করিয়া রাজ-যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মানবলীলা সংবরণ করিলেন।

অপুত্রক বিচিত্রবীর্য্যের স্বর্গারোহণে ভরত বংশের ঔরস সন্তানধারা বিলুপ্ত হইল। বড়ই সমস্যার উদ্ভব হইল। ধীশক্তিসম্পন্না সুধীরা ব্যাস-জননী সত্যবতী নুষাদ্বয়কে ও ভ্রাতৃবৎসল ভীষ্মকে নানা প্রকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া ধর্ম্ম-রক্ষা ও বংশরক্ষার জন্য সবিশেষ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক ভীষ্মকে বলিলেন, "বৎস, ধর্ম্মপরায়ণ শান্তনুকে জলপিণ্ড প্রদান করে এমন লোক তোমা ব্যতীত আর দেখিতেছি না; তুমি ধর্ম্মের যথার্থতত্ত্বজ্ঞ ও বেদবেদাঙ্গপারগ, কুলাচারে অভিজ্ঞ এবং দুরূহকার্য্য-সম্পাদনে অসীম সহিষ্ণুতাসম্পন্ন। অতএব হে ধর্ম্মপরায়ণ আমি ফলসিদ্ধির আশায় তোমাকে কোন কার্য্যে নিয়োগ করিতে ইচ্ছা করি, তৎসম্পাদনে যত্নবান্ হও।

ভীষ্মকে বিবাহ করিবার জন্য মাতা সত্যবতীর অনুরোধ

"হে পুরুষর্ষভ, তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক হইয়া অকালে পরলোক-যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পরমরূপবতী ও পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় অতিমাত্র পুত্রার্থিনী হইয়াছেন; অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এই অতিবিশ্রুত ভরতকুলধারা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাদের গর্ভে সন্তানোৎপাদন কর; তাহাতে তোমার পরম ধর্ম্মলাভ হইবে সন্দেহ নাই; এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া প্রজাপালনতৎপর হও এবং দারপরিগ্রহ করিয়া পিতার বংশ রক্ষা কর।

সত্যবতীর অনুরোধ ভীষ্মকর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যান

ধর্ম্মাত্মা ভীষ্ম মাতার ও সুহৃদ্বর্গের এইরূপ অনুরোধ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মাতঃ, আপনি ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেছেন যথার্থ বটে, কিন্তু দার-পরিগ্রহ-বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা কি বিস্মৃত হইয়াছেন? এ বিষয়ে পূর্ব্বে আপনার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা আপনার অজ্ঞাত নাই, তথাপি আবার এক্ষণেও পুনর্ব্বার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, ইন্দ্রত্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, এবং ইহা অপেক্ষাও যদি কিছু অভীষ্টতম বস্তু থাকে তাহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিতে সম্মত আছি, কিন্তু কদাচ সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না। যদি ক্ষিতি গন্ধ পরিত্যাগ করে, জল যদি মধুর রস ত্যাগ করে, তেজঃ যদি রূপ পরিত্যাগ করে, বায়ু যদি স্পর্শগুণ ত্যাগ করে, সূর্য্য যদি প্রভা পরিত্যাগ করেন, অগ্নি যদি উষ্ণতা ত্যাগ করেন, আকাশ যদি শব্দগুণ ত্যাগ করে, শীতরশ্মি যদি শীতাংশুতা ত্যাগ করে, ইন্দ্র যদি পরাক্রম পরিত্যাগ করেন এবং ধর্ম্মরাজ যদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

সত্যবতী, মহাতেজাঃ ভীষ্মের এইরূপ কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া বলিলেন, "হে সত্যপরাক্রম, সত্যের প্রতি তোমার যে অবিচলিত ভক্তি ও যথার্থ প্রীতি আছে, তাহা আমার অবিদিত নহে, আর তুমি আমারই নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সত্য করিয়াছ তাহাও বিস্মৃত হই নাই, কিন্তু বৎস, তোমাকে আপদ্ধর্ম্ম-পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৈতৃকভার বহন করিতে হইবে। যাহাতে তোমার পিতৃবংশপরম্পরা রক্ষা পায়, ধর্ম্মের উচ্ছেদ না হয়, এবং বন্ধু বান্ধবজনের সন্তোষ জন্মে তাহার অনুষ্ঠান কর্তব্য।"

সত্যবতী পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইয়া এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন এবং ফলের আকাঙ্ক্ষায় সাধুবিগর্হিত অধর্ম্ম্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে পুনঃ পুনঃ প্রবর্তনা করিতেছেন দেখিয়া ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম বলিলেন, "মাতঃ ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, আমাদিগকে বিনষ্ট করিও না; ক্ষত্রিয়ের সত্য-ভঙ্গ অতীব নিন্দনীয়, অসত্য-সন্ধ ক্ষত্রিয়ের অধর্ম্মের অবধি থাকে না, অতএব যাহাতে রাজা শান্তনুর বংশপরম্পরা পৃথিবীতে অক্ষয়রূপে দেদীপ্যমান থাকে, তাহার উপায়-স্বরূপ সনাতন ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন; আপদ্ধর্ম্মার্থ-কুশল প্রাজ্ঞ পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে শাস্ত্রানুসারে কার্য্যারম্ভ করুন।

এ সম্পর্কে ভীষ্ম বলিতে লাগিলেন, যিনি পিতৃবধামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শরাসন গ্রহণপূর্ব্বক অনবরত মহাস্ত্রবর্ষণ করিয়া একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন এবং অরাতিশোণিত-জলে পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষি জামদগ্ন্য পরিশেষে বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অপত্যোৎপাদন করাইয়া বিনাশোন্মুখ ক্ষত্রিয়কুল পুনর্বার রক্ষা করিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রজ সন্তান দ্বারা বংশ-রক্ষার বিষয়ে বেদ প্রমাণ

বেদে এমন প্রমাণ আছে যে, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই পুত্র পাণি-গ্রহীতারই হইয়া থাকে। এই সনাতন ধর্ম্মানুসারে ক্ষত্রিয় রমণী-গণের গর্ভে ঋষিগণের ঔরসে বহু ক্ষত্রিয় ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্ম হইয়া ক্ষত্রিয়কুল এইরূপে পুনর্ব্বার বদ্ধমূল হইয়াছে। ব্রহ্মার মানসপুত্র অঙ্গিরা। তৎপুত্র উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভে উতথ্যের ঔরসে জাত, পিতৃব্য দেবপুরোহিত বৃহস্পতির অভিসম্পাতে অন্ধ বেদপারগ দীর্ঘতমার ঔরসে পরম ধার্ম্মিক বলিরাজের মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম এই পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা সকলেই সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের অধিকৃত দেশ সকল অধিকারীর নামানুসারে কথিত হইয়াছে। **অঙ্গের অধিকৃত দেশের নাম অঙ্গ** (আধুনিক বিহার), **বঙ্গের বঙ্গ, কলিঙ্গের কলিঙ্গ** (উড়িষ্যা), **পুণ্ড্রের পুণ্ড্র** এবং **সুহ্মের অধিকৃত দেশের নাম সুহ্ম** হইয়াছে। এইরূপে মহর্ষি দীর্ঘতমা দ্বারা ক্ষত্রিয়-বর বলিরাজের বংশ বিস্তৃত হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা পৃথিবীতে ক্ষত্রিয়কুল পুনর্বার বদ্ধমূল হইয়াছিল।

ভীষ্ম আরও বলিলেন, "মা, ভরত-বংশ-রক্ষার উপায়ান্তর আরও নিবেদন করি, শ্রবণ করুন। কোন বেদ-বেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণকে ধনদান দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ মহিষী অম্বিকা ও অম্বালিকার গর্ভে পুত্রোৎপাদন দ্বারা বংশ-রক্ষা করিবার ব্যবস্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করুন।" ইহা শুনিয়া সত্যবতী লজ্জাবতী হইয়া সহাস্যবদনে গদ্‌গদস্বরে ভীষ্মকে বলিলেন, "বৎস, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ বটে, বংশ-রক্ষার্থ আপৎকল্পে এসকল ব্যবস্থা শাস্ত্রানুমোদিত, ইহা সত্য। তবে এসম্পর্কে তোমার বিশ্বাসের নিমিত্ত আমি তোমাদের অবিদিত কোন কথা বলিতেছি, সবিশেষ অবগত হইয়া কার্য্য করিলে, তাহাতে বংশ-রক্ষা হইতে পারে, আমি মনে করিতেছি। তুমি ধর্মজ্ঞ, তোমার নিকট তাদৃশ আপদ্ধর্ম কদাচ প্রত্যাখ্যাত হইবে না, ইহা আমার ধারণা। তুমি আমাদের কুল-প্রদীপ তোমাকে সত্যস্বরূপ জ্ঞান করি, তোমা ব্যতীত আমাদের আর কোন গত্যন্তর নাই। অতএব আমার বক্তব্য সত্য বৃত্তান্ত অগ্রে শ্রবণ কর, পরে যথাকর্তব্য করিও।

ভীষ্মের নিকট সত্যবতীর পুত্র ব্যাসের উদ্ভবের পরিচয়।

আমার পিতার একখানি নৌকা ছিল। তিনি ধর্মার্থী হইয়া বিনা শুল্কে সকলকে সেই নৌকা দ্বারা নদী উত্তীর্ণ করিয়া দিতেন। একদা পিতার আদেশক্রমে লোকদিগকে নদী পার করিবার নিমিত্ত আমি নৌকা-ঘাটে গিয়াছিলাম। সে সময়ে আমার প্রথম যৌবন। অনন্তর ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠের পৌত্র মহর্ষি পরাশর যমুনা-নদী উত্তীর্ণ হইবার নিমিত্ত সেই নৌকার নিকট আসিলেন। মহর্ষি নৌকারোহণপূর্বক নদী উত্তীর্ণ হইবার সময়ে আমার রূপ-লাবণ্যে মোহিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। আমি সেই মহর্ষির অলৌকিক প্রভাব স্বচক্ষে দেখিয়া তদীয় চিত্তের ধৈর্য্য সম্পাদনার্থ তাঁহার তৎকালোচিত পরিচর্য্যা করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রসাদে আমার গর্ভ-সঞ্চার হয়। মুনির আজ্ঞাক্রমে যমুনাদ্বীপে এক পুত্র প্রসব করি। সেই মহাযোগী পরাশরাত্মজ দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এজন্য তাঁহার নাম দ্বৈপায়ন হইল, চতুর্বেদের বিভাগ কর্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস, এবং তিনি অসিত-বর্ণ বলিয়া তাঁহার নাম কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন। তিনি ভূমিষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবামাত্র পিতার সহিত প্রস্থান করিলেন। সেই সত্যবাদী শমপর মহাতাপসকে অনুরোধ করিলে, তিনি অবশ্যই ভ্রাতার ক্ষেত্রে পুত্র উৎপাদন করিবেন ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। তিনি গমনকালে আমাকে বলিয়াছিলেন, "মা, সঙ্কটে পড়িলে আমাকে স্মরণ করিও।" অতএব যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে আমি এক্ষণে সেই মহাতপাকে স্মরণ করি। তুমি অনুমতি করিলে, তিনি বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে অপত্যোৎপাদন করিবেন সন্দেহ নাই।

বিচিত্রবীর্য্যের মহিষীদ্বয়ের গর্ভে ব্যাস কর্ত্তৃক অপত্যোৎপাদনে ভীষ্মের আন্তরিক অনুমোদন।

ভীষ্ম মহর্ষি ব্যাসদেবের নাম শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মাতাকে নিবেদন করিলেন, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও ধর্ম্মানুবন্ধ, অর্থ ও অর্থানুবন্ধ, কাম ও কামানুবন্ধ এই সকল বিষয়ের সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থাৎ পরিণাম শুভাবহ অথবা তদ্বিপরীত ইহা বুঝিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তিনিই যথার্থ বুদ্ধিমান্। মা, আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মযুক্ত, মঙ্গলাস্পদ এবং আমাদের কুলের পরম হিতকর বটে, এ বিষয়ে আমি সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিতেছি।

তদনন্তর সত্যবতী দ্বৈপায়নকে স্মরণ করিলেন, বেদপ্রণেতা ভগবান্ ব্যাস জননী স্মরণ করিয়াছেন জানিয়া তৎক্ষণাৎ আবির্ভূত হইলেন। সত্যবতী বহুদিবসের পর পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া যথাবিধি আদর করিলেন ও পুত্রবাৎসল্য প্রকাশ করিলেন এবং

সত্যবতীর নিকটে ব্যাসদেবের আগমন ও সত্যবতীর প্রস্তাবে ব্যসদেবের অনুমোদন

অবিরল বিগলিত আনন্দ-সলিলে তদীয় হৃদয় ধৌত হইতে লাগিল। মহর্ষি ব্যাসও শোকার্ত্ত জননীকে নয়নাশ্রুতে অভিষিক্ত করিয়া প্রণিপাত-পুরঃসর নিবেদন করিলেন, ভগবতি, আপনার অভিপ্রেত কার্য্য সাধনার্থ আসিয়াছি, এক্ষণে অনুমতি করুন, কি প্রিয়কার্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তদনন্তর পুরোহিত আসিয়া মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বক মহর্ষির যথাবিধি সপর্য্যা সমাধান করিলেন। ঋষিবর যথাবিধি সৎকৃত হইয়া আসনে উপবেশন করিলে, সত্যবতী তদীয় কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "বৎস, পুত্র পিতা মাতা উভয়েরই সাধারণ ধন, পুত্রের প্রতি পিতার যেরূপ প্রভুত্ব, মাতারও তদপেক্ষা ন্যূন নহে। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, বিচিত্রবীর্য্য কনিষ্ঠ। ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে বিচিত্রবীর্য্যের ভ্রাতা, তুমিও সেইরূপ মাতৃসম্বন্ধে তাঁহার ভ্রাতা। সত্যসন্ধ ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি দারপরিগ্রহ ও রাজ্যশাসন করিবেন না। অতএব, হে অনঘ, ভীষ্ম এবং আমি তোমাকে কোন বিষয়ে নিয়োগ করিতেছি, যদি তুমি ভ্রাতার প্রতি অনুকূল ও পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি দয়াবান্ হইয়া আমাদের বংশরক্ষার্থ সেই নিয়োগ-বাক্য রক্ষা কর, তাহা হইলে অতীব প্রীত হই। রূপযৌবনসম্পন্না তোমার ভ্রাতৃজায়ারা সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাঁহাদের গর্ভে অনুরূপ পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাদিগের মনোরথ সিদ্ধ কর।" ব্যাসদেব বলিলেন, "হে প্রাজ্ঞে, তুমি বিশেষভাবে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম পরিজ্ঞাত আছ এবং ধর্ম্মের প্রতি তোমার প্রগাঢ় ভক্তি ও একান্ত অনুরাগ আছে, এই নিমিত্ত তোমার অভিলষিত কার্য্য ধর্ম্মমূলক বিবেচনা করিয়া তদনুষ্ঠানে সম্মত হইলাম।"

অনন্তর সত্যবতী নির্জ্জনবাসিনী পুত্রবধূর নিকট গমন করিয়া বলিলেন, বৎসে কৌশল্যে, পরম হিতকর ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করি, শ্রবণ কর; আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ ভরতবংশ বিলুপ্ত-প্রায় হইল, এজন্য আমি যে কি পর্য্যন্ত ব্যথিত আছি, তাহা বলিতে পারি না এবং তোমার পিতৃবংশও সাতিশয় বিষণ্ণ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। মহামতি ভীষ্ম আমাদের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎপ্রতীকারার্থ যে উপায় স্থির করিয়া দিয়াছেন, তাহা

ভরতবংশ রক্ষার্থ সত্যবতীর প্রস্তাবে স্নুষা কৌশল্যার কথঞ্চিৎ অনুমোদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমারই অধীন; অতএব এক্ষণে তুমি সেই ভীষ্মের সুচিন্তিত ধর্ম্মসঙ্গত নির্দ্দেশ অনুসারে বিনাশোন্মুখ ভরতবংশের পুনরুদ্ধার কর। বৎসে, তুমি ইন্দ্রসদৃশ পুত্রের জননী হইবে এবং সেই পুত্র আমাদের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। সত্যবতী এবংবিধ নানা প্রকার অনুনয় বাক্যে পুরুষান্তর-সংস্পর্শে অনিচ্ছুক কৌশল্যাকে ধর্ম্মতঃ বুঝাইয়া ব্রাহ্মণ, অতিথি ও দেবর্ষি প্রভৃতিকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।

অম্বিকার গর্ভে ব্যাসের প্রসাদে ধৃতরাষ্ট্রের অম্বালিকা গর্ভে পাণ্ডুর অম্বালিকার পরিচারিকার গর্ভে বিদুরের জন্ম

যথাকালে মহাতপাঃ ব্যাসদেবের প্রসাদে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের, কনিষ্ঠা পুত্রবধূ অম্বালিকার গর্ভে পাণ্ডুর জন্ম হয়। অম্বিকা গর্ভাধানের সময়ে সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়নযুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু প্রভৃতি অতি ভয়ঙ্কর আকার-নিরীক্ষণে ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া নেত্রদ্বয় নির্মীলিত করিয়াছিলেন। দেবর ব্যাসদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারেন নাই। অতীন্দ্রিয় জ্ঞানসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাসদেব মাতা সত্যবতীকে এই মাত্র বলিলেন, অম্বিকা অতি প্রবলপরাক্রান্ত, অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন, সুবিদ্বান্ পুত্র প্রসব করিবেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং মাতৃদোষে জন্মান্ধ হইবেন। রাজমহিষী অম্বালিকা (গর্ভাধানের সময়) দ্বৈপায়নের সেই অদৃষ্টপূর্ব ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন একারণ ব্যাসদেব অম্বালিকাকে বলিয়াছিলেন, ভদ্রে, তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছ, অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নামও পাণ্ডু হইবে। সত্যবতী অম্বিকা ও অম্বালিকার পুত্রের বৃত্তান্ত অবগত হইলে ব্যাসদেবের নিকট আর একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর পুত্র প্রার্থনা করিলেন। সেই পুত্রটী যাহাতে অম্বিকার গর্ভজাত হয় তাহাও প্রার্থনা জানাইলেন, কারণ অম্বিকার যে পুত্রটী জন্মিয়াছে, সেটী অন্ধ। অন্ধপুত্র তো রাজ্যের অধিকারী হয় না। পরম মাতৃভক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাসদেব মাতার কথায় তাঁহার অভীষ্ট-পূরণ করিতে স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু অম্বিকা ঋষির মূর্ত্তি ও উগ্রগন্ধ চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া শ্বশ্রূর আজ্ঞায় সম্মত না হইয়া তাঁহার এক অপ্সরোপমা দাসীকে স্বীয় অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিত করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করিলেন। দাসী ঋষির নিকট গমন ও তাঁহাকে অভিবাদনপূর্ব্বক তদীয় আদেশানুসারে পরম ভক্তিসহকারে তাঁহার যথোচিত পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। মহর্ষি তাঁহার প্রতি পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, শুভে, তুমি দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে, এবং তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও পরমধার্ম্মিক হইবে। সেই দাসীগর্ভসম্ভূত দ্বৈপায়নাত্মজ বিদুর নামে বিখ্যাত হইলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর ভ্রাতা।

মহাতপাঃ মাণ্ডব্য মুনির শাপে ধর্ম্মরাজ বিদুররূপী হইয়া শূদ্রার গর্ভে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দ্বৈপায়ন অম্বিকার আত্মস্থানে শূদ্রা-নিয়োজন ও সেই শূদ্রার পুত্রের জন্মবৃত্তান্ত মাতা সত্যবতীকে নিবেদন করিয়া ধর্ম্মের নিকট অনৃণী হইয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়নের প্রসাদে ও বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হয়।

মাণ্ডব্য-মুনির কথা

মাণ্ডব্য নামে এক সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, তপোনিরত, পরমধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। সেই মৌনব্রতাবলম্বী মহাতপা আশ্রমের দ্বারদেশস্থ বৃক্ষমূলে উপবেশনপূর্ব্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া যোগাভ্যাস করিতেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে একদিন চৌরাপহৃতধনহারী কতিপয় দস্যু মাণ্ডব্যের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নগররক্ষীদের ভয়ে ভীত হইয়া আশ্রমে চোরিত ধন লুক্কায়িত করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। অনন্তর অনুগামী নগরপালগণ তথায় উপস্থিত হইয়া ঋষিকে জিজ্ঞাসা করিল, হে দ্বিজবর, তস্করেরা কোন্ পথ দিয়া পলায়ন করিয়াছে, শীঘ্র আজ্ঞা করুন, আমরা সেই দিকে তাহাদিগকে অন্বেষণ করি। ঋষী মৌনব্রতাবলম্বী থাকায় কোন উত্তর দিলেন না। অনন্তর রাজপুরুষেরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে করিতে লুক্কায়িত স্তেয়-ধন আশ্রমে দেখিতে পাইল। তখন ঋষির প্রতি তাহাদের বিলক্ষণ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা ঋষিকে ও দস্যুদলকে চোরের মত নিগৃহীত করিয়া রাজার নিকটে বিচারার্থ আনিল। রাজা নগররক্ষীদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া ঋষি ও তস্করগণের প্রাণদণ্ডস্বরূপ শূলারোহণের আজ্ঞা দিলেন। রাজপুরুষগণ রাজাজ্ঞানুসারে তপোধনকে শূলে আরোপিত করিয়া হৃতধন গ্রহণপূর্বক রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিল। তপোনিষ্ঠ মুনিবর আপন দুরবস্থার বিষয় কিছুই জানিতে পারিলেন না এবং তাঁহার তপস্যারও ভঙ্গ হইল না। তিনি শূলবিদ্ধ ও অনাহার থাকিয়াও বহুকাল পর্য্যন্ত জীবনধারণ করিয়াছিলেন। একদা রাত্রিকালে কতিপয় মহর্ষি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া সেখানে আসিয়া মাণ্ডব্যের দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম, আপনি এমন কি পাপ করিয়াছেন যে, শূলবিদ্ধ হইলেন। তদুত্তরে তপোধন সমাগত ঋষিগণকে বলিলেন, আমি কাহার উপর দোষারোপ করিব, কেহই আমার কোন অনিষ্ট করে নাই। ইহা শুনিয়া মুনিগণ প্রস্থান করিলেন। মহামুনি মাণ্ডব্য এই অবস্থায় বহুকাল যাপন করিলে নগরপালেরা মহর্ষিকে তদবস্থ দেখিয়া রাজাকে তাঁহার বিষয় নিবেদন করিল। রাজা সমস্ত শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শপূর্বক ঋষিকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহাকে শূল হইতে অবতরণ করাইয়া শূল বহির্গত করিবার নিমিত্ত অনেক যত্ন করিলেন, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। পরিশেষে অগত্যা শূলের মূলচ্ছেদ করিয়া দিলেন। ঋষি সেই অন্তর্গত শূল বহন করিয়া সর্বত্র পর্য্যটন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে লাগিলেন এবং কঠোর তপস্যা দ্বারা দুর্লভ লোকের অধিকারী হইলেন। তদবধি তিনি ভূমণ্ডলে অণীমাণ্ডব্য বলিয়া প্রথিত হইলেন [অণী (শূলাগ্র) যুক্ত মাণ্ডব্য]।

একদা তিনি যম-সদনে গমন করিয়া সিংহাসনোপবিষ্ট ধর্ম্মরাজকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ, আমি যে পাতকের ফল ভোগ করিতেছি, ইহা কোন্ দুষ্কার্য্যের পরিণাম শীঘ্র বল, আমি এই মুহূর্তেই আমার তপোবল প্রকাশ করিতেছি। ধর্ম বলিলেন, তপোধন, আপনি পতঙ্গের পুচ্ছদেশে তৃণ প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, সেই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছেন। মহর্ষি অণীমাণ্ডব্য বলিলেন, ধর্ম্ম, তুমি আমার লঘু পাপে গুরুদণ্ড বিধান করিয়াছ, এজন্য তোমাকে মনুষ্য হইয়া শূদ্রযোনি পাইতে হইবে। আর আমি অদ্যাবধি পাপ পুণ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেছি। চতুর্দ্দশ বর্ষের অনধিক বয়সে কেহ পাপপুণ্যের ফলভাগী হইবে না, পঞ্চদশবর্ষ অবধি কার্য্যানুসারে ফল লাভ হইবে।

ধর্ম্মরাজ স্বীয় অপরাধে মহাত্মা অণীমাণ্ডব্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদুররূপে শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিদুর ধর্ম্মার্থ-বিষয়ে কুশল, নির্লোভ, জিতক্রোধ, বহুদর্শী, নির্বৈর এবং কৌরবদিগের অকপট হিতৈষী ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুর এই তিন কুমার জন্মগ্রহণ করিলে কুরুজাঙ্গল, কুরব ও কুরুক্ষেত্র এই তিনটী জনপদ অত্যন্ত সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। পর্জ্জন্য যথাকালে জল বর্ষণ করিতে লাগিল, পাদপ সকল সুরস ফল-কুসুমে সুশোভিত হইল, গবাশ্বাদি বাহন সকল প্রহৃষ্ট, নগর ব্যবসায়ী ও শিল্পিগণে পরিব্যাপ্ত হইল এবং জানপদ সকল সুস্থকায়, কৃতবিদ্য, সচ্চরিত্র ও পরমসুখী হইল।

ভীষ্মের শাসনাধীন কুরুজাঙ্গল, কুরব, কুরুক্ষেত্র সর্বতোভাবে সত্যযুগের মত সুখকর হইয়া উঠিল

দস্যু তস্করের কিছুমাত্র প্রাদুর্ভাব রহিল না। প্রজাগণের রীতি নীতি সদাচার ও সদ্ব্যবহার সন্দর্শনে সে সময় সত্যযুগ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। প্রজাগণ ধর্ম্মপরায়ণ, যজ্ঞশীল ও পরস্পর প্রণয়পর হইয়া স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিত। লোক সকল নিরভিমান, জিতক্রোধ ও নির্লোভ হইল। দিন দিন তাহাদের ধর্ম্ম প্রবৃত্তির শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিল। সেই জনাকীর্ণ নগর শত শত সুরম্য হর্ম্ম্য দ্বারা মহেন্দ্রনগরী অমরাবতীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। বিলাসী নাগরিকগণ তত্রত্য নদ নদী সরোবর প্রভৃতি জলাশয়ে এবং পরম রমণীয় বন উপবন ও ক্রীড়াশৈলে মনের সুখে বিহার করিয়া বিপুল আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সেই সুরম্য জনপদে কেহই কৃপণ-স্বভাব ছিলেন না। পতি-বিহীনা কামিনী নয়ন-গোচর হইত না, লোক-হিতার্থে স্থানে স্থানে কূপ, বাপী, আরাম ও সভাসকল প্রতিষ্ঠিত ছিল। ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মের পরিরক্ষিত সেই জনপদের ঐশ্বর্য্য ও রমণীয়তার আর পরিসীমা ছিল না। তিনি তথায় ধর্ম্মচক্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। রাজকুমারেরা নিরন্তর সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন, পৌর ও জানপদ সকল তাঁহাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচরিত প্রণালী অবলম্বন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় উৎসুক হইয়াছিলেন।

তত্রত্য কুরুপ্রধানদিগের ও নগরবাসিগণের ভবনে "দীয়তাং ভুজ্যতাম্" এই বাক্যই সর্বদা শ্রুতিগোচর হইত। মহাত্মা ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু ও বিদুরকে জন্মাবধি পুত্রনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে জাতকর্মপ্রভৃতি সমস্ত সংস্কারে সংস্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধ্যাপনার্থ যোগ্য শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং পরিশ্রমে ও ব্যায়ামে সুনিপুণ করিয়াছিলেন। রাজকুমারেরা তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধনুর্বেদ, গদাযুদ্ধ, অসিচর্মপ্রয়োগ, গজশিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, বেদাঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত অধ্যেতব্য বিষয়ে পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তন্মধ্যে পাণ্ডু অদ্বিতীয় ধানুক ও ধৃতরাষ্ট্র অসাধারণ বলবান্ ছিলেন। বিদুরের ন্যায় ধার্মিক তৎকালে দৃষ্ট হইত না। প্রনষ্টপ্রায় শান্তনুবংশ পুনরুদ্ধৃত হইলে সর্বত্র সত্যের সমাদর ও গৌরব-বৃদ্ধি হইল। তৎকালে সমস্ত বীর-প্রসবিনী রমণীগণের মধ্যে কাশীরাজনন্দিনী, দেশের মধ্যে কুরুজাঙ্গল, ধার্মিকের মধ্যে বিদুর এবং নগরের মধ্যে হস্তিনাপুর শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিল। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন, বিদুর-পারশব, সুতরাং পাণ্ডুই সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

কৌরবকুলের সমুন্নতির জন্য ভীষ্মের আপ্রাণ চেষ্টা ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত গান্ধারীর বিবাহ।

সত্যপ্রতিজ্ঞ চিরকুমার ভীষ্ম যে বিলুপ্তপ্রায় শান্তনুবংশকে ভগবতী সত্যবতী ও তৎপুত্র মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবের আন্তরিক আনুকূল্যে যুক্তিযুক্ত ও শাস্ত্রসিদ্ধ উপায় উদ্ভাবন দ্বারা রক্ষা করিলেন, তৎকালীন ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত নরেন্দ্রকুল অপেক্ষা সমধিক গুণবিশিষ্ট ও সুপ্রসিদ্ধ বংশের যাহাতে ক্রমশঃ উন্নতি হয় তজ্জন্য ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর বিবাহ দিবার জন্য মনোনিবেশ করিলেন। তিনি শুনিলেন মদ্রেশ্বর ও সুবলের পরমসুন্দরী এক এক কুমারী আছেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং তাঁহারা উভয়েই কুলের অনুরূপা। আরও বিপ্রগণের মুখে শুনিলেন, সুবলাত্মজা গান্ধারী ভবানী-পতিকে আরাধনা করিয়া বরলাভ করিয়াছেন যে, তিনি এক শত পুত্রের জননী হইবেন। একারণ ধৃতরাষ্ট্রের জন্য সৎকুলোদ্ভবা সেই কন্যার প্রার্থনায় গান্ধাররাজের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। গান্ধাররাজ সুবল প্রথমতঃ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলিয়া বিবাহ দিতে একটু ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন। পরিশেষে পর্য্যালোচনা করিয়া সুবিখ্যাত কুল, মহতী খ্যাতি ও সদ্বৃত্ত জামাতার অভিলাষে ধৃতরাষ্ট্রকেই কন্যাদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। যখন গান্ধারী শ্রবণ করিলেন যে, পিতা মাতা তাঁহাকে অন্ধ পাত্রে সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, তখনই সেই পতিপরায়ণা সান্দ্র বস্ত্রদ্বারা দুইটি চক্ষু বন্ধন করিলেন এবং মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন যে, পতি অন্ধ বলিয়া তাঁহাকে কদাপি অশ্রদ্ধা বা অপমান করিব না। অনন্তর গান্ধার-রাজকুমার শকুনি পিতার আদেশে নবযৌবন-সম্পন্না শ্রীমতী ভগিনীকে লইয়া কৌরব-সমীপে উপস্থিত হইলেন। ভীষ্মের অনুমতি-ক্রমে তাঁহাকে ধৃতরাষ্ট্র-হস্তে সম্প্রদান করিলেন এবং শকুনি ভীষ্মকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া স্বনগরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বরবর্ণিনী গান্ধারী সদাচার সদ্ব্যবহার ও সুশীলতা-প্রদর্শন দ্বারা সমস্ত কৌরবগণের প্রীতির পাত্র হইলেন। তিনি গুরু-শুশ্রূষা ও সকলকে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন এবং কদাপি কাহারও অকীর্ত্তি বা নিন্দা করিতেন না।

যদুবংশশ্রেষ্ঠ শূরনামে ভূপতি বসুদেবের পিতা ছিলেন। অপ্রতিম রূপা পৃথা নামে তাঁহার প্রথমে একটি কন্যা হয়। সেই কন্যাটীকে তিনি তদীয় অনপত্য পিতৃষ্বসৃ-পুত্র কুন্তিভোজকে দান করিবেন এ বিষয়ে পূর্ব হইতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তদনুসারে তিনি পরম মিত্র কুন্তি-ভোজকে কন্যাটীকে দান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। কুন্তিভোজ কন্যারত্ন পাইয়া পরমযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। কুন্তি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোজের পালিত বলিয়া তাঁহাকে সকলেই কুন্তী বলিয়া ডাকিত। কুন্তী কন্যাবস্থায় অতিযত্নসহকারে অভ্যাগত অতিথির পরিচর্য্যা করিতেন।

একদা পরমধার্ম্মিক সংযতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা কুন্তিভোজের গৃহে অতিথি হইলেন। আতিথেয়ী কুন্তী এরূপ যত্নে ও ভক্তিসহকারে মহর্ষির পরিচর্য্যা করিলেন যাহাতে মহর্ষি পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিলেন এবং বলিয়া দিলেন, বৎসে, আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহামন্ত্র প্রদান করিলাম, তুমি ইহা পাঠ করিয়া যে যে দেবতাকে আহ্বান করিবে, তাঁহাদের প্রভাববলে তোমার গর্ভে এক এক পুত্র উৎপন্ন হইবে।

দুর্বাসাকর্ত্তৃক কুন্তীকে মহামন্ত্র দান

মুনিবর এই বলিয়া প্রস্থান করিলে পর কুন্তী বালস্বভাব-সুলভ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া মহর্ষিদত্ত মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। ভগবান্ লোকপ্রকাশন তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, সুন্দরি, তোমার অভিপ্রায়ানুসারে উপস্থিত হইয়াছি, বল, কি করিতে হইবে? কুন্তী এই অদ্ভুত ব্যাপার-দর্শনে বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্, এক ব্রাহ্মণ আমাকে বিদ্যা ও বর প্রদান করিয়া যান, আমি তৎপরীক্ষা বাসনায় আপনাকে আহ্বান করিয়া অতি মূঢ়ের কার্য্য করিয়াছি, আমার অপরাধ হইয়াছে, ভগবন্, এক্ষণে চরণে ধরিয়া সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি, কৃপাময়, কৃপাপূর্ব্বক অপরাধ মার্জনা করুন। স্ত্রীলোক সহস্র অপরাধে অপরাধিনী হইলেও তাহাকে ক্ষমা করা মহতের কর্তব্য কর্ম। সূর্য্যদেব কুন্তীর কাতরোক্তি শুনিয়া মধুরবচনে বলিলেন, সুন্দরি, মহর্ষি দুর্ব্বাসা তোমাকে যে বর প্রদান করিয়াছেন তাহা আমি জানি, তুমি ভীত হইও না, অসন্দিগ্ধচিত্তে তুমি আমার যথোচিত পরিচর্য্যা কর। তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই পরে দোষও হইবে না। সূর্য্যদেবের প্রসাদে

কর্ণের জন্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎক্ষণাৎ কুন্তী সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, কবচ-কুণ্ডলধারী পরম রূপবান্ এক পুত্র লাভ করিলেন। এই পুত্র পৃথিবীতে কর্ণ নামে বিশ্রুত হইয়াছিল। ভগবান্ সূর্য্যদেব সন্তুষ্ট হইয়া কুন্তীকে কুমারীত্ব প্রদান করিয়া অম্বরতলে আরোহণ করিলেন। কুন্তী নানাপ্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া সদ্যঃপ্রসূত কুমারকে লইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিলেন।

রাধাভর্ত্তা সেই নবকুমারকে জলে ভাসিতে দেখিয়া গৃহে আনয়ন করিয়া পুত্রত্বে পরিগ্রহ করিলেন এবং ঐ কুমার বসু অর্থাৎ কবচ-কুণ্ডলরূপ ধনের সহিত জন্মিয়াছে বলিয়া ইহার নাম বসুষেণ রাখিলেন।

কর্ণের পরিচয়

বসুষেণ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্তবয়স্ক ও সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সূর্য্যের আরাধনা করিতেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নিকট যাহা প্রার্থনা করিতেন, অতি দুর্লভ হইলেও তিনি তাহা দিতেন। একদা দেবরাজ ইন্দ্র অর্জ্জুনের হিতার্থ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সমীপে আসিয়া তাঁহার অঙ্গস্থ তদীয় জীবন-কারণ কবচ প্রার্থনা করিলেন তিনি তৎক্ষণাৎ শরীর হইতে নৈসর্গিক কবচ মোচন করিয়া বিপ্ররূপধারী ইন্দ্রকে দিলেন। সুরপতি কবচ গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু কর্ণের অদ্ভুত দাতৃত্ব দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে প্রতিদানস্বরূপ এক শক্তি-অস্ত্র প্রদান করিয়া বলিলেন, আমি তোমার অসাধারণ কার্য্য-দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়াছি, এই এক-পুরুষঘাতিনী শক্তি-অস্ত্র দিতেছি, গ্রহণ কর, কি সুর, কি অসুর, কি যক্ষ, কি রক্ষ, কি কিন্নর, কি বানর তোমার যে কোন প্রাণি-শত্রুর প্রতি তুমি এই অস্ত্র নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর নিস্তার নাই। সে অবশ্যই ইহাতে নিপাতিত হইবে, এই বলিয়া কবচ লইয়া ইন্দ্র স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। বসুষেণ শরীর ভেদ করিয়া ইন্দ্রকে কবচ প্রদান করিলেন বলিয়া তদবধি ক্ষিতিতলে কর্ণ ও বৈকর্ত্তন দুই নামেই বিখ্যাত হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতা কুন্তিভোজের অতিযত্নে কুন্তী পালিতা ও বর্দ্ধিতা হইয়া ক্রমে যৌবনাবস্থায় উপনীত হইলেন। ধর্ম্মৈকনিষ্ঠা, পৃথুলোচনা পৃথার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ভূপতিগণ তাঁহার পাণিগ্রহণাভিলাষে কুন্তিভোজসকাশে দূত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এরূপ অবস্থায় কুন্তিভোজ কুন্তীর স্বয়ংবরানুষ্ঠানই বিধেয় স্থির করিয়া রাজগণকে স্বভবনে আসিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

কুন্তীর স্বয়ংবরানুষ্ঠানে পাণ্ডুকে বরণ

তাঁহারা সকলেই সুসজ্জিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট দিবসে স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইলেন। মনস্বিনী কুন্তী পিতার আদেশানুসারে পতি মনোনীত করিতে হস্তে পুষ্পমাল্য লইয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, তথায় প্রসিদ্ধ ভরতবংশাবতংস মহাবলপরাক্রান্ত ভূপতিশ্রেষ্ঠ পাণ্ডু সূর্য্যসদৃশ অনুপম স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা অন্যান্য ভূপতিগণের প্রভা আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন পুরন্দর অমরাবতী ত্যাগ করিয়া কুন্তী-কামনায় সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। ভোজদুহিতা বরবর্ণিনী কুন্তী নরপতি পাণ্ডুর সেই মোহনমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া সাগ্রহে লজ্জাবনত মুখে তাঁহার কণ্ঠদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। কুন্তিভোজ শুভলগ্নে পাণ্ডুর সহিত কন্যার বিবাহবিধি নির্ব্বর্ত্তিত করিলেন। বরকন্যা একত্র সঙ্গত হইয়া শচীসহ সহস্রাক্ষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

কুন্তিভোজ নানা ধনসম্পত্তি যৌতুক দিয়া পাণ্ডুকে কন্যার সহিত স্বনগরে পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডু সহধর্ম্মিণী কুন্তীর সহিত পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

নবোঢ়া কুন্তীর সহিত পাণ্ডুর হস্তিনাপুরে আগমন

অনন্তর ভীষ্ম পাণ্ডুর আর এক বিবাহ দিতে মনস্থ করিয়া অমাত্য, ব্রাহ্মণ ও মহর্ষিগণ সঙ্গে লইয়া চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে মদ্রাধিপতির নগরে গমন করিলেন।

মাদ্রীর সহিত পাণ্ডুর আবার বিবাহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মদ্ররাজ শল্য ভীষ্মের আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র স্বয়ং প্রত্যুদ্গমন-পুরঃসর সাদর সম্ভাষণে ও পরমসমাদর সহকারে তাঁহাকে পুর প্রবেশ করাইলেন এবং আসন পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্কাদি প্রদান করিয়া যথোচিত সম্মান করিলেন। পরে আগমনকারণ জিজ্ঞাসিত হইলে কুরুকুলতিলক ভীষ্ম বলিলেন, মদ্রপতে, শুনিলাম, পরমরূপবতী মাদ্রী নাম্নী তোমার ভগিনী আছে, তুমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ দাও; দেখ, তোমাদের ও আমাদের উভয় বংশই পবিত্রতা গুণে সমান অতএব পাণ্ডুকে ভগিনী দান করিয়া আমাদিগের সহিত কুটুম্বিতা কর।

ভীষ্মের বাক্য শ্রবণ করিয়া মদ্ররাজ সবিনয়ে বলিলেন, এ সম্বন্ধ তো আমাদের শ্লাঘনীয়, আমার ভগিনী আপনাদের কুলগতা হইলে তাহার অনেক সৌভাগ্য মনে করিব। কিন্তু আমাদের কৌলিক একটি প্রথা আছে, তাহা ভালই হউক অথবা মন্দই হউক, সে কুলাচার আমি ত্যাগ করিতে পারিব না। ভীষ্ম তাহা পূর্ব হইতেই অবগত ছিলেন। তদনুসারে তিনি শল্যকে রথ, গজ, তুরগ, ভূষণ ও মণিমুক্তা প্রবাল প্রভৃতি দ্রব্যজাত শুল্ক স্বরূপ (বিবাহের পণ বা যৌতুক) প্রদান করিলেন। শল্য তৎসমুদায় গ্রহণপূর্বক পরম প্রীত হইয়া অলঙ্কৃতা স্বীয় ভগিনী মাদ্রীকে ভীষ্মের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ভীষ্ম মাদ্রীকে আনিয়া হস্তিনাপুরে কিয়দ্দিন রাখার পর শুভদিনে ও লগ্নে পাণ্ডুর সহিত মাদ্রীর উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। কুন্তী ও মাদ্রীর পরস্পর বিলক্ষণ সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। পাণ্ডু তাঁহাদের উভয়কে লইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডুর দিগ্বিজয়ে যাত্রা

এইরূপে ত্রিশ রাত্রি অর্থাৎ এক মাস অন্তঃপুরে বিহার করিয়া পাণ্ডু দিগ্বিজয় বাসনায় বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধগণ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিবাদন করিয়া ও অন্যান্য কুরু-প্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক সকলের অনুমতি লইয়া চতুরঙ্গসৈন্য সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে নগরাঙ্গনারা নানাবিধ মঙ্গলাচরণ ও ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডু প্রথমতঃ দশার্ণদেশের পূর্ব্বাপরাধী দশার্ণপতিকে সমরে পরাজিত করিলেন। অনন্তর বিপুল বলবৃন্দ সঙ্গে লইয়া মগধদেশে উপস্থিত হইলেন। অনেকানেক ভূপতিদিগের অপকারী বলদর্প-সমন্বিত মগধরাজকে সংহার করিয়া তাঁহার কোষস্থ ধনরাশি ও বাহনচয় আত্মসাৎ করিলেন। পরে মিথিলায় যাইয়া বিদেহদিগকে সংগ্রামে পরাভূত করিলেন। তাহারা তাঁহার একান্ত বশীভূত হইল। পরিশেষে কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি অপরাপর দেশে যাত্রা করিয়া ভূপতিবর্গকে পরাজিত করিয়া কুরুকুলের অক্ষয় কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিলেন। পাণ্ডুর তেজঃপ্রভাবে বলরাজি বিধ্বংসিত হইলে ভূপালেরা বশীভূত হইয়া কুরুকুলের হিতকর কার্য্যে ব্যাপৃত হইল; পাণ্ডুকে আপনাদিগের একাধিপতি জ্ঞান করিয়া বিনীত-ভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মণি, মুক্তা, প্রবাল, সুবর্ণ, রজত; গো, অশ্ব, রথ, হস্তী, গর্দ্দভ, উষ্ট্র, মহিষ; কম্বল, অজিন, রাঙ্কব, আস্তরণ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্যজাত উপহার প্রদান করিল।

দিগ্‌বিজয়ের পর হস্তিনাপুরে পাণ্ডুর প্রত্যাবর্ত্তন

মহারাজ পাণ্ডু ঐ সমস্ত রাজগণের উপহৃতবস্তুজাত লইয়া হস্তিনা-পুরাভিমুখে গমন করিলেন। রাজসিংহ শান্তনু ও ধীমান্ ভরতের যশোজনিত শব্দ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এক্ষণে পাণ্ডুর প্রভাবে তাহা পুনরুদ্ধৃত হইল। যাহারা পূর্ব্বে কুরুদিগের রাজ্য এবং ধন হরণ করিয়াছিলেন, হস্তিনাধিপতি পাণ্ডু তাহাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পাণ্ডুর বীর্য্যবলাকৃষ্ট হইয়া ধন্যবাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিতে করিতে সচিবগণের সহিত নৃপতিগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিলেন। পাণ্ডু শ্রুতিসুখকর সেই সমস্ত কথা শুনিয়া প্রফুল্ল মনে হস্তিনাপুরের সমীপবর্ত্তী হইলেন।

ভীষ্ম লোকমুখে পাণ্ডুর আগমনবার্ত্তা-শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া পৌর, জানপদ ও অমাত্যগণ-সমভিব্যাহারে প্রত্যুদ্গমন করিলেন। কৌরবেরা ভীষ্মের সহিত হস্তিনাপুর হইতে কিছুদূর গমন করিয়া পাণ্ডুর সেনারা বিচিত্র রত্নপূর্ণ অসংখ্য যানাদি জয়লব্ধ বস্তুজাত লইয়া আসিতেছে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। তাঁহারা ক্রমে সন্নিহিত হইলে কৌশল্যানন্দন বর্দ্ধন পাণ্ডু ভীষ্মের পাদবন্দনা করিয়া অন্যান্য পৌর ও জানপদদিগের যথোচিত সম্মান করিলেন। ভীষ্ম অশেষ রাষ্ট্র-বিজয়ী প্রত্যাগত পাণ্ডুকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। তূর্য্য, শঙ্খ, দুন্দুভি প্রভৃতি নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইতে লাগিল। পৌরগণের আনন্দের সীমা রহিল না। ভীষ্ম পাণ্ডুকে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন। পাণ্ডু হস্তিনাপুরে গমন করিয়া স্ববাহুবলবিজিত ধন দ্বারা ভীষ্ম, সত্যবতী, মাতা কৌশল্যা ও বিদুরকে সন্তুষ্ট করিলেন। ইন্দ্রাণী যেমন জয়ন্তকে আলিঙ্গন করিয়া আহ্লাদিত হন, কৌশল্যা অপ্রতিমতেজাঃ পুত্র পাণ্ডুকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া ততোধিক আনন্দ লাভ করিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র মহাবীর পাণ্ডুর প্রভাবে বহুদক্ষিণ অশ্বমেধ-যজ্ঞতুল্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে মহারাজ পাণ্ডু সুরম্য হর্ম্য ও বিচিত্র শয়নীয় সমুদায় ত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয়ের সহিত বন-বিহার-বাসনায় বনে প্রস্থান করিলেন। তথায় সর্বদা মৃগয়ানুষ্ঠান করিয়া প্রিয়তমাদের সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কখন হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ববর্ত্তী উপত্যকায় ভ্রমণ করিতেন, কখন

কুন্তী ও মাদ্রীকে লইয়া পাণ্ডুর বনে প্রস্থান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিরিশৃঙ্গে সুখসঞ্চার করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন, কখন কখন বা বিশাদ-শালবনে অবস্থিতি করিতেন। বনবাসিগণ পত্নীদ্বয়-সমবেত খড়্গপাণি ধনুর্বাণধারী বিচিত্র কবচযুক্ত অস্ত্রকোবিদ পাণ্ডুকে দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিত। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত ধৃতরাষ্ট্র-প্রেরিত ভৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিত। এইরূপে মহারাজ পাণ্ডু সহধর্ম্মিণীদ্বয়-সমভিব্যাহারে পরম সুখে কানন মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম মহীপতি দেবকের রূপযৌবনসম্পন্না তনয়াকে আনাইয়া বিদুরের সহিত বিবাহ দিলেন। তাঁহার গর্ভে বিদুরের বিনয়ী গুণবান্ শাস্ত্রজ্ঞ পুত্রসকল জন্মগ্রহণ করিল। একদা মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন

বিদুরের বিবাহ

ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে উপস্থিত হইলে গান্ধারী পরম সমাদরে তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। মহর্ষি শুশ্রূষায় সম্প্রীত হইয়া গান্ধারীকে বরদান করিতে চাহিলে, গান্ধারী বলিলেন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, যেন আমার গর্ভে আমার ভর্ত্তার সম গুণশালী শতপুত্র জন্মে। ব্যাস "তথাস্তু" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে গান্ধারী গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার গর্ভধারণের পর দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি তিনি সন্তান প্রসব করিলেন না। একদিন গান্ধারী শুনিলেন যে, কুন্তীর বালসূর্য্য-সমপ্রভ এক পুত্র জন্মিয়াছে। তাহা শুনিয়া তিনি ঈর্ষান্বিতা হইয়া পতির অজ্ঞাতে আপনার গর্ভপাত করিলেন।

গান্ধারীকে ব্যাস-দেবের শতপুত্র লাভের বরদান

ঐ গর্ভে অসম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দ্বিবর্ষসম্ভূতা কঠিন মাংসপেশী জন্মিল। গান্ধারী সাতিশয় বিষণ্ণা হইয়া সেই মাংসপেশী পরিত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ ব্যাসদেব তথায় উপস্থিত হইয়া সেই মাংসপেশী দেখিয়া গান্ধারীকে বলিলেন, বৎসে, এ কি করিয়াছ। গান্ধারী ব্যাসদেবের নিকট সরলভাবে সমস্ত ব্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করায় এবং ব্যাসদেব যে তাঁহাকে বর দিয়াছেন তিনি শতপুত্রের জননী হইবেন ব্যাসদেবের এই কথা স্মরণ করিয়া দেওয়ায় ব্যাসদেব গান্ধারীকে বলিলেন, আমার কথা কদাচ মিথ্যা হইবে না, এই মাংসপেশী হইতেই তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে। এখন তোমার কর্ত্তব্য, এই মাংসপেশী সাবধানে রক্ষা করিবে, ইহা হইতে তোমার শতপুত্র জন্মিবে। তুমি কোন গুপ্ত স্থানে ঘৃতপূর্ণ শতসংখ্যক কুম্ভ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে রাখিয়া এই মাংসপেশীর উপর জলসেচন কর। গান্ধারী ব্যাসদেবের আদেশানুসারে তাহাই করিতে লাগিলেন। জলসেকের পর কিয়ৎক্ষণ মধ্যে মাংসপেশী একাধিক শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া গেল। উহার এক এক খণ্ড অঙ্গুষ্ঠপর্ব্বপরিমিত হইল। অনন্তর গান্ধারী সেই সকল খণ্ড পূর্ব্বপ্রস্তুত কুম্ভ সকলের মধ্যে গূঢ়রূপে স্থাপিত করিয়া অতি সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ ব্যাসদেব গান্ধারীকে বলিলেন, হে সৌবলেয়ি, আর দুই বৎসরের পর এই সকল কুম্ভ উদ্ঘাটন করিবে। ইহা বলিয়া মহর্ষি তপস্যা করিবার নিমিত্ত হিমাচলে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর দুই বৎসর অতীত হইলে, প্রথমতঃ দুর্য্যোধন জন্মিল, ঐ দিবসেই মহাবল ভীমসেনের জন্ম হয়। যুধিষ্ঠির জন্মানুসারে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠ হইলেন। দুর্য্যোধন জাতমাত্র গর্দ্দভের ন্যায় কর্কশধ্বনি করিতে লাগিল। গর্দ্দভ, গৃধ্র, গোমায়ু, বায়স প্রভৃতি অমঙ্গলসূচক জন্তুগণ সেই ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভয়ানক স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। সেই সময়ে বায়ু প্রবলবেগে বহিতে লাগিল, দিগ্‌দাহ আরম্ভ হইল, ফলতঃ তৎকালে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক ঘটনা উপস্থিত হইল।

দুর্য্যোধনের জন্ম ও তৎকালে নানাবিধ অমঙ্গলসূচক লক্ষণ

রাজা ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের জন্মকালে ঐ সকল অমঙ্গলসূচক ঘটনা দেখিয়া সাতিশয় ভীত ও ব্যাকুল হইয়া বিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ, ভীষ্ম, বিদুর ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজপুত্র যুধিষ্ঠির সর্ব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যেষ্ঠ ও গুণবান্ অতএব এ রাজ্য তিনিই পাইবেন, সে বিষয়ে আমার কিছুই বক্তব্য নাই। এক্ষণে এই জিজ্ঞাস্য যে, আমার এই জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের পর রাজ্যাধিকারী হইবে কিনা? এবিষয়ে আপনাদের অভিমত কি?

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য শেষ হইবামাত্র ভয়ঙ্কর ক্রব্যাদগণ ডাকিতে আরম্ভ করিল, অমঙ্গলসূচক শিবাগণ কর্কশ ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণগণ ও ধীমান্ বিদুর সেই সমস্ত দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, রাজন্, দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্র যখন এই সমস্ত দুর্নিমিত্ত উপস্থিত হইল তাহা হইতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে এই দুর্য্যোধন হইতে কুরুকুলের, ধ্বংস হইবে। আমাদের মতে ইহাকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য, ইহাকে রাখিলে মহান অনর্থ ঘটিবে। রাজন্, যদি বংশরক্ষা করিবার বাসনা থাকে, তবে ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর একোনশত পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন করুন। ইহাকে ত্যাগ করিলে আপনার বংশের ও জগতের মঙ্গল করা হয়। এ বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা বলিয়া গিয়াছেন,—"যদি একজনকে ত্যাগ করিলে কুল-রক্ষা হয়, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য; যদি কুল পরিত্যাগ করিলে গ্রাম রক্ষা হয়, তাহা অবশ্য করিবে; গ্রাম পরিত্যাগ দ্বারা যদি জনপদ রক্ষা হয়, তাহা করা উচিত; এবং সমস্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেও যদি আত্মরক্ষা হয় তাহাও বিধেয়। সকলেই ধৃতরাষ্ট্রকে এই সদুপদেশ দিলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্র-স্নেহবশতঃ তাঁহাদের কথা মানিলেন না। দুর্য্যোধনের জন্মের কিয়দ্দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের অপর উনশত পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। এক মাসের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্র ও এক কন্যা জন্মিল। কিছুদিন এক বৈশ্যা নারী ধৃতরাষ্ট্রের পরিচর্য্যা করিয়াছিল,

দুর্য্যোধন হইতে কুলনাশ হইবে এজন্য দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিতে ধৃতরাষ্ট্রকে ব্রাহ্মণ ও বিদুরের উপদেশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই সময়ে তাহার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের আর একটি পুত্র জন্মে, তাহার নাম যুযুৎসু।

যখন মহাতপাঃ ভগবান্ ব্যাস শীতল জল-সেচন দ্বারা সেই মাংসপেশী এক এক ভাগ করিলেন, ধাত্রী সেই সকল ভাগ লইয়া একে একে এক ঘৃতকুণ্ডে রাখিতে লাগিল। সেই সময়ে গান্ধারী মনে মনে চিন্তা করিলেন, মহর্ষির বাক্য কখনই মিথ্যা হইবার নহে, অবশ্যই আমার একশত পুত্র হইবে। কিন্তু যদি আমার একটী কন্যা জন্মিত, তাহা হইলে পরম পরিতোষের বিষয় হইত, আমার পতি দৌহিত্রজনিত

ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা দুঃশলার জন্ম

লোকপ্রাপ্ত হইতেন, আমিও পুত্র দৌহিত্র লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কৃতকৃত্যা হইতাম। আমি যদি কখন তপস্যা, দান, হোম বা গুরুজন-সেবা করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই পুণ্যফলে যেন আমার এক কন্যা হয়। গান্ধারী এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে মহর্ষি ব্যাস তাঁহার আন্তরিক ভাব বুঝিয়া সেই সকল ভাগ গণনা করিয়া দেখিলেন, শতাপেক্ষায় একভাগ অধিক হইয়াছে। তখন তিনি গান্ধারীকে বলিলেন, বৎসে, এই শতভাগ তোমার শতপুত্ররূপে পরিণত হইবে; আর এই যে একভাগ অবশিষ্ট রহিল, ইহাতে তুমি এক কন্যাও উৎপন্ন দেখিবে এবং তাহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে তদ্দ্বারা তোমাদের দৌহিত্রজনিত লোক-প্রাপ্তি হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি আর এক ঘৃতপূর্ণ কুম্ভ আনাইয়া তন্মধ্যে সেই কন্যাভাগ রক্ষা করিলেন। এই কন্যা যথাকালে উৎপন্ন হইল, কন্যাটীর নাম দুঃশলা রাখা হইল।

মহর্ষি সৌতি শৌনককে বলিলেন, রাজা জনমেজয় তপোধন বৈশম্পায়নের মুখে ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানগণের জন্মবৃত্তান্ত শুনিয়া পাণ্ডবদিগের জন্মবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতে বৈশম্পায়নকে অনুরোধ করিলেন। বৈশম্পায়ন ইন্দ্রসম পরাক্রান্ত মহাত্মা পাণ্ডবগণের দেব-অংশে জন্মবৃত্তান্তের বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশম্পায়ন বলিলেন, মহারাজ, শ্রবণ করুন।

একদা মৃগয়াবিহারী মহীপাল পাণ্ডু মৃগব্যালসেবিত মহারণ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক মৃগযূথপতি একটী মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে আসক্ত আছে। মৃগ ও মৃগীকে তদবস্থ দেখিয়াও তাহাদের উপর বাণ নিক্ষেপ করিলেন। মহারাজ, ঐ মৃগ প্রকৃত মৃগ নহে, মহাতেজা এক ঋষিপুত্র। ঋষিতনয় ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ ধারণ করিয়া সুখে ক্রীড়া করিতেছিলেন। পাণ্ডুর শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হইলেন এবং আর্ত্তনাদ-সহকারে নানা বিলাপ করিয়া পাণ্ডুকে বলিলেন, "মহারাজ, যাহারা নিতান্ত কামক্রোধ-পরতন্ত্র, অত্যন্ত নির্ব্বোধ ও একান্ত পাপাসক্ত তাহারাও ঈদৃশ বিষম নৃশংসাচরণে পরাঙ্মুখ হয়; তুমি পরম ধার্ম্মিকদিগের অকলঙ্ক-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই দুষ্কর্ম করিলে! রাজন্, শাস্ত্রীয়া বুদ্ধি দৈবকে অতিক্রম করে না, পরন্তু দৈবই প্রজ্ঞাকে অতিক্রম করে অর্থাৎ দৈবের অধীন বুদ্ধি; দৈব বুদ্ধির অধীন নহে। অতএব বিধিবিরুদ্ধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা ভবাদৃশ প্রাজ্ঞলোকের কর্ত্তব্য নহে।" পাণ্ডু বলিলেন, "রাজাদিগের শত্রুবধ যেমন কর্ত্তব্য, মৃগবধও সেইরূপ কর্ত্তব্য; প্রচ্ছন্ন হউক বা প্রকাশ্যই হউক মৃগ পাইলেই বধ করিবে। দেখ, মহর্ষি অগস্ত্য যজ্ঞানুষ্ঠান জন্য মৃগয়া করিয়াছিলেন। মৃগবসা দ্বারা তাঁহার হোমকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়াছিল।" মৃগ বলিল, "রাজন্ যাহা বলিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু ব্যসনসময়ে শত্রুর উপর শর নিক্ষেপ করা প্রাজ্ঞ লোকের কর্ত্তব্য নহে, ন্যায়যুদ্ধেই শত্রুবধ করিবার বিধি আছে।" পাণ্ডু বলিলেন, "মত্ত, ভীত, পলায়িত শত্রুকে বধ করাই অবিধেয় কিন্তু ভবাদৃশ মৃগ বধ করা কোন ক্রমেই অবিধেয় নহে।" মৃগ বলিল, "মহারাজ তুমি আমাকে যে মৃগভ্রমে বধ করিয়াছ, তাহাতে তোমাকে দোষ দিতে কদাচ

পাণ্ডুর মৃগয়ার্থ বনগমন ও পাণ্ডুর প্রতি ঋষির অভিশাপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি না, কিন্তু আমার বিহারকালে বধ করা দূষণীয় হইয়াছে। তুমি অনিন্দ্যকর্ম্মা কৌরবদিগের নির্ম্মল কুলে জন্মিয়াছ, তোমার এরূপ নৃশংস লোকবিগর্হিত, অস্বর্গ্য, অযশস্কর কর্ম্ম করা কোন ক্রমেই উচিত হয় নাই। তুমি শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ ও রতিকোবিদ, তোমার এরূপ দুষ্কর্ম্ম করা অত্যন্ত অনুচিত হইয়াছে। হে পার্থিবেন্দ্র, নৃশংসাচারী পাপপরায়ণ দুরাচারগণের দণ্ডবিধান করা তোমার কর্ত্তব্য, তাহা না করিয়া এই অসদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বয়ংই দণ্ডার্হ হইলে। হে নরনাথ, আমি ফলমূলাহারী বনবাসী নিরপরাধ মুনি, মৃগবেশ ধারণ করিয়া বিহার করিতেছিলাম, আমাকে হত্যা করিয়া তুমি কি দুষ্কর্ম করিলে। হে রাজন্, তুমি যেমন ভার্য্যার সহিত আমার একত্রাবস্থানকালে আমাকে বধ করিলে, আমিও শাপ দিতেছি, তোমারও ঈদৃশ অবস্থায় মৃত্যু হইবে। আমি তপোনিরত মুনি, আমার নাম কিন্দম, আমি লোক-লজ্জাভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক গহনবনে আসিয়া এই মৃগীর সহিত বিহার করিতেছিলাম, তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পার নাই, মৃগভ্রমেই আমার উপর শর নিক্ষেপ করিয়াছ, এজন্য তোমার ব্রহ্মহত্যার পাপ হইবে না, কিন্তু বিহার-সময়ে আমাকে বধ করাতে তোমার যে পাপ হইয়াছে, তাহার ফল অবশ্যই তোমার ভোগ করিতে হইবে তোমারও আমার মত এইরূপ মৃত্যু হইবে, যে পত্নীর সহিত তুমি সঙ্গত থাকিবে সেই পত্নীও ভক্তিভাবে তোমার সহগামিনী হইবেন। মৃত্যু-সময়ে তোমারও আমার মত এতাদৃশ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে।"

হে কুরুবংশাবতংস জনমেজয়, মৃগরূপধারী মুনি পাণ্ডুকে এই প্রকার শাপ প্রদান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। নরপতি পাণ্ডু ঐ ব্যাপারে সাতিশয় ব্যথিত ও চিন্তিত হইলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, হে মহারাজ, পাণ্ডু স্বীয় বান্ধবের ন্যায় সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৃগরূপী তপোধনকে পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণচিত্তে ভার্য্যার সহিত নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হইল যে যথেচ্ছাচারী দুরাত্মারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও আপন কর্ম্মদোষে অশেষ দুর্গতি ভোগ করে। শুনিয়াছি, আমার পিতা পরম ধর্ম্মাত্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিতান্ত অজিতেন্দ্রিয়তা-বশতঃ অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। সংযতবাক্ ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের প্রসাদে সেই অসংযতেন্দ্রিয় নরপতির ক্ষেত্রে আমার জন্ম হইয়াছে। হায়, সেই মহাত্মার পুত্র হইয়াও দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ অতিগর্হিত মৃগয়া-ব্যসনে আসক্ত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছি। এক্ষণে আমার জনক-ব্যাসোপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যাবৃত্তির অনুবর্ত্তী হইয়া মোক্ষধর্ম্ম আচরণ করিব। কারণ পুত্রৈষণাদি সংসার-বন্ধন অপেক্ষা ক্লেশকর আর কিছুই নাই। আমি অদ্যাবধি কঠোর তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। ভার্য্যা ও অন্যান্য বান্ধব-গণকে ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া একাকী আশ্রমে আশ্রমে পরিভ্রমণ করিব। কি শোক, কি হর্ষ কিছুরই অধীন হইব না। নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য জ্ঞান করিব। কাহারও আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার গ্রহণেচ্ছু হইব না। কাহাকেও উপহাস বা ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিব না। সর্ব্বদা প্রসন্নবদন ও সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিব। সকল প্রাণীকে আপনার সন্তানের ন্যায় দেখিব। জীবনধারণের নিমিত্ত বৃক্ষ সকলের নিকট ভিক্ষা চাহিব। যদি সেখানে ফল লাভ না হয়, এক কালে পাঁচজন গৃহস্থের বাটীতে ঊর্দ্ধসংখ্যা দশজনের গৃহে ভিক্ষা করিব। অধিক লাভের আশায় দশ গৃহের অধিক স্থলে ভিক্ষা করিব না। ভিক্ষা না পাইলে, সে দিন উপবাস করিয়া থাকিব। ক্ষতি ও লাভ সমান জ্ঞান করিব। কি মঙ্গল কি অমঙ্গল কিছুই চিন্তা করিব না। ফলতঃ আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থা যেরূপ তাহাতে এক্ষণে আমার

পাণ্ডুর সংসারে বৈরাগ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই স্থির নিশ্চয় যে, অতি অকিঞ্চিৎকর অচিরস্থায়ী বিষয়ভোগ-সুখে এক কালে জলাঞ্জলি দিয় মুক্তি-পথ অবলম্বন ও মানসিক ভূমানন্দ অনুভব করিয়া চরমে মুক্তিলাভ করিব।

পাণ্ডু সাতিশয় বিষণ্ণচিত্তে এই প্রকার বিলাপ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রীকে বলিলেন, তোমরা হস্তিনাপুরে যাইয়া আমার সমস্ত বন্ধুবান্ধব-গণ, রাজপুরোহিতগণ, সোমপায়ী শংসিতব্রত মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাবর্গকে অনুনয় করিয়া এ কথা বলিবে যে, পাণ্ডু রাজ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর গৃহে আসিবেন না। স্বামীর বনবাসে একান্ত অভিলাষ জানিয়া কুন্তী ও মাদ্রী সবিনয়ে বলিলেন, মহারাজ, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত অন্যান্য অনেক আশ্রম আছে, যাহাতে সস্ত্রীক হইয়াও ধর্ম্মাচরণ করিতে পারা যায়; আপনি তাহার মধ্যে কোন আশ্রম আশ্রয় করিয়া আমাদিগের সহিত তপস্যা করুন। আমরাও আপনার সহিত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভোগাভিলাষে জলাঞ্জলি দিয়া ভর্তৃলোকলাভের আশায় কঠোর তপস্যা করিব। আর যদি আপনি তাহা না করিয়া নিতান্তই আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে অদ্যই আমরা প্রাণত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই।

পাণ্ডু বলিলেন, যদি আমার সঙ্গে বাস করিয়া তপস্যা করিতে তোমাদের নিতান্তই বাসনা হইয়া থাকে, তবে অদ্যাবধি গ্রাম্য সুখ-পরিত্যাগ, বল্কল-ধারণ, ফলমূল-ভক্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় হোম ও স্নান, পরিমিতাহার, চীর, চর্ম্ম ও জটাধারণ, শীত-বাতপ-ক্লেশ সহ্য, ক্ষুৎপিপাসায় অনবধান, ইন্দ্রিয় সংযমন এবং বন্য ফল জল ও মন্ত্র দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া দুশ্চর তপোনুষ্ঠান দ্বারা শরীর শুষ্ক করিতে থাক। কি বানপ্রস্থগণ, কি আত্মীয় বান্ধবগণ, কি অন্যান্য গ্রামবাসিগণ কাহারও সহিত সাক্ষাৎকার বা কাহারও অপ্রিয়াচরণ করিবে না; এইরূপে বানপ্রস্থদিগের কঠোর ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক যাবজ্জীবন কালযাপন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ পাণ্ডু ভার্য্যাদ্বয়কে এই কথা বলিয়া চূড়ামনি, নিষ্ক, অঙ্গদ, কুণ্ডল, মহামূল্য বসন ও স্ত্রীজাতির আভরণ প্রভৃতি সমুদায় দ্রব্য বিপ্রদিগকে দান করিয়া বলিলেন, আপনারা হস্তিনাপুরে গমন করিয়া বলিবেন যে, পাণ্ডু বনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছেন, আর তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবেন না। তাঁহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজা পাণ্ডু কুন্তী ও মাদ্রীকে লইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। অনুচর ও পারচারকগণ তাঁহার করুণ বাক্য শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিতে লাগিল। পরে তৎপ্রদত্ত সমস্ত ধন লইয়া সাশ্রুনেত্রে হস্তিনাপুরে যাইয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বর্ণনা করিল, এবং তদ্দত্ত সমস্ত সম্পত্তি সমর্পণ করিল। ধৃতরাষ্ট্র তাহাদের মুখে পাণ্ডুর বনবাস বৃত্তান্ত শুনিয়া বিষণ্ণ হইয়া আহার, বিহার, শয়ন প্রভৃতি সমুদায় সুখ ত্যাগ করিয়া দিন রাত্রি কেবল চিন্তাসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

পাণ্ডুর ধনরত্নাদি ব্রাহ্মণদিগকে দান ও পত্নীদ্বয়ের নির্বন্ধাতিশয়ে তাহাদিগের সহিত তপস্যার্থ প্রব্রজ্যা-গ্রহণ।

এদিকে মহীপতি পাণ্ডু কেবল বন্য ফলমূলাহারী হইয়া কোনপ্রকারে জীবনধারণ করিয়া কুন্তী ও মাদ্রীর সহিত নাগশত নামা পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তৎপরে নাগশত হইতে চৈত্ররথ, সে স্থান হইতে কালকূট, তথা হইতে হিমালয় ও হিমালয় হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিলেন। রাজা পাণ্ডু, মহাভূত, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ কর্তৃক রক্ষিত হইয়া সমবিষম স্থলে বাসকরত একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি গন্ধমাদন হইতে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে ও তথা হইতে হংসকূটে গমন করিলেন। পরে হংসকূট অতিক্রম করিয়া শতশৃঙ্গে গমন করত তথায় অনন্যমনা হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন।

সস্ত্রীক পাণ্ডুর শতশৃঙ্গে সিদ্ধচারণগণের সহিত অবস্থান

এই শতশৃঙ্গে তিনি সিদ্ধচারণগণের প্রিয়পাত্র ও তপোবলে সশরীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বর্গে গমন করিতে সমর্থ হইলেন, শতশৃঙ্গবাসী সিদ্ধচারণগণ, কেহ তাঁহাকে পরম সুহৃৎ, কেহ বা সোদর ভ্রাতা, কেহ বা পুত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডু সেখানে বহুকাল তপশ্চরণ করিয়া সমস্ত পাপ-মুক্ত হইলেন এবং মহাপ্রভাবশালী ব্রহ্মর্ষির তুল্য হইয়া উঠিলেন।

একদা শতশৃঙ্গবাসী শংসিতব্রত মহর্ষিগণ একত্র হইয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মলোকে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে পাণ্ডু তাঁহাদিগকে বলিলেন, মহাশয়েরা কোথা যাইতেছেন? মহর্ষিগণ বলিলেন, অদ্য অমাবস্যা, ব্রহ্মলোকে দেবগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণের মহান্ সমবায় হইবে, আমরা সর্ব্বলোক-পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মাকে দেখিতে সেখানে যাইতেছি। পাণ্ডু ও তাঁহাদিগের সহিত যাইবার জন্য সাতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া পত্নীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহাদিগের সহিত উত্তরমুখে যাইতে লাগিলেন।

মহর্ষিগণ পাণ্ডুকে দেবলোকে গমনোন্মুখ দেখিয়া বলিলেন, হে মহাত্মন্, আমরা এই পর্ব্বতের উপর্যুপরি ক্রমিক উত্তরমুখে গমন করিয়া দেখিয়াছি,

মহর্ষিগণের সহিত ব্রহ্মলোকে পাণ্ডুর গমনোদ্যোগ

ইহার কোন কোন স্থানে অনেকানেক দুর্গ ও দেশ সকল শোভা পাইতেছে। কোন কোন স্থলে দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগের বিহারভূমি আছে, কোথাও বহু শত শত বিমান সংস্থাপিত রহিয়াছে; কোন কোন স্থলে সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গায়কগণ নিরন্তর বীণা, সপ্তস্বরা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর যন্ত্রসকল সংবাদনপূর্ব্বক গান করিতেছেন; কোথাও কুবেরোদ্যান, কোথাও মহানদী, কোথাও বা গিরিগহ্বর সকল বিরাজমান রহিয়াছে। কোন কোন স্থান এমন আছে যেখানে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা প্রভৃতি কিছুই নাই। হে ভরতকুলপ্রদীপ, এই সকল ভয়ানক প্রদেশে অন্যান্য জন্তুর কথা দূরে থাকুক, পক্ষীও যাইতে পারে না। কেবল বায়ু ও সিদ্ধ মহর্ষিগণই গমনাগমন করেন; এই সুকুমারাঙ্গী দুঃখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনভ্যস্তা রাজপুত্রীরা কি প্রকারে এই দুর্গম পর্ব্বত অতিক্রম করিবেন? হে মহাত্মন্, নিবৃত্ত হও, আমাদের সহিত গমন করিও না।

পাণ্ডু মহর্ষিগণের কথা শুনিয়া তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, হে মহাভাগগণ, অপত্যবিহীন লোকের স্বর্গে অধিকার নাই; আমি অনপত্য, পিতৃলোকের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি নাই, এ নিমিত্ত আমার মন সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে। আমার জীবন বিড়ম্বনামাত্র। মনুষ্য জন্মিবামাত্র দেবঋণ, ঋষিগণ, পিতৃঋণ ও মনুজঋণ এই চারিপ্রকার ঋণে ঋণী হয়। এই সমস্ত ঋণ যথাকালে পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, বেদাধ্যয়ন ও তপস্যা দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, পুত্রোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ তর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ হইতে এবং অনৃশংসাচরণ দ্বারা মনুজঋণ হইতে বিনির্মুক্তি হয়। যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে অসম্মত হয়, তাহার সদ্গতি লাভ হয় না। হে তাপসগণ, আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ ও মনুজঋণ পরিশোধ করিয়াছি, কিন্তু পিতৃঋণ হইতে এখনও মুক্ত হইতে পারি নাই; অতএব জিজ্ঞাসা করি, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যেরূপ আমার পিতার ক্ষেত্রে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, সেইরূপে আমার ক্ষেত্রে কি অপত্য-উৎপাদনের কোন উপায় আছে? তাপসগণ বলিলেন, হে ধর্ম্মাত্মন্, আমরা দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতেছি, তোমার দেবতুল্য পরম সুন্দর পুত্র হইবে। তুমি পুত্রলাভার্থ প্রযত্ন কর, অবশ্যই তোমার ক্ষেত্রে অশেষ-গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে।

মহর্ষিগণের পরামর্শানুসারে পাণ্ডুর ব্রহ্মলোকে গমন হইতে বিরতি।

পাণ্ডু তাপসগণের কথা শুনিয়া অপত্যোৎপাদন-শক্তির বিনাশকর মৃগশাপ স্মরণ করিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন। অনন্তর যশস্বিনী ধর্ম্ম-পত্নী কুন্তীকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন, হে কুন্তি, তুমি এই আপৎকালে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বংশরক্ষার্থ পুত্রোৎপাদন বিষয়ে পাণ্ডুর যত্ন ও শরদণ্ডায়ন ঋষির পত্নীকে অপত্যোৎপাদনে নিয়োগ-কথা।

অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। ধর্ম্মবাদী পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, অপত্য বংশের প্রতিষ্ঠা; কি দান, কি তপঃ, কি বিনয়, অনপত্য ব্যক্তির কিছুই সফল হয় না। আমি নিঃসন্তান, আমার শুভলোক পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। হে প্রিয়তমে, তুমি আমার প্রতি মৃগশাপের কথা জ্ঞাত আছ, সুতরাং উপায়ান্তর দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্ন করিতে হইবে। হে পৃথে, ধর্মশাস্ত্রে আপৎকল্পে বংশরক্ষার্থ ঔরস পুত্রাভাবে আরও কয়েক প্রকার বৈধপুত্রের ব্যবস্থা ভগবান্ মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রণীত পুত্রই শ্রেষ্ঠ ও ধর্মফলপ্রদ। হে কুন্তি, আমি মৃগশাপে স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্য-জাতি বা অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা দিতেছি। দেখ, পুরাকালে শরদণ্ডায়ন ঋষি স্বীয় পত্নীকে পুত্রোৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী শারদণ্ডায়নী স্নান করিয়া বিচিত্র পুষ্পমাল্য-ধারণপূর্ব্বক রজনীতে চতুষ্পথে উপস্থিত হইলেন। সেখানে এক সিদ্ধ দ্বিজবরকে বরণপূর্ব্বক অগ্নিতে পুংসবন-হোম সম্পাদন করিলেন। হোমক্রিয়া সমাপ্ত হইলে ঐ বৃত ব্রাহ্মণ দ্বারা দুর্জয়াদি মহাবল পরাক্রান্ত তিনটী পুত্র উৎপাদন করিয়া লইলেন। হে কল্যাণি, তুমিও আমার নিয়োগানুসারে তপঃস্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে শীঘ্র অপত্যোৎপাদন করিতে যত্নবতী হও।

কুরুকুলপতি পাণ্ডুর এই উপদেশ বাক্যে পতিপ্রাণা কুন্তী নিতান্ত ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন, হে ধর্মাত্মন্! আমি তোমার ধর্মপত্নী, বিশেষতঃ তোমাতেই অনুরক্ত। অতএব আমাকে এরূপ অনুমতি করা তোমার অতীব অসঙ্গত ও অনুচিত হইতেছে। আমি তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কদাচ মনেও করি না, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নর পৃথিবীতে আর কে আছে? হে মহাত্মন্, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবিষয়ে একটি পৌরাণিকী কথা উল্লেখ করিতেছি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা শুনুন।

ব্যুষিতাশ্বের কথা পূর্ব্বকালে কুরুবংশীয় পরম ধার্মিক ব্যুষিতাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। মহাত্মা ব্যুষিতাশ্ব যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতা ও দেবর্ষিগণ আগমন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমরসপানে মত্ত ও ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণালাভে পরিতৃপ্ত হন। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ স্বয়ং যজ্ঞকর্ম করেন। ঐ যজ্ঞাবসানে মহারাজ ব্যুষিতাশ্ব অতীব প্রতাপশালী হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্রমে প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্য সমস্ত দেশ জয় করিয়া তত্রত্য ভূপতিগণকে আপনার বশীভূত করিলেন এবং তত্তদ্দেশাহৃত নানাবিধ ধনসম্পত্তি দ্বারা পুনর্বার এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞান্তে রাজা ব্যুষিতাশ্ব অধিকতর পরাক্রমশালী হইয়া নিজভুজবলে সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া ঔরসবৎ প্রজাপালন মহাযজ্ঞানুষ্ঠানাদি নানাবিধ ধর্মকর্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পরমরূপবতী ভদ্রা নামে কক্ষীবানের তনয়া ব্যুষিতাশ্বের মহিষী হইয়াছিলেন। তাঁহার রূপলাবণ্যগুণে রাজা পত্নীতে অত্যন্ত আসক্ত হইলেন। এমন কি মহিষীর নিকট সর্বদা অন্তঃপুরে অবস্থান হেতু রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে লাগিলেন। অত্যতিরিক্ত ইন্দ্রিয়াসক্তি-বশতঃ অল্পকাল মধ্যেই যক্ষ্মারোগাক্রান্ত হইয়া কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইলেন। রাজাকে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত দেখিয়া অপুত্রা ভার্য্যা সাতিশয় ব্যথিতা হইয়া করুণ স্বরে নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া মৃত পতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে ধর্মজ্ঞ, পতি বিনা নারীর আর গত্যন্তর নাই; বিধবার জীবন-ধারণ কেবল বিড়ম্বনা-মাত্র; মৃত্যু হইলেই সে মুক্তিপদ প্রাপ্ত হয়। হে নাথ, আমি তোমার সহগমন কামনা করি, আমি তোমা বিনা এক ক্ষণও বাঁচিতে পারিব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না; তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারিণী কর। পতি-বিহীনা হইয়া নারীর মুহূর্ত্তমাত্র মর্ত্ত্যলোকে বাস নিতান্ত ক্লেশকর। পূর্বজন্মে আমি কতই দুষ্কর্ম করিয়াছিলাম, যেজন্য এক্ষণে আমাকে তোমার অনিবার্য্য বিয়োগানলে দগ্ধ হইতে হইল। আমি অদ্যাবধি কুশসংস্তরণ-শায়িনী হইয়া তোমার মোহনমূর্ত্তি-দর্শন-মানসে অতি নিকটেই কালাতিপাত করিব। হে নরশ্রেষ্ঠ, একবার অনুগ্রহ করিয়া এই অনাথা অশরণা বিলাপকারিণী দীনাকে দেখা দাও।

ভদ্রা মৃতপতিকে আলিঙ্গন করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন, "হে সুন্দরি, বিলাপ করিও না, গাত্রোত্থান করিয়া গমন কর। হে চারুহাসিনি, আমি তোমাকে বর প্রদান করিতেছি, তুমি চতুর্দ্দশীতে বা অষ্টমীতে ঋতুস্নাতা হইয়া আমার সহিত নিজ শয্যায় শয়ান থাকিবে, তাহা হইলেই আমি স্বীয়পথে আবির্ভূত হইয়া তোমার অভীষ্ট সম্পাদন করিব।" এই অমৃতময় বচন শুনিয়া পতিব্রতা ভদ্রা কিঞ্চিৎ সুস্থা হইয়া পুত্র-কামনায় যথোক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠানে তৎপরা হইলেন। সেই শবের সংসর্গে সাতটী পুত্র প্রসব করিলেন। হে ভরতশ্রেষ্ঠ, যেমন পরলোকগত ব্যুষিতাশ্ব স্বীয় সহধর্ম্মিণীর করুণ বাক্য শুনিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া আপনার বংশ-রক্ষার্থ তাঁহার গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিয়াছিলেন, সেইরূপ তুমিও আমার গর্ভে আপনার মানস পুত্র সমুৎপন্ন করিয়া নিজবংশ ও আমার সতীত্ব রক্ষা করিতে পার।

মৃত পতির সহযোগে পত্নী ভদ্রার গর্ভে অপত্যোৎপাদন

পাণ্ডু ধর্ম্মযুক্ত বাক্যে কুন্তীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, হে কুন্তি! তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ বটে। রাজা ব্যুষিতাশ্ব দেবতুল্য মনুষ্য ছিলেন, তাঁহাতে সকলই সম্ভব। সেরূপ অসম্ভব কার্য্য মাদৃশ লোক হইতে হওয়া অসম্ভব। এ বিষয়ে ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে আমি সেই পুরাণ ধর্ম্মতত্ত্ব তোমাকে বলিতেছি, শুন। হে চারুহাসিনি, পূর্ব্বকালে মহিলাগণ অনাবৃত ছিল। তাহারা ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিতে পারিত। তাহাদিগকে কাহারও অধীনতায় কালক্ষেপ করিতে হইত না। কৌমারাবধি এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে আসক্ত হইলেও তাহাদের অধর্ম্ম হইত না। ফলতঃ ঈদৃশ ব্যবহার ধর্ম্ম বলিয়া প্রচলিত ছিল। তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন মহর্ষিগণ এই প্রামাণিক ধর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন। উত্তর কুরুতে অদ্যাপি এই ধর্ম্ম প্রচলিত রহিয়াছে। হে কুন্তি, এই অঙ্গনানুকূল নিত্যধর্ম্ম যে নিমিত্ত এই প্রদেশে রহিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বর্ণন করিতেছি, শুন।

পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। একদা তিনি পিতা মাতার নিকটে বসিয়া আছেন এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার জননীর হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন, আইস আমরা যাই। শ্বেতকেতু পিতার সমক্ষেই মাতাকে ঐ ভাবে লইয়া যাইতে দেখিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। মহর্ষি পুত্রকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন, বৎস, ক্রোধ করিও না; ইহা সনাতন ধর্ম্ম, গাভীগণের ন্যায় স্ত্রীগণ সজাতীয় বহু পুরুষে আসক্ত হইলেও উহারা অধর্ম্মলিপ্ত হয় না। শ্বেতকেতু পিতার বাক্য শুনিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না, প্রত্যুত অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া মনুষ্যমধ্যে বলপূর্ব্বক এই সুনীতি স্থাপন করিয়া দিলেন যে, অদ্যাবধি যে স্ত্রী পতিভিন্ন পুরুষান্তর সংসর্গ করিবে এবং যে পুরুষ কৌমার ব্রহ্মচারিণী বা পতিব্রতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, ইহাদের উভয়কেই ভ্রূণহত্যাসদৃশ ঘোরতর পাপপঙ্কে লিপ্ত হইতে হইবে। আর পতি পুত্রোৎপাদনার্থ নিয়োগ করিলে যে স্ত্রী তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে তাহারও ঐ পাপ হইবে। হে

উদ্দালক ও পুত্র শ্বেতকেতুর কথা ও পতিহীনা নারীর শ্বেতকেতু কর্ত্তৃক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীরু, পূর্ব্বকালে উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু এই প্রকার ধর্ম্মানপেত নিয়ম সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আরও দেখ, কল্মাষপাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী, ভর্ত্তৃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠের ঔরসে অশ্মকনামা পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। হে কমললোচনে, মহর্ষি বেদব্যাস কুরুবংশ-রক্ষার্থে আমার পিতার ক্ষেত্রে যে আমাকে উৎপাদন করিয়াছেন, তুমি তাহাও অবগত আছ। অতএব হে অনিন্দিতে, তুমি এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর। হে রাজপুত্রি, বেদবিৎ মহাত্মারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ঋতুকালে পতি-পরিত্যাগপূর্ব্বক পুরুষান্তর সংসর্গ করিলেই স্ত্রীদিগের অধর্ম্ম হয়, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারে তাহাতে তাহাদের পাপ নাই। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, পতি স্ত্রীকে যাহা আজ্ঞা করিবেন, ধর্ম্মই হউক, অধর্ম্মই হউক, নারীকে তাহা অবশ্যই প্রতিপালন করিতে হইবে। অতএব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ আমি পুত্রমুখদর্শনে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছি, কিন্তু স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে অসমর্থ; হে সুন্দরি, এজন্য আমি কৃতাঞ্জলিপুটে তোমাকে বলিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ হইতে পুত্রগণ উৎপাদন করিয়া লও, তাহা হইলে আমি পুত্রবান্‌দিগের উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারিব।

পুত্রোৎপাদন সম্বন্ধে দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক কুন্তীকে মহামন্ত্র-দান

পাণ্ডু অত্যন্ত আগ্রহসহকারে এইরূপ বুঝাইলে পতিহিতৈষিণী কুন্তী তাঁহাকে বলিলেন, হে মহারাজ, আমি বাল্যকালে পিতৃগৃহে অতিথি-সৎকারে নিযুক্ত ছিলাম এবং শংসিত ব্রত ব্রাহ্মণগণের সতত পরিচর্য্যা করিতাম। দৈবযোগে একদিন পরম ধার্ম্মিক জিতেন্দ্রিয় মহর্ষি দুর্ব্বাসা আসিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। আমি সাতিশয় যত্নসহকারে ও পরম সমাদরপূর্ব্বক তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেছিলাম। মহর্ষি আমার ভক্তি দেখিয়া বলিলেন, বৎসে, আমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমার পরিচর্য্যায় পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমাকে এক মহামন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ কর। তুমি এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যে যে দেবকে আহ্বান করিবে তিনি তৎক্ষণাৎ আসিয়া তোমার বশবর্ত্তী হইবেন। তুমিও সেই সেই দেবতার প্রসাদে পুত্রবতী হইবে। মহর্ষি এই বলিয়া আমাকে বর ও মন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন। হে নাথ, ব্রাহ্মণের বাক্য অব্যর্থ, দেখুন উক্ত মন্ত্র-প্রয়োগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, এক্ষণে আজ্ঞা করুন, মন্ত্র পাঠ করিয়া কোন্ দেবের আহ্বান করিব। হে রাজর্ষে, আমি আপনার আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছি, অনুমতি পাইলেই আপনার অভিলষিত সন্তান উৎপাদন করি।

রাজর্ষি পাণ্ডু কুন্তীবাক্য-শ্রবণে সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, সুন্দরি, দেবতাদিগের মধ্যে ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকেই আহ্বান কর। আমাদের আচরিত কর্ম্ম কোনরূপ অধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত না হয়, লোকে ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করে। ধর্ম্মদত্ত পুত্র অবশ্যই ধার্ম্মিক হইবে সন্দেহ নাই, তাহার মন কদাচ অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না। তুমি পরম সমাদরপূর্ব্বক সর্ব্বদেবাগ্রগণ্য ধর্ম্মকে আহ্বান করিয়া তাঁহা দ্বারা পুত্রোৎপাদন কর।

কুন্তী স্বামীর আদেশানুসারে মন্ত্র পাঠ করিয়া ধর্ম্মকে আহ্বান করিলেন। ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারী সেই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। যে দিবস কুন্তী ধর্ম্মকে আহ্বান করেন, ঐদিন তাঁহার সংবৎসর পূর্ণ হয়। কুন্তী বিবিধোপচারে ধর্ম্মের উদ্দেশে পূজা সাঙ্গ করিয়া মহর্ষি দুর্ব্বাসা কর্ত্তৃক প্রদত্ত মহামন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সুরশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম জ্বলদনলসন্নিভ বিমানে আরোহণ করিয়া কুন্তী-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, সুন্দরি, কিজন্য আমাকে আহ্বান করিলে? বল, তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিব? কুন্তী হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, মহাত্মন্, আপনি অনুগ্রহ করিয়া এক

পুত্রলাভার্থ কুন্তী কর্ত্তৃক দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মন্ত্রজপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান প্রদান করুন। ধর্ম্মের প্রসাদে তৎক্ষণাৎ কুন্তীর গর্ভে সর্ব্বপ্রাণি-হিতকর পরম যশস্বী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্র জন্মিবামাত্র দৈববাণী হইল, "এই যে পাণ্ডুর প্রথমজাত পুত্র, ইনি পরম ধার্ম্মিক, বিক্রমশালী, সত্যবাদী, যশস্বী ও ব্রতাচারী হইবেন এবং যুধিষ্ঠির নামে ত্রিভুবন বিশ্রুত নরপতি হইয়া ঔরসবৎ প্রজাবর্গের প্রতিপালন করিবেন।"

রাজর্ষি পাণ্ডু সেই পরম ধার্ম্মিক পুত্র লাভ করিয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে বলিলেন, প্রিয়ে, ক্ষত্রিয়কুলে বলবান্ ব্যক্তি অধিকতর প্রশংসনীয় তুমি আর একটি অমিতবলশালী পুত্রের জননী হও। কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা-প্রতিপালনার্থ মহর্ষি দুর্বাসা-প্রদত্ত মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক পবনকে আহ্বান করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত পবনদেব তৎক্ষণাৎ মৃগারোহণপূর্ব্বক কুন্তীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, কুন্তি, কি নিমিত্ত আমাকে আহ্বান করিলে? তোমাকে কি অভীষ্ট প্রদান করিতে হইবে? লজ্জাবনত-মুখী কুন্তী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, সুরোত্তম, আপনি আমাকে এক মহাবলপরাক্রান্ত মহাকায় পরদর্পবিনাশকারী পুত্র প্রদান করুন। পবনদেবের প্রাসাদে কুন্তীর গর্ভে ঐরূপ পুত্র জন্মিল। এই পুত্রের নাম ভীম; ভীম জন্মিবামাত্র "বলবীর্য্য-সম্পন্নদিগের অগ্রগণ্য মহাবীর জন্মগ্রহণ করিলেন" এই দৈববাণী হইল। ভীমের জন্মদিবসেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করেন।

মহাবীর বৃকোদরের জন্ম হইবার পর পাণ্ডু পুনর্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কি প্রকারে আমার এক সর্বলোকশ্রেষ্ঠ পুত্র জন্মিবে। শুনিয়াছি, দেবরাজ ইন্দ্র সর্বসুরশ্রেষ্ঠ ও অপ্রমেয় বলবীর্য্য-সম্পন্ন, আমি কায়মনোবাক্যে তপোনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদন করি। ইন্দ্রের বরে অবশ্যই আমার অমিতবলশালী পুত্র জন্মিবে। রাজর্ষি পাণ্ডু মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিয়া মহর্ষিগণের সহিত মন্ত্রণাপূর্ব্বক কুন্তীকে সাংবৎসরিক ব্রতানুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং আপনিও একাগ্রচিত্তে প্রাতঃকালাবধি সায়ংকাল পর্য্যন্ত একপদে দণ্ডায়মান থাকিয়া কঠোর তপশ্চরণ ও দেবরাজের আরাধনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে পাণ্ডু পুত্র-কামনায় বহুকাল কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন। দেবরাজ তদীয় তপঃ-প্রভাবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহার সমীপে আসিয়া বলিলেন, হে রাজর্ষে, আমি তোমার তপো-নিষ্ঠা দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমাকে তোমার মনোমত পুত্রবর প্রদান করিয়া যাইব, আমার অনুগ্রহে তোমার অভীষ্ট পুত্র জন্মিবে। ঐ পুত্র ত্রিলোক-বিশ্রুত সর্বভূতহিতকারী, সুহৃদ্গণের আনন্দবর্দ্ধন ও পরন্তপ হইবে। দেবরাজ ইহা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজর্ষি পাণ্ডুও অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ায় পরমপরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীকে বলিলেন, কল্যাণি, আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অমররাজ সুপ্রসন্ন হইয়া অভিলাষানুরূপ, অতিমানুষকর্ম্মা, যশস্বী, অরিন্দম, নীতিজ্ঞ, সূর্য্যসম তেজস্বী, ক্রিয়াবান্, অতীব অদ্ভুতদর্শন পুত্র-প্রদানের অঙ্গীকার করিয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই ত্রিদশাধিপতিকে মহামন্ত্র জপ করিয়া আহ্বান কর।

কুন্তী পতির আজ্ঞানুসারে মহর্ষিদত্ত মন্ত্র জপ করিয়া ইন্দ্রদেবের আহ্বান করিলেন। কুন্তীর আহ্বানে দেবরাজ তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার প্রসাদে কুন্তীর গর্ভে রাজর্ষি পাণ্ডুর প্রার্থনানুরূপ পুত্র জন্মিল; এই পুত্রের নাম অর্জ্জুন। অর্জ্জুন জন্মিবামাত্র মহাগভীর নির্ঘোষে আকাশবাণী হইল, বনবাসিগণ শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সভামণ্ডপ শব্দায়মান হইল। কুন্তী একান্তচিত্তে ছিলেন, শুনিলেন, "হে পৃথে, তোমার এই পুত্র কার্ত্তবীর্য্যোপম, শিবসম পরাক্রমশালী, ও ইন্দ্রবৎ অজয্য হইয়া চতুর্দ্দিকে যশোরাশি বিস্তার করিবেন। যেমন বিষ্ণু হইতে অদিতির প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়াছিল, অর্জ্জুন হইতে তোমারও সেইরূপ প্রীতিলাভ হইবে। অর্জ্জুন নিজ ভুজবলে কুরু, সোম, চেদি, কাশী, করূষ প্রভৃতি জনপদ বশীভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া কুরুকুলের শ্রীবৃদ্ধি করিবেন। ইঁহার বাহুবলে ভগবান্ হুতাশন খাণ্ডব-বনে সর্বভূতের মেদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইবেন এই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর প্রাচ্য মহীপালদিগকে জয় করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত অশ্বমেধযজ্ঞত্রয়ের অনুষ্ঠান করিবেন। হে পৃথে, তোমার এই পুত্র পরশুরামসম তেজস্বী, বিষ্ণুতুল্য পরাক্রান্ত, বলশালীদিগের অগ্রগণ্য ও মহাযশস্বী হইবেন। ইনি সংগ্রামে দেবাদিদেব মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত নামে মহাস্ত্র প্রাপ্ত হইবেন। দেবরাজ ইন্দ্রের অজ্ঞানুসারে ইনি দেবগণের পরম শত্রু নিবাতকবচ-নামক দৈত্য সকলকে বিনাশ করিবেন। ইনি সমস্ত দিব্যাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বিনষ্ট রাজ্যের প্রত্যুদ্ধার করিবেন।"

এই দৈববাণী শুনিয়া কুন্তী পরম আহ্লাদিতা ও সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। শতশৃঙ্গ-নিবাসী তপস্বিগণের ও ইন্দ্রাদি অমর নিকরের আনন্দের আর সীমা রহিল না। পুষ্পবৃষ্টি পতিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল আচ্ছাদিত ও সুবাসিত হইল। আকাশে দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। সমস্ত দেবগণ একত্র হইয়া অর্জ্জুনকে স্তব করিতে লাগিলেন। মরীচ্যাদি মহর্ষিমণ্ডল, দক্ষপ্রজাপতি, কশ্যপ, ভরদ্বাজ, গৌতম, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি সাহ্লাদে সেখানে উপস্থিত হইলেন; ইন্দ্রাদি দ্বাদশ আদিত্য, মৃগব্যাধ্যাদি একাদশ রুদ্র অর্জ্জুনের মহিমার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন; অশ্বিনীকুমার, অষ্টবসু, মহাবল মরুদ্গণ, বিশ্বদেবগণ ও সাধ্যগণ অর্জ্জুনের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন; গীত-মাধুর্য্য-সম্পন্ন হাহা, হুহু প্রভৃতি দিব্য মাল্যাম্বরধারী গন্ধর্বগণের সহিত গন্ধর্বপ্রবর তুম্বুরু আসিয়া অর্জ্জুনসমীপে সুমধুরস্বরে গান করিতে লাগিলেন; তিলোত্তমা মেনকাদি-প্রমুখ অপ্সরোগণ আনন্দে নৃত্য গীত আরম্ভ করিলেন; বাসুকি-আদি কদ্রুপুত্র ভুজঙ্গমগণ, গরুড়াদি বিনতানন্দন বিহঙ্গমগণ উপস্থিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বিমান ও গিরিশৃঙ্গের অগ্রগত ঐ সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমভ্যাগত দেববৃন্দকে কেবল তপোবলসম্পন্ন সিদ্ধ মহর্ষিগণই দেখিতে পাইলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং তদবধি পাণ্ডবগণের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনের জন্ম হইলে পাণ্ডু অপর এক পুত্রের কামনায় কুন্তীর নিকট প্রার্থনা করিলেন। কুন্তী বলিলেন, নাথ, আমি সবিশেষ অনুনয় করিয়া বলিতেছি, আর আমাকে পুরুষান্তর সংসর্গের অনুরোধ করিবেন না। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, আপৎকাল উপস্থিত হইলে বংশরক্ষার্থ স্ত্রীলোক তিনবার পর্য্যন্ত পর-পুরুষের সংসর্গে পুত্রোৎপাদন করিতে পারে, তিনবারের অধিক কোন ক্রমেই পুরুষান্তর সংসর্গ করিতে পারে না। এই নিয়মের একটি বার ব্যতিক্রম করিলে তাহাকে স্বৈরিণী, দুই বার ও ততোধিক বার ব্যতিক্রম করিলে সে বারনারীপদ-বাচ্য হয়। অতএব হে বিদ্বন্, তুমি ধর্ম্মজ্ঞ হইয়াও কিজন্য উদ্‌ভ্রান্তচিত্তের ন্যায় আমাকে পুনর্বার অপত্যোৎপাদনের অনুমতি করিতেছ ?

কুন্তী-পুত্রগণের ও ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের জন্ম হইলে কুন্তীর সপত্নী মাদ্রী পাণ্ডুকে বলিলেন, নাথ, দুর্ভাগ্যক্রমে আপনি ঋষিশাপে সন্তানোৎপাদনে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আমার কোন সন্তাপ নাই, কুন্তী অপেক্ষা কনিষ্ঠ হওয়ায় তাহাতেও আমার পরিতাপ নাই, কিংবা গান্ধারী শত পুত্রের মাতা হইয়াছেন বলিয়া আমার এক মুহূর্ত্তের জন্য ঈর্ষ্যা হয় না। কিন্তু হে মহারাজ, আমার অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, কুন্তী ও আমি দুইজনই আপনার সহধর্ম্মিণী উভয়েই তুল্য, কিন্তু কুন্তী পুত্রবতী হইলেন, আমি পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে বঞ্চিত রহিলাম। হে রাজন্, যদি কুন্তী আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলেই আমার পুত্র হয়, আর আপনারও অধিক অপত্যলাভ দ্বারা মহৎ উপকার জন্মে। কিন্তু কুন্তী আমার সপত্নী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি কোন ক্রমেই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিব না। তবে যদি আপনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহা হইলেই আমি চরিতার্থ হইতে পারি। রাজর্ষি পাণ্ডু বলিলেন, প্রিয়ে, উত্তম বলিয়াছ, ইহা আমার নিতান্ত অভিলষিত; অবশ্যই আমি তোমার অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য কুন্তীকে এ বিষয়ে অনুরোধ করিব।

পাণ্ডু মাদ্রীকে এই কথা বলিয়া কুন্তীকে নির্জনে বলিলেন, প্রিয়ে, তুমি আমার বংশবৃদ্ধির জন্য, আমার ও পূর্বপুরুষগণের পিণ্ডরক্ষার জন্য, পতির ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত এবং আপনার যশো-বর্দ্ধনের নিমিত্ত, একবার মাদ্রীর প্রতি অনুকম্পা করিয়া উহাকে পুত্রবতী কর। হে পৃথে, পুত্রদান দ্বারা মাদ্রীকে পরিত্রাণ কর, ইহাতে তোমার যশোবৃদ্ধি হইবে। কুন্তী রাজর্ষিপাণ্ডুর কথা শুনিয়া মাদ্রীকে বলিলেন, তুমি কোন দেবতাকে আহ্বান কর, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যে তোমার অনুরূপ পুত্রলাভ হইবে, সন্দেহ নাই।

মাদ্রী কুন্তীর আদেশে মনে মনে বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমারকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারের প্রসাদে তৎক্ষণাৎ মাদ্রীর গর্ভে যমজ পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ পুত্রদ্বয়ের নাম নকুল ও সহদেব। তাঁহারা ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র দৈববাণী হইল, "হে কুমারদ্বয়, তোমরা অশ্বিনীকুমার অপেক্ষা সমধিক সত্ত্বসম্পন্ন, রূপবান্, গুণবান্ ও তেজস্বী হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর।" শতশৃঙ্গবাসী মহর্ষিগণ যথাবিধি আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রীত মনে তাঁহাদের নাম করণ করিলেন।

কুন্তীর পুত্রত্রয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম যুধিষ্ঠির, মধ্যমের নাম ভীম, কনিষ্ঠের নাম অর্জ্জুন হইল। মাদ্রীর পুত্রদ্বয়ের মধ্যে পূর্বজের নাম নকুল, দ্বিতীয়ের নাম সহদেব হইল। পাণ্ডুপুত্রগণ প্রত্যেকে এক এক বৎসর অন্তর জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই মহাসত্ত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাবীর্য ও পরাক্রান্ত ছিলেন। পাণ্ডুপুত্রগণ ক্রমে ক্রমে শতশৃঙ্গবাসী মুনি ও মুনি-পত্নীগণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

এইরূপে দেবানুগ্রহে উৎপন্ন পাণ্ডুগণ হৈমবত পর্বতে থাকিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যে বীর্যবান্, যশস্বী, শুভলক্ষণ-সম্পন্ন, চন্দ্রতুল্য প্রিয়দর্শন, সিংহের ন্যায় বলশালী, সর্বধনুর্ধরাগ্রগণ্য ও দেবতুল্য বিক্রমশালী হইয়া উঠিলেন। তত্রত্য মহর্ষিগণ তাঁহাদিগের লক্ষণ, পরাক্রম ও রূপলাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এদিকে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্য্যোধন প্রভৃতি পুত্রগণ অতি অল্পদিনের মধ্যে সরোবরস্থ পদ্মের ন্যায় শোভমান হইয়া দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

মহীপতি পাণ্ডু এইরূপে দেবোপম প্রিয়দর্শন পঞ্চপুত্র লাভ করিয়া পরম সুখে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিলেন। ইতোমধ্যে সর্বভূতের সম্মোহনকারী ঋতুরাজ বসন্তের সমাগম হইল। রাজা বনবিহার করিতে গমন করিলেন। মাদ্রী দিব্যাম্বর পরিধানপূর্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ বন পলাশ, আম্র, চম্পক প্রভৃতি ফল-পুষ্প-শোভিত নানাবিধ বৃক্ষসমূহে সমাকীর্ণ, পদ্ম কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্পদ্বারা সমাবৃত এবং বহুবিধ রমণীয় জলাশয়ে ব্যাপ্ত ছিল। একে ঋতুরাজ বসন্তকাল ও বনের অলৌকিক সুষমা, তাহাতে আবার অসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না, রাজীবলোচনা মদ্ররাজতনয়া একাকিনী সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন; এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাজার অন্তঃকরণের চাঞ্চল্য হইল। তিনি মাদ্রীর প্রতি সবিশেষ আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং মাদ্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও ঋষি-কুমারের শাপ একেবারে বিস্মৃত হইয়া ইন্দ্রিয়-সংযম রাখিতে পারিলেন না। দৈব-নির্বন্ধ অখণ্ডনীয়; সুতরাং পাণ্ডু অনুল্লঙ্ঘনীয় মৃগশাপ-বশতঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। মাদ্রী পতিকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। কুন্তী দূর হইতে সেই আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্তে স্বীয় পুত্রগণ ও মাদ্রীতনয়গণকে সঙ্গে লইয়া শব্দানুসারে গমন করিতে লাগিলেন। মাদ্রী, অনতিদূরে কুমারগণ-সমভিব্যাহারে কুন্তীকে আসিতে দেখিয়া কাতর স্বরে বলিলেন, দেবি, তুমি একাকিনী এই স্থানে আগমন কর। বালকগণ একটু দূরে ঐ স্থানে থাকুক। কুন্তী কুমারগণকে একটু দূরে রাখিয়া একাকিনী 'হা হতাস্মি' বলিয়া রোদন করিতে করিতে সেখানে গিয়া দেখিলেন, মাদ্রী রাজার মৃত দেহ আলিঙ্গন করিয়া ভূমিতলে শয়ানা আছেন। তখন তিনি শিরে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে করিতে মাদ্রীকে বলিলেন, আমি রাজাকে সর্ব্বদা অতি সাবধানে রক্ষা করিতাম, রাজাও অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তবে তিনি মৃগশাপ জানিয়া শুনিয়াও কি জন্য এরূপ অসংযতেন্দ্রিয় হইলেন? দেখ, আমি ইঁহার ছায়ার মত সঙ্গে থাকিয়া ইঁহাকে সতত যেরূপে অতি সাবধানে রক্ষা করিতাম, তোমারও ঠিক সেইরূপ করা উচিত ছিল, তবে তুমি কেন ইঁহাকে নির্জ্জনে আনিয়া প্রলোভিত করিলে? মৃগশাপ-বিষয়িণী চিন্তা ইঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক থাকিত, সে জন্য তিনি সর্ব্বদা বড়ই দুঃখিত ছিলেন, তিনি দুঃখিত হইলেও আমি তাঁহাকে সেই কথা স্মরণ করাইয়া দিতাম। এইরূপে তাঁহাকে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলাম। অদ্য তোমাকে নির্জ্জনে পাইয়া তাঁহার একেবারে প্রাণান্তক ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। মাদ্রি, তুমি ধন্যা ও আমা হইতে অধিকতর সৌভাগ্যবতী, যেহেতু আজ তুমি মহারাজের শেষ প্রসন্ন বদন দেখিয়াছ। মাদ্রী কুন্তীর এইরূপ পরিবেদন-বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, দেবি, আমার কোন অপরাধ নাই। অতিকরুণ স্বরে রাজর্ষিকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিয়াছিলাম আমার গাত্র স্পর্শ করিতে, কিন্তু তিনি আমাদের দুরদৃষ্টক্রমেই হউক, অথবা ঋষিশাপের অনুল্লঙ্ঘনীয়তাপ্রযুক্তই হউক অথবা মন্মথের অনিবার্য্য প্রভাববশতই হউক আমার নিষেধ-বাক্যে একবার কর্ণপাতও করিলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পতিপরায়ণা কুন্তী বলিলেন, ভগিনি, যাহা হইবার হইয়াছে। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা, আমি রাজর্ষির জ্যেষ্ঠা ধর্মপত্নী, সুতরাং শ্রেষ্ঠ ধর্মফল আমারই প্রাপ্য; আমি স্বর্গগত ভর্ত্তার সহগমন করিব, তুমি এ বিষয়ে আমাকে কোনরূপ বাধা দিবে না, তুমি উঠ। এই বালকবালিকাদিগকে সাবধানে প্রতিপালন করিও। আমি মহারাজের মৃতদেহ লইয়া চিতারোহণ করি। মাদ্রী বলিলেন, দিদি, যে অবস্থায় আমি স্বামীর পরিচর্য্যার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, ইঁহার সহগমন করিয়া পরলোকেও ইঁহার পরিচর্য্যা করিব। ইঁহার অভিলাষ পূর্ণ করা আমার প্রধান ধর্ম ও আমার অতিঅবশ্য কর্তব্য কর্ম। বিশেষতঃ যদি আমি জীবিত থাকিয়া নিজের পুত্র দুইটীর মত তোমার তিনটি পুত্রকে স্নেহ করিতে না পারি, তাহা হইলে ইহলোকে নিন্দাভাজন হইব এবং পরলোকে আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, আমার "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইবে। এই সকল বিবেচনা করিয়া সহগমন করাই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা যে, মহারাজের মৃতদেহের সহিত আমার কলেবর দগ্ধ কর। আমার পুত্র দুইটীকে নিজের পুত্রের ন্যায় স্নেহ ও অপ্রমত্তচিত্তে প্রতিপালন করিও, ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই বক্তব্য নাই। মদ্ররাজদুহিতা কুন্তীকে এই কথা বলিয়া রাজার মৃতদেহ আলিঙ্গনপূর্বক কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, এইরূপে রাজর্ষি পাণ্ডু কলেবর পরিত্যাগ-পূর্বক লোকান্তর গমন করিলে মহর্ষিগণ ও মন্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, "মহাযশা মহাত্মা মহারাজ পাণ্ডু রাজ্য-পরিত্যাগ করিয়া এ স্থানে আমাদের শরণাগত হইয়া বহু দিবস তপোনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি শিশুপুত্রগণ ও ভার্য্যাকে আমাদিগের নিকটে রাখিয়া সুরলোকে গমন করিলেন: অতএব তাঁহার পুত্র কলত্র ও মৃতদেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লইয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে সমর্পণ করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।" মহর্ষিগণ এইরূপ পরামর্শ করিয়া কুন্তী যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ বালক এবং পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর লইয়া হস্তিনাপুরে গমন করিলেন। পুত্র-বৎসলা কুন্তী পতিবিহীনা হইয়াও পুত্রমুখ-নিরীক্ষণে এবং স্বদেশ-গমনে অত্যন্ত ঔৎসুক্যপ্রযুক্ত আনন্দিতা হইয়া সর্বাগ্রে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুরুজাঙ্গলে উপনীত হইয়া রজনী প্রভাত হইবামাত্র রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তখন তাপস-গণের বাক্যানুসারে দ্বারবান্ তৎক্ষণাৎ রাজসভায় গিয়া তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা নিবেদন করিল। হস্তিনাপুরনিবাসী সকলেই তাপসদিগের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ও তাঁহাদিগকে দর্শন ,করিতে চলিলেন। তাপসদর্শনার্থিনী জনতা রাজমার্গ আচ্ছন্ন করিয়া চলিল। শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, সোমদত্ত, বাহ্লিক, রাজর্ষি ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, দেবী সত্যবতী, যশস্বিনী কৌশল্যা এবং অন্যান্য রাজপত্নীগণে পরিবৃতা গান্ধারী এবং বিচিত্রাভরণ-ভূষিত দুর্য্যোধন প্রভৃতি ধৃতরাষ্ট্রের দায়াদগণ তাপস-দর্শনে ব্যগ্রচিত্ত হইয়া গমন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর পুরোহিত সহিত কৌরবগণ ও অন্যান্য পৌর ও জানপদগণ তপস্বীদিগকে দর্শন করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিলেন। পরে সেই সমস্ত লোক ঋষিদিগের আদেশানুসারে উপবেশন করিলে, মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত দর্শনার্থিগণকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মহর্ষিদিগকে পাদ্য অর্ঘ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া সমস্ত রাজ্য সমর্পণ করিলেন। তখন তাপসগণের মধ্যে পরিণতবয়াঃ এক মহর্ষি গাত্রোত্থান করিয়া অন্যান্য তপোধনের মত লইয়া বলিতে লাগিলেন, "হে মান্যবরগণ, যে কৌরবদায়াদ পাণ্ডুনামক নরপতি সমস্ত ভোগসুখে জলাঞ্জলি-প্রদানপূর্বক শতশৃঙ্গ পর্বতে গমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী কুন্তীর গর্ভে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ঔরসে এই যুধিষ্ঠির, ভগবান্ পবনদেবের প্রসাদে এই ভীমসেন এবং দেবরাজ ইন্দ্রের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔরসে এই অর্জ্জুন জন্মিয়াছেন। আর এই যে মহাধনুর্দ্ধর নরশ্রেষ্ঠদ্বয়কে দেখিতেছ, ইঁহারা সেই রাজর্ষির কনিষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে জন্মিয়াছেন। হে কুরুকুলাগ্রগণ্যগণ, এইরূপ পরম ধর্ম্মাত্মা মহাযশস্বী পাণ্ডু রাজা বনে বাস করিয়া নষ্টপ্রায় পৈতামহবংশের পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তোমরা এই পাণ্ডুপুত্রগণের বেদাধ্যয়নের বিষয় জ্ঞাত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইবে। সেই রাজর্ষি পাণ্ডু অভিলষিত পুত্র লাভ করিয়া অদ্য সপ্তদশ দিবস হইল পরলোকে গমন করিয়াছেন। পতিপ্রাণা মাদ্রীও পতির লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলে সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া পতির সহমৃতা হইয়া পতিলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। তোমরা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃতদেহ লইয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের অগ্নিকার্য্য, প্রেতক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি সম্পাদন কর।” কুরুগণকে এই কথা বলিয়া তাপসগণ দেখিতে দেখিতে গুহ্যকদিগের সহিত অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহাদের সমাগমে হস্তিনাপুর অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তর্ধানে পুরের আর কোন শোভা রহিল না। সমাগত পৌর ও জানপদগণ সিদ্ধ মহর্ষিগণ-দর্শনে বিস্মিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, পাণ্ডুর ও মাদ্রীর প্রেতকার্য্য যাহাতে পরমসমারোহপূর্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও এবং তাঁহাদের দুই জনের যাবতীয় পশু, বস্ত্র, ও ধন আছে তৎসমুদায় অর্থিগণকে দান কর। কুন্তীদ্বারা মাদ্রীর সংকার করাও। মাদ্রীকে এরূপ সুসংবৃত করিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, যেন বায়ু ও সূর্য্য তাঁহাকে দেখিতে না পান। মহারাজ পাণ্ডুর নিমিত্ত আর শোক করিবার প্রয়োজন নাই, যেহেতু তিনি মহাবলপরাক্রান্ত পাঁচটী পুত্র রাখিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

বিদুর ভীষ্মকে লইয়া অতিপবিত্র প্রদেশে পাণ্ডুর অগ্নি সংস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে চলিলেন। কুলপুরোহিতগণ পাণ্ডুরাজের আজ্যগন্ধপরিপূত প্রদীপ্ত জাতাগ্নি লইয়া সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। অমাত্য, জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ একত্র হইয়া বিবিধ গন্ধ দ্রব্য ও নানাজাতীয় পুষ্পদ্বারা পাণ্ডু ও মাদ্রীর মৃত কলেবর বিভূষিত করিলেন; পরে মহার্ঘ-বস্ত্রাচ্ছাদিত শিবিকার মধ্যে সেই দুই মৃত শরীর সংস্থাপন করিয়া সকলে স্কন্ধে লইয়া চলিলেন। তৎকালে কেহ বা শ্বেতচ্ছত্র ধারণ, কেহ বা চামর ব্যজন করিতে আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। শত শত লোক পাণ্ডুর পূর্বসঞ্চিত ধনরত্ন যাচকগণকে প্রদান করিতে লাগিল। বহু লোক স্বর্গগত মহারাজের জন্য ভীষণ শোক প্রকাশ করিতে লাগিল ও করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। তদনন্তর পাণ্ডু ও মাদ্রীর শিবিকাবাহী পাণ্ডবগণ এবং ভীষ্ম ও বিদুর অশ্রুপূর্ণ-নয়নে বনোদ্দেশে রমণীয় ভাগীরথী-তীরে সমুপস্থিত হইয়া স্কন্ধস্থিত শিবিকা অবতরণ করাইলেন এবং তন্মধ্য হইতে মহারাজের মৃত কলেবর বাহির করিয়া তাহাতে কৃষ্ণ অগুরু ও চন্দন প্রভৃতি গন্ধ দ্রব্য লেপনপূর্বক সুবর্ণ কলস দ্বারা জল সেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে সেই মৃতদেহে পুনর্বার নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য লেপন করিয়া স্বদেশীয় শুভ্র বস্ত্র পরিধান করাইলেন। তদনন্তর যাজকদিগের আজ্ঞানুসারে সমস্ত প্রেতকার্য্য সুসম্পন্ন করণান্তর মাদ্রীর সহিত রাজাকে ঘৃতাক্ত করিয়া চন্দন প্রভৃতি বহুবিধ সুগন্ধি কাষ্ঠ দ্বারা দাহ করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা চিতাগ্নিস্থ পুত্র ও পুত্রবধূর মৃত কলেবর দেখিয়া শোকে নিতান্ত অধীরা হইয়া হা পুত্র! হা পুত্র! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইলেন। তাঁহাকে ভূতলে পতিত দেখিয়া রাজভক্ত প্রজাগণ হায়! কি হইল! কি হইল! বলিয়া করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল। কুন্তী ধূলি-ধূসরিত কলেবর হইয়া কাতর স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, পশু-পক্ষীরাও রোদন করিতে লাগিল। ভীষ্ম, বিদুর ও কৌরবগণ সাতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। তদনন্তর ভীষ্ম, বিদুর, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গ এবং সমস্ত কৌরব বনিতাগণ একত্র হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে মহারাজ পাণ্ডুর উদকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। পাণ্ডবগণ শোকে অধীর হইয়া সবান্ধবে ভূতলে শয়ন করিলেন; নগরবাসী ব্রাহ্মণাদিবর্গেরাও ভূমি-শয্যায় শয়ান হইলেন। নগরবাসী আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই সেই দিবসাবধি দশ দিন নিতান্ত নিরানন্দ ও শোকসাগরে নিমগ্ন রহিল।

বৈশম্পায়ন বলিলেন, তদনন্তর কুন্তী, রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম, বন্ধুগণ সমবেত হইয়া বেদ-বিধানানুসারে পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিবর্গকে ভোজন করাইলেন এবং প্রধান প্রধান বিপ্রগণকে প্রভূত রত্ন ও উত্তমোত্তম গ্রাম সমূহ প্রদান করিলেন। পরে তাঁহারা কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজ পাণ্ডুর শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপনানন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সেই সমস্ত লোকদিগকে দুঃখিত ও স্বীয় জননী সত্যবতীকে শোকার্ত্ত দেখিয়া মাতাকে বলিলেন, "মাতঃ, সময় অত্যন্ত দারুণ হইয়া উঠিয়াছে, এক্ষণে সুখের লেশমাত্র নাই; দিন দিন পাপ বৃদ্ধি পাইতেছে; পৃথিবী শস্য-শূন্যা ও ফল-বিহীনা হইতেছে। বোধ হয় লোক সকল কালক্রমে নানাবিধ মায়াজালে জড়িত ও নানা দোষে সমাকুল হইয়া উঠিবে। প্রায় সকলেই কুকর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হইবে। ধর্মকর্ম একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। কুরুদিগের দুর্নীতিবশতঃ রাজ-শ্রী তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা অল্পদিনের মধ্যেই সবংশে যমসদনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গমন করিবে। অতএব আপনি স্বচক্ষে স্বীয় বংশের বিনাশ দেখিবার পূর্ব্বেই বনে গমনপূর্বক যোগানুষ্ঠানে যত্ন করুন।”

সত্যবতী ব্যাসের বাক্যের অনুমোদন করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্বক স্বীয় পুত্রবধূ অম্বিকাকে বলিলেন, অম্বিকে, শুনিতে পাইলাম, তোমার পৌত্রের অত্যাচারবশতঃ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের বংশ একেবারে উচ্ছিন্ন হইবে, অতএব যদি তোমার মত হয়, চল আমরা পুত্রশোকার্ত্তা কৌশল্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে যাই। অম্বিকা শ্বশ্রূর বাক্য শ্রবণ করিয়া “যে আজ্ঞা” বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন সত্যবতী ভীষ্মকে আমন্ত্রণ করিয়া স্নুষাদ্বয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বনে গমন করিলেন। তথায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে কলেবর ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব অভিলষিতমার্গে প্রস্থান করিলেন। বক্ষ্যমাণ অধ্যায় কয়েকটিতে ভগবান্ ব্যাসের অমোঘ ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রকাশিত কুরুদিগের কুলক্ষয়কারিণী দুর্নীতির কথার সংক্ষেপে উল্লেখ করিলাম।

একাদশ অধ্যায়

আমরা এই অধ্যায়ে পাণ্ডব ও কৌরবগণের মধ্যে বিবাদের কথা এবং সেই বিবাদ হইতে উৎপন্ন ভারত যুদ্ধের পরিণাম আর ভারতোল্লিখিত দ্রোণাচার্য্যাদি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কয়েকজন পাত্রের বিবরণ সংক্ষেপে দিলাম। অগ্রেই কয়েকজন প্রসিদ্ধ পাত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

মহর্ষি গোতমের গৌতম নামে এক পুত্র জন্মে। তাঁহার অপর নাম শরদ্বান্। শরদ্বান্ বেদাধ্যয়ন অপেক্ষা ধনুর্বিদ্যাভ্যাসে অধিকতর যত্নবান্ ছিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদানুশীলনে ও তপোনুষ্ঠানে এরূপ যত্নশীল ছিলেন যে, দেবরাজ ইন্দ্র শঙ্কিত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য জানপদী নাম্নী দেবকন্যাকে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন জন্মাইতে নিযুক্ত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অলৌকিক রূপলাবণ্য-সম্পন্না একমাত্রবসনা সেই ললনাকে দেখিয়া মহর্ষি শরদ্বানের চিত্ত-বিকার হওয়ায় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল এবং হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূতলে পতিত হইল। তিনি অতিকষ্টে আত্মসংযম করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাময়িক চিত্তচাঞ্চল্য-বশতঃ তাঁহার অজ্ঞাতসারে রেতঃ-স্খলন হয়। তিনি তপোন্তরায়ভূত ঐ অপ্সরার সান্নিধ্য পরিত্যাগ করিয়া যেমন আশ্রম হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, অমনি তাঁহার স্খলিত রেতঃ শরস্তম্বে পতিত হয়। ঐ বীর্য্য পতিত হইবামাত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত হইল এবং তাহাতে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মিল।

কৃপ ও কৃপীর জন্ম

এই সময়ে ভরতবংশের সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ মহাত্মা শান্তনু বনে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার এক সৈনিক পুরুষ যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সদ্যোজাত শিশু দুইটীকে দেখিতে পাইল। তথায় ধনুঃশর ও কৃষ্ণাজিন পতিত দেখিয়া কোন ধনুর্ব্বেদপারগ ব্রাহ্মণের সন্তান মনে করিয়া মহারাজ শান্তনুকে দেখাইলে শান্তনু অনুকম্পাপূর্ব্বক 'ইহারা আমার সন্তান হইল' বলিয়া শরদ্বানের সন্তান দুইটীকে স্বভবনে আনিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা শান্তনু কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রটীর নাম কৃপ, কন্যাটীর নাম কৃপী রাখা হইল।

কৃপের ধনুর্বেদের অধ্যাপকত্ব-প্রাপ্তি

এদিকে মহর্ষি শরদ্বান্ আশ্রমান্তর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ধনুর্ব্বেদানুশীলন ও কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইয়া উঠিলেন। তিনি তপোবলে কৃপ ও কৃপীর জন্মবৃত্তান্ত ও অবস্থান জানিতে পারিয়া রাজভবনে গমন করিয়া পুত্রকে গোত্রাদি বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে চতুর্ব্বিধ ধনুর্ব্বেদ ও বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে অধ্যয়ন করাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে কৃপ অতি অল্প দিনের মধ্যেই এক জন সুদক্ষ উৎকৃষ্ট ধনুর্ব্বেদাধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ, পাণ্ডবগণ, যাদববর্গ, বৃষ্ণিবংশীয় নৃপতিগণ ও নানাদিগ্‌দেশাগত ভূপতিগণ তাঁহার নিকটে আসিয়া ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে কৃপাচার্য্যের ভগিনী কৃপীর ভর্ত্তা দ্রোণাচার্য্য ঘটনাচক্রে হস্তিনাপুরে কৃপাচার্য্যের ভবনে আসিলেন।

হিমালয় পর্ব্বতে ভগবতী ভাগীরথীর উদ্ভব স্থলে দৃঢ়ব্রত মহর্ষি ভরদ্বাজ তপস্যা করিতেন। তিনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া একদা মহর্ষিগণ সমভিব্যাহারে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময়ে অপ্সরোগ্রগণ্যা ঘৃতাচী স্নান করিয়া তীরে উঠিতেছিল। দৈবাৎ বায়ুবেগে তাহার গাত্রবসন উড্ডীন হইল। সেই সুরূপা নবযৌবনসম্পন্না মদদৃপ্তা অপ্সরাকে তদবস্থা দেখিয়া মহর্ষির চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইল। চাঞ্চল্যহেতু তপোধনের রেতঃ স্খলিত হইল। তিনি সেই রেতঃ এক দ্রোণ অর্থাৎ কুম্ভের মধ্যে রাখিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই বীর্য্য এক পুত্ররূপে পরিণত হইল। মহর্ষি ভরদ্বাজ দ্রোণমধ্যে জাত বলিয়া ঐ পুত্রের নাম 'দ্রোণ' রাখিলেন। দ্রোণ ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে প্রতাপশালী অস্ত্রবিদগণের অগ্রগণ্য মহাত্মা ভরদ্বাজ অগ্নিসম্ভূত অগ্নিবেশনামক তপোধনকে এক আগ্নেয় অস্ত্র দিয়াছিলেন, এক্ষণে ঐ তপোধন সেই আগ্নেয় অস্ত্র গুরুপুত্র দ্রোণকে প্রদান করিলেন।

দ্রোণাচার্য্যের জন্ম

অগ্নিবেশ কর্ত্তৃক দ্রোণকে আগ্নেয়াস্ত্র দান

পৃষতনামক নরপতি মহর্ষি ভরদ্বাজের পরম সখা ছিলেন। তাঁহারও দ্রুপদ নামে এক সন্তান জন্মে। দ্রুপদ প্রতিদিন ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া দ্রোণের সহিত একত্র ক্রীড়া ও অধ্যয়ন করিতেন। কিছুদিন পরে নৃপতি পৃষত পরলোক গমন করিলে দ্রুপদ সমুদায় উত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঞ্চালের অধিপতি হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভরদ্বাজও স্বর্গারোহণ করিলে মহাত্মা দ্রোণ সেই পৈত্রিক আশ্রমে থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সমস্ত বেদ ও বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করিলেন। কঠোর তপোনুষ্ঠান দ্বারা তিনি বিগত-কল্মষ হইলেন। কিয়দ্দিন পরে মহাত্মা দ্রোণ পিতৃনিয়োগানুসারে

কৃপাচার্য্যের ভগিনী কৃপীর সহিত দ্রোণাচার্য্যের বিবাহ

পুত্র-লাভার্থ শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে বিবাহ করিলেন। এই কামিনী দমগুণযুক্তা, অগ্নিহোত্র-নিরতা ও ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। ইঁহার গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের অশ্বত্থামা নামে পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র জাতমাত্র উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করিল। তদনুসারে ইহার নাম

অশ্বত্থামার জন্ম

'অশ্বত্থামা' হইল। মহাত্মা দ্রোণ পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

ঐ সময়ে শত্রুতাপন সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন সর্বাস্ত্রবিৎ মহাত্মা জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বস্বপ্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। দ্রোণ তাহা অবগত হইয়া রামের নিকট হইতে ধনুর্ব্বেদ, দিব্যাস্ত্র সমুদায় ও নীতিশাস্ত্র গ্রহণ করিতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। অনন্তর তিনি তপোনিষ্ঠ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন করিয়া দেখিলেন যে, শত্রুতাপী জামদগ্ন্য এককালে সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া তত্রত্য বনে অবস্থিতি করিয়া কালযাপন করিতেছেন। তখন সশিষ্য দ্রোণাচার্য্য তাঁহার নিকটে গিয়া তাঁহার পাদবন্দন করিলেন এবং বলিলেন, "মহাত্মন, আমি মহর্ষি অঙ্গিরার কুলে সমুৎপন্ন ভরদ্বাজের পুত্র, আমার নাম দ্রোণ। আমি ধনাকাঙ্ক্ষায় আপনার নিকট আসিয়াছি।" ক্ষত্রিয়কুলকালান্তক ভগবান্ পরশুরাম দ্রোণকে সাদর সম্ভাষণে স্বাগত-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, "হে দ্বিজোত্তম, তোমাকে কি ধন প্রদান করিতে হইবে?" দ্রোণ বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবন্, আমাকে বিবিধ মহার্হ সম্পত্তি প্রদান করুন।" রাম বলিলেন, "হে তপোধন! ব্রাহ্মণদিগকে ইতঃপূর্ব্বে আমার যাবতীয় হিরণ্যাদি ধন দিয়াছি, এই সসাগরা পৃথিবী স্বভুজ-বলে জয় করিয়া মহর্ষি কশ্যপকে দিয়াছি; এক্ষণে কেবল আমার শরীর ও বিবিধ মহার্হ অস্ত্রশস্ত্র মাত্র অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর তাহাই প্রদান করিব।" তখন দ্রোণ বলিলেন, "হে সংশিতব্রত ভৃগুনন্দন, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে প্রয়োগ ও সংহার-রহস্য-সমেত আপনার সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র আমাকে প্রদান করুন।" পরশুরাম 'তথাস্তু' বলিয়া দ্রোণকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও রহস্য-সমেত ধনুর্ব্বেদ প্রদান করিলেন। দ্বিজসত্তম দ্রোণ এইরূপে পরশুরামের নিকট হইতে অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া অতি প্রীত মনে প্রিয় সখা দ্রুপদসমীপে গমন করিলেন।

পরশুরাম কর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্যকে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দান

তদনন্তর দ্রোণাচার্য্য মহারাজ দ্রুপদের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্, আমি আপনার সখা। ঐশ্বর্য্য-মদমত্ত দ্রুপদ দ্রোণের সেই কথা সন্তোষের সহিত গ্রহণ করিলেন না, প্রত্যুত রোষকষায়িত লোচনে ভ্রুকুটী প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, তুমি হঠাৎ আমাকে সখা বলিয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য করিতেছ, ঐশ্বর্য্যশালী ভূপতিগণের সহিত ত্বাদৃশ শ্রীহীন নির্ধন লোকের বন্ধুতা হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। বাল্যাবস্থায় তোমার সহিত আমার সখ্য ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু এক্ষণে সেরূপ বন্ধুত্ব থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে; কাহারও সহিত চিরকাল বন্ধুতা থাকে না; হয় সর্ব্বসংহর্তা কৃতান্ত উহা বিলুপ্ত করেন, নয় ক্রোধবশতঃ উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব তুমি সেই পূর্ব্বতন সৌহার্দ্দ এক্ষণে একেবারে ভুলিয়া যাও। ধনবানের সহিত দরিদ্রের

দ্রুপদের সহিত দ্রোণের বন্ধুতা বিচ্ছেদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বন্ধুতা অসম্ভব। হে ব্রাহ্মণ, যাঁহারা ধনে ও জ্ঞানে আপনার সদৃশ তাহাদিগেরই সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ ও সখ্য স্থাপন করা কর্ত্তব্য, উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের, নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের মৈত্রী বা বিবাহ সম্বন্ধ করা নিতান্ত অনুচিত। যেমন অশ্রোত্রিয়ের সহিত শ্রোত্রিয়ের ও অরথীর সহিত অথীর বন্ধুতা হওয়া একান্ত অসম্ভব; সেইরূপ রাজার সহিত দরিদ্রের সখ্য হয় না; তবে তুমি কি নিমিত্ত আজ পূর্ব্বের ন্যায় আমার সহিত সখ্য করিতে অভিলাষী হইতেছ?"

মহাতেজাঃ দ্রোণ দ্রুপদের এই কটূক্তি শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তৎকালাবধি দ্রুপদ রাজার প্রতি তাঁহার নিতান্ত বৈরভাব জন্মিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করিয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া নিজ শ্যালক কৃপাচার্য্যের আবাসে প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন। যখন কৃপাচার্য্য কুমারগণকে শিক্ষা দিয়া বিশ্রাম করিতেন, সেই সময়ে দ্রোণের পুত্র অশ্বত্থামা কুন্তীনন্দনদিগকে পুনরায় শিক্ষা দিতেন। কেহ তাঁহাকে দ্রোণপুত্র বলিয়া চিনিতে পারিত না। এইরূপে দ্রোণাচার্য্য পুত্রের সহিত হস্তিনানগরে গূঢ়রূপে বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব পৈতৃক ভবনে থাকিয়া বিবিধ রাজভোগ উপভোগ দ্বারা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের বেদোক্ত সংস্কার সকল সম্পাদিত হইল। তাঁহারা দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতার সহিত সতত পরম সুখে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সমস্ত বাল্য ক্রীড়াতেই তাঁহাদের বিশেষ তেজস্বিতা প্রকাশ পাইত। স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক সবেগ দ্রুত গমন, লক্ষ্যাভিহরণ ও অন্যান্য ক্রীড়ায় ভীমসেন যাবতীয় ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে পরাভূত করিতেন। জলক্রীড়ার সময়ে তিনি এক কালে তাঁহাদের দশ জনকে ধরিয়া জলে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, পরিশেষে তাহারা মৃতকল্প হইলে ছাড়িয়া দিতেন। ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কি বাহুযুদ্ধ, কি বেগ, কি শাস্ত্রাভ্যাস, কিছুতেই ভীমকে পরাস্ত করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিত না। এইরূপে ভীমসেন সর্বদা সকল বিষয়ে জয়ী হওয়াতে বাল্যকালাবধি পাণ্ডবেরা ধার্তরাষ্ট্রদিগের বড়ই অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

ধার্তরাষ্ট্রদিগের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ দুর্যোধন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রূর, দুর্ম্মতি, পাপাচার ও ঐশ্বর্য্যলুব্ধ ছিল। ঐ দুরাত্মা মনে মনে এই পাপ চিন্তা করিল ভীমসেন একাকী আমাদের একশত ভ্রাতাকে অবলীলাক্রমে পরাজয় করে, যখন সে পুরোদ্যানে নিদ্রিত থাকিবে তখন ইহাকে ধরিয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করিব, তৎপরে যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে বদ্ধ রাখিয়া অনায়াসেই সসাগরা পৃথিবী শাসন করিতে পারিব। পাপাত্মা দুর্য্যোধন স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে জলবিহারার্থ গঙ্গাতীরে বসন-বিরচিত ও কম্বলনির্ম্মিত বিচিত্র গৃহ সকল প্রস্তুত করাইল। ঐ সকলগৃহ নানাবিধ ভোগ্যবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ ও অত্যুন্নত পতাকাসমূহে সুশোভিত করিল। তদনন্তর গঙ্গার পুলিন দেশে উদক-ক্রীড়নক নামে একটি স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দুর্যোধন পাপকার্য্যে নিপুণ ব্যক্তিদিগকে নানাবিধ চর্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা ঐ স্থান পরিপূর্ণ করিতে আদেশ করিল। তাঁহার আদেশানুসারে সব ঠিক করা হইলে দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে বলিল, চল, আমরা সকল ভ্রাতায় একত্র হইয়া উদ্যানবন-শোভিত গঙ্গায় জলক্রীড়া করি। সরলচিত্ত যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। সকলেই উদ্যানে প্রবেশ করিয়া উদ্যানের রমণীয় শোভা দেখিতে লাগিলেন। ঐ উদ্যান সুধা-ধবলিত গৃহ, গবাক্ষ ও জলনির্ঝরে পরিব্যাপ্ত; সৌধকারগণ তত্রত্য গৃহ সকল সম্মার্জ্জিত ও চিত্রকরেরা চিত্রিত করিয়াছে; বড় বড় দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীসমূহ শোভা পাইতেছে; সমস্ত জলাশয় সুকোমল পদ্মসমূহে পূর্ণ, স্থল ভাগ নানাবিধ সুন্দর সুগন্ধি স্থলজ পুষ্পে সমাকীর্ণ ছিল।

গঙ্গাতীরস্থ উদ্যানে জলক্রীড়ার জন্য পাণ্ডবাদির যাত্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্যানের শোভা সন্দর্শনের পর ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা সকৌতুক মনে আহার করিতে করিতে মিষ্টান্ন লইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখে দিতে লাগিলেন। পাপাত্মা

ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণের প্রীতিভোজন ও তৎকালে দুর্য্যোধন কর্তৃক ভীমকে বিষ-মিশ্রিত মিষ্টান্ন দান

দুর্য্যোধন সেই অবসরে ভীমসেনকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া ভ্রাতার ন্যায়, সুহৃদের ন্যায় মিষ্ট বাক্য বলিতে বলিতে ভীমের মুখে সেই বিষ-মিশ্রিত মিষ্টান্ন দিল। ভীম সাতিশয় প্রীতিপূর্ব্বক সেই মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিলেন। তদনন্তর তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া জলক্রীড়া করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা-সমাগমে তাঁহারা পরিশ্রান্ত হইয়া জল হইতে উঠিয়া বিহার-গৃহে প্রবেশ করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান ও বিচিত্র অলঙ্কার ধারণপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কেবল ভীমসেন বিষভক্ষণ ও ব্যায়ামাধিক্য-বশতঃ একান্ত ক্লান্ত হইয়া গঙ্গার কচ্ছদেশে শয়ন করিবামাত্র নিদ্রায় অচেতন ও মৃতকল্প হইলেন। দুরাত্মা দুর্য্যোধন সেই অবসরে তাঁহাকে লতাপাশে বদ্ধ করিয়া স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিল।

ভীমসেন কালকূট-প্রভাবে অচৈতন্য হইয়াছিলেন। তিনি জলমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে নাগ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বিষধর সর্পগণ তাঁহাকে দংশন করিতে লাগিল। 'বিষস্য বিষমৌষধম্' ন্যায়ানুসারে ভীম কালকূট বিষ হইতে মুক্ত হইয়া সংজ্ঞালাভ করিয়া সর্পগণকে সংহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া কতকগুলি সর্প বাসুকির নিকটে তাহাদের দুরবস্থা জানাইল। বাসুকি স্বয়ং গিয়া ভীমসেনকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে স্বদৌহিত্র কুন্তিভোজের দৌহিত্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বাসুকি

ভীমসেনের নাগ-ভবনে পরমসুখে অবস্থান

তাঁহার যথোচিত সমাদর করিলেন এবং তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রচুর ধনরত্নাদি দিলেন। আর ভীম নাগলোকে সুরক্ষিত অমৃতকুণ্ড হইতে বাসুকির প্রীতিপ্রদত্ত আট কুণ্ড অমৃত পান করিলেন। অমৃতপানানন্তর নাগদত্ত দিব্য শয্যায় শয়ন করিয়া ভীমসেন পরমসুখে নিদ্রিত হইলেন।

এদিকে ভীমসেনকে বহু অনুসন্ধান করিয়া কোথাও দেখিতে না পাওয়াতে কুন্তী ও অপর পাণ্ডবগণ অতিশয় ব্যাকুল হইলেন। অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত আট দিন যাপনের পর কুন্তী ভীমসেনকে পাইলেন এবং যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণ ভীমকে দেখিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তখন ভীমপরাক্রম ভীমসেন তাঁহাদের নিকট দুর্য্যোধনের দুষ্টচেষ্টিত অবধি পাতালপুর হইতে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত সবিশেষ কীর্তন করিলেন। ধীমান্ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে আর কাহাকেও দুর্য্যোধনের ঐ দুষ্ট ব্যবহারের কথা বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

নাগ-ভবন হইতে আট দিনের পর ভীমসেনের প্রত্যাগমন ও মাতা ও ভ্রাতাদিগকে দুর্য্যোধন কর্তৃক বিষ-মিশ্রিত মিষ্টান্ন দানের পরিচয় প্রদান

যে সময়ে পাণ্ডবগণ ক্রীড়াসক্ত থাকিতেন, তৎকালে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নানাবিধ উপায় দ্বারা তাঁহাদিগের হিংসা করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু পাণ্ডবগণ সে সকল পূর্ব্বে জানিতে পারিয়াও বিদুরের পরামর্শানুসারে কিছুমাত্র প্রকাশ করিতেন না।

একদা হস্তিনাপুরে কুমারগণ নগরের বাহিরে একত্র হইয়া লৌহ গুলিকা দ্বারা ক্রীড়া করিতেছিলেন, দৈবাৎ ঐ গুলিকা এক জলশূন্য কূপমধ্যে পড়িয়া যায়। কূপ হইতে ঐ গুলিকাটীর উত্তোলনে কুমারগণের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। তখন তাহারা সাতিশয় উৎকণ্ঠিত ও লজ্জিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে দ্রোণাচার্য্য তাঁহাদের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার অঙ্গ কৃশ ও শ্যামবর্ণ, মস্তক পলিত এবং সমভিব্যাহারে অগ্নিহোত্র রহিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারগণ ঐ মহাত্মাকে দেখিয়া উঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইল। দ্রোণ তাহাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে বালকবৃন্দ, তোমাদিগকে ধিক্, তোমাদের ক্ষাত্রবলে ধিক্ এবং তোমাদের অস্ত্রশিক্ষায়ও ধিক্, কারণ তোমরা এত বিশ্রুত ভরতবংশে জন্মিয়াও কূপ হইতে গুলিকাটী তুলিতে পারিলে না। এই বলিয়া নিজের অঙ্গুলিস্থ অঙ্গুরীয়ক ঐ কূপমধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, দেখ আমি গুলিকা ও অঙ্গুরীয়ক উভয়ই কূপ হইতে তুলিব। আমাকে উত্তমরূপে খাওয়াও। জ্যেষ্ঠ কুমার যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহাশয়, যদি আপনি কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনি কৃপাচার্য্যের অনুমতিক্রমে চিরকাল ভিক্ষা পাইবেন। দ্রোণ এই বালকের কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে এক মুষ্টি ঈষীকা হস্তে লইয়া বলিলেন, এই যে ঈষীকামুষ্টি দেখিতেছ, ইহার প্রভাব দেখ, একটী ঈষীকা দ্বারা কূপমধ্যে স্থিত সেই গুলিকা বিদ্ধ করিব, সেই ঈষীকা আবার একটী ঈষীকা দ্বারা এবং তাহা অন্য একটি দ্বারা বিদ্ধ করিব। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটি দ্বারা অন্য ঈষীকা বিদ্ধ করিয়া ঐ গুলিকা উত্তোলন করিব।

কৌরব বালকদিগের সহিত দ্রোণাচার্য্যের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার বিদ্যার কৃতিত্ব প্রদর্শন।

দ্রোণাচার্য্য তাঁহার কথানুসারে কূপ হইতে গুলিকা উত্তোলন করিলেন। বালকেরা তাহা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া বলিল, বিপ্রর্ষে, আপনার অঙ্গুরীয়কটিও শীঘ্র উত্তোলন করুন। তখন মহাযশাঃ দ্রোণাচার্য হস্তে ধনুঃশর লইয়া কূপমধ্যে বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং তদ্দ্বারা সেই অঙ্গুরীয়ক বিদ্ধ করিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া কুমারগণের সম্মুখে আনিয়া দিলেন। তাহারা অঙ্গুরীয়ক দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, হে ব্রহ্মন্, আপনাকে অভিবাদন করি, আপনি যেরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেন, ইহা অন্যের সাধ্য নহে; অতএব মহাশয়, আপনার পরিচয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান ও কর্তব্য বিষয়ে আদেশ করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ করুন। দ্রোণাচার্য্য বালকদিগের কথা শুনিয়া বলিলেন, হে বালকবৃন্দ, তোমরা ভীষ্মের নিকটে যাইয়া আমার রূপ ও গুণের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে বলিবে, সেই মহাতেজাঃ এখানে সমুপস্থিত হইয়াছেন। কুমারগণ দ্রোণের আদেশমত ভীষ্মকে সমস্ত বলিলে মহাত্মা ভীষ্ম কুমারগণের কথা শুনিবামাত্র বুঝিলেন, দ্রোণাচার্য্য আসিয়াছেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি এক জন সুশিক্ষকের হস্তে কুমারগণকে সমর্পণ করিবার মানস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ দ্রোণাচার্য্য স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহাদের অধিকারে আসিয়াছেন জানিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি স্বয়ং দ্রোণসমীপে গিয়া তাঁহাকে স্বভবনে আনিয়া যথোচিত সৎকার করিয়া সাদর সম্ভাষণে কুশল প্রশ্ন ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দ্রোণের সহিত ভীষ্মের সাক্ষাৎকার ও দ্রোণকে কুমার-দিগের শিক্ষকতা-পদে নিয়োগ

দ্রোণ ভীষ্মের নিকট পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের সহিত তাঁহার পূর্ব্বাপর যেরূপ ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা হইয়াছিল এবং শেষে যে ভাবে তিনি দ্রুপদ কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়াছিলেন সে সমস্ত আদ্যন্ত বর্ণনা করিলেন। আর পিতৃ-নিয়োগানুসারে পুত্রলাভাকাঙ্ক্ষায় গোতম-নন্দিনী কৃপীকে বিবাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার ঔরসে কৃপীর গর্ভে অশ্বত্থামার জন্ম হইয়াছে তাহাও জানাইলেন আর বলিলেন, "আমি দ্রুপদের রাজ্য ত্যাগ করিয়া আসিবার সময় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা অতি সত্বর পালন করিব, এই অভিপ্রায়ে গুণবান্ শিষ্যগণ সম-ভিব্যাহারে তোমাদিগের অধিকারে আসিয়াছি। এক্ষণে তোমাকে সংবর্দ্ধনা করিতে এই সুরম্য হস্তিনাপুরে আসিয়াছি। বল, তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিতে হইবে?" মহাত্মা ভীষ্ম দ্রোণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে মহাত্মন, শরাসনের গুণ মোচন করুন, আপনি অনুগ্রহ করিয়া বালকদিগকে অস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত করুন এবং আমাদের সতত পূজিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া প্রসন্নচিত্তে পরম সুখ ভোগ করুন। কুরুদিগের যাবতীয় ধন ও রাজ্য সমস্তই আপনার অধীন হইবে। আপনিই রাজা, কুরুগণ আপনারই আজ্ঞাবহ হইবেন। হে বিপ্রর্ষে, আপনি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে যদৃচ্ছাক্রমে এখানে আসিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন।"

অনন্তর ভীষ্ম প্রচুর অর্থের সহিত পৌত্রদিগকে শিষ্যরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন এবং তাঁহার বাসের নিমিত্ত পরিচ্ছন্ন ও ধনধান্য-সম্পন্ন এক গৃহ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। তৎপরে দ্রোণ ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডব-গণকে সন্তুষ্ট চিত্তে অন্তেবাসী বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহাদিগকে নির্জ্জনে বলিলেন, হে শিষ্যগণ, আমি তোমাদিগকে উত্তমরূপে অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করিব, কিন্তু পরিশেষে আমার একটি অভিলষিত তোমাদিগকে সম্পাদন করিতে হইবে, এক্ষণে তাহা অঙ্গীকার কর। তাহা শুনিয়া সকলেই মৌনভাব অবলম্বন করিলেন, কেবল অর্জ্জুন তাঁহার বাক্য পালন করিতে স্বীকার করিলেন। দ্রোণ অর্জ্জুনের উপর বড়ই প্রসন্ন হইলেন; তাঁহার নয়ন-যুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

অস্ত্রশিক্ষা-লাভের জন্য দ্রোণের অভি-লাষানুরূপ গুরুদক্ষিণা-দান বিষয়ে অর্জ্জুনের প্রতিশ্রুতি।

অনন্তর মহাবীর্য্য দ্রোণাচার্য্য পাণ্ডবদিগকে দিব্য ও মানুষ বিবিধ অস্ত্র শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ শুনিয়া অন্ধকবংশীয় রাজা ও সূতপুত্র কর্ণ এবং অনেকানেক রাজকুমার অস্ত্রশিক্ষার্থ দেশ দেশান্তর হইতে দ্রোণের নিকট আগমন করিলেন। কর্ণ অর্জ্জুনের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া দুর্য্যোধনের সাহায্যে পাণ্ডবদিগকে নানা প্রকারে অবমাননা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের সকল শিষ্যের মধ্যে ভুজবলে, উদ্যোগে ও ধনুর্ব্বিদ্যা-শিক্ষায় আচার্য্যের সমকক্ষ হইয়া উঠিলেন। ফলে অর্জ্জুন ক্রমশঃ দ্রোণের অতি প্রিয়পাত্র হইলেন।

দুর্য্যোধন ও ভীম দ্রোণের নিকট গদাযুদ্ধ অভ্যাস করিতেন। দ্রোণপুত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অশ্বত্থামা সর্ব্বরহস্য-পারদর্শী হইয়াছিলেন। নকুল ও সহদেব অসিচর্চ্চায় কুশলী হইলেন। যুধিষ্ঠির রথী হইলেন। অর্জ্জুন বুদ্ধিবলে বল ও উৎসাহে পৃথিবী মধ্যে প্রধান হইলেন। তিনি অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর হইলেন। দুরাত্মা দুর্যোধন বলাধিক ভীম ও কৃতবিদ্য অর্জ্জুনকে দেখিয়া নিতান্ত ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইলেন।

কুমারদিগের এইরূপ অস্ত্রশিক্ষা হইলে দ্রোণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, মহারাজ, কুমারেরা ধনুর্ব্বেদে কৃতবিদ্য হইয়াছেন। অনুমতি হইলে তাহারা আপন আপন অস্ত্রশিক্ষার পরিচয় দেয়। তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আদেশ করিলেন অস্ত্রশিক্ষাদর্শন-বিধায়িনী রঙ্গভূমি মহাত্মা দ্রোণের উপদেশানুসারে অবিলম্বে সম্পাদন কর। তদনুসারে সমতল ভূতলে তরুগুল্মবিহীন সুপরিচ্ছন্ন এবং স্থানে স্থানে প্রস্রবণ ও জলাশয়ে অতিশয় রমণীয় স্থান নিরূপিত হইল! আচার্য্য দ্রোণ শুভ নক্ষত্র-যোগসম্পন্ন তিথিবিশেষে বীরসমাজে ডিণ্ডিম প্রচার করত ঐ স্থলে পূজোপহার প্রদান করিলেন। রাজশিল্পীরা সেই রঙ্গভূমির মধ্যে শাস্ত্রানুসারে অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ অতিবিস্তীর্ণ এক এক দর্শনাগার এবং স্ত্রীলোকদিগের অবলোকনার্থ সুরম্য গৃহ সকল, পুরবাসীদের দর্শনার্থ অত্যুন্নত মঞ্চ প্রস্তুত ও সুসজ্জিত করিতে লাগিল।

কুমারদিগের অস্ত্র-বিদ্যা-পরীক্ষার্থ রঙ্গভূমির ব্যবস্থা

অনন্তর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নির্দ্দিষ্ট দিনে মন্ত্রিগণসহ কৃপাচার্য্য ও ভীষ্মকে সম্মুখীন করিয়া মুক্তাজালে অলঙ্কৃত বৈদূর্য্যমণি-শোভিত সুবর্ণময় রমণীয় দর্শনাগারে গমন করিলেন। মহাভাগা গান্ধারী, কুন্তী ও অন্যান্য রাজমহিষীরা সুপরিচ্ছন্ন সুপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ললোচনে তথায় গমন করিলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ব্বর্ণ্য রাজকুমার-

রঙ্গভূমিতে ধৃতরাষ্ট্র ও মহিষীদিগের প্রবেশানন্তর সপুত্রক দ্রোণাচার্য্যের প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগের অস্ত্রশিক্ষা-দর্শনার্থী হইয়া রাজধানী হইতে দ্রুত গমনে তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকালমধ্যে রঙ্গভূমি জনতা-পূর্ণ হইল। তৎপরে বাদ্যকরেরা মৃদুমধুর রবে বাদ্য করিয়া দর্শকমণ্ডলীর কৌতূহল উৎপাদন করিতে লাগিল। এই সময়ে শুক্লাম্বরধারী শুক্লকেশ শুক্লযজ্ঞোপবীত-সম্পন্ন শুক্লশ্মশ্রু শুক্লচন্দনানুলিপ্তকলেবর মহানুভব দ্রোণাচার্য্য গলদেশে শুক্লমাল্য-ধারণ করিয়া স্বপুত্র অশ্বত্থামার সহিত রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে বলি-প্রদানপূর্ব্বক মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক মাঙ্গলিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইলেন। পুণ্য কর্ম্ম-সমাধানান্তে অনুচরেরা অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল।

অনন্তর রাজপুত্রগণ অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিত্র-বন্ধনপূর্ব্বক বদ্ধতূণ ও বদ্ধপরিকর হইয়া সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে অগ্রে করত হস্তে ধনুর্ব্বাণ লইয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ ক্রমে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। রাজকুমারদিগের বিবিধ অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্রের ক্রীড়া দেখিয়া দর্শকবৃন্দ চমৎকৃত হইলেন। দুর্যোধন ও ভীম উভয়ে বদ্ধপরিকর হইয়া বাম ভাগ অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিদুর ও কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও রাজমহিষী গান্ধারীর সন্নিধানে কুমারদিগের এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

সজ্জিত হইয়া রঙ্গমধ্যে কুমারগণের প্রবেশ

তৎপরে দুর্যোধন ও ভীমসেন উভয়ে ঐ ক্রীড়াযুদ্ধে রণস্থলে প্রবেশ করিলে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে মহান্ কোলাহল উপস্থিত হইল। তাহা দেখিয়া ধীমান্ দ্রোণ অশ্বত্থামাকে বলিলেন, বৎস, সুশিক্ষিত বীরদ্বয়কে গদাযুদ্ধ হইতে নিবারণ কর। অশ্বত্থামা তদনুসারে গদাযুদ্ধোদ্যত উভয়কে তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিলেন। তৎপরে

রঙ্গমধ্যে দুর্যোধন ও ভীমসেনের প্রবেশ ও দর্শকবৃন্দের কোলাহল নিবৃত্তির পর দ্রোণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের প্রশংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রোণ রণবাদ্য ধ্বনি নিবারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমার শিষ্য অর্জ্জুন আমার পুত্র অশ্বত্থামা হইতেও প্রিয়তর, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ ও উপেন্দ্রতুল্য মহাবীর, হে দর্শকবৃন্দ, তোমরা ইহাকে দেখ।" তখন অর্জ্জুন আচার্য্যের আজ্ঞানুসারে কফোণি অবধি মণিবন্ধ পর্যন্ত চর্ম্ম আবরণ দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক অঙ্গুলিত্রাণ ও কাঞ্চনময় কবচ-ধারণপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া রঙ্গমধ্যে পরিদৃশ্যমান হইলেন, তাহা দেখিয়া দর্শকগণের চিত্ত প্রসন্ন হইল। সেই সময় চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি ও বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। অনন্তর "ইনি শ্রীমান্ কুন্তীনন্দন" "ইনি পাণ্ডবদিগের তৃতীয়" "ইনিই দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র" "ইনিই কৌরবগণের রক্ষক" "ইনি অস্ত্র-বেত্তাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ" "ইনি পরম ধার্মিক" "ইনি নিরতিশয় সুশীল" দর্শকগণের এইরূপ প্রশংসাবাদ রঙ্গমধ্যে সর্ব্বত্রই শোনা যাইল। পুত্রের প্রশংসা শুনিয়া আনন্দাশ্রুতে কুন্তীর বক্ষঃস্থল সিক্ত হইল। দর্শকদিগের কোলাহল শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র তাহার কারণ অবগত হইয়া বলিলেন, 'আমি কুন্তীগর্ভসম্ভূত পাণ্ডবত্রয় দ্বারা ধন্য হইলাম।'

দর্শকবৃন্দ কর্তৃক অর্জ্জুনের প্রশংসা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রের ও কুন্তীর আনন্দ

অনন্তর সেই কোলাহল নিবৃত্ত ও দর্শকগণ সন্তুষ্ট হইলে মহাবীর অর্জ্জুন আচার্য্য দ্রোণ-সন্নিধানে আপনার অস্ত্রকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র, বারুণাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র, পার্ব্বতাস্ত্র অন্তর্ধানাস্ত্রের প্রয়োগ অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত দেখাইয়া তত্রত্য দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করিলেন। তৎপরে শিক্ষাকৌশলে কখন দীর্ঘ, কখন হ্রস্ব, কখন রথসম্মুখে, কখন রথমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বেই ভূতলে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর অর্জ্জুন বিবিধ বাণ দ্বারা সুকুমার, স্থূল ও সূক্ষ্ম লক্ষ্য সকল অনায়াসে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক দর্শকগণকে নানাবিধ অস্ত্র-প্রয়োগ-প্রদর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ভ্রমণশীল লৌহময় বরাহের মুখে এক কালে পাঁচটী বাণ এভাবে বিদ্ধ করিলেন, যেন বাণগুলি যুগপৎ মুখে প্রবিষ্ট হইল। তৎপরে কেশময় রজ্জু দ্বারা লম্বিত গোশৃঙ্গ-কোষে একুশটী বাণ বিদ্ধ করিলেন।

এই অদ্ভুত ব্যাপার সমাধানান্তে অধিকাংশ লোক সমাজ হইতে নির্গত ও বাদ্য কোলাহল নিস্তব্ধপ্রায় হইল। এই অবসরে বজ্রধ্বনি-সদৃশ বাহ্বাস্ফোটন দ্বারদেশ হইতে উত্থিত ও শ্রুত হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া ঐ শব্দের কারণ নিরূপণ করিতে লোক সকল দ্বার-দেশাভিমুখে ধাবমান হইল। সকলে দেখিলেন, দুর্যোধন গদামাত্র-

রঙ্গস্থলে ভীমের সহিত গদা যুদ্ধার্থ দুর্যোধনের প্রবেশ

সহায় ও ভ্রাতৃশত দ্বারা পরিবৃত হইয়া দ্বার-দেশে উপস্থিত। তখন সেখানে পঞ্চপাণ্ডব-পরিবৃত হইয়া দ্রোণাচার্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি অশ্বত্থামা ও ভ্রাতৃশত সমভিব্যাহারে উত্থিত দুর্যোধনকে গদা যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিলেন।

তৎপরে লোকে অবকাশ প্রদান করিলে মহাবল পরাক্রান্ত অঙ্গরাজ কর্ণ রঙ্গস্থলে প্রবেশ করিলেন। তদীয় মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত। তিনি সহজাত কবচ ধারণ ও কটি-দেশে খড়্গ বন্ধন করিয়া পাদচারী পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি উন্নতকায় ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিলেন। তাঁহার যশের পরিসীমা ছিল না। দীপ্তি, কান্তি ও দ্যুতি দ্বারা তিনি চন্দ্র,

রঙ্গস্থলে মহাবীর কর্ণের প্রবেশ

সূর্য্য ও অনলের তুল্য ছিলেন। তিনি সিংহ ও হস্তিসমূহের বল একাকী ধারণ করিতেন। তাঁহাতে সবই সম্ভব, কারণ কুন্তী মহর্ষি দুর্ব্বাসার প্রসাদে যে মহামন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রপ্রভাবে স্বয়ং বিবস্বানের ঔরসে কুন্তীর কুমারী অবস্থায় জাত পুত্র তিনি ছিলেন, পরে ঘটনাচক্রে অধিরথের দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন এই মাত্র। সেই মহাবল কর্ণ রঙ্গস্থলে ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া অতিভক্তিপূর্ব্বক দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যকে প্রণাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। রঙ্গস্থ লোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া নিশ্চল ও স্থিরনেত্র হইল এবং 'ইনি কে' জানিবার জন্য সকলেই কৌতূহলী হইল। তখন সূর্য্যতনয় কর্ণ অজ্ঞাত সহোদর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে মেঘ-গম্ভীরস্বরে বলিলেন, হে পার্থ, তুমি যেরূপ অস্ত্রাদির প্রয়োগ ও রণকৌশল দেখাইয়াছ আমিও বিশেষরূপে এখনি সে সমস্তই দেখাইব, বিস্মিত হইও না।

কর্ণের কথার শেষ হইতে না হইতেই দর্শকবৃন্দ মন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায় সত্বর উত্থিত হইল। এদিকে কর্ণের তাদৃশ উৎসাহবাক্যে দুর্যোধনের প্রীতি ও অর্জ্জুনের লজ্জা ও ক্রোধের উদ্রেক হইল। তৎপরে দ্রোণাচার্য্যের নিদেশানুসারে কর্ণও অর্জ্জুনের মত সকল অস্ত্রপ্রয়োগে কৃতিত্ব দেখাইলেন। তখন দুর্যোধন ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে মহাবীর কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রফুল্লমনে ও সাদর বচনে বলিলেন, হে মহাবাহো, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তুমি এস্থলে আসিয়াছ। এক্ষণে কুরুরাজ্য যথেচ্ছ ভোগ কর। তাহা শুনিয়া কর্ণ বলিলেন, প্রভো, বোধ হয়, আমি আমার কর্ত্তব্য কর্ম সমুদায়ই করিয়াছি, এক্ষণে তোমার সহিত বন্ধুতা করিতে এবং অর্জ্জুনের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। তখন দুর্যোধন বলিলেন, ভাল এক্ষণে আমার সহিত বন্ধুতা করিয়া বিষয়ভোগ-বাসনা চরিতার্থ কর, পরে বিপক্ষ পক্ষের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিও।

কর্ণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের মত দর্শকবৃন্দকে নানাবিধ অস্ত্রপ্রয়োগ প্রদর্শন

দুর্যোধনের এইরূপ উদ্ধত বাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জ্জুন কর্ণকে বলিলেন, রে কর্ণ, যাহারা অনাহূত হইয়া উপদেশ প্রদান করে ও যাহারা অনাহূত হইয়া কথা বলে, তাহারা যে লোকে গমন করে, অদ্য তোর প্রাণ-সংহার করিয়া সেখানে তোকে প্রেরণ করিব। তখন কর্ণ বলিলেন।

অর্জ্জুন ও কর্ণের উভয়ের স্পর্দ্ধা বাক্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে অর্জ্জুন, দেখ, এই রঙ্গভূমি সাধারণের অধিকৃত; সুতরাং ইহার মধ্যে তোমার কোন বিশেষ প্রভুতা নাই। অভ্যাগত ভূপালগণ সকলেই পরাক্রান্ত এবং ধর্মও পরাক্রমের অনুসরণ করিয়া থাকেন। অধিক কি বলিব, যাবৎ গুরুজন-সমক্ষে শর দ্বারা তোমার শিরশ্ছেদন না করিতেছি, তাবৎ আর বিফল শরক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

অনন্তর অর্জ্জুন আচার্য্যদ্রোণকর্তৃক আদিষ্ট ও ভ্রাতৃগণকর্তৃক আশ্লিষ্ট হইয়া সংগ্রামার্থ কর্ণের সম্মুখে গমন করিলেন। সমরপ্রিয় কর্ণ, দুর্যোধন ও তদীয় ভ্রাতৃগণকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। তখন দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুশলী কৃপাচার্য্য উভয়কে ধনুর্ধারণ করিতে দেখিয়া কর্ণকে বলিলেন, কুন্তীগর্ভজাত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জ্জুন তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। হে

কৃপাচার্য্য কর্তৃক কর্ণের কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা

মহাবাহো, এক্ষণে তুমি আপনার মাতা ও পিতার নামোল্লেখ কর এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং কোন্ রাজর্ষিবংশ অলঙ্কৃত করিয়াছ, তাহাও সবিশেষ বল। তোমার পরিচয় পাইলে অর্জ্জুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারেন, নচেৎ নহে, কারণ রাজকুমারেরা অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না।

এইরূপ অভিহিত হইলে কর্ণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মুখমণ্ডল বর্ষানীর-পরিক্ষিপ্ত সুকোমল পদ্মের ন্যায় লক্ষিত হইল। তাহা দেখিয়া দুর্যোধন দ্রোণাচার্যকে বলিলেন, হে আচার্য্য, শাস্ত্রে কথিত আছে, যিনি সৎকুলসম্ভূত, বীর ও সৈন্য-চালনে সমর্থ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা যায়। তথাপি যদি অর্জ্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্যের সহিত যুদ্ধ না করেন, তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিতেছি।

অনন্তর দুর্যোধন মহারথ কর্ণকে কাঞ্চনময় পীঠোপরি সংস্থাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া লাজ কুসুম ও সুবর্ণদ্বারা

দুর্যোধনকর্ত্তৃক কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অভিষেক

কর্ণকে অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মস্তকোপরি ছত্র ধারণ, উভয় পার্শ্বে চামর ব্যজন ও বন্দিগণের জয়ধ্বনি ও অভিষেকান্তে সমস্ত অনুষ্ঠানই যথাযথভাবে হইল। তখন কর্ণ সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক দুর্যোধনকে বলিলেন, হে মহারাজ, তোমাকে রাজ্যদানের সমুচিত কি প্রতিদান করিব আমাকে বল, এক্ষণে আমার প্রত্যুপকার করিবার ক্ষমতা আছে।

দুর্যোধনের সহিত কর্ণের সখ্য-স্থাপন

দুর্যোধন কর্ণের এইরূপ মধুর ও প্রিয় বাক্য শুনিয়া বলিলেন, হে কর্ণ, এক্ষণে তোমার সহিত সখ্য-সংস্থাপন করিতে ইচ্ছা করি। কর্ণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলেন এবং হর্ষোৎফুল্লনয়নে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর কর্ণের পালক পিতা সূত অধিরথ রঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কর্ণ পিতাকে দেখিয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক তদীয় গৌরব-রক্ষার্থ

ভীম কর্ত্তৃক কর্ণের অবমাননা

মস্তক দ্বারা তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সারথি অধিরথও পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন। ইহা দেখিয়া ভীমসেন কর্ণকে সূতপুত্র বিবেচনা করিয়া সহাস্যে বলিলেন, রে সূতনন্দন, রণে অর্জ্জুন-হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করা তোর পক্ষে কোনরূপ শ্রেয়স্কর নহে। বরং শীঘ্রই কুলোচিত বল্গা গ্রহণ কর। রে নরাধম, হুতাশন-সন্নিহিত যজ্ঞীয় হবিঃ যেমন কুকুরের অবলেহন যোগ্য নহে, সেইরূপ তুইও অঙ্গরাজ্য-ভোগ করিবার যোগ্য পাত্র নহিস্। ভীমের এইরূপ উদ্ধত বাক্য শুনিয়া কর্ণের অধর ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল এবং বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া তিনি সূর্য্যদেবকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ভীমের ঐ কথা শুনিয়া দুর্য্যোধন সক্রোধে ভ্রাতৃমধ্য হইতে সহসা উঠিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীমসেনকে বলিলেন. হে ভীম, কর্ণের প্রতি এরূপ কটূক্তি-প্রয়োগ তোমার সমুচিত নহে। ক্ষত্রিয়দিগের বলই শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়েরা ক্ষত্রিয়েরই সহিত যুদ্ধ করিবে। শূরদিগের প্রভাব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। মহানুভব দ্রোণাচার্য কুম্ভসম্ভব হইয়াও অদ্বিতীয় শস্ত্রধারী হইয়াছেন। শরস্তম্ব হইতে গোতমবংশের গৌতম উৎপন্ন হন এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আর তোমাদিগের যেরূপ জন্মলাভ হইয়াছে, তাহা আমাদের অবিদিত নাই। জানিবে, মৃগীর গর্ভে ব্যাঘ্রের উদ্ভব নিতান্ত অসম্ভব, কবচকুণ্ডলধারী সর্ব্বলক্ষণযুক্ত সূর্য্যসঙ্কাশ মহাবীর কর্ণও সামান্য ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন নহেন। কর্ণ অঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন ইহা তাঁহার পক্ষে অতি সামান্য কথা; ইনি মনে করিলে নিজ ভুজবলে ও আমার সাহায্যে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করিতে পারেন। কর্ণের রাজ্যলাভ-বিষয়ে যাঁহার বিদ্বেষ থাকে তিনি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হউন।

দুর্যোধন কর্তৃক কর্ণের পক্ষ সমর্থন

অনন্তর রঙ্গমধ্যে সহসা সাধুবাদ সহকৃত হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। এই অবসরে সূর্য্যও অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। তৎপরে দুর্যোধন কর্ণের করগ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা দ্রোণ, কৃপ ও ভীষ্ম সমভিব্যাহারে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। দর্শকমধ্যে কোন ব্যক্তি অর্জ্জুনের, কোন ব্যক্তি কর্ণের, কোন ব্যক্তি দুর্যোধনের পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে আপন আপন আবাসে প্রস্থান করিল।

এই অবসরে দিব্যলক্ষণ-লক্ষিত অঙ্গরাজ কর্ণকে নিজগর্ভজাত পুত্র-বোধে ভোজ-দুহিতা কুন্তীর অন্তঃকরণে স্নেহের সঞ্চার হইতে লাগিল। কর্ণের সহায়তা লাভ করিয়া দুর্য্যোধনের অর্জ্জুনের ভয় তিরোহিত হইল। কর্ণও দুর্যোধনকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বস্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণকে অদ্বিতীয় ধনুর্দ্ধর স্থির করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রোণাচার্য্য শিষ্যের প্রতিশ্রুত গুরু-দক্ষিণা গ্রহণ করিতে বাসনা করিলেন। শিষ্যগণকে বলিলেন, বৎসগণ, তোমরা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে রণক্ষেত্র হইতে গ্রহণ করিয়া আনয়ন কর, উহাই তোমাদের গুরুদক্ষিণা-স্বরূপ হইবে। শিষ্যগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তৎক্ষণেই দক্ষিণা-দানার্থ আচার্য্য দ্রোণ সমভিব্যাহারে অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া পাঞ্চাল দেশ আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদরাজের বহুসংখ্যক সৈন্য সামন্ত নিহত হইল। পাঞ্চালদেশীয় বীর পুরুষেরা দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন ভীমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আর্য্য, রাজসত্তম দ্রুপদ কুরুবীরদিগের আত্মীয়, আর তাঁহার সৈন্য সংহার না করিয়া গুরু-দক্ষিণা দিবার চেষ্টা করুন। ভীমসেন অর্জ্জুনের কথায় সৈন্যাবমর্দ হইতে নিরস্ত হইলেন। মন্ত্রীর সহিত দ্রুপদরাজকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ধরিয়া আনিয়া পাণ্ডবগণ প্রতিশ্রুত গুরু-দক্ষিণা দিলেন। পাণ্ডবদিগের প্রতি দ্রোণাচার্য্য অতীব প্রীত হইলেন।

> দ্রুপদরাজকে পরাজিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ধরিয়া আনিয়া দ্রোণাচার্য্যের হস্তে পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক সমর্পণ ও প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দান।

সংবৎসর অতীত হইলে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। যুধিষ্ঠির রাজ্যলাভ করিয়া স্বীয় অসাধারণ ধৈর্য্য, স্থৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সরলতা, অনৃশংসাচার, ভৃত্যানুকম্পা প্রভৃতি সদ্‌গুণে অবিলম্বেই পিতার মহীয়সী কীর্ত্তি সুরক্ষিত করিলেন। ভীমসেন বলদেব হইতে অসিচর্য্যা, গদাযুদ্ধ ও রথযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণের একান্ত বশংবদ থাকিলেন। অর্জুন প্রগাঢ় দৃঢ়মুষ্টি ছিলেন। লক্ষ্যভেদে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, তিনি ক্ষুরাগ্র, নারাচ, ভল্ল প্রভৃতি বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন।

> ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুনের তুল্য বলবান্ আর কেহ নাই, দ্রোণাচার্য্য এই নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতেন।

ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপুত্রদিগকে প্রভাবান্বিত ও প্রথিতযশাঃ দেখিয়া অত্যন্ত কাতর ও একান্ত চিন্তান্বিত হইলেন। এরূপ সময়ে দুর্য্যোধন দুঃশাসন শকুনি ও কর্ণ দুষ্ট মন্ত্রণা করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করিল এবং তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে দগ্ধ করিতে মনস্থ করিল। তত্ত্বদর্শী মহাত্মা বিদুর আকার ও ইঙ্গিত দ্বারা ঐ পামরগণের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন।

পামরদিগের পরামর্শ মত কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে হস্তিনানগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া বারণাবত নগরে পাঠাইতে হইবে ইহা স্থির হইল। সেখানে অতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা সুরম্য গৃহ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

বারণাবতে কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে জতুগৃহে প্রেরণ

মাতার সহিত পাণ্ডবগণকে বারণাবতের ঐ জতুগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। মহাত্মা বিদুর কুন্তীর সহিত পাণ্ডবদিগের পলায়নের উপায় ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক বৎসর অবস্থানের পর যে দিন পাণ্ডবেরা পলায়ন করিবেন ঘটনাচক্রে ক্ষুধাতুরা এক নিষাদী পঞ্চপুত্রের সহিত সেদিন অন্নার্থিনী হইয়া তথায় আশ্রয় লইয়াছিল। কুন্তী দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহাদিগকে উত্তমরূপে পান ভোজন করাইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ নিষাদী পুত্রগণের সহিত প্রচুর পরিমাণ মদ্য পান করিয়া হতজ্ঞান ও মৃতকল্প হইয়া সেই স্থানেই পাণ্ডবদিগের অলক্ষিতভাবে অবস্থান করিয়াছিল। গভীর রজনীতে সমীরণ প্রবল বেগে বহিতেছিল। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন উত্তম সুযোগ বুঝিয়া দুর্যোধনের নিযুক্ত পাপকর্ম্মনিরত পুরোচনের উপর ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া কুন্তীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে দগ্ধ করিবার ভার অর্পিত ছিল অগ্রে তাহার গৃহে, পরে জতুগৃহের দ্বারে, তৎপরে সেই বাটীর চতুর্দ্দিকে অগ্নি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করিয়া ভ্রাতৃগণ ও মাতার সহিত মহাত্মা বিদুর- প্রেরিত খনক-নির্ম্মিত সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন জননীকে স্কন্ধদেশে, নকুল ও সহদেবকে ক্রোড়ে, এবং যুধিষ্ঠির ও অর্জ্জুনকে হস্তদ্বয়ে ধরিয়া বায়ুবেগে যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে দেশে বনের ভাগই খুব বেশী ছিল, আর প্রায় সকল বনেই নানাবিধ সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বাস করিত, বিশেষতঃ সকল বনই ভীষণ পরাক্রান্ত মায়াবী রাক্ষসের আবাসভূমি ছিল।

জতুগৃহ হইতে পাণ্ডবদিগের কুন্তীর সহিত পলায়ন ও বন প্রবেশ

যে বনের ভিতর দিয়া তাঁহারা অতিকষ্টে যাইতেছিলেন সেই বনের অনতিদূরে পরাক্রান্ত নরমাংসাশী হিড়িম্ব নামে এক ভীষণ রাক্ষস বাস করিত। সেই রাক্ষস নরমাংস ভক্ষণের আশায় তাহার মায়াবিনী ভগিনী হিড়িম্বাকে কুন্তী ও পঞ্চপাণ্ডবের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে বধ করিয়া তাহাদের মাংস আনিবার জন্য পাঠাইল। কামরূপিণী হিড়িম্বা দিব্যাভরণভূষিতা ষোড়বর্ষদেশীয়া কামিনীর বেশ ধারণপূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে ভীমসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া লজ্জাবনত সহাস্য বদনে গদ্‌গদ স্বরে তাঁহাকে বলিল, "আমার ভ্রাতা হিড়িম্ব তোমাদের মাংসভক্ষণে ও রুধিরপানে লোলুপ হইয়া তোমাদিগের বধসাধনার্থ আমাকে পাঠাইয়াছে। যাহা হউক আমি তোমার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করি। আমি স্বীকার করিতেছি, দুরন্ত রাক্ষসভয় হইতে তোমাকে পরিত্রাণ করিব। আমি কি জল, কি স্থল, কি অম্বরতল সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিতে পারি, তোমাকে লইয়া গিরিদুর্গমধ্যে বাস করিব, তুমি পরমসুখে বাস করিতে পারিবে, অনুগ্রহ করিয়া অধীনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।"

ভীমসেন হিড়িম্বার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলেন না, প্রত্যুত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিড়িম্বাকে বলিলেন—তোমার ভ্রাতা হিড়িম্বকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। এদিকে হিড়িম্ব স্বীয় ভগিনীর বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং পাণ্ডবগণ-সমীপে গমন করিল এবং দেখিল মায়াবিনী হিড়িম্বা মানুষীর বেশ ধারণ করিয়াছে এবং তাহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের মত, কবরী পুষ্পমালায় পরিবেষ্টিত, ভ্রূ, চক্ষু ও কেশ মনোহর, সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্রাভরণে ভূষিত ও পরিধানে সূক্ষ্মবস্ত্র। হিড়িম্ব ভগিনীকে তাদৃশভাবাপন্না দেখিয়া কামুকী বলিয়া বুঝিতে পারিল। তখন সে অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল—ওরে বিপ্রিয়কারিণি হিড়িম্বে, তুই আমার ভোজনে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছিস্? রে রাক্ষসকুলকলঙ্কিনি পরপুরুষাভিলাষিণি অসতি, তোকে ধিক্। তুই যার আশ্রয়বলে আমার এই মহৎ অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিলি আমি তোর সমক্ষে এখনই তাহাকে বধ করিতেছি, তারপর তোকে বধ করিব। হিড়িম্ব, ভগিনীর উপর এই প্রকার তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া রোষকষায়িতলোচনে দৃঢ়তররূপে দশনে দশন নিপীড়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বিনাশ করিতে চলিল। ভীমপরাক্রম ভীমসেন বলিলেন, রে রাক্ষসকুলাধম, তুই নিজেই তোর ভগিনীকে পাঠিয়েছিস্। সে স্ত্রীলোক, আমার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে। এখন তাহাকে রক্ষা করা আমার নিতান্ত কর্ত্তব্য। আর তুই আমার ক্লান্ত সুষুপ্ত জননী ও ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গ করিতে উদ্যত। আয়, তোকে এখনই শমনসদনে প্রেরণ করি। এই বলিয়া, পাছে জননী ও ভ্রাতৃগণের নিদ্রাভঙ্গ হয় এই ভয়ে সেই দুর্দ্দান্ত রাক্ষসকে একটু দূরে হিড়্ হিড়্ করিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া তাহাকে বলপূর্ব্বক ভূতলে নিক্ষেপ করত পশুর ন্যায় বধ করিলেন। তদনন্তর ভীমসেন হিড়িম্বাকে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে দেখিয়া বলিলেন, রে নিশাচরি, তোর আর আমাদের সঙ্গে থাকা উচিত নয়, স্বীয়

ভীম কর্ত্তৃক হিড়িম্ব রাক্ষস-বধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহোদরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ শমনভবনে যাত্রা কর। হিড়িম্বের সহিত ভীম-সেনের যুদ্ধকালে ভীষণ-চীৎকার নিবন্ধন জননী ও ভ্রাতৃগণের সহিত ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি ভীমসেনকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করত বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, স্ত্রীহত্যা করিও না; শরীর রক্ষা করা অপেক্ষা ধর্ম্মরক্ষা শ্রেষ্ঠ। সেই দুরাত্মা হিড়িম্বই আমাদের বধ করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ত তুমি বিনষ্ট করিয়াছ, এ তাহার ভগিনী, এ ক্রুদ্ধ হইলেই বা আমাদের কি করিতে পারিবে?

হিড়িম্বা ভীমের ক্রোধদর্শনে সাতিশয় বিষণ্ণা হইয়া যুধিষ্ঠিরের সমক্ষে কুন্তীকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, আর্য্যে, আমি ভীমসেনকে নিরীক্ষণ করা অবধি নিশাচরদিগের জাতীয় ধর্ম্ম ও বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করত তাঁহার শরণাপন্না হইয়াছি। হে যশস্বিনি, যদি তিনি কিংবা আপনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ ত্যাগ করিব, অতএব আপনি আমাকে মূঢ়া বলিয়া হউক, বা ভক্তা বলিয়া হউক, কিংবা অনুগতা বলিয়াই হউক, অনুগ্রহ করিয়া যাহাতে আপনার পুত্র আমার পাণিগ্রহণ করেন তাহার বিধান করুন। আমি সেই দেবরূপী বৃকোদরকে লইয়া যথেচ্ছ গমন করিব এবং পুনরায় আপনাদের সমীপে আনয়ন করিয়া দিব। আপৎকালে আপনারা আমাকে স্মরণ করিলে আমি তদ্দণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইব এবং আপনাদিগকে বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ করিব। আপনারা সত্বর গমনে অভিলাষ করিলে আমি স্বীয় পৃষ্ঠে করিয়া আপনা-দিগকে লইয়া যাইব। আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ভীমের সহিত আমার মিলন করিয়া দিন। আপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যে কোন প্রকারে হউক প্রাণধারণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি কি বিপদ্ কি সম্পদ্ সর্বকালেই স্বকৃত অঙ্গীকার প্রতিপালন করিয়া থাকেন; আপৎকালেই ধার্ম্মিকগণের ধর্ম্মের বিঘ্ন হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব যিনি আপৎকালেও স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন, তিনিই যথার্থ ধার্ম্মিক; লোকে পুণ্যবলেই জীবিত থাকে; পুণ্যই প্রাণধারণের একমাত্র উপায়; যে কার্য্য করিলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা হয়, তাহা কাহারও পক্ষে দোষাবহ নহে।

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির হিড়িম্বার কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলেন, হে সুমধ্যমে, তুমি যাহা বলিলে তাহা যথার্থ বটে, তুমি সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কালে কৃতস্নানাহ্নিক ও কৃতকৌতুকমঙ্গল ভীমসেনকে ভজনা করিও; দিবাভাগে উহাকে লইয়া যথেচ্ছ গমন করত স্বচ্ছন্দে বিহারাদি করিও; কিন্তু রজনীযোগে আমাদের সমীপে আনয়ন করিয়া দিতে হইবে। বৃকোদর যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রবণান্তর "তথাস্তু" বলিয়া অনুমোদন করিলেন এবং হিড়িম্বাকে বলিলেন, হে নিশাচরি, আমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার আজ্ঞানুসারে তোমার পাণি-গ্রহণ করিব যথার্থ বটে, কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তোমার গর্ভে সন্তান না জন্মিবে, ততদিন তোমার সহিত বাস করিব।

ভীমকর্ত্তৃক হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ

মনোবেগগামিনী হিড়িম্বা ভীমের বাক্য শ্রবণ করিয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া স্বীকার করিল এবং তাঁহাকে লইয়া আকাশমার্গে গমন করিল। সে পরম রমণীয় রূপলাবণ্য-প্রদর্শন ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহার মনোহরণপূর্ব্বক কখন বা দেবগণের আবাসস্থান মৃগপক্ষিসমাকীর্ণ রমণীয় শৈলশৃঙ্গে, কখন সুপুষ্পিত বৃক্ষসমাকীর্ণ বন-দুর্গে, কখন প্রফুল্ল কমল-বনযুক্ত মনোহর সরোবরে, কখন বৈদূর্য্যসিকতাময় দ্বীপসমূহে, কখন কাননসুশোভিত সুশীতল জলপূর্ণ গিরিনদীতে, কখন পুষ্পিত দ্রুমলতাচ্ছাদিত কোকিলকুলকূজিত কাননকুঞ্জে, কখন মণিকাঞ্চনাঢ্য সাগর-প্রদেশে, কখন পবিত্র দেবারণ্যে, কখন গুহ্যকগণের নিবাস-স্থানে, কখন বা তাপসদিগের আশ্রমে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে লাগিল। কিয়দ্দিন পরে হিড়িম্বা গর্ভবতী হইল। নিশাচরীরা গর্ভধারণমাত্রই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তান প্রসব করে। হিড়িম্বা গর্ভধারণ করিয়াই এক বিরূপাক্ষ, মহাবলপরাক্রান্ত, মহাভুজ, মহাধনুর্দ্ধর, অমানুষ পুত্র প্রসব করিল। পুত্র মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র যৌবনপ্রাপ্ত ও সর্বশাস্ত্র-বিশারদ হইল এবং সত্বর পিতামাতাকে প্রণাম করত তাঁহাদের পাদগ্রহণ করিল। তাঁহারা পুত্রের নাম ঘটোৎকচ রাখিলেন। ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও একান্ত ভক্তিমান্ ছিলেন; তাঁহারাও তাঁহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। হিড়িম্বা বিবাহের সর্ত্তানুসারে আর এখানে অবস্থান অনুচিত বুঝিয়া পাণ্ডবগণকে সম্ভাষণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। মহাবীর ঘটোৎকচও প্রস্থান-কালে বিনয়গর্ভ বচনে 'দাস আপনাদের কার্য্যকালে উপস্থিত হইবে' বলিয়া গুরুজনের নিকট বিদায় লইয়া উত্তর দিকে গমন করিলেন। মহাবল ঘটোৎকচ অপ্রতিমবীর্য্য কর্ণের সহিত সংগ্রাম নিমিত্ত ইন্দ্রের অংশ পাণ্ডুবংশে জন্মগ্রহণ করেন।

হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম

সপুত্র হিড়িম্বার প্রস্থান

অনন্তর মাতৃসমক্ষে পাণ্ডবগণ বল্কলাজিন ও জটাবন্ধন প্রভৃতি তাপস-বেশ-ধারণপূর্বক বনে বনে ভ্রমণকরত মৎস্য, ত্রিগর্ত, পাঞ্চাল, কীচক প্রভৃতি নানা দেশের রমণীয় স্থানসমূহ দেখিতে দেখিতে ও নানাবিধ মৃগ বধ করিতে করিতে সত্বরগমনে চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা গমন করিতে করিতে একদা পিতামহ ব্যাসদেবকে দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদিগের ঈদৃশ দুরবস্থায় তাঁহাদিগকে 'তোমাদিগের ভবিষ্যৎ শুভ হইবে' বলিয়া আশ্বস্ত করিয়া তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া অনতিদূরবর্তী একচক্রা নগরীতে এক ব্রাহ্মণের আলয়ে তাঁহাদিগকে রাখিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, ধর্মাত্মন্, তুমি মাতা ও ভ্রাতাদিগের সমভিব্যাহারে দেশকালানুসারে কার্য্য করিয়া

ব্যাসদেবের সহিত সাক্ষাৎকার ও তৎ-কর্ত্তৃক একচক্রানগরে পাণ্ডবদিগকে রক্ষা ও আশ্বাস-দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক মাস এই স্থানে সুখে বাস কর ; মাস পূর্ণ হইলে আমি পুনরায় এখানে আসিব। এই কথা বলিয়া ভগবান্ ব্যাসদেব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

তাঁহারা সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া কিছুদিন সুখে শান্তিতে কাটালেন। তৎপরে মহাবলপরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত নরমাংসাশী বকনামক এক রাক্ষসের সহিত নগরবাসীদের সর্তানুসারে তাহার দৈনিক আহারার্থ ঐ ব্রাহ্মণের বাটী হইতে এক জনকে পাঠাইবার পর্য্যায় উপস্থিত হইল। এ কারণ ব্রাহ্মণের অন্তঃপুরমধ্যে ঘোরতর ক্রন্দনধ্বনি উপস্থিত হইল। কুন্তীদেবী অনুসন্ধানে ক্রন্দনের কারণ অবগত হইয়া ভীমসেনকে তাহার প্রতিকার করিতে বলিয়া আশ্রয়দাতা গৃহস্থকে নিশ্চিন্ত করিলেন। ভীমসেন নিজ বাহুবলে সেই ভীষণ রাক্ষসকে বধ করিয়া ঐ নগরবাসীদিগকে চিরদিনের জন্য সেই দুর্দান্ত রাক্ষস-ভয় হইতে মুক্ত করিলেন।

ভীম কর্ত্তৃক বকরাক্ষস বধ

বক রাক্ষস বধ করিয়া পাণ্ডবগণ ঐ ব্রাহ্মণের নিকেতনেই বাস করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দিন অতীত হইলে একদা অন্য এক ব্রাহ্মণ আশ্রয়লিপ্সু হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের আলয়ে আসিলেন। আতিথেয় ব্রাহ্মণ নব অভ্যাগত অতিথির যথোচিত সৎকার করিয়া তাঁহাকে বিশ্রামার্থ আশ্রয় প্রদান করিলেন। পাণ্ডবেরা জননীর সহিত পরম শ্রদ্ধা ও সাতিশয় ভক্তিসহকারে অভ্যাগত ঐ ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। অভ্যাগত ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সেবায় অতিপ্রীত ও প্রসন্ন হইয়া প্রসঙ্গক্রমে অতিপবিত্র বিচিত্র কথার উত্থাপন ও নানা দেশ, নগরী, তীর্থস্থান, নদী, অনেকানেক রাজার উপাখ্যান ও বহুবিধ অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার সমুদয় কীর্ত্তন করিলেন। ঐ সমস্ত কথা সমাপন হইলে পাঞ্চাল-দেশে পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের মহাযজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর জন্মকথা বলিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তদীয় বাল্যসখা দ্রোণকে পুর্বে যে অপমানসূচক বাক্য বলিয়াছিলেন এবং দ্রোণও পাণ্ডবসহায় হইয়া দ্রুপদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধে নিহত না করিয়া মন্ত্রীর সহিত তাঁহাকে ধরিয়া আনাইয়া রাজা দ্রুপদকৃত অবমাননার যে প্রতিশোধ লইয়াছিলেন তজ্জনিত কোপাগ্নি রাজা দ্রুপদের অন্তরকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছিল। দ্রুপদ রোষাবিষ্ট হইয়া যাজন-কর্ম্মে দক্ষ ব্রাহ্মণগণের অন্বেষণার্থ আশ্রমে আশ্রমে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর সংশিতব্রত যাজ ও উপযাজ নামক দুই ব্রহ্মর্ষি দ্বারা দ্রোণ-নাশক পুত্রেষ্টি করাইলেন। যাজ ও উপযাজ প্রজ্বলিত হোমাগ্নিতে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আহুতি প্রদান করিবামাত্র হুতাশন হইতে সহসা দেবকুমারসদৃশ সুকুমার এক পুত্র উত্থিত হইলেন।

ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্ম

সেই কুমারের বর্ণ প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল, সুন্দর কিরীটদ্বারা তদীয় মস্তক অলঙ্কৃত, আকার অতিভীষণ। তিনি ধনুর্বাণ, বর্ম্ম ও খড়্গ-চর্ম্ম ধারণ করিয়া বারংবার সিংহনাদপূর্ব্বক দিব্যরথারোহণে বহ্নি হইতে নির্গত হইলেন। তৎকালে এইরূপ আকাশবাণী হইল "যশস্বী রাজকুমার দ্রোণ-বধের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়াছেন। ইঁহার বল অতি অদ্ভুত, ইনি পাঞ্চালদিগের ভয় দূর করিবেন।" ইত্যবসরে সেই যজ্ঞবেদি হইতে আবার সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এক কুমারী উত্থিত হইলেন,

দ্রৌপদীর উৎপত্তি।

ত্রিভুবনে তদীয়রূপের তুলনা ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল, নয়নদ্বয় পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত ও চিত্তা-কর্ষক, কেশজাল নীল ও আকুঞ্চিত, পয়োধর পীন ও উন্নত, ভ্রূযুগল দেখিতে সুচারু, কন্যার গাত্র হইতে নীলোৎপলের গন্ধ একক্রোশ হইতে আঘ্রাণ করা যায়। তাঁহাকে দেখিলে বোধ হয়, যেন মানুষী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া কোন দেবী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। "এই কন্যা কালক্রমে ক্ষত্রিয়কুল ক্ষয় করিয়া বিস্তর দেব-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্য সাধন করিবেন। ইঁহার নিমিত্ত কুরুবংশীয়দিগের সর্ব্বদা আশঙ্কা থাকিবে'' সহসা ঐরূপ আকাশবাণী উত্থিত হইল। কুমারটী ধৃষ্ট অর্থাৎ প্রগল্‌ভ বা উদ্ধত এবং দ্যুম্ন অর্থাৎ কিরীট কবচ কুণ্ডলরূপ বিত্তের সহিত জাত বলিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার নাম "ধৃষ্টদ্যুম্ন" রাখিলেন আর কল্যাণী কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া "কৃষ্ণা" তাঁহার নাম হইল। দ্রুপদের মহাযজ্ঞে এইরূপ পুত্র ও কন্যা উৎপন্ন হইয়াছিল—এই সব বৃত্তান্ত অভ্যাগত ব্রাহ্মণ বলিলেন।

ব্রাহ্মণের ঐ সব কথা শুনিয়া কুন্তী মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্রদিগকে বলিলেন, আমরা এই রমণীয় নগরী মধ্যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক মহাত্মা ব্রাহ্মণের আবাসে বহুকাল বাস করিলাম। এ স্থলের দ্রষ্টব্যবস্তু সবই দেখিলাম। এক্ষণে এখানে ভিক্ষাও অপেক্ষাকৃত অল্প পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা দিনপাত হওয়া সুকঠিন। অতএব যদি তোমাদের ইচ্ছা হয় তবে চল, আমরা পরম রমণীয় পাঞ্চাল দেশে গমন করি।

কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণের পাঞ্চাল দেশে যাত্রা

তখন মাতার ইচ্ছানুসারে পাঞ্চাল দেশে যাওয়া স্থির হইল। সপুত্রক কুন্তী আতিথের ব্রাহ্মণকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া দ্রুপদ-রাজ্যে যাত্রা করিলেন।

পাণ্ডবগণ জননীর সহিত এইরূপ প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিতেছেন এমন সময়ে ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহাদিগের দর্শনার্থ সেখানে উপস্থিত হইলেন। পাণ্ডবেরা প্রত্যুদ্‌গমনপূর্ব্বক প্রণাম ও অভিবাদন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন; তখন মহর্ষি তাঁহাদিগকে উপবেশনার্থ অনুমতি প্রদান করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লমনে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে পাণ্ডবগণ, তোমরা শাস্ত্র ও ধর্মানুসারে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছ ত? পূজার্হ অতিথি ব্রাহ্মণকে সৎকার করিয়া থাক ত?" এরূপ ধর্মার্থসম্বন্ধে বহুবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে একটী উপাখ্যান বলিতে আরম্ভ করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন তপোবনে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সর্ব্বগুণসম্পন্না এক ঋষিকন্যা বাস করিতেন। সেই রমণী স্বীয় কর্ম্মদোষে নিতান্ত দুরদৃষ্টভাগিনী হওয়ায় অনুরূপ ভর্ত্তৃলাভে কৃতকার্য্যা হইতে পারেন নাই। তখন তিনি সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া পতিলাভার্থে তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন এবং কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তথায় আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, হে সুন্দরি, তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে বরদান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর। তখন সেই কন্যা বলিলেন, ভগবন্, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমি সর্ব্বগুণসম্পন্ন পতি লাভ করিতে পারি এইরূপ বর প্রদান করুন—এই বলিয়া বারংবার তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে বলিলেন, তোমার পঞ্চস্বামী লাভ হইবে। তখন তাপস-কন্যা বরদ দেবতাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, আমি একটি মাত্র সর্ব্বগুণোৎপন্ন পতি লাভের বাসনা করি। ঈশ্বর বলিলেন, হে কন্যে, তুমি পতি প্রদান করুন বলিয়া আমার নিকট পাঁচবার প্রার্থনা করিয়াছ, অতএব তোমার প্রার্থনা মত পরজন্মে পঞ্চ পতি লাভ করিবে। সেই দেবরূপিণী রমণী দ্রুপদবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগেরই সহধর্ম্মিণী হইবেন ; অতএব এক্ষণে তোমরা পাঞ্চাল নগরে অবস্থান কর। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, সেই কন্যা লাভ করিয়া তোমরা ভবিষ্যতে সুখী হইবে। এই বলিয়া মহর্ষি কুন্তী ও পাণ্ডবগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্যাসদেব প্রস্থান করিলেন।

ব্যাসকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত ও মহাদেব কর্ত্তৃক পঞ্চ-পতিলাভরূপ বর-দানের কথা

মহর্ষি ব্যাসের প্রস্থানানন্তর পাণ্ডবেরা সন্তুষ্টচিত্তে কুন্তীকে অগ্রে লইয়া অবন্ধুর পথ অবলম্বনপূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা দিবারাত্রি মধ্যে সোমাশ্রয়ায়ণ নামক তীর্থে গমন করিয়া জাহ্নবীতীরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যাকালে উপনীত হইলেন। অর্জ্জুন সর্ব্বাগ্রে এক জ্বলৎকাষ্ঠ লইয়া প্রকাশার্থে ও আত্মরক্ষার্থ তথায় গমন করিলেন।

চিত্ররথনামক মহাবলপরাক্রান্ত গন্ধর্ব্বরাজ ঐ পবিত্র রমণীয় গঙ্গাজলে অঙ্গনা-পরিবৃত হইয়া বিহার করিতেছিলেন। এই অবসরে তিনি গঙ্গাতীরে সমাগত পাণ্ডবগণের পদশব্দ শ্রবণ করিলেন। শ্রবণ করিয়া অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইলেন। শেষে জননী সমভিব্যাহারী পাণ্ডবগণের পরিচয় পাইয়া গন্ধর্ব্বরাজ অর্জ্জুনের নিকট পরাজয় স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করিলেন এবং অর্জ্জুনকে বহু আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য পুরাতনী কথা শোনাইয়া অর্জ্জুনের তৃপ্তিসাধন করিলেন।

অর্জ্জুন গন্ধর্ব্বরাজের পরামর্শানুসারে সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলসাধনের জন্য দেবলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধৌম্যকে পৌরোহিত্যে বরণ করিতে স্থির করিলেন। সে সময়ে ধৌম্য উৎকোচ নামক তীর্থে তপস্যা করিতেছিলেন এ সংবাদও গন্ধর্ব্বরাজের নিকট হইতে অর্জ্জুন জানিলেন।

দ্রুপদরাজ্যে যাইবার পথে গন্ধর্বরাজের সহিত অর্জ্জুনের সখ্য-স্থাপন ও গন্ধর্বরাজের উপদেশে ধৌম্যকে পুরোহিত নির্ব্বাচন

তদনন্তর পাণ্ডবেরা স্বয়ংবরা দ্রৌপদীর সন্দর্শনার্থ জননীর সহিত মহোৎসবময় দ্রুপদের জনপদে গমন করিলেন। পথিমধ্যে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরদিদৃক্ষু কতিপয় ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহারা বলিলেন, তাঁহারা পাঞ্চালেশ্বর ভবনে মহাসমৃদ্ধ স্বয়ংবর উপলক্ষে যাইতেছেন এবং পাণ্ডবদিগকেও তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে বলিলেন। তাঁহারা আরও বলিলেন, "দ্রুপদরাজ যজ্ঞসেনের দজ্ঞবেদির মধ্য হইতে এক পরম সুন্দরী দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছেন। সেই কমল-নয়না দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, ধৃষ্টদ্যুম্নও খড়্গ বর্ম ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন। দ্রৌপদীর সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নীলোৎপলগন্ধ এক ক্রোশ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়। আমরা সেই স্বয়ংবরা দ্রৌপদীকে দেখিবার জন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে যাইব এবং মহোৎসব দেখিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ ভোগ করিব। অন্ত সেখানে নানা দিগ্‌দেশ হইতে তরুণবয়স্ক পরমসুন্দর অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ কতশত রাজা ও রাজপুত্র আগমন করিবেন। তথায় পৌরাণিক, মাগধ, বৈতালিক, নট, নর্ত্তক ও নানাদেশীয় পরাক্রান্ত যোদ্ধৃগণ সমাগত হইয়া স্ব স্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করিবেন। আপনারাও কৌতুকাক্রান্ত চিত্তে সেই সকল কৌতুকাবহ ব্যাপার অবলোকন করিয়া দানপ্রাপ্ত দ্রব্যজাত প্রতিগ্রহপূর্ব্বক আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আপনারা সকলে দেবতুল্য রূপবান্, কৃষ্ণার দৃষ্টিপথে পড়িলে তিনি অবশ্য আপনা-দিগের অন্যতমকে বরমাল্য প্রদান করিতে পারেন। আপনারা এই মহাভুজ দর্শনীয় ভ্রাতাকে নিয়োগ করিলে ইনি অপরিমিত ধনরাশি জয় করিতে পারিবেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, 'যে আজ্ঞা; আমরা সকলেই আপনাদিগের সমভিব্যাহারে রাজকন্যার স্বয়ংবর ও তজ্জনিত মহোৎসব সন্দর্শনে আনন্দ ভোগ করিব।'

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় প্রবেশের পূর্বে পাণ্ডবদিগকে ব্যাস-দেবের আশীর্বাদ

গমনকালে মহর্ষি দ্বৈপায়নের সহিত পাণ্ডবগণের সাক্ষাৎকার হইল। তাঁহারা মহর্ষির যথাবিধি সৎকার করিলেন এবং নানাবিষয়ক কথোপকথনান্তে তৎকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া ও তাঁহার অমোঘ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া দ্রুপদ-ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। পাঞ্চাল দেশে উপনীত হইয়া রাজকীয় পটমণ্ডপ ও নগর নিরীক্ষণ করিয়া এক কুম্ভকারের আলয়ে বাস করিয়া ব্রাহ্মণোচিত ভিক্ষা বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

কুম্ভকারের আলয়ে পাণ্ডবদিগের প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থান

রাজা যজ্ঞসেন বীরশ্রেষ্ঠের হস্তে দ্রৌপদী সমর্পিত হন এই মনে করিয়া এক সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করাইলেন এবং কৃত্রিম আকাশযন্ত্র নির্ম্মাণ করা-ইয়া তদুপরি লক্ষ্য সংস্থাপনপূর্ব্বক ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যাযুক্ত শরাসনে শর-সন্ধান-পূর্ব্বক যন্ত্রচ্ছিদ্র অতিক্রম করিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন তিনি তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

এইরূপ ঘোষণা শ্রবণ করিয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে ভূপালগণ আসিতে লাগিলেন। স্বয়ংবর-দিদৃক্ষু ঋষিগণ এবং কর্ণের সহিত দুর্যোধন-প্রমুখ কুরুগণ সমুপস্থিত হইলেন। নানাদিগ্‌দেশ হইতে কত শত ব্রাহ্মণগণ আসিতে লাগিলেন। দ্রুপদরাজ সমাগত ব্যক্তিদিগের যথোচিত সৎকার করিলেন। নৃপতিবর্গ তাহা পরিগ্রহ করিয়া স্বয়ংবর-দর্শনার্থে মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন। সভাগৃহ প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং মধ্যে মধ্যে তোরণরাজি বিরাজিত ছিল। উহার চারিদিকে সুধাধবলিত সৌধাবলী শোভা পাইতেছে। ঐ সকল প্রাসাদের কুট্টিম ভূমি (চাতাল) রমণীয় মণিময় শিলাপট্টে উদ্ভাসিত, দ্বারসকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত এবং সোপানমার্গ সমুদায় সুসংগঠিত। বিচিত্র চন্দ্রাতপ ও অপূর্ব্ব মাল্যদাম উহার অতীব মনোহারিণী শোভা সম্পাদন করিতেছে। ঐ প্রদেশ সুবাসিত গন্ধবারি দ্বারা পরিষিক্ত হইয়াছে। স্থানে স্থানে মহার্হ আসন ও দুগ্ধফেননিভ শয্যাসকল সন্নিবেশিত রহিয়াছে। কোন স্থানে নৃত্য গীত, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথাও বা জনগণ নানাবিধ মহোৎসব করিতেছে।

স্বয়ংবর সভা-বর্ণন

ভূপালগণ রমণীয় বেশভূষা সমাধানপূর্ব্বক সপ্ততল উচ্চ প্রাসাদসমূহে সমাসীন হইলেন। পৌরবৃন্দ ও জানপদবর্গ দ্রৌপদী-সন্দর্শনার্থ উৎকৃষ্ট মঞ্চে উপবেশন করিলেন। পাণ্ডবগণ সমাগত ব্রাহ্মণগণ মধ্যে আসন পরিগ্রহপূর্ব্বক দ্রুপদের ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজসভায় নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। রত্নালঙ্কারে ভূষিত সুনিপুণ নর্ত্তকগণের অভিনয়দ্বারা সভার শোভা দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সভারম্ভের ষোড়শ দিবসে কৃতস্নানা দ্রৌপদী অপূর্ব্ব বেশ ভূষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিধানপূর্ব্বক বিচিত্র সুবর্ণময়ী মালা গ্রহণ করিয়া সেই রাজসভায় প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রবংশীয় পুরোহিত হুতাশনে যথাবিধি আহুতি প্রদানপূর্ব্বক অগ্নির তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণের স্বস্তিবাচন করিলেন এবং বাদ্যোদ্যম করিতে নিষেধ করিলেন। এইরূপে সেই সভা নিঃশব্দ হইলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনী দ্রৌপদীকে লইয়া রঙ্গমধ্যে উপস্থিত হইলেন এবং ঘন ঘোর গভীর স্বরে অর্থবৎ মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন, "হে সমাগত নৃপেন্দ্রবর্গ, আপনারা শ্রবণ করুন :—এই ধনুর্ব্বাণ ও আকাশে লক্ষ্য আছে, যিনি যন্ত্রের ছিদ্র দ্বারা পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিয়া যন্ত্রোপরি স্থাপিত লক্ষ্য ভূতলে পাতিত করিতে পারিবেন, আমার ভগিনী কৃষ্ণা কুলশীললাবণ্য-সম্পন্ন সেই মহাত্মা বীরের পত্নী হইবেন, সন্দেহ নাই।"

সমাগত ভূপাল-গণের প্রতি ধৃষ্টদ্যুম্নের নিবেদন।

দ্রুপদপুত্র সভামধ্যে এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সমবেত নৃপতিগণের নাম, গোত্র ও কার্য্যাদি কীর্ত্তনপূর্ব্বক ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন, "অয়ি ভগিনি, দেখ দুর্য্যোধন, দুর্বিষহ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষণ, বিবিংশতি, বিকর্ণ, দুঃশাসন, যুযুৎসু, বিরোচন, চিত্রসেন, সুবর্চা এবং অন্যান্য পরাক্রান্ত ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা কর্ণ সমভিব্যাহারে তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। গান্ধাররাজকুমার শকুনি, বৃষক ও বৃহদ্বল এবং মহাবীর অশ্বত্থামা ও ভোজরাজ অলঙ্কৃত হইয়া ত্বদর্থে আগমন করিয়াছেন। সহদেব, জয়ৎসেন, বিরাট এবং তৎপুত্র শঙ্খ ও উত্তর, সুশর্ম্মা, অংশুমান্, চেকিতান, চন্দ্রসেন, পৌণ্ড্রক, ভগদত্ত, কলিঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, মদ্ররাজ ও তৎপুত্র শল্য, রুক্মাঙ্গদ, কৌরব্য, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, কাম্বোজ, পৌরব, দৃঢ়ধন্বা বৃহদ্বল, সুষেণ, শিবি, ঔশীনর, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, রৌক্মিণেয়, চারুদেষ্ণ, প্রাদ্যুম্নি, গদ, অক্রূর, সাত্যকি, উদ্ধব, কৃতবর্ম্মা, হার্দ্দিক্য, পৃথু, বিদূরথ এবং উশীনরপ্রমুখ সকল যদুবংশীয় ও ভগীরথ, বৃহৎক্ষত্র, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, বাহ্লিক, চিত্রাঙ্গদ, মৎসরাজ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোশলাধিপতি, শিশুপাল, জরাসন্ধ ইঁহারা এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য নানা জনপদেশ্বরগণ তোমার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। ইঁহারা তোমার পাণিগ্রহণার্থ লক্ষ্যভেদ করিবেন; হে ভদ্রে, যিনি এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবেন, তুমি তাঁহারই গলদেশে বরমাল্য দিবে।"

সমস্ত বলবীর্যসম্পন্ন অস্ত্রশিক্ষানিপুণ তরুণবয়স্ক নরেন্দ্র ত্রিভুবন-ললামভূতা কৃষ্ণা-সন্দর্শনে মোহিত হইয়া 'দ্রৌপদী আমারই হইবে' বলিয়া রাজাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন।

অনন্তর রুদ্র, আদিত্য, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, সাধ্য, যম ও কুবের প্রভৃতি দেবগণ বিমানারোহণপূর্ব্বক সেই সভায় আসিলেন। অসংখ্য দৈত্য, সুপর্ণ, মহোরগ, দেবর্ষি, গুহ্যক, চারণ ও বিশ্বাবসু, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি ঋষি, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণ সমাগত হইয়াছিলেন। বলভদ্র, জনার্দ্দন, বৃষ্ণিবংশীয় যদুশ্রেষ্ঠগণ কৃষ্ণের মতাবলম্বী হইয়া পাণ্ডবগণকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ধীমান্ কৃষ্ণ ভস্মাবৃত হুতাশনের ন্যায় সেই পঞ্চ পাণ্ডবকে নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। পরে তিনি যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের কথা বলদেবকে জানাইলেন। বলদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীত মনে কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। অন্যান্য রাজকুমারেরা দুরাশাগ্রস্ত হইয়া কৃষ্ণাতে মনঃপ্রাণ সমুদায় সমর্পণ করায় প্রচ্ছন্নবেশধারী পাণ্ডবগণকে চিনিতে পারিলেন না। পাণ্ডবগণও দ্রৌপদীকে দেখিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য অত্যন্ত অভিলাষী হইলেন।

দুর্য্যোধনপ্রমুখ নৃপতিগণের লক্ষ্যভেদে অসমর্থতা নিবন্ধন অবসাদ

দুর্য্যোধন, শাল্ব, শল্য, দ্রৌণায়নি, কলিঙ্গ, বঙ্গাধিপ, বিদেহরাজপ্রমুখ অনেকানেক রাজতনয়েরা শরাসনে জ্যা সংযুক্ত করা দূরে থাকুক কার্ম্মুক জ্যাযুক্ত করিব এরূপ মনেও করিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলেই নিস্তেজ ও হতাশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে শান্তভাব অবলম্বন করিলেন।

সকলধনুর্দ্ধরপ্রবর কর্ণ রাজগণের এইরূপ বৃথোদ্যম নিরীক্ষণ করিয়া সত্বর ধনুঃ উত্তোলন পূর্ব্বক তাহাতে জ্যা সংযুক্ত করিয়া শরাসনে শর-সন্ধান করিলেন। পাণ্ডবেরা কর্ণকে দেখিয়া মনে করিলেন, ইনিই লক্ষ্য ভেদ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিবেন, সন্দেহ নাই। দ্রৌপদী কর্ণের ব্যবসায়-দর্শনে মুক্ত কণ্ঠে বলিলেন, আমি সূতপুত্রকে বরণ করিব না; এই কথা শ্রবণমাত্র কর্ণ সামর্ষ হাস্যে সূর্য্য সন্দর্শন-পূর্ব্বক শরাসন ত্যাগ করিলেন।

এইরূপে সমুদায় ক্ষত্রিয়বর্গ বিফলপ্রযত্ন হইয়া প্রস্থান করিবার পর চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল শরাসনে শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু অবশেষে ভগ্নজানু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। মহাবীর্য্য জরাসন্ধও ঐ প্রকারে ধনুরাঘাতে ভূতলে পতিত হইলেন। মদ্রাধিপতি শল্যেরও সেই অবস্থা হইল। এইরূপে সভাস্থ নরপতিগণ ক্রমে ক্রমে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন সেই শরাসনে জ্যারোপণ ও শর-সন্ধানে মানস করিলেন।

সমাগত সমস্ত মহীপাল এইরূপে পরাঙ্মুখ হইলে অর্জ্জুন উদায়ুধ হইয়া বিপ্রমণ্ডলী-মধ্য হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাকে কার্ম্মুকাভিমুখে প্রস্থিত দেখিয়া তদীয় অসম্ভব চেষ্টা বিষয়ে অনুকূল প্রতিকূল উভয়বিধ সমালোচনা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে হইতে লাগিল। অর্জ্জুন শরাসনসমীপে অচলবৎ দণ্ডায়মান হইয়া ব্রাহ্মণগণের কথোপকথন শুনিলেন। অনন্তর বরপ্রদ মহাদেবকে প্রণামপূর্ব্বক সেই কার্ম্মুক প্রদক্ষিণ করিলেন এবং ভগবান্ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন। শিশুপাল, সুনীথ, দুর্য্যোধন, শল্য ও শাল্ব প্রভৃতি ধনুর্ব্বেদপারগ নৃপতি

অর্জ্জুন কর্তৃক লক্ষ্য-ভেদ ও দ্রৌপদী-লাভ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল দৃঢ় প্রযত্নেও যে ধনু জ্যাযুক্ত করিতে পারেন নাই, অর্জ্জুন অবলীলাক্রমে নিমেষমধ্যে সেই শরাসনে জ্যারোপণ করিয়া পাঁচটী শর গ্রহণ করিলেন, পরে চক্রচ্ছিদ্র দ্বারা সেই অতি কষ্টবেধ্য লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া ভূতলে পাতিত করিলেন।

অনন্তর অন্তরীক্ষে ও সভামধ্যে মহান্ কোলাহল হইতে লাগিল। দেবগণ অর্জ্জুনের মস্তকোপরি পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণেরা স্ব স্ব বসন বিধূননপূর্ব্বক অলক্ষিত হইয়া মহোল্লাস করিতে লাগিলেন। বাদ্যকরেরা তূর্য্যবাদন করিতে লাগিল এবং সুকণ্ঠ সূত ও মাগধগণ স্তুতি পাঠ করিতে আরম্ভ করিল।

দ্রুপদরাজ পার্থকে দেখিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে তদীয় সহায়তা করিবার মানস করিলেন। অর্জ্জুনের বিজয়-শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেবের সহিত সত্বর আবাসে প্রত্যাগমন করিলেন; কৃষ্ণা লক্ষ্য বিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া এবং ইন্দ্রপ্রতিম পার্থকে দেখিয়া শুভ্র বসন ও মাল্যদাম গ্রহণপূর্ব্বক অত্যুত্তম পতি-লাভ নিবন্ধন গর্ব্বের সহিত কুন্তীপুত্র অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। অচিন্ত্যকর্ম্মা পার্থ বিজয়-লাভ ও দ্রৌপদীদত্ত মাল্য গ্রহণপূর্ব্বক দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক বহু সমাদৃত হইয়া সেই পত্নীকে লইয়া রঙ্গ হইতে বহির্গত হইলেন।

দ্রুপদরাজ ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার আহূত পরাক্রান্ত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণকে অবমানিত করিলেন। ইহাতে নৃপতিগণ দ্রুপদের উপর অতিক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা সপুত্র দ্রুপদকে বিনষ্ট করিবেন আর এখনও যদি এই কন্যা তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও পতিরূপে মনোনীত না করে তাহা হইলে উহাকেও অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্ব স্ব রাজ্যে প্রতিগমন করিবেন এই অভিপ্রায়ে নৃপতিগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুপদের অভিমুখে ধাবমান হইলেন। দ্রুপদরাজ ভয়ে ব্রাহ্মণদিগের শরণাগত হইলেন।

সমাগত নৃপতিগণের দ্রুপদের প্রতি কোপ ও পুত্রের সহিত তাহার নিধন চেষ্টা ও দ্রৌপদীকে দগ্ধ করিবার কল্পনা

অর্জ্জুন ও ভীমসেন মদস্রাবী গজেন্দ্রের ন্যায় কোপাভিভূত রাজেন্দ্রদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া বিপদাশঙ্কায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন।

অমর্ষপ্রদীপ্ত মহীপালেরাও ভীম ও অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন হস্তদ্বারা এক বিশাল বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নিষ্পত্র করিলেন এবং কালান্তক যমের মত সেই বৃক্ষদণ্ড-গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন। ধীমান্ অচিন্ত্যকর্মা অর্জ্জুন ভ্রাতৃসহায় হইয়া অকুতোভয়ে শরাসন গ্রহণ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এই সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মহানুভব কৃষ্ণ মহাবীর্য্য বলদেবকে বলিলেন, দাদা, যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন অনায়াসে আকর্ষণ করিতেছেন, তিনিই অর্জ্জুন আর যিনি বাহুবলে বৃক্ষ উৎপাটনপূর্ব্বক নির্ভয়ে রাজমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইতেছেন তিনি বৃকোদর তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃকোদর ব্যতীত যুদ্ধস্থলে এরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারে, পৃথিবীতে এমন বীর কে আছে? এবং যে গৌরবর্ণ পুরুষ বিনীতভাবে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছেন, ইনিই ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর কুমারতুল্য সুকুমার এই কুমারযুগল, ইঁহারাই নকুল ও সহদেব। শুনিয়াছিলাম যে, পৃথা পুত্রগণ সমভিব্যাহারে সেই ভয়াবহ জতুগৃহ-দাহ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে। বলদেব বলিলেন, ভাই বাসুদেব, পিতৃষ্বসা পৃথা এবং পাণ্ডবদিগকে বিপদ্বিমুক্ত জানিয়া পরম প্রীত হইলাম।

অর্জ্জুন বিবাহে যৌতুকস্বরূপ শুল্কলব্ধ শরাসন আকর্ষণ করিয়া ভীমের সহিত দৃঢ়রূপে দণ্ডায়মান হইলেন। বিজিগীষাপরায়ণ অর্জ্জুন ও কর্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কর্ণ অর্জ্জুনের অনুপম ভুজবীর্য্য দর্শন করিয়া বলিলেন, হে বিপ্রবর, তোমার ভুজবীর্য্য, অস্ত্রশিক্ষা ও অক্লিষ্টতা-দর্শনে আমি পরম প্রীত হইলাম। হে দ্বিজসত্তম, আমার বোধ হইতেছে, তুমি মূর্তিমান্ ধনুর্বেদ অথবা রাম, সূর্য্য বা সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণু হইবে। আত্মগোপনের নিমিত্ত বিপ্ররূপ ধারণপূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধ করিতেছ। আমি ক্রুদ্ধ হইলে সাক্ষাৎ ইন্দ্র বা পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন ব্যতিরেকে অন্য কেহই আমার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে কর্ণ, আমি ধনুর্বেদ নহি অথবা রামও নহি ; আমি ব্রাহ্মণ, গুরুর উপদেশে ব্রাহ্ম ও পৌরন্দর অস্ত্রে শিক্ষিত হইয়াছি। অদ্য তোমাকে পরাজয় করিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছি। রাধেয় এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় ব্রহ্মতেজ স্বীকারপূর্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলেন।

রণক্ষেত্রের অন্যদিকে শল্য ও ভীমসেনের মুষ্ট্যাঘাত ও জানুপ্রহার দ্বারা ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছিল। ভীম বাহুদ্বারা শল্যকে উৎক্ষিপ্ত ও ভূতলে পাতিত করিলেন। ভীমসেন শল্যকে ভূতলশায়ী করিয়াও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিলেন না। শল্য নিপতিত ও কর্ণ শঙ্কিত হইবার পর নৃপতিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া ভীমকে পরিবেষ্টন করিলেন এবং সকলে এক বাক্যে ভীমার্জ্জুনের সাধু-বাদ করত বলিলেন, এই ব্রাহ্মণকুমারেরা কাহার পুত্র, ইঁহাদের বাস কোথায়, তৎসমুদায় আমাদের জানা আবশ্যক। মহাবল পরশুরাম, দ্রোণ ও অর্জ্জুন ব্যতিরেকে কর্ণের সহিত যুদ্ধ করে এমন লোক ভূলোকে কে আছে? দেবকীসুত কৃষ্ণ এবং কৃপাচার্য্য ব্যতিরেকে পৃথিবীতে এমন ব্যক্তি দেখি না যে, দুর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। বলদেব, পাণ্ডব বৃকোদর ও দুর্যোধন ভিন্ন অন্য কোন্ বীর মদ্রাধিপতি শল্যকে ভূতলশায়ী করিতে পারে?

ভীম ও অর্জ্জুন-কর্তৃক নৃপতিবর্গের পরাভব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণেরা অপরাধী হইলেও তাঁহাদিগকে ক্ষমা করা উচিত, অতএব ব্রাহ্মণের সহিত আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণ ক্ষিতীশ্বরদিগের এবম্প্রকার কথোপকথন শ্রবণ এবং ভীমের সেই অদ্ভুত পরাক্রম সন্দর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কুন্তীসুত স্থির নিশ্চয় করিলেন। পরে রাজগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক সবিনয়ে বলিলেন, হে ভূপালবৃন্দ, ইঁহারাই রাজকুমারীকে ধর্ম্মতঃ লাভ করিয়াছেন, তোমরা ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক রাজগণকে যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হইবার পরামর্শ-দান ও তদনুসারে তাঁহাদিগের যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি।

রাজর্ষিগণ কৃষ্ণের অনুনয়ে সংগ্রামে বিরত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। "অদ্য রঙ্গস্থলে ব্রাহ্মণ জয়ী হইয়াছেন, এবং পাঞ্চালী ব্রাহ্মণকর্ত্তৃক বিবাহিতা হইলেন এই কথা বলিতে বলিতে সমাগত জনসমূহ প্রস্থান করিল।

ভীম ও অর্জ্জুন বিপ্রগণের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া অতি সাবধানে গমন করিলেন। এদিকে পুত্রবৎসলা পৃথা, পুত্রেরা ভিক্ষার্থ গমন করিয়া কি জন্য আসিতে এত বিলম্ব করিতেছে এই ভাবিয়া পুত্রদের নানা অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত্ত হইয়া অর্জ্জুন তাঁহাদের বাসস্থান কুম্ভকারের গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ভীমার্জ্জুন পরম প্রীত মনে জননীকে নিবেদন করিলেন, মা, অদ্য এক রমণীয় পদার্থ ভিক্ষালব্ধ হইয়াছে। পৃথা গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ না করিয়াই পুত্রদিগকে বলিলেন, বৎস, যাহা পাইয়াছ, সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অনন্তর কৃষ্ণাকে দেখিয়া বলিলেন, আমি কি কুকর্ম করিলাম। পরে ধর্ম্মভয়ে একান্ত চিন্তাকুলা হইয়া পরমপ্রীতা যজ্ঞসেনীর হস্তগ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিয়া

দ্রৌপদীকে লইয়া পাণ্ডবগণের বাসস্থানে আগমন ও সুন্দর ভিক্ষালব্ধ বস্তুলাভ হইয়াছে এ কথা বলিবামাত্র কুন্তী বস্তুটী না দেখিয়াই উহা সমবেত সকলে ভোগ কর, পৃথার এই উক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, পুত্র, ইনি রাজা দ্রুপদের নন্দিনী, তোমার অনুজদ্বয় ইঁহাকে আনিয়া ভিক্ষা বলিয়া আমার নিকট উপস্থাপিত করেন, আমিও অনবধানতা-বশতঃ আজ্ঞা করিয়াছি, তোমরা সকলে সমবেত হইয়া ভোগ কর। অতএব হে কুরুশ্রেষ্ঠ, এক্ষণে যাহাতে আমার বাক্য মিথ্যা না হয় এবং অধর্ম্ম দ্রুপদ-কুমারীকে স্পর্শ না করে, এমন উপায় বিধান কর। ধীমান্ যুধিষ্ঠির ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া জননীকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিলেন, হে অর্জ্জুন, যাজ্ঞসেনী তোমার জয়লব্ধ বস্তু, তোমাতেই ইনি শোভা পাইবেন, তুমি অগ্নিসাক্ষী করিয়া যথাবিধানে ইঁহার পাণিগ্রহণ কর।

অর্জ্জুন বলিলেন, নরনাথ, আমাকে অধর্ম্মে নিক্ষিপ্ত করিবেন না, আমি সাধুবিগর্হিত ব্যাপারে লিপ্ত হইব না। আপনি জ্যেষ্ঠ, প্রথমতঃ আপনার বিবাহ করা কর্ত্তব্য, অনন্তর মহাবাহু ভীমের, তৎপরে আমার, তদনন্তর নকুলের, পরিশেষে সহদেবের বিবাহ করা কর্ত্তব্য। বৃকোদর, আমি, নকুল, সহদেব এবং এই রাজকুমারী আমরা সকলেই আপনার নিযোজ্য। অতএব যাহা যশস্কর ও ধর্ম্মকর হয় আপনি তাহাই করুন এবং যাহাতে পাঞ্চালেশ্বরের হিতসাধন হইতে পারে আমাদিগকে তাহাই করিতে আজ্ঞা করুন। আমরা সকলেই আপনার একান্ত বশংবদ ইহা স্থির জানিবেন। অর্জ্জুনের ভক্তি ও স্নেহপূর্ণ বাক্য শুনিয়া পাণ্ডু-তনয়েরা দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহারা যশস্বিনী কৃষ্ণাকে নয়নগোচর করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত উপবিষ্ট ও তদ্গতচিত্ত হইলেন। তাঁহারা দ্রৌপদীর রূপলাবণ্যে অতীব মোহিত হইয়াছিলেন। বিধাতা সকল নারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে পাঞ্চালীর তাদৃশ কমনীয় রূপলাবণ্যের নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, নতুবা তাঁহার দর্শনমাত্রেই কেন সকলের মনোহরণ হইবে।

যুধিষ্ঠির অনুজগণের আকার ও মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া দ্বৈপায়নের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদীর পতি পঞ্চ পাণ্ডব হইবেন ইহা যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক স্থিরীকরণ

কথা স্মরণ করিয়া ভেদভয়ে ভীত হইয়া অনুজ-দিগকে নির্জ্জনে লইয়া বলিলেন, দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্য্যা হইবেন, এই ব্যবস্থাই স্থির হইল। বৃষ্ণিপ্রবীর কৃষ্ণ বলদেব-সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাদির বাসস্থান কুম্ভকার-গৃহে আসিলেন এবং দেখিলেন, যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

অনন্তর বাসুদেব যুধিষ্ঠিরের চরণ-বন্দনাপূর্ব্বক আপনার পরিচয় দিলেন, বলদেবও নিজ পরিচয় দিলেন। পাণ্ডবেরা বাসুদেব ও বলদেবকে দেখিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সাদর সম্ভাষণ ও কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক বলিলেন, বাসুদেব, আমরা গোপনে এস্থানে বাস করিতেছি, তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে? কৃষ্ণ হাস্য করিয়া বলিলেন, রাজন্, অগ্নি প্রচ্ছন্ন হইলেও পরিজ্ঞাত হয়; পাণ্ডব ব্যতীত মনুষ্যলোকে অন্য কোন্ ব্যক্তি ঐরূপ বিক্রম প্রদর্শন করিতে পারে? মহারাজ, ভাগ্যবলে আপনারা সেই ভয়ঙ্কর পাবক হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং আমাদেরই অদৃষ্টফলে দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় ও তদীয় অমাত্যের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইতে পারে নাই। এক্ষণে আপনাদিগের নষ্টপ্রায় মঙ্গল পুনর্বার সমুদ্ভূত হউক, ইন্ধনযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক, প্রার্থনা করি, পার্থিবগণ যেন আপনাদের অজ্ঞাতবাস জানিতে না পারেন। অনুমতি করুন, এক্ষণে শিবিরে গমন করি। অনন্তর পাণ্ডবকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া বাসুদেব বলদেবের সহিত স্কন্ধাবারে প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবদিগের সেই প্রচ্ছন্ন আবাসে বল-রামের সহিত বাসুদেবের আগমন ও জতুগৃহ-দাহ, হইতে নিষ্কৃতিলাভের কথাদি আলোচনা করিয়া যথোচিত উপ-দেশ দিয়া তথা হইতে প্রস্থান।

সায়ংকালে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাগমন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরকে ভিক্ষালব্ধ বস্তুজাত নিবেদন করিলেন। দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কুন্তী বলিলেন, ভদ্রে, তুমি ইহার অগ্রভাগ লইয়া দেবতা-দিগকে পূজা ও ব্রাহ্মণদিগকে ভিক্ষা এবং উপস্থিত অন্নাকাঙ্ক্ষীদিগকে প্রদান কর। অবশিষ্টাংশ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একার্দ্ধ ছয় অংশ কর এবং একার্দ্ধ মহাবীর ভীমকে প্রদান কর। রাজপুত্রী দ্রৌপদী সাধুবাদ প্রদান-পূর্ব্বক কুন্তীর আদেশ পালন করিলেন। সকলে সন্তুষ্টচিত্তে ভোজন করিলেন। তৎপরে কুশ-শয্যার উপর অজিন বিস্তীর্ণ করিয়া সকলে শয়ন করিলেন, তাঁহাদের পাদদেশে কৃষ্ণা শয়ন করিলেন। সেই বীর পুরুষেরা যুদ্ধ ও সেনাসম্বন্ধীয় নানা কথাপ্রসঙ্গে রাত্রিযাপন করিলেন।

পাঞ্চালরাজপুত্র ভীমার্জ্জুনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহাদিগের অলক্ষিত-ভাবে আসিয়া প্রচ্ছন্নভাবে সে বাসস্থানে ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর অবস্থা পিতার নিকট বলিয়া দ্রুপদরাজের অজ্ঞাতকুলশীল পাত্রে দ্রৌপদীকে সম্প্রদান করা হইল এই ভাবনা দূর করিলেন। সুললিতা কুসুমমালা শ্মশানে না পড়িয়া দেবতার গলে পড়িয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া শান্তিলাভ করিলেন। তৎপরে দ্রুপদরাজ পুরোহিত পাঠাইয়া পাণ্ডবগণের কুলশীল গোত্রাদির পরিচয় যুধিষ্ঠিরের নিকট জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন ও তাঁহাদিগকে স্বভবনে আনাইবার ব্যবস্থা করিলেন। রাজা পরম যত্নে, পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে স্বভবনে রাখিলেন।

দ্রৌপদী যে সেই ইন্দ্রপ্রতিম পঞ্চ ভ্রাতার পত্নী হইবেন ইহা জানিয়া দ্রুপদরাজ বড়ই চিন্তাকুল হইয়াছিলেন। এমন সময়ে মহর্ষি ব্যাসদেব যদৃচ্ছাক্রমে সেখানে উপস্থিত হইলেন। ব্যাসদেব কুন্তীকে বলিলেন, ভদ্রে, তুমি যে বলিয়াছ এই ভিক্ষালব্ধ রত্ন পঞ্চভ্রাতা ভোগ করিবেন তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। আর দ্রুপদরাজের ঐ বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাসদেবের আগমন; তৎকর্তৃক দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী হইবে বলিয়া দ্রুপদের উদ্বেগ দূরীকরণ।

সংশয় একেবারে দূর করিবার জন্য ব্যাসদেব রাজাকে প্রীতিপূর্বক অত্যাশ্চর্য্য দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন। তদ্দ্বারা রাজা দেখিতে পাইলেন, পাণ্ডবেরা অতি পবিত্র পূর্ব শরীর ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের মস্তকে সুবর্ণ কিরীট ও সর্ব্বাঙ্গে বিবিধ অলঙ্কার দীপ্তি পাইতেছে। সুচারু রূপলাবণ্যবান্, তপন-তুল্য তেজস্বী সেই তরুণগণ পরিষ্কৃত দিব্য বস্ত্র এবং সুগন্ধ ও রমণীয় মাল্য ধারণ করিয়া অনির্বচনীয় শোভা পাইতেছেন। রাজা দ্রুপদ সেই পরম সুন্দর ভূতপূর্ব ইন্দ্রদিগকে দর্শন করিয়া এবং ইন্দ্রতুল্য যুবাকে ইন্দ্রাত্মজ শ্রবণ করিয়া যুগপৎ প্রীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি মায়াময়ী দ্রৌপদীকে সাক্ষাৎ সোম ও বহ্নির ন্যায় দীপ্তিমতী দেখিয়া এবং রূপ, তেজ ও যশঃ প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাকে পাণ্ডবগণের অনুরূপা পত্নী বিবেচনা করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পার্থিবেন্দ্র দ্রুপদ এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া ব্যাসদেবের চরণ স্পর্শপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, মহর্ষে, আপনাতে সকলই সম্ভব।

ভগবান্ চন্দ্রশেখর দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী বিধান করিয়াছেন। ইনি স্বর্গ-লক্ষ্মী পাণ্ডবগণের নিমিত্ত আপনার যজ্ঞে সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাও রাজাকে ভগবান্ ব্যাসদেব বলিলেন।

ব্যাসদেবের আন্তরিক অনুমোদন পাইয়া রাজা দ্রুপদ দ্রৌপদীকে পঞ্চ ভ্রাতার হস্তে যথাশাস্ত্র বিধিপূর্বক সম্প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিবাহোপলক্ষে পাণ্ডবদিগকে দ্রুপদকর্তৃক যৌতুক দান

বিবাহ সম্পন্ন হইলে দ্রুপদরাজ পাণ্ডবদিগকে বহুবিধ ধন, মহোন্নত একশত হস্তী, মহার্হ বেশভূষা-বিভূষিত একশত দাসী এবং সুবর্ণালঙ্কৃত ও সুবর্ণ প্রগ্রহোপেত অশ্বচতুষ্টয় যোজিত একশত রথ প্রদান করিলেন। রাজা দ্রুপদ সমাগত দর্শকদিগকে পৃথক্ পৃথক্ ধন, মহামূল্য পরিচ্ছদ এবং সমুজ্জ্বল অলঙ্কার প্রদানপূর্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিদায় করিলেন। অনন্তর পাণ্ডবগণ সেই অলোকসামান্য স্ত্রী-রত্ন লাভ করিয়া পাঞ্চালরাজপুরে পরম সুখে বিহার করিতে লাগিলেন।

দ্রৌপদীকে কুন্তীর আশীর্ব্বাদ

কুন্তী স্নুষা দ্রৌপদীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, ভদ্রে, তুমি বীর সন্তান প্রসব করিবে, স্বামীর সহিত যজ্ঞে দীক্ষিত হইবে, তোমার সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিবে না। বৎসে, তুমি অতিথি, গৃহাগত সাধু, বালক, বৃদ্ধ ও গুরুজনের সৎকারে ব্যাপৃত থাকিবে। তোমা হইতে কুরুজাঙ্গল প্রভৃতি প্রধান প্রধান জনপদে রাজা অভিষিক্ত হইবেন। অশ্বমেধযজ্ঞে স্বামীদিগের বল-বিক্রমার্জ্জিত বসুন্ধরা বিপ্রসাৎ করিয়া এবং পৃথিবীর উৎকৃষ্ট বস্তুজাত প্রাপ্ত হইয়া শত শত বৎসর পরম সুখে কালযাপন করিবে। বৎসে, অদ্য আমি তোমাকে যেমন অভিনন্দন করিলাম, তুমি বীরপুত্রের জননী হও, পুনর্ব্বার গুণবতী পুত্রবতী তোমাকে এইরূপ অভিনন্দন করিব।

বিবাহোপলক্ষে দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক মহার্হ যৌতুক প্রেরণ।

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৃতদার পাণ্ডবদিগের যৌতুকস্বরূপ বিচিত্র বৈদূর্য্যমণি, সুবর্ণের আভরণ, নানাদেশীয় মহার্হ বসন, রমণীয় শয্যা, বিবিধ গৃহ-সামগ্রী, বহুসংখ্যক দাস দাসী সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোটকসমূহ, অসংখ্য রথ এবং কোটি কোটি রজত কাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রব্য সামগ্রী সমস্ত আহ্লাদ-পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

এ দিকে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ধৃতরাষ্ট্র ও তৎপক্ষীয়গণ জানিতে পারিলেন, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বড়ই ব্যাকুলচিত্ত হইলেন। দুর্য্যোধন ও কর্ণ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, মহারাজ, পাণ্ডবেরা যাহাতে আমাদিগকে গ্রাস করিতে না পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরূপ উপায় উদ্ভাবন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, তোমাদের যাহা অভিলাষ আমি তাহাতেই সম্মত আছি।

দুর্য্যোধন অভীষ্টসিদ্ধির জন্য নানাবিধ অসাধু উপায়ের প্রস্তাব করিলেন। কর্ণ বলিলেন, পাণ্ডবেরা বদ্ধমূল না হইতেই তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনষ্ট করা আমাদিগের শ্রেয়ঃকল্প, আপনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগী হউন। অস্মৎপক্ষ প্রবল ও পাঞ্চাল পক্ষ হীনবল থাকিতে থাকিতেই তাহাদিগকে প্রহার করুন। কৃষ্ণ যাবৎ পাণ্ডবগণের সাহায্যার্থ যাদববাহিনী লইয়া পাঞ্চালরাজ-সদনে সমাগত না হইতেছেন, সেই সময়ের মধ্যে আপনি বিক্রম প্রকাশ করুন। তাহাদিগকে পরাজিত করিতে বিক্রমই একমাত্র সাধীয়ান্ উপায়। বিক্রম ভিন্ন বিজয়লাভের কোন উপযুক্ত উপায়ান্তর লক্ষ্য হয় না। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্র, এ বিষয়ে ভীষ্ম দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শ নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া তাঁহাদিগকে আনয়ন-পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন। পাণ্ডবদিগের সহিত সংগ্রাম করা একেবারেই অকর্ত্তব্য, পাণ্ডবদিগকে অর্দ্ধ রাজ্য প্রদান করা সর্বতোভাবে বিধেয় ইহাই তাঁহাদিগের অভিমত জানাইলেন। বিদুর আরও বলিলেন, ধৈর্য্য, ক্ষমা, সত্য ও দয়া গুণে অলঙ্কৃত পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে রণে সহ্য করে এমন লোক পৃথিবীতে লক্ষ্য হয় না। বিশেষতঃ বলদেব ও সাত্যকি যাঁহাদিগের পক্ষ, বাসুদেব মন্ত্রী, পাঞ্চাল-রাজ দ্রুপদ শ্বশুর এবং মহাবল পরাক্রান্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ শ্যালক, সেই দুর্জ্জয় পাণ্ডবেরা যুদ্ধে কাহাকে না পরাজয় করিতে পারে? আমার ধারণা যে পক্ষে কৃষ্ণ তৎপক্ষে জয় সুনিশ্চিত।

ধৃতরাষ্ট্র সকলের কথা শুনিয়া বিদুরকে বলিলেন, হে বিদুর, ভীষ্ম ও দ্রোণ আমাকে শ্রেয়স্কর বিষয়েই উপদেশ দিয়াছেন, আর তুমি যাহা বলিলে তাহাও অভ্রান্ত বটে। কুন্তীপুত্রগণ যেমন পাণ্ডুর পুত্র তেমনি আমারও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুত্রস্থানীয়। আমার পুত্রেরা যেমন রাজ্যের অধিকারী তাহারাও সেইরূপ অধিকারী সন্দেহ নাই। অতএব তুমি যাও, সৎকার প্রদর্শনপূর্ব্বক কুন্তী ও দেবরূপিণী দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডুনন্দনদিগকে আনয়ন কর।

অনন্তর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশানুসারে বিবিধ রত্ন ও ধন সম্পত্তি লইয়া দ্রুপদ ও পাণ্ডবদিগের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দ্রুপদকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। দ্রুপদও সাদর সম্ভাষণপূর্ব্বক বিদুরকে অনাময় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অনন্তর বিদুর তথায় বাসুদেব ও পাণ্ডবগণকে দেখিয়া সস্নেহে আলিঙ্গনপূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও বিদুরের যথোচিত পূজা করিলেন। তৎপরে বিদুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে বারংবার সস্নেহ কুশল প্রশ্ন করিয়া তাঁহাদিগকে ধৃতরাষ্ট্র-প্রদত্ত বিবিধ রত্ন ও বহুবিধ ধন প্রদান করিলেন। তদনন্তর কুন্তী, দৌপদী ও দ্রুপদ-পুত্রদিগের এবং পাণ্ডবগণের জন্য কৌরব প্রেরিত ধন ও অলঙ্কার প্রদান করিয়া কেশব ও পাণ্ডব সন্নিধানে সবিনয়ে দ্রুপদকে বলিলেন, মহারাজ, আমি যাহা নিবেদন করিতেছি, আপনি, আপনার পুত্রগণ ও অমাত্যবর্গ, সকলেই শ্রবণ করুন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত সাতিশয় প্রীত হইয়া বারংবার আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন আর তিনি আপনার সহিত এই সম্বন্ধ হওয়ায় নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়াছেন, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৌরবগণ আপনার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং আপনার প্রিয় সখা দ্রোণাচার্য্য আপনার উদ্দেশে আপনাকে আলিঙ্গন করিয়া কুশল প্রশ্ন করিয়াছেন। ধৃতরাষ্ট্র ও কৌরবেরা আপনার সহিত সম্বন্ধ-লাভে আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। হে যজ্ঞসেন, তাঁহারা এই সম্বন্ধে

ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুরের পরামর্শানুসারে দ্রুপদরাজের ভবন হইতে পাণ্ডবদিগকে হস্তিনাপুরে আনয়ন জন্য বিদুরকে প্রেরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাদৃশ প্রীত হইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহাদিগের পক্ষে রাজ্যলাভও তাদৃশ প্রীতিকর নহে। এক্ষণে এই সমস্ত অনুধাবন করিয়া পাণ্ডবগণকে তথায় যাইতে আদেশ করুন। কুরুবংশীয়েরা পাণ্ডবদিগকে দেখিবার জন্য সাতিশয় উৎসুক আছেন। কুন্তী ও পাণ্ডবেরা বহুদিবসাবধি প্রবাসে আছেন, সুতরাং ইঁহারাও রাজধানী দেখিতে উৎসুক হইয়া থাকিবেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী লোকেরা এবং কৌরব-মহিলাগণ পাঞ্চালী দ্রৌপদীকে দেখিবার নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি অনতিবিলম্বে সস্ত্রীক পাণ্ডবগণকে যাইতে আদেশ করুন। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে। ইঁহারা তথায় গমন করিলে আমি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কতিপয় দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিব। তাহারা দ্রৌপদী, কুন্তী ও পাণ্ডবদিগকে পুনরায় লইয়া আসিবে।

দ্রুপদ বলিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর, তুমি যাহা বলিলে ইহা যথার্থ, কৌরবগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ হওয়াতে আমারও যথেষ্ট পরিতোষ জন্মিয়াছে। আর পাণ্ডবগণেরও স্বদেশে গমন করা উচিত। যদি তাঁহারা তথায় যাইতে ইচ্ছা করেন এবং ইঁহাদের পরম হিতৈষী ধর্ম্মাত্মা বলদেব ও বাসুদেবের ইহাতে সম্মতি থাকে, তাহা হইলে ইঁহারা স্বরাজ্যে গমন করুন; তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে রাজন্, আমি ও আমার অনুজগণ আপনারই অধীন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তাহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কৃষ্ণ বলিলেন, পাণ্ডবগণের স্বদেশ-গমনে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, অথবা সর্বধর্ম্মবিৎ মহারাজ দ্রুপদেরও যে মত আমারও সেই মত।

পাণ্ডবগণ সর্বসম্মতিক্রমে কৃষ্ণা ও যশস্বিনী কুন্তীকে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পরম সুখে হস্তিনানগরে গমন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণা ও কুন্তীকে লইয়া কৃষ্ণ ও বিদুরের সমভিব্যাহারে পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে আগমন।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, তোমরা রাজ্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করত খাণ্ডবপ্রস্থে গিয়া বাস কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধনাদির সহিত তোমাদের পুনরায় বিবাদ হইবার আর সম্ভাবনা নাই। যেমন দেবরাজ দেবগণকে রক্ষা করেন, অর্জ্জুন খাণ্ডবপ্রস্থে তোমাদিগকে সেইরূপ রক্ষা করিলে আর কেহই তোমাদের অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

পাণ্ডবগণ অর্দ্ধরাজ্য-প্রাপ্তির অনুমতি পাইয়া রাজাজ্ঞা স্বীকার ও তদীয় চরণে প্রণিপাতপূর্বক কৃষ্ণসমভিব্যাহারে অরণ্যপথে খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগের আগমনে খাণ্ডবপ্রস্থ অলঙ্কৃত ও সুরনগরীর মত সুশোভিত হইল। সর্বতোভাবে সেই স্থান সুখকর হইল এবং সর্ব্বসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। নগরমধ্যে ক্রমে ক্রমে সর্ব্ববেদবেত্তা বিপ্রগণ, সর্ব্বভাষাবিশারদ ব্যক্তিগণ, ধনাকাঙ্ক্ষী বণিকৃগণ এবং শিল্পজীবী সুনিপুণ জনগণ আসিয়া বাস করিতে লাগিল।

ইন্দ্রতুল্য মহাধনুর্ধর পাণ্ডবগণ বাস করাতে খাণ্ডবপ্রস্থের পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর রমণীয়তা পরিবর্দ্ধিত হইল। মহাবীর বাসুদেব ও বলদেব পাণ্ডবদিগকে খাণ্ডবনগরে রাখিয়া তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক দ্বারাবতী প্রস্থান করিলেন।

পাণ্ডবগণের অর্দ্ধরাজ্য-লাভ ও খাণ্ডবপ্রস্থে অবস্থান

পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুসারে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণা-সমভিব্যাহারে খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। সত্যপ্রতিজ্ঞ মহাতেজা যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়-সমভিব্যাহারে ধর্মানুসারে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। সেই শত্রুক্ষয়কারী, মহাপ্রাজ্ঞ, সত্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ পঞ্চভ্রাতা পরমাহ্লাদে তথায় বাস করত রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া সমস্ত পৌর কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একদা তাঁহারা পঞ্চভ্রাতা একত্র হইয়া সুখে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে দেবর্ষি নারদ যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহাদিগের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে উপবেশনার্থ এক মহার্ঘ আসন প্রদান করিলেন, দেবর্ষি উপবিষ্ট হইলে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদানপুরঃসর তাঁহাকে সৎকার করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মহর্ষি যুধিষ্ঠিরকে আসন পরিগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। যুধিষ্ঠির আসনে উপবিষ্ট হইলে দ্রৌপদীসমীপে দেবর্ষির আগমনবার্তা পাঠাইলেন। দ্রৌপদী তাহা শুনিয়া শুচি ও সুসংস্কৃতাঙ্গী হইয়া দেবর্ষির নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণ বন্দনাপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে দণ্ডায়মানা রহিলেন। দেবর্ষি দ্রৌপদীকে বিবিধপ্রকার আশীর্বাদ করিয়া অন্তঃপুর-গমনে অনুমতি করিলেন।

দ্রৌপদী তথা হইতে গমন করিলে নিভৃতে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে বলিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ, তোমরা পঞ্চ ভ্রাতা, কিন্তু একাকিনী দ্রৌপদী তোমাদের ধর্ম্মপত্নী; অতএব যাহাতে তোমাদের পরস্পর ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ না হয়, এমন কোন উপায় বিধান কর। পূর্বকালে ত্রিভুবন-বিশ্রুত সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ভ্রাতা ছিল। তাহারা অন্যের অবধ্য। ঐ ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর অচ্ছেদ্য সৌহার্দ্দ ছিল। কিন্তু পরম রূপ-লাবণ্যবতী তিলোত্তমাকে লইয়া এমনই বিবাদ হয় যাহাতে তাহারা পরস্পরকে সংহার করিয়াছিল।

এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণ দেবর্ষির সম্মুখেই এই নিয়ম করিলেন যে, আমাদের পাঁচ জনের মধ্যে এক জন যখন দ্রৌপদীর নিকটে থাকিবে, তখন অন্য ভ্রাতা সেখানে যাইতে পারিবে না। যে এই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিবে, তাহাকে ব্রহ্মচারী হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ এইরূপ নিয়ম করিলে দেবর্ষি নারদ পরম প্রীত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

দ্রৌপদী লইয়া পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে ভবিষ্যতে যাহাতে বিবাদ না হয় এ'জন্য দেবর্ষি নারদকর্ত্তৃক নিয়ম নির্দ্ধারণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডবগণ নারদের উপদেশানুসারে এই নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া বরাবর চলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পরস্পর প্রণয় ভঙ্গ কখনও হয় নাই।

পাণ্ডবগণ নারদসমক্ষে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া খাণ্ডবপ্রস্থে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শস্ত্রবলে ক্রমশঃ অন্যান্য ভূপতিগণকে বশীভূত করিলেন। দ্রৌপদী সেই অমিতবলশালী পঞ্চ ভ্রাতার বশবর্ত্তিনী হইলেন। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়া যেরূপ প্রীত হইয়াছিলেন, দ্রৌপদীও তাঁহাদিগকে পতি পাইয়া তদ্রূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য সমস্ত কুরুদেশ দোষবর্জ্জিত ও সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

তাঁহাদিগের রাজ্যপ্রাপ্তির বহুদিন পরে কতিপয় তস্কর এক ব্রাহ্মণের কতকগুলি গোধন অপহরণ করিল। ব্রাহ্মণ খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট তস্করের বিরুদ্ধে কাতরভাবে তাঁহার গোধন-রক্ষার্থ অভিযোগ করিল। রোরুদ্যমান ব্রাহ্মণের কাতরোক্তি শুনিয়া অর্জ্জুন "মা ভৈঃ" বলিয়া ব্রাহ্মণকে আশ্বস্ত করিলেন। ঐ সময়ে যুধিষ্ঠির আয়ুধাগারে দ্রৌপদীর সহিত অধ্যাসীন ছিলেন। অর্জ্জুন দুঃখার্ত্ত ব্রাহ্মণের রোদনে অতিশয় দুঃখিত হইলেও পূর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে আয়ুধাগারে প্রবেশ করিতে পারিলেন না এবং যুধিষ্ঠিরের বিনা অনুমতিতে ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ বাহির হইতেও পারিলেন না। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, নির্দ্দোষ ব্রাহ্মণের ধন অপহৃত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ অত্যন্ত কাতর স্বরে রোদন করিতেছেন, উহার অশ্রুপ্রমার্জ্জন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য; এদিকে মহারাজকে উপেক্ষা করিয়া গমন করিলে মহান্ অধর্ম্ম হয়। তিনি দোষের গুরুত্ব লঘুত্ব বিবেচনাপূর্বক মহারাজের অনুমতি লইবার জন্য আয়ুধাগারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ ধনু ও বর্ম্ম ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিয়া পলায়মান দস্যুদিগকে বাণ দ্বারা সংহার করিয়া ব্রাহ্মণের গোধন লইয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ অর্জ্জুনকর্ত্তৃক এইরূপে উপকৃত হইয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহার যশ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা ধনঞ্জয় এইরূপে ব্রাহ্মণের উপকার করিয়া স্বভবনে প্রত্যাগমন করিলেন এবং সমস্ত গুরুজনকে অভিবাদন করিয়া ও তাঁহাদের দ্বারা অভিনন্দিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমীপে গিয়া বলিলেন, প্রভো, দ্রৌপদীর সহিত আয়ুধাগারে আপনার অবস্থিতিকালে আমি তথায় প্রবেশ করিয়া নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, তন্নিমিত্ত এক্ষণে পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে বনে গমন করিব, আপনি অনুমতি করুন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সহসা অর্জ্জুনের মুখে এই অপ্রিয় বাক্য শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন এবং সবাষ্প গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, হে ভ্রাতঃ, যদি তুমি আমাকে প্রভু বলিয়া জ্ঞান কর তবে আমি যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর, সস্ত্রীক কনিষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করিলেই জ্যেষ্ঠের অধর্ম্ম হইয়া থাকে, কিন্তু সপত্নীক জ্যেষ্ঠের গৃহে প্রবেশ করাতে কনিষ্ঠের কিছুমাত্র পাপ নাই, অতএব হে মহাবাহো, তুমি আমার বচনানুসারে বনগমন হইতে নিবৃত্ত হও। তোমার ধর্ম্ম-লোপ হইবে না আর তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে আমার অণুমাত্রও অবমাননা হয় নাই।

দেবর্ষি নারদ নিরূপিত নিয়ম ভঙ্গ করায় অর্জ্জুনের দ্বাদশ বর্ষ বনবাস।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহারাজ, আপনি বলিয়াছেন, কখনও **ছলপূর্ব্বক ধর্ম্মানুষ্ঠান** করিবে না; অতএব আয়ুধ স্পর্শ করিয়া বলিতেছি, আমি কদাচ সত্য হইতে বিচলিত হইব না। সত্যসন্ধ অর্জ্জুন এই বলিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া দ্বাদশবর্ষ বনবাসে যাত্রা করিলেন।

অর্জ্জুন বনে গমন করিলে বেদবেদাঙ্গবেত্তা অধ্যাত্মবিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণগণ, ভিক্ষোপজীবী সকল, পৌরাণিক সূতগণ, সন্ন্যাসিগণ তাঁহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুগমন করিলেন। গমন করিতে করিতে রমণীয় বিচিত্র কানন, সরোবর, নদী, পুণ্য তীর্থ সকল দর্শন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে গঙ্গাদ্বারে গমন করিয়া তথায় আশ্রয় নির্দ্ধারিত করিলেন। একদা অর্জ্জুন অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ হইলেন। তথায় স্নান ও পিতৃপুরুষ-গণের তর্পণ করিয়া অগ্নিকার্য্য করিবার জন্য যেমন জল হইতে উঠিতেছিলেন, অমনি নাগরাজ-দুহিতা উলুপী আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার আশায় তাঁহাকে জলমধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইল। অর্জ্জুন নাগরাজভবনে সমুপস্থিত হইয়া হুতাশন অবলোকন করিয়া সেই স্থানেই অগ্নিকার্য্য সমাধা করিলেন। তিনি অসঙ্কুচিতচিত্তে হোম ক্রিয়া সম্পাদিত করিলেন দেখিয়া হুতাশন পরম পরিতুষ্ট হইলেন। অগ্নিকার্য্য সমাধানান্তে অর্জ্জুন ঈষৎ হাস্য করিয়া নাগরাজদুহিতাকে বলিলেন, হে ভগিনি, তুমি কি সাহসে এরূপ সাহসিক কার্য্য করিলে? এ দেশের নাম কি? তুমিই বা কে? এবং কাহার কন্যা?

উলুপী বলিল, হে রাজন্, ঐরাবতকুলে জাত কৌরব্য নামে এক নাগ আছেন, আমি তাঁহার দুহিতা, আমার নাম উলুপী। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ, আমি তোমাকে অভিষেকার্থ গঙ্গায় অবতীর্ণ দেখিয়া তোমাকে পতিত্বে বরণ করিতে অত্যন্ত অভিলাষিণী হইয়াছি। এক্ষণে তুমি আত্ম-প্রদানদ্বারা এ অশরণা অবলার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। অর্জ্জুন নাগরাজকন্যার নির্বন্ধাতিশয়ে ধর্ম্মবুদ্ধিতে তদীয় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তিনি সেই রাত্রি তথায় বাস করিয়া সূর্য্যোদয়কালে নাগভবন হইতে গাত্রোত্থনপূর্ব্বক উলুপী-সমভিব্যাহারে পুনরায় গঙ্গাদ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন। পতিব্রতা উলুপী অর্জ্জুনকে "তুমি সকল জলচরগণকে জয় করিতে পারিবে" এই বর প্রদান করিয়া তাঁহাকে তথায় রাখিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

নাগরাজ কন্যা উলুপীর সহিত অর্জ্জু-নের বিবাহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনন্তর অর্জ্জুন ব্রাহ্মণদিগকে উলুপী বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগস্ত্য বনে, বশিষ্ঠ পর্বত ও ভৃগুতুঙ্গে গমন করিয়া পরম পবিত্রতা লাভ করিলেন। তিনি অসংখ্য বাসভবন ও সহস্র সহস্র গোধন বিপ্রসাৎ করিয়া হিরণ্য-বিন্দুর তীর্থে অবগাহনপূর্বক অনেকানেক পুণ্য স্থান সন্দর্শন করিলেন। পরে বিপ্রগণের সহিত হিমগিরি হইতে অবতীর্ণ হইয়া পূর্ব্বদিক্ দর্শনে যাত্রা করিলেন। এইরূপে নন্দা, অপর নন্দা, কৌশিকী, গঙ্গা প্রভৃতি মহানদী সকল এবং গয়া প্রভৃতি পুণ্য তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আপনাকে পবিত্র করিলেন। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদে যে সকল তীর্থ, দেবালয় ও সিদ্ধাশ্রম আছে, অর্জ্জুন সর্বত্র গমন, দর্শন ও ধনদান করিয়াছিলেন। অনন্তর সমভিব্যাহারী ব্রাহ্মণগণ কলিঙ্গরাজ্যের দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মহাবীর অর্জ্জুন অত্যল্পমাত্র সহায়সম্পন্ন হইয়া সাগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি কলিঙ্গদেশ ও তত্রত্য পুণ্য তীর্থ সকল অতিক্রম করিয়া সুরম্য হর্ম্যাবলি দেখিতে দেখিতে চলিলেন। অর্জ্জুন তাপসগণ-পরিশোভিত মহেন্দ্র পর্বত নিরীক্ষণ করিয়া মহাসাগরের উপকূল মার্গে মণিপুরে গমন করিলেন এবং তত্রত্য দেবালয় ও পুণ্য তীর্থ সকল দর্শন করিয়া তদ্দেশীয় রাজার নিকট উপনীত হইলেন। মণিপুরের রাজা পরম ধার্মিক, চিত্রাঙ্গদা নামে তাঁহার এক পরমসুন্দরী দুহিতা ছিল। রাজকুমারী স্বেচ্ছাক্রমে পুরমধ্যে পাদাচারণ করিতেছিলেন এমন সময়ে অর্জ্জুন তাঁহাকে দেখিয়া মনে মনে সেই বরবর্ণিনীর পাণিগ্রহণ করিবার বাসনা করিলেন। পরে রাজার নিকট স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, রাজন্, আমি ক্ষত্রিয়, এই কন্যা আমাকে সম্প্রদান করুন। তাহা শুনিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,

অর্জ্জুনের নানা তীর্থ ভ্রমণ

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি কাহার পুত্র এবং তোমার নাম কি? অর্জ্জুন আত্মপরিচয় দিলেন। রাজা বলিলেন, আমি অপুত্রক, আমার এই একমাত্র কন্যা, সুতরাং আমি ইহাকে পুত্রিকা করিয়া রাখিয়াছি, সুতরাং ইহার গর্ভজাত পুত্র আমারই বংশধর হইবে। হে পাণ্ডুতনয়, যদি এই নিয়মে সম্মত হও, তাহা হইলে আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারিবে। অর্জুন নিয়মানুরূপ পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় তিন বৎসর কাল বাস করিয়াছিলেন। পরে পুত্র উৎপন্ন হইলে তিনি চিত্রাঙ্গদাকে আশ্লেষণপূর্বক রাজার নিকট বিদায় লইয়া গমন করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন দক্ষিণ সাগরে তপস্বি-জনশোভিত অতি পবিত্র তীর্থ স্থানে গমন করিলেন। অগস্ত্য তীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, অশ্বমেধ-ফলদায়ক কারন্ধম, অশেষ পাপনাশক ভারদ্বাজ এই পাঁচটী প্রসিদ্ধ তীর্থে পাঁচটী ভীষণ কুম্ভীর অবস্থান করিত। তাহারা অবগাহনমাত্রই তাপসদিগকে সংহার করিত। একারণ পূর্বকালের এই অতিপ্রসিদ্ধ তীর্থ-গুলি তখন জনশূন্য থাকায় ঐ সকল তীর্থে গমন হইতে তাপসগণকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও মহাবীর অর্জ্জুন উলূপী-প্রদত্ত বর-প্রভাবে ঐ পাঁচটী তীর্থস্থান দর্শনার্থে যাত্রা করিলেন। সৌভদ্র তীর্থে উপস্থিত হইয়া অবগাহনপূর্বক স্নান করিতে লাগিলেন। এই অবসরে এক কুম্ভীর আসিয়া তাঁহার পাদ-গ্রহণ করিল। ধনঞ্জয় সেই ভীষণ কুম্ভীরকে বল-পূর্বক গ্রহণ করিয়া তীরে উত্থিত হইলেন। কুম্ভীর অর্জ্জুনকর্ত্তৃক উত্থাপিত হইবামাত্র সর্বালঙ্কারশোভিতা সর্বাঙ্গসুন্দরী এক নারীরূপ পরিগ্রহ করিল। অর্জ্জুনকর্ত্তৃক তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইলে সেই দিব্যাঙ্গনা বলিল, হে মহাভাগ, আমি দেবারণ্যবিহারিণী এক অপ্সরা; আমার নাম বর্গা, ধনপতি কুবের আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া থাকেন। একদা আমি চারি সহচরীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়াছিলাম, প্রত্যাবর্তনকালে অধ্যয়নপর পরমরূপবান্ একান্তচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক ব্রাহ্মণকে দেখিলাম। আমরা আকাশমার্গ হইতে তাঁহার তপঃপ্রভাব, আকার ও সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার সমীপে গমন করিয়া মধুর সঙ্গীত ও হাস্যালাপে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে প্রলোভন দেখাইতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। অনন্তর সেই মহাতপাঃ ব্রাহ্মণ আমাদিগের ভাবভঙ্গী দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সক্রোধে অভিসম্পাত করিলেন, রে অপ্সরোগণ, আমার শাপ-প্রভাবে তোরা শত বৎসর কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাক্। আমরা আমাদের কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলাম, মহাত্মন্, ধার্মিকেরা স্ত্রীলোককে অবধ্যা বলেন, আপনি পরম ধার্মিক, আপনি স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করুন, শরণাগত লোকদিগকে রক্ষা করাই সাধুদিগের কার্য্য, এক্ষণে আমরা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি, ক্ষমা করুন। তেজঃ-প্রভাব-সম্পন্ন দ্বিজবর বলিলেন, যে সময়ে তোমরা কুম্ভীরযোনি প্রাপ্ত হইয়া জলমধ্যে মনুষ্যের পাদগ্রহণ করিবে, সেই সময়ে যদি কেহ তোমাদিগকে জলমধ্য হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহা হইলে পুনর্বার স্বমূর্তি লাভ করিতে পারিবে। আর তোমরা যে তীর্থে বাস করিবে তাহা তদবধি 'নারীতীর্থ' বলিয়া সর্বত্র বিখ্যাত হইবে।

বর্গা বলিল, কিছুকাল পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ আমাদের দুঃখের কারণ আমাদিগের মুখ হইতে শুনিয়া আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া দক্ষিণ মহাসাগরের কচ্ছ দেশে পঞ্চতীর্থ নামে যে অতি পবিত্র ও রমণীয় স্থান আছে আমাদিগকে তথায় বাস করিতে বলিয়াছেন আর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন অচিরকাল মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া আমাদিগের দুঃখ মোচন করিবেন বলিয়াছেন। তাঁহারই আদেশানুসারে আমরা পাঁচ জনে পাঁচটী তীর্থে আসিয়াছি। অদ্য আমার দুঃখ মোচন হইল সত্য বটে, কিন্তু আমার অপর চারি সহচরীর দুঃখমোচন অনুগ্রহপূর্ব্বক করুন, ইহাই এই অধীনার প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনকর্তৃক দক্ষিণ- সাগরে পাঁচটী তীর্থ-শুদ্ধি-সম্পাদন ও মণিপুরে পুনর্গমন ও চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে বভ্রুবাহনের জন্ম।

অনন্তর অর্জ্জুন তাহাদিগের সকলের শাপ-মোচন করিয়া দিলেন। এইরূপে তীর্থশুদ্ধি সম্পাদনপূর্ব্বক অপ্সরাদিগের গমনে আদেশ দিয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিবার জন্য পুনর্ব্বার মণিপুরে গমন করিলেন। তথায় চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহন-নামক পুত্রোৎপাদন করিয়া গোকর্ণ-তীর্থে যাত্রা করিলেন।

অনন্তর পশ্চিম সমুদ্রতীরস্থ যাবতীয় তীর্থ ও পুণ্যায়তনে গমনান্তর পরিশেষে প্রভাসে উপস্থিত হইলেন। প্রিয় সখা অর্জ্জুন প্রভাসে আসিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ সেখানে যাইলেন। কৃষ্ণার্জ্জুন পরস্পর সাক্ষাৎকারে পরম পরিতোষে পরস্পর আলিঙ্গন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ অর্জ্জুনর তীর্থ-পর্য্যটনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অর্জ্জুন আদ্যন্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণ "সঙ্গত হইয়াছে" বলিলেন। তৎপরে তাঁহারা প্রভাসে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিয়া বাসার্থ রৈবতক পর্বতে উপস্থিত হইলেন। বাসুদেবের আদেশানুসারে

অর্জ্জুনের প্রভাস-তীর্থে আগমন

ইতঃপূর্বেই রৈবতক পর্ব্বত সুসজ্জিত ও আহার সামগ্রী-সম্ভারে পরিপূর্ণ করা হইয়াছিল। অর্জ্জুন সেই সমস্ত ভোজনীয় দ্রব্য উপভোগ করিয়া কৃষ্ণের সহিত নটদিগের নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত সৎকার ও পারিতোষিক প্রদান-পূর্বক বিদায় করিয়া সুপরিচ্ছন্ন শয়নগৃহে যাইলেন। তথায় দুগ্ধফেন-ধবল শয্যায় শয়ন করিয়া প্রিয় সখার নিকট বহুতর নদী, পর্বত ও বনবৃত্তান্ত সকল বর্ণন করিতে করিতে অর্জ্জুন নিদ্রাভিভূত হইলেন। প্রভাতকালে সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি, বীণাবাদ্য ও মাঙ্গল্য স্তুতিবাদ দ্বারা প্রতিবোধিত হইলেন।

অনন্তর তৎকালোচিত সন্ধ্যা-বন্দনাদি কার্য্য সমাধানান্তর বাসুদেব-কর্তৃক অভিনন্দিত হইয়া সুবর্ণ রথে আরোহণ করিয়া দ্বারকায় গমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। তাঁহার সৎকারার্থ দ্বারকাপুরী ও তত্রত্য ক্রীড়াকানন সকল অলঙ্কৃত ও সুশোভিত হইয়াছিল। অর্জ্জুন পুর প্রবেশ করিলে তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত দ্বারকাবাসী শত সহস্র লোক রাজমার্গে আগমন করিতে লাগিল। অন্ধক, ভোজ ও বৃষ্ণিবংশীয় মহিলাগণ গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান রহিল। অর্জ্জুন এইরূপে যাদবগণকর্ত্তৃক সমাদৃত ও সংকৃত হইয়া নমস্যবর্গকে নমস্কার করিলেন। তৎপরে রাজকুমারেরা আসিয়া তাঁহার সৎকার করিলেন। অর্জ্জুন সমবয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণের সহিত সুরম্য হর্ম্ম্যে কতিপয় দিবস সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস রৈবতক-পর্বতে অন্ধক ও যদুবংশীয়দিগের মহান্ উৎসব আরম্ভ হইল। উক্তবংশীয় বীর পুরুষগণ উৎসবোপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণ-দিগকে প্রচুর অর্থ দান করিলেন। সেই পর্বতের সন্নিহিত প্রদেশ সকল রত্নমণ্ডিত অট্টালিকাবলী ও কল্পপাদপসমূহ দ্বারা সুশোভিত হইল এবং স্থানে স্থানে নৃত্যগীত, স্থানে স্থানে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল। যদু-বংশীয় রাজকুমারেরা বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুসজ্জিত স্বর্ণযানে আরোহণপূর্বক বারংবার ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শত সহস্র পুরবাসীরা কেহ বহুবিধ দিব্যযানে, কেহ সামান্য যানে, কেহবা পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে পাদচারে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। বলদেব মধুপানে মত্ত গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক অনুগত হইয়া পত্নী রেবতীর সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রবলপ্রতাপ রাজা উগ্রসেন অঙ্গনা-সহস্রে পরিবৃত হইয়া গন্ধর্ব্বদিগের সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণপূর্ব্বক পরম সুখে বিহার করিতেছিলেন। অক্রূর, সারণ, গদ, বভ্রু, বিদূরথ, চারুদেষ্ণ, পৃথু, সাত্যকি, হার্দ্দিক্য ও উদ্ধবপ্রমুখ যদুবংশীয়গণ পৃথক্ পৃথক্ গন্ধর্ব্বগণে পরিবৃত হইয়া উৎসব করিতেছিলেন।

এই পরমাদ্ভুত কৌতুকপূর্ণ উৎসব আরম্ভ হইলে বাসুদেব অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইলেন; উপস্থিত হইয়া উৎসব-সমাজে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছেন, এই অবসরে তাঁহারা সখীজন-পরিবৃতা সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বসুদেব-দুহিতা সুভদ্রাকে দর্শন করিলেন। দর্শন করিবামাত্র অর্জ্জুনের চিত্ত-চাঞ্চল্য হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে তদ্গতমনা দেখিয়া সহাস্যে বলিলেন, সখে বনচর হইয়াও এরূপ চঞ্চলচিত্ত হইলে! এ কি! ইনি বসুদেবের কন্যা, সারণের সহোদরা এবং আমারই ভগিনী; ইঁহার নাম সুভদ্রা। হে সখে, যদি তোমার মন নিতান্তই ইঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া থাকে, তবে এই কথা পিতার কর্ণগোচর করি। অর্জুন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, পরমরূপলাবণ্য-সম্পন্না সুভদ্রা বসুদেবের কন্যা ও বাসুদেবের ভগিনী; সুতরাং কাহার না মনোমোহিনী হইবেন? ইনি আমার মহিষী হইলেই সকল মঙ্গল সম্পাদিত হয়। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে আমার সুভদ্রা-লাভ হইবে, অনুসন্ধান কর। তাহা যদি মনুষ্যের সাধ্যাতীত না হয়, তদ্বিষয়ে আমি অবশ্যই যত্ন করিব। কৃষ্ণ-বলিলেন, হে অর্জুন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রবৃত্তির কথা কিছুই বলা যায় না, তাহারা সকল সময়ে পুরুষের শৌর্য্য পাণ্ডিত্যাদি গুণ দেখিয়া পছন্দ করে না, দেখিবামাত্র তাহাদের চোখে যাঁহাকে রমণীয় বোধ হয় তখনই তাঁহাকে পছন্দ করে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে যে কি হইবে, কিছুই বলিতে পারিতেছি না। আর ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা বলেন, বিবাহের জন্য বলপূর্ব্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষত্রিয়দিগের প্রশংসনীয়। অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যাইবে; কারণ স্বয়ংবরে সে কাহার প্রতি অনুরক্ত হইবে, কে বলিতে পারে?

অনন্তর বাসুদেব ও অর্জুন এইরূপ ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট দ্রুতগামী দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অর্জুনের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর অর্জ্জুন রৈবতক পর্ব্বতে সুভদ্রা গমন করিয়াছেন, ইহা অবগত হইয়া যুধিষ্ঠিরের অনুমোদন পাইয়া কবচ বর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ ধারণপূর্ব্বক দিব্যরথে আরোহণপূর্ব্বক মৃগয়া-ব্যপদেশে কৃষ্ণকে ইতিকর্ত্তব্যতা নিবেদন করিয়া রৈবতক পর্ব্বতে গমন করিলেন।

এদিকে সুভদ্রা মহাগিরি রৈবতক ও দেবতাদিগকে অর্চ্চনা ও দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণপূর্ব্বক শৈলকে প্রদক্ষিণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছেন। ইত্যবসরে মহাবীর অর্জ্জুন সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সুভদ্রাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রথে আরোপিত করাইয়া নিজ রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অর্জ্জুন কর্তৃক বসুদেবের কন্যা সুভদ্রাহরণ।

সৈনিক পুরুষেরা সুভদ্রাকে অপহৃত দেখিয়া মহাকোলাহলপূর্ব্বক দ্বারকাপুরীর উভয় পার্শ্বে ধাবমান হইল। তাহারা তত্রত্য সুধর্ম্মানাম্নী সভায় সমুপস্থিত হইয়া সভাপতি-সন্নিধানে অর্জ্জুনের সুভদ্রাহরণের কথা নিবেদন করিল। সভাপতি মহাসুবর্ণময় রণভেরী বাদন করিতে লাগিলেন। সেই ভেরী-রব শুনিবামাত্র ভোজ, বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয়েরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অন্নপান পরিত্যাগপূর্ব্বক চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিতে লাগিল। সভাপতি সমবেত যাদবদিগের নিকট অর্জ্জুন-বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিলেন। যাদবেরা তাহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে দমন করিবার জন্য যুদ্ধোদ্যোগ করিতে লাগিলেন। মহাবীর হলধর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে বীরগণ, তোমরা কি করিতেছ? কৃষ্ণ মৌনভাবে রহিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় না জানিয়া ক্রোধ প্রকাশ করা কিংবা তর্জ্জন গর্জ্জন করা বৃথা; বৃথা কেন আস্ফালন করিতেছ? ধীমান্ কৃষ্ণ প্রথমতঃ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন, তৎপরে অবস্থোচিত ব্যবস্থা কর্ত্তব্য।" বলদেবের এইরূপ যুক্তি-সঙ্গত ও গ্রহণযোগ্য কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই সাধুবাদ প্রদানপূর্ব্বক মৌন অবলম্বন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলদেবের বাক্যাবসানে তাঁহারা পুনরার সভামধ্যে উপবেশন করিলেন। সকলে উপবিষ্ট হইলে বলদেব কৃষ্ণকে বলিলেন, "হে কৃষ্ণ, দেখ, সকলে তোমার মুখ নিরীক্ষণ করিতেছেন, এ সময়ে কেন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিয়াছ? আমরা তোমার উপরোধেই সেই কুলপাংশুল অর্জ্জুনকে সমাদর করিয়াছি, কিন্তু সে সমাদর পাইবার উপযুক্ত পাত্র নহে। অর্জ্জুন আমাদিগের তাদৃশ অবমাননা ও তোমাকে অনাদর করিয়া অন্ত বলপূর্ব্বক আপন মৃত্যুস্বরূপ সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছে। হে গোবিন্দ, আমাদের মস্তকে পদাঘাততুল্য তাহার এই অসহ্য অত্যাচার কিরূপে সহ্য করিব? আমি একাকীই এই বসুন্ধরাকে কৌরব-শূন্য করিব। অর্জ্জুনের এই ব্যতিক্রম কথনই সহ্য করিব না।" তখন অন্ধকগণও নিবিড় মেঘবৎ গম্ভীর স্বরে গর্জমান বলদেবের বাক্যে অনুমোদন করিলেন।

ঐ সমস্ত শুনিয়া ধীমান্ বাসুদেব অর্থভূয়িষ্ঠ বাক্যে বলিলেন, "অর্জ্জুন আমাদের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমধিক সম্মানরক্ষাই করিয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে অর্থলুব্ধ মনে করেন না বলিয়াই অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন নাই। স্বয়ংবরে কন্যা লাভ করা অতীব কষ্টকর ব্যাপার, এইজন্য তাহাতেও সম্মত হন নাই এবং পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক প্রদত্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রশংসনীয় নহে; অতএব আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষসমূহ পর্য্যালোচনা করিয়া বলপূর্ব্বক সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে এবং কুল শীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন পার্থ বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন বলিয়া সুভদ্রাও যশস্বিনী হইবেন সন্দেহ নাই; অর্জ্জুনকে সামান্য জ্ঞান করিও না; তিনি সর্ব্ববিদ্যায় সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ; সেই মহাযশা সুপ্রসিদ্ধ অর্জ্জুন কুন্তিভোজের দৌহিত্র। তদীয় জন্মে ভরতকুল অলঙ্কৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাদেব ব্যতীত তাঁহাকে যুদ্ধে পরাভূত করিতে পারে মনুষ্যমধ্যে এমন ব্যক্তি দেখি না। অর্জ্জুনের প্রসিদ্ধ রথ, আমার অশ্ব এবং লঘুহস্ত পার্থ যোদ্ধা, এই সমস্ত একত্র হইলে ত্রিভুবনমধ্যে এমন বীর কে আছে যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে? অতএব আমার বিবেচনা হয় প্রফুল্লমনে শীঘ্র ধনঞ্জয়-সন্নিধানে যাইয়া সান্ত্ববাদ দ্বারা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা সকলের কর্ত্তব্য; কারণ যদি পার্থ তোমাদিগকে বলে পরাভব করিয়া স্বনগরে গমন করেন, তাহা হইলে তোমাদের যশোরাশি সদ্যই বিনষ্ট হইবে, কিন্তু সান্ত্ববাদে পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই।"

অর্জ্জুনকর্তৃক সুভদ্রার পাণিগ্রহণ

যাদবগণ কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে অর্জ্জুনকে প্রতিনিবৃত্ত করিলে তিনি যথাবিধি সুভদ্রার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং যাদবগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যথেষ্ট বিহার করত দ্বারকাতে সংবৎসর অতিবাহিত করিলেন। পরে পুষ্করতীর্থে গমন করত একাদশ বৎসর অতিবাহিত করিলেন। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ পরিপূর্ণ হইলে পুনরায় খাণ্ডবপ্রস্থে প্রত্যাগমন করিলেন।

সুভদ্রাকে লইয়া অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন।

অর্জ্জুন যথানিয়মে নৃপসন্নিধানে যাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অর্চ্চনা করিয়া দ্রৌপদীর নিকট উপনীত হইলেন। কৃষ্ণা সুভদ্রার পরিণয় জন্য সময়োচিত পরিহাস করিতে আরম্ভ করিলে ধনঞ্জয় তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সান্ত্বনা এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। পরে অর্জ্জুন লালবর্ণের রেশম বস্ত্র-পরিহিতা সুভদ্রাকে গোপীবেশ ধারণ করাইয়া শীঘ্র অন্তঃপুরে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। মহিষীর উচিত পট্ট বস্ত্র পরিধান করিতে দিলেন না, পাছে দ্রৌপদীর মনে ব্যথা হয়। অন্তঃপুরে গিয়া সুভদ্রা পৃথার চরণ বন্দনা করিলেন, কুন্তীও যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। তথা হইতে দ্রৌপদীর নিকটে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক বলিলেন, অদ্যাবধি আপনার অনুচরী হইলাম। কৃষ্ণা সুভদ্রাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তোমার পতি নিঃসপত্ন হউন। সুভদ্রাও "তাহাই হউক" বলিয়া দ্রৌপদীকে প্রত্যুত্তর দিলেন। পাণ্ডবগণ ও কুন্তীর আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অর্জ্জুন নির্বিঘ্নে ইন্দ্রপ্রস্থে পৌছিয়াছেন শুনিয়া বাসুদেব, বলদেব ও যদুবংশীয় অন্যান্য বীরগণের সহিত অসংখ্য সেনাগণ সমভিব্যাহারে তথায় যাত্রা করিলেন। যাদবকুলপতি অক্রূর, মহানুভব উদ্ধব, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, সাত্বত, প্রদ্যুম্ন, সারণ, গদ এবং অন্যান্য যাদব, ভোজ ও অন্ধকবংশীয়েরা বহুল যৌতুক গ্রহণপূর্ব্বক খাণ্ডবপ্রস্থে আগমন করিলেন।

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার অভ্যর্থনার্থ নকুল সহদেবকে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সাদরে পরিগৃহীত হইয়া ধ্বজপতাকা পরিশোভিত খাণ্ডবপ্রস্থে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য রাজপথ সকল নির্ধূলীকৃত এবং শীতল সুগন্ধি চন্দনরসে অভিষিক্ত হইয়াছিল। কোন কোন স্থান দহ্যমান অগুরু ধুমে সুরভিত এবং কোন স্থান কুসুমমালায় সুশোভিত এবং কোন কোন স্থান বণিক্‌গণের কোলাহলে পরিপূর্ণ হইয়াছে, কোথাও বা নগরবাসী লোকেরা প্রফুল্ল মনে বিচরণ করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণ, বৃষ্ণিবংশীয় ভূপতিগণ ও বলদেবের সহিত নগরে প্রবেশপূর্বক পৌরজন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির বলরামের যথোচিত সৎকার করিয়া কৃষ্ণের মস্তকাঘ্রাণ এবং বাহুযুগল দ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। কৃষ্ণ বিনীতভাবে ধর্ম্মরাজকে ও ভীমসেনকে অভিবাদন করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত যাদবগণ ও প্রধান প্রধান অন্ধকদিগকে যথাবিধি সৎকার করিলেন। কৃষ্ণ ধনঞ্জয়কে জ্ঞাতিদের রত্নসমূহ যৌতুক প্রদান করিয়া সহস্রসংখ্যক

কৃষ্ণ বলরাম প্রভৃতির ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবর্ণ রথ, মাথুরদেশীয় অযুত গো, সুবর্ণালঙ্কার-ভূষিত সেবাকুশল সহস্র দাসী, বাহ্লিকদেশীয় ঘোটক সমূহ, উৎকৃষ্ট সুবর্ণ রাশি প্রভৃতি কন্যাধন সকল সুভদ্রাকে প্রদান করিলেন। বলরাম অমূল্য রত্নসমূহ, মহার্হ বস্ত্র, বহুল নাগেন্দ্র প্রভৃতি বস্তুজাত যৌতুক দান করিলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্ত সমস্ত দ্রব্য পরিগ্রহ করিয়া সমাগত যাদব ও অন্ধকগণের যথোচিত সৎকার করিলেন।

বলদেব প্রভৃতির দ্বারকা-নগরে প্রত্যাগমন, কৃষ্ণের ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান

এইরূপে বহুদিবস অতিবাহিত হইলে বলদেবপুরঃসর সেই সকল মহাত্মারা কৌরবগণ কর্ত্তৃক যথোচিত পূজিত হইয়া দ্বারাবতী নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। কৃষ্ণ পার্থের সহিত পরম রমণীয় ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুই জনে মৃগয়াসক্ত হইয়া মৃগ বরাহ বিদ্ধ করত যমুনাতীরে ক্রীড়া করিতেন। অনন্তর

অভিমন্যুর জন্ম

যথাকালে সুভদ্রা সুবিখ্যাত ও সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অভী অর্থাৎ নির্ভয় ও মন্যুমান্ অর্থাৎ ক্রোধান্বিত ছিলেন, এ কারণ তাঁহার নাম অভিমন্যু হইল। লোকে তাঁহাকে আর্জ্জুনি বলিয়াও সম্বোধন করিত। অভিমন্যুর জন্ম হইলে যুধিষ্ঠির অযুত গো ও সুবর্ণরাশি বিপ্রসাৎ করিলেন। তিনি জন্মাবধি কৃষ্ণের সাতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। শরচ্চন্দ্র দেখিয়া লোকের যেরূপ প্রীতি হয় তাঁহাকে দেখিয়া পিতৃগণ ও প্রজাগণের সেইরূপ আহ্লাদ হইত। তাঁহার জাতকর্ম প্রভৃতি সমুদায় শুভ কর্ম বাসুদেব স্বয়ং সম্পন্ন করেন। তিনি অর্জ্জুনের নিকট নিখিল ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি প্রধান প্রধান শাস্ত্র ও বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপে সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। ধনঞ্জয় আগম ও শস্ত্রপ্রয়োগ বিষয়ে পুত্রকে আত্মতুল্য এবং সর্বাংশে মাতুল কৃষ্ণসদৃশ দেখিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময়ে শুভলক্ষণা দ্রৌপদীও পঞ্চপতি হইতে মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপুত্র লাভ করিলেন। যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকর্ম্মা, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতসেন। ইঁহারা প্রত্যেকে এক এক বৎসরান্তরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। মহর্ষি ধৌম্য আনুপূর্ব্বিক তাঁহাদিগের জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়নাদি সম্পন্ন করেন। তাঁহারা বেদাধ্যয়ন-সমাপনপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট নিখিল অস্ত্র ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। এইরূপে পাণ্ডবগণ দেবকুমারসদৃশ আত্মজ-গণের সহিত পরম সুখে খাণ্ডবপ্রস্থে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

পাণ্ডবগণ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ও ভীষ্মের আদেশে অন্যান্য ভূপতিগণকে পরাভূত করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে বাস করিতে লাগিলেন। একদা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অতীত ও অন্যান্য বৃত্তান্ত লইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ তরুণারুণ-সঙ্কাশ পিঙ্গলোজ্জ্বল-শ্মশ্রু জটাচীরধারী এক দীর্ঘাকৃতি ব্রাহ্মণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলে পর তিনি বলিলেন, আমি ব্রাহ্মণ, অধিক আহার করিয়া থাকি, আমাকে এমন খাদ্য দিন যাহাতে আমার তৃপ্তি হয়। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন, আপনি নানাবিধ অন্নের মধ্যে কি প্রকার অন্ন ভক্ষণ করেন বলুন। ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি অন্ন ভোজন করি না; আমি অগ্নি, অতএব আমার অনুরূপ অন্ন আমাকে দিন। ইন্দ্রের সখা তক্ষক সপরিবারে খাণ্ডববনে বাস করে। ইন্দ্র ঐ বন সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। আমি তাঁহার ভয়ে খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে পারি না। ইন্দ্র আমাকে প্রজ্বলিত দেখিলেই মুষলধারে জলবর্ষণ করিতে থাকেন, এজন্য আমার অভিলাষ পূর্ণ হয় না। অতএব আমার প্রার্থনা এই, আপনারা

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট ব্রাহ্মণবেশে অগ্নির আগমন ও আহারের জন্য প্রার্থনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সহায় হইয়া অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক বারিধারা নিবারণ করুন যাহাতে আমি খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া আমার বুভুক্ষার তৃপ্তি সাধন করিতে পারি।"

অর্জ্জুন অগ্নিবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "হে অগ্নে, আমার বহুতর দিব্যাস্ত্র আছে। তদ্দ্বারা আমি শত শত ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি। কিন্তু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে আমার ভুজবেগ সহ্য করিতে পারে এমন ধনুঃ নাই, আমার শরের প্রয়োজন নাই। আমার রথ আমার শস্ত্রপুঞ্জ বহনে অসমর্থ, অতএব বায়ুবৎ বেগশালী পাণ্ডুর বর্ণ দিব্য অশ্ব ও এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিতে হইবে আর কৃষ্ণেরও বাহুবল তুল্য অস্ত্র নাই, যদ্দ্বারা তিনি নাগ ও পিশাচগণকে সংহার করিতে পারেন। হে ভগবন্, যদ্দ্বারা আমরা বজ্রধর ইন্দ্রকে নিবারণ করিতে পারি, তাহার উপায় অবধারণ করিয়া দিন। আমরা যথোচিত পৌরুষ প্রকাশ করিব।"

ভগবান্ হুতাশন গাণ্ডীব-নামক দিব্য শরাসন, অক্ষয়তুণীরদ্বয় এবং এক রমণীয় কপিধ্বজ রথ অর্জ্জুনকে এবং কৃষ্ণকে সুদর্শনাস্ত্র প্রদান করিলেন। তৎপরে বরুণদেব ভগবান্ অগ্নির কথানুসারে কৃষ্ণকে দৈত্যান্তকারিণী কৌমোদকী নাম্নী গদা প্রদান করিলেন।

ঐ সকল অমোঘ দিব্যাস্ত্রের সাহায্যে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অমিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া অমরবৃন্দের সহিত দেবরাজকে পরাজিত করিয়া অগ্নিকে খাণ্ডববন-দাহন দ্বারা তাঁহার সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের সাহায্যে অগ্নিকর্ত্তৃক পনর দিনে খাণ্ডববন দাহ

হুতাশন প্রচণ্ডবেগে খাণ্ডবারণ্য দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে ভগবান্ মধুসূদন ময় দানবকে তক্ষকের ভবন হইতে পলায়ন করিতে দেখিলেন। মূর্তিমান্ অগ্নি কৃষ্ণের নিকট গিয়া ময় দানবকে দগ্ধ করাইতে প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ অগ্নির প্রার্থনানুসারে অসুরকে ছেদন করিবার জন্য চক্র উত্তোলন করিলেন। ময় তাহা দেখিয়া 'রক্ষা করুন'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'রক্ষা করুন' বলিয়া অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলেন। শরণাগত-প্রতিপালক অর্জ্জুনের অনুরোধে ময়দানবের প্রাণ-রক্ষা হইল।

অর্জ্জুনকর্তৃক খাণ্ডববনস্থ শরণাগত ময়দানবের প্রাণরক্ষা

এইরূপে কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ভগবান্ হুতাশন পঞ্চদশ দিবসে সেই বন দগ্ধ করিলেন।

তদনন্তর ভগবান্ পুরন্দর দেবগণসমভিব্যাহারে অন্তরীক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বলিলেন, তোমরা যে মহৎ কার্য্য করিলে, ইহা দেবতাদিগেরও দুষ্কর। আমি তোমাদের পরাক্রম-দর্শনে পরম প্রীত হইয়াছি; এক্ষণে তোমরা অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। তখন অর্জ্জুন "আমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করুন" বলিয়া বর প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র সময় নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, হে ধনঞ্জয়, যে সময়ে তুমি তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিবে, আমি তৎকালে তোমাকে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিব। কৃষ্ণ বলিলেন, সুররাজ, আমি এই মাত্র বর প্রার্থনা করি, যেন অর্জ্জুনের সহিত আমার কদাচ প্রণয়বিচ্ছেদ না হয়। ইন্দ্র "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

ময়দানব কৃষ্ণের সন্নিধানে অর্জ্জুনকে বারংবার সৎকার ও পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল, হে কৌন্তেয়, আপনি দহনোন্মুখ হুতাশন হইতে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন; অতএব আদেশ করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার করিব। অর্জ্জুন বলিলেন, হে মহাসুর, তোমার সমস্ত প্রত্যুপকার করাই হইয়াছে; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান কর, তুমি আমার প্রতি সর্ব্বদা সন্তুষ্ট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকিও, আমিও তোমার প্রতি সম্যক্ প্রীত থাকিলাম। ময় বলিল, প্রভো, আপনি নিজ মহত্ত্বানুরূপ কথাই বলিলেন, কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা যে, প্রীতিপূর্ব্বক আপনার কিঞ্চিৎ উপকার করি। আমি দানবকুলের বিশ্বকর্ম্মা; কেবল আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন নিতান্ত কর্তব্য বুঝিয়া আপনার কিছু উপকার করিতে এত আগ্রহান্বিত হইয়াছি। অর্জ্জুন বলিলেন, হে কৃতজ্ঞ, যেহেতু তুমি আমার আনুকূল্যে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বলিয়া আমার উপকার করিতে আগ্রহান্বিত হইয়াছ, এই নিমিত্ত তোমা দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে আমার ইচ্ছা নাই; কিন্তু তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে; অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে। তখন ময় আদেশলিপ্সু হইয়া কৃষ্ণকে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণ তাহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, ময়, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এক অপূর্ব্ব সভা নির্ম্মাণ কর।

ময় দানবের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় কৃষ্ণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের এক অপূর্ব্ব সভানির্ম্মাণের অনুজ্ঞা; কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে সভার স্থান-নির্দ্ধারণ

ময় কৃষ্ণের আজ্ঞালাভে পরমাহ্লাদিত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত বিমানসদৃশ পরম রমণীয় সভা নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিল।

অনন্তর ময় কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণের অভিপ্রায়ানুসারে পুণ্য দিনে সেই দিব্যরূপ মনোহর সভাস্থলীর পরিসর পঞ্চ সহস্র হস্ত পরিমাণ করিয়া লইল।

সভা-নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বাসুদেব পাণ্ডগণকর্তৃক অভিপূজিত হইয়া অল্প কিছুদিন খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিলেন। পরিশেষে পিতৃদর্শনে সাতিশয় উৎসুক হইয়া স্বভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইলেন।

কৃষ্ণের দ্বারকাবতীতে যাত্রা

তিনি যুধিষ্ঠির,, পিতৃস্বসা কুন্তী, স্বীয় ভগিনী সুভদ্রা, দ্রৌপদী, পুরোহিত ধৌম্য ইঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য আমন্ত্রণ, বন্দনা, স্নেহসম্ভাষণ ও আশীর্ব্বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানাইয়া অর্জ্জুন-সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। যখন ভগিনী সুভদ্রার সহিত দেখা করেন, তখন ভদ্রভাষিণী সুভদ্রা তাঁহাকে জননী প্রভৃতি স্বজন সমীপে বিজ্ঞাপনীয় কথাগুলি বলিয়া দিয়া জ্যেষ্ঠের বারংবার পূজা ও অভিবাদন করিলেন।

তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত কার্য্য করিবার মানসে স্নানান্তে অলঙ্কার পরিধান করিয়া মাল্য, জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য দ্বারা দেবদ্বিজগণের পূজা সমাধা করিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বহিঃকক্ষায় আসিলেন। স্বস্তিবাচক ব্রাহ্মণগণ দধি পাত্র, ফল, পুষ্প ও আতপ তণ্ডুল প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব তাঁহাদিগকে ধনদানপূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিলেন। পরে শুভ তিথি নক্ষত্রযুক্ত মুহূর্ত্তে গদা, চক্র, অসি, শার্ঙ্গ, অস্ত্রশস্ত্র-পরিবৃত গরুড়ধ্বজ বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে আরোহণ করিয়া স্বপুরে যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির স্নেহপরতন্ত্র হইয়া সেই রথে আরোহণপূর্ব্বক দারুক সারথিকে তৎস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং সারথি হইয়া বল্গা গ্রহণ করিলেন। মহাবাহু অর্জ্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া স্বর্ণদণ্ড-বিরাজিত শ্বেত চামর ধারণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ব্যজন করত প্রদক্ষিণ করিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত ভীমসেন, নকুল ও সহদেব ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণ-সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরন্তপ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতৃগণকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া শিষ্যগণানুগত আচার্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তিনি অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, যুধিষ্ঠির ও ভীমসেনকে পূজা এবং নকুল ও সহদেবকে সম্ভাষণ করিলেন। যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন এবং নকুল ও সহদেব তাঁহাকে অভিবাদন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে দুই ক্রোশ গমন করিয়া শত্রু-নিসূদন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আমন্ত্রণ করত 'প্রতিনিবৃত্ত হউন' বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির চরণপতিত পতিতপাবন কমল-লোচন কৃষ্ণকে উত্থাপিত করিয়া তাঁহার মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি করিলেন। তখন ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবগণের সহিত যথাবিধি প্রতিজ্ঞা করত অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া দ্বারাবতী প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণকে যতক্ষণ দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহারা নিমেষশূন্য নয়নে তাঁহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাঁহাদের মন পরিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তিনি তাঁহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন। তখন পাণ্ডবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়া তদ্বিষয়িণী চিন্তা করিতে করিতে স্বপুরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে প্রত্যাগমন

দেবকীনন্দন কৃষ্ণও মহাবীর সাত্বত এবং সারথি দারুকের সহিত দ্বারকাপুরে সানন্দে প্রবেশ করিলেন। উগ্রসেন প্রভৃতি যদুশ্রেষ্ঠগণ তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। বাসুদেব পুর প্রবেশ করিয়া পিতা মাতা ও বলদেবকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর তিনি প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, নিশঠ চারুদেষ্ণ, গদ, অনিরুদ্ধ ও ভানুকে আলিঙ্গন করিয়া বৃদ্ধগণের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক রুক্মিণীর ভবনে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ময় অর্জ্জুনকে আমন্ত্রণ করিয়া সভানির্ম্মাণোপযোগী দ্রব্য-সম্ভার-সংগ্রহের জন্য কৈলাসের উত্তর ভাগে মৈনাক-সন্নিধানে মণিমণ্ডিত হিরণ্ময় শৃঙ্গশালী এক সুমহান্ পর্ব্বতোপরি নিখাত রমণীয় বিন্দু সরোবরে গমন করিলেন। এস্থানে পুর্ব্বকালে রাজা ভগীরথ ভগবতী ভাগীরথীর দর্শন-মানসে বহুকাল তপশ্চরণ করিয়াছিলেন। ভূতভাবন প্রজাপতি সেই স্থানেই অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞশত অনুষ্ঠান করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্দ্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া সেই স্থানে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ভূতভাবন ভগবান্ ভবানীপতি তথায় প্রজা সমস্ত সৃষ্টি করিয়া শত সহস্র ভূতগণকর্ত্তৃক উপাসিত হইয়াছিলেন। নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, যম তথায় যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ময় দানব সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দানবরাজ বৃষপর্ব্বার অধিকৃত স্ফটিকময় সভানির্ম্মাণোপযোগী সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী মহতী গদা, দেবদত্ত শঙ্খ ও কিঙ্করনামক রাক্ষসগণ ও যাবতীয় ধন সম্পত্তি আনয়ন করিল।

অনন্তর ময় ঐ সমস্ত বস্তু লইয়া প্রত্যাগত হইয়া অলোকসামান্য মণিময়ী সভাস্থলী নির্ম্মাণ করিল। ভীমসেনকে গদা ও অর্জ্জুনকে দেবদত্ত মহাশঙ্খ সমর্পণ করিল। ঐ শঙ্খ ধ্বনিত হইলে লোকসকলের হৃদয় কম্পিত হইত। সুবর্ণনির্ম্মিত তরুরাজি-বিরাজিত সভামণ্ডপ চতুর্দ্দিকে পঞ্চ সহস্র হস্ত বিস্তীর্ণ হইয়াছিল। অলোকসামান্য সেই সভা স্বীয় তেজঃপুঞ্জ দ্বারা যেন জ্বলিতে লাগিল। বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত যাদবসভা, দেবসভা ও ব্রহ্মসভাও পাণ্ডবগণের সভার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ময়দানবের আদেশানুসারে গগনচর মহাঘোর মহাকায় মহাবল রক্তনেত্র শুক্তিকর্ণ আয়ুধধারী অষ্ট সহস্র কিঙ্কর ও অপরাপর রাক্ষস ঐ রমণীয় সভার রক্ষণাবেক্ষণ করিত এবং প্রয়োজন হইলে বহন করিয়া উহাকে স্থানান্তরেও লইয়া যাইত। ময় ঐ সভাস্থলে এক অপ্রতিম কমলবতী সরসী নির্মিত করিয়াছিল, তাহার পদ্মগুলি সুবর্ণময়, ইন্দ্রনীল মণিময় পত্রে ব্যাপ্ত, নালগুলি মণিময়, সরসীটি বিকসিত পদ্মে ও সুবর্ণময় কূর্ম্ম ও মৎস্যে পরিপূর্ণ, সোপানগুলি স্ফটিকনির্মিত, সরসীতে কিছুমাত্র পঙ্ক ছিল না, উহা অতি স্বচ্ছ জলে পূর্ণ ছিল, ফলে দর্শকের স্থলভ্রম ঘটিত। চতুর্দ্দিকে উপবেশনার্থ বেদিকাগুলি মণিময় শিলাপট্টদ্বারা নিবদ্ধ করা হইয়াছিল। হংস, কারণ্ডব, সারস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহঙ্গমগণ তীরে ও নীরে বিহার করিয়া দর্শকগণের নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিল।

১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তাফল ও নানাবিধ রত্নে উহার চতুর্দিক্ সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। রাজাদিগের মধ্যে কেহ কেহ সরোবরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়াও সহসা উহাকে সরোবর বলিয়া বুঝিতে পারেন নাই। প্রত্যুত তাঁহারা অজ্ঞানতাবশতঃ সরোবরের উপরিভাগ দিয়া গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সেই সভার উভয় পার্শ্বে ফল পুষ্প কিশলয়োপশোভিত সুশীতল নীলবর্ণ ছায়াসম্পন্ন মনোরম বহুবিধ উন্নত পাদপাবলী সন্নিবেশিত ছিল। অতিসুরভি কানন ও হংস-কারণ্ডব চক্রবাকোপশোভিত পুষ্করিণী সকল সভার চারিদিকে শোভা বিস্তার করিতে লাগিল। সমীরণ তত্রত্য স্থলজ ও জলজ পদ্মের গন্ধ গ্রহণপূর্বক পাণ্ডবগণের সেবা করিতে লাগিল।

ময় দানব চতুর্দ্দশ মাসে ঐ রমণীয় সভাভূমি নির্ম্মাণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমাপ্তি-সংবাদ দিল।

যুধিষ্ঠির বিবিধ উপাদেয় ভক্ষ্য, লেহ্য, চূষ্য, পেয় ও মিষ্টান্ন দ্বারা নানাদিগ্‌দেশান্তর হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইলেন। পরে নূতন বস্ত্র ও মাল্য দান দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করিলেন। সভামধ্যে গগনস্পর্শী পুণ্যাহ ধ্বনি হইতে লাগিল। তৎপরে যুধিষ্ঠির বিবিধ বাদ্য-বাদন ও গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা দেবতাদিগের অর্চ্চনা ও স্থাপন করিলেন। যুধিষ্ঠির দেবপূজা সম্পাদনপূর্বক ভ্রাতাদিগের সহিত সেই রমণীয় সভায় দেবরাজের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। মহর্ষিগণ পাণ্ডবদিগের সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিলেন। ভূপালগণ নানা দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক তথায় উপবিষ্ট হইলেন। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহর্ষিগণ সুবিখ্যাত নৃপতিগণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের উপাসনা করিতে লাগিলেন। যে সমস্ত রাজকুমার মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক অর্জ্জুনের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করিয়াছিলেন তাঁহারা এবং তাঁহাদের সতীর্থ্য রৌক্মিণেয়, শাম্ব, যুযুধান, সাত্যকি, সুধর্ম্মা, অনিরুদ্ধ, শৈব্য প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুমারগণ এবং ধনঞ্জয়ের সখা তুম্বুরু তথায় উপস্থিত হইলেন। গীতবাদ্যবিশারদ তানলয়কুশল অমাত্যসমবেত চিত্রসেন এবং গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা ও কিন্নরগণ তুম্বুরুকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তানলয়-বিশুদ্ধ স্বর-সংযোগে সঙ্গীত করিয়া সমাগত সকলেরই প্রীতি সম্পাদনপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের উপাসনা করিতে লাগিলেন।

মহানুভব পাণ্ডব ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় অধ্যাসীন হইলে দেবর্ষি নারদ কয়েকজন তেজঃপূর্ণ ঋষির সহিত ভুবনমণ্ডলে বিচরণ করিতে সেই সভায় উপনীত হইলেন। দেবর্ষি সমস্ত বেদ, উপনিষদ্, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দঃ, জ্যোতিষ প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ ছিলেন। ইতিহাস ও পুরাণ সমুদায় তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার মত রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি-পারদর্শী প্রায় দৃষ্ট হইত না। সন্ধিবিগ্রহ-কালকুশলতায় তাঁহার তুল্য কেহ ছিলেন না বলিলেই হয়। তিনি বৃহস্পতি অপেক্ষাও সুবক্তা ছিলেন। তিনি ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গের যথাবিধি সেবা করিয়াছিলেন। যোগবলে ত্রিলোক সর্ব্বক্ষণ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইত এবং অতীত ও অনাগতকাল বর্ত্তমানের ন্যায় তিনি দেখিতে পাইতেন।

দেবর্ষি সভাসীন পাণ্ডবগণকে দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন। পাণ্ডবগণ তাঁহার যথাবিধি পূজা করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিগকে যথোচিত আশীর্ব্বাদ করিলেন। পাণ্ডবদিগের হিতকর নানাবিধ উপদেশ দিলেন।

যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে বিশ্রান্ত দেখিয়া যথাযোগ্য সময়ে বলিলেন, ভগবন্, আপনি অপ্রতিহতগতি-প্রভাবে ব্রহ্মনির্ম্মিত অনেকানেক লোক সন্দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কোন স্থানে আমাদের এই অপূর্ব্ব সভার তুল্য অথবা ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আর কোন সভা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কি? দেবর্ষি হাস্যমুখে ও মধুর বচনে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজ, তোমার এই মণিময়ী সভাসদৃশী দ্বিতীয় সভা মনুষ্যলোকে কোথাও দেখি নাই বা শুনি নাই। তৎপরে দেবর্ষি পিতৃরাজ যম, ধীমান্ বরুণ, দেবরাজ ইন্দ্র ও কৈলাসনিবাসী কুবেরের সভাসমূহের বর্ণন করিলেন। পিতৃরাজের সভাকীর্ত্তনকালে নারদ বলিলেন, ঐ সভায় রাজর্ষি ও দেবর্ষিগণ আসেন ও ধর্ম্মরাজের উপাসনা করেন। যযাতি, নহুষ, পুরু, মান্ধাতা, কৃতবীর্য্য, নিমি, শিবি, মহারাজ কার্ত্তবীর্য্য, ভরত, নল, ভগীরথ, দিলীপ, শর্য্যাতি, দুষ্মন্ত, দাশরথি রাম, লক্ষ্মণ, জামদগ্ন্য রাম, সগর, রাজেন্দ্র শান্তনু, তোমার পিতা পাণ্ডু প্রভৃতি রাজর্ষিগণ ও অনেকানেক ভূরিদক্ষিণ মহৎ অশ্বমেধানুষ্ঠান দ্বারা যাঁহারা স্বর্গাধিকারী হইয়াছেন তাঁহারা ঐ সভায় গমন করিয়া ভগবান্ পিতৃরাজের উপাসনা করেন। দেবর্ষি আরও বলিলেন, ব্রহ্মার সভায় মহর্ষিগণ ও দেবসমূহ বাস করেন এবং সেখানে সকল প্রকার শাস্ত্রও বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্রের সভা কেবল দেবগণে অলঙ্কৃত এবং তাহার কোন কোন প্রদেশ গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক পরি-সেবিত। সেই মহতী অমরাধিপতির সভায় কেবল একমাত্র রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্র পরম সুখে বাস করিতেছেন। দেবর্ষির নিকট ইহা শুনিবামাত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর, রাজা হরিশ্চন্দ্র কি প্রকার তপস্যা বা পুণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজের সমকক্ষতা প্রাপ্ত হইলেন। আর পিতৃলোকগত মহাভাগ পিতা পাণ্ডুর সহিত আপনার কিরূপে সাক্ষাৎকার হইল এবং প্রত্যাগমন-সময়ে সেই মহাপুরুষ আপনাকে কি বলিলেন, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে বলুন।

তপোধন দেবর্ষি বলিলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র সসাগরা সদ্বীপা বসুন্ধরার সম্রাট্ ছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত মহীপাল তাঁহার শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। তিনি জয়শীল সুবর্ণালঙ্কৃত এক রথে আরোহণ করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেন। তাঁহার আজ্ঞা পাইবামাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃপতিগণ ভূরি ভূরি ধন আনয়ন করিলেন এবং তাঁহারা ব্রাহ্মণের পরিবেষ্টৃপদে নিযুক্ত হইলেন। সে যজ্ঞে সমুপস্থিত যাজকগণকে রাজর্ষি তাঁহাদিগের প্রার্থিত ধনের পঞ্চগুণ অধিক প্রদান করিলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্র নানাদিগ্‌ দেশ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ রত্নসমূহ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া বিদায় করিলেন। রাজা যজ্ঞফলে এবং ব্রাহ্মণগণের অমোঘ আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে সমস্ত রাজ-লোক অপেক্ষা সমধিক তেজস্বী ও যশস্বী হইয়া উঠিলেন। সেই প্রবল-প্রতাপ রাজর্ষি মহাক্রতু সমাপনান্তে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অনির্বচনীয় শোভা পাইতে লাগিলেন। দেবর্ষি বলিলেন, যে সকল মহীপাল রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারা পরমাহ্লাদে ইন্দ্রের সহিত কালযাপন করিতে পারেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে পলায়ন না করিয়া রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা কঠোর তপস্যা দ্বারা কলেবর ত্যাগ করেন তাঁহারাও ইন্দ্রলোক গমন করত পরম সুখে কালযাপন করেন। হে কৌন্তেয়, তোমার পিতা পাণ্ডু রাজা হরিশ্চন্দ্রের লোকাতিশায়িনী শোভা সন্দর্শনে বিস্মিত হইয়া আমাকে মনুষ্যলোকে আসিতে দেখিয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন, দেবর্ষে, আপনি মনুষ্যলোকে যাইতেছেন, যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, ভ্রাতৃগণ তাঁহার বশীভূত; এবং তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিতে সমর্থ; অতএব তিনি ক্রতুশ্রেষ্ঠ রাজসূয় যজ্ঞের যেন অনুষ্ঠান করেন। তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে আমিও রাজা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় বহুকাল অবিচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগকরত ইন্দ্রের সহিত কালযাপন করিতে পারিব। অনন্তর আমি তোমার পিতাকে বলিলাম, মহারাজ, যদি আমি ভূলোকে গমন করি, অবশ্যই তোমার পুত্রকে ত্বদীয় প্রার্থনা জানাইব। হে ভরতর্ষভ, এক্ষণে তুমি প্রবত্নাতিশয় সহকারে পিতার সঙ্কল্পসিদ্ধি-বিষয়ে তৎপর হও। তাহা হইলে পূর্ব্বপুরুষগণের সমভিব্যাহারে মহেন্দ্রলোকে গমন করিবে সন্দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। মহারাজ, রাজসূয় প্রধান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত, কিন্তু ইহাতে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যজ্ঞহন্তা ব্রহ্মরাক্ষসেরা সতত ইহার ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকে। ইহাতে ক্ষত্রিয়ান্তক ও পৃথিবী-ক্ষয়কারক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কোন না কোন অনিষ্টাপাত অবশ্যই ঘটিয়া থাকে, অতএব এই সমস্ত সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিয়া, যাহাতে ক্ষেমলাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান করুন। প্রতিদিন গাত্রোত্থান করিয়া অবহিত হইয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং সর্ব্ব প্রকারে ধনের সদ্ব্যবহার করিবেন।

এই কথা বলিয়া দেবর্ষি নারদ সমভিব্যাহারী ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলে রাজা যুধিষ্ঠির অনুজগণের সহিত রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান-বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃগণ, ঋত্বিক্‌গণ, মন্ত্রিগণ এবং ধৌম্য ও দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহাত্মাদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া বলিলেন, হে মন্ত্রবিশারদগণ, আমি সার্ব্বভৌমোচিত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, বলুন, কি প্রকারে আমার মনোবাঞ্ছা সফল হইবে? তাঁহার কথা শুনিয়া ঋষিগণ ও ঋত্বিক্‌গণ বলিলেন, হে ধর্ম্মরাজ, তুমি রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র বলিয়াই উৎসাহ প্রদান করিলাম। তখন তাঁহার ভ্রাতৃগণ ও মন্ত্রিগণ তাঁহাদিগের বাক্য অনুমোদন করিলেন। তখন মহাপ্রাজ্ঞ যুধিষ্ঠির লোকগণের হিতবাসনায় পুনর্ব্বার চিন্তা করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি আপনার সামর্থ্য, সম্পত্তি, দেশ, কাল, আয় ও ব্যয় দেখিয়া এবং সম্যগ্‌রূপে বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহাকে বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয় না। মহারাজ যুধিষ্ঠির কেবল আপনার মতে কর্তব্য হইল বলিয়া যজ্ঞারম্ভ করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া অপ্রমেয় মহাবাহু সর্ব্বলোকোত্তম কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির করিলেন; কারণ কৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকৃৎ ও সর্ব্বজয়ী। এইরূপ স্থির করিয়া কৃষ্ণসমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। দূত শীঘ্রগামী রথে আরোহণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ব্বক সত্বর দ্বারাবতীতে গমন করিয়া যুধিষ্ঠিরের বাসুদেব-দর্শনাকাঙ্ক্ষা নিবেদন করিল। কৃষ্ণ ইন্দ্রসেনকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া পিতার ন্যায় তাঁহাকে পূজা করিলেন। তৎপরে ভীম অর্জ্জুন ও মাদ্রীতনয়দ্বয় গুরুর ন্যায় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিলেন। তৎপরে ভগবান্ বাসুদেব স্বীয় পিতৃষসা কুন্তীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অন্যান্য সুহৃদ্গণের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন।

ভগবান্ কৃষ্ণ বিশ্রান্ত হইলে যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৃষ্ণ, আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে বাসনা করিয়াছি, যেরূপে উহা সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবিদিত আছে। দেখ, যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র পূজ্য এবং যিনি পৃথিবীর ঈশ্বর, সেই ব্যক্তিই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র। আমার অন্যান্য সুহৃদ্গণ আমাকে ঐ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি তোমার পরামর্শ না লইয়া উহার অনুষ্ঠান করিতে নিশ্চয় করি নাই। হে কৃষ্ণ, কোন কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোদ্ঘাটন করেন না, কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া প্রিয় বাক্য বলেন, কেহ বা যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া বোধ করেন। হে মহাত্মন্, এই পৃথিবীমধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের পরামর্শ লইয়া কোন কার্য্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষবর্জ্জিত ও কামক্রোধ-শূন্য, অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর।

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহারাজ, তুমি সর্ব্বগুণে গুণবান্, অতএব রাজসূয় যজ্ঞ করা তোমার পক্ষে অবিধেয় নহে। তুমি সর্বথা রাজসূয়ানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র, সন্দেহ নাই। তবে দেখ, যাবতীয় ক্ষত্রিয়গণ স্ব স্ব রাজলক্ষ্মী অধিকার করিয়া আসিতেছেন। এক্ষণে মহীপতি জরাসন্ধ স্বীয় বাহুবলে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া স্ববশে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাদের কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া অখণ্ডভূমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন। হে মহারাজ, যে রাজা সকলের প্রভু এবং সমস্ত জগৎ যাঁহার হস্তগত, নিয়মানুসারে তিনিই সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হন। প্রতাপশালী শিশুপাল, মহীপতি জরাসন্ধের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সেনাপতি হইয়াছেন। মায়াযোধী করূষাধিপতি বক্র, মহাপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক, করভ, মেঘবাহন, মুরু ও নরকদেশ-শাসক তোমার পিতৃবন্ধু মহাবল পরাক্রান্ত যবনাধিপতি বৃদ্ধ ভগদত্ত সতত সেই জরাসন্ধের প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন। তোমার প্রতি অতিশয় স্নেহবান্ পশ্চিম-দক্ষিণ সীমার অধিপতি কুন্তিভোজ-বংশবর্দ্ধন পুরুজিৎ তোমার মাতুল জরাসন্ধের অনুগত। বঙ্গ, পুণ্ড্র ও কিরাত দেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক জরাসন্ধের আশ্রিত। পৃথিবীর চতুর্থাংশের অধিপতি ভীষ্মকও জরাসন্ধের বশবর্ত্তী। ভীষ্মক আমাদের আত্মীয় হইয়াও জরাসন্ধের প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ও কুলাভিমান ও বলাভিমান পরিত্যাগ করিয়া জরাসন্ধের শরণাপন্ন। উত্তর দেশনিবাসী রাজগণ ও অষ্টাদশ ভোজকুল জরাসন্ধের ভয়ে পশ্চিমদিকে পলায়ন করিয়াছেন। যাবতীয় পাঞ্চাল-দেশীয় মহীপতিগণ জরাসন্ধের ভয়ে স্ব স্ব রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছেন। কিয়ৎকাল অতীত হইল, কংস যাদব-গণকে পরাভূত করিয়া সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। জ্ঞাতিবর্গের হিতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিব্যাহারে কংসকে সংহার করিলাম। তাহাতে কংসভয় নিবারিত হইল বটে কিন্তু কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল। তখন আমরা জ্ঞাতি বন্ধুগণের সহিত একত্র হইয়া পরামর্শ করিলাম যে, যদি আমরা মহাস্ত্রদ্বারা তিন শত বৎসর অবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, তথাপি নিঃশেষিত করিতে পারিব না। মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও ডিম্ভক নামে দুই বীর তাহার অনুগত আছে, উহারা অস্ত্রাঘাতে কখনও নিহত হইবে না। আমার ধারণা ঐ দুই বীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জরাসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে। ইহা কেবল আমাদের ধারণা নহে, অন্যান্য ভূপতিগণেরও ঐ ধারণা হইল।

বলদেব হংস-নামে এক নরপতিকে সংগ্রামে সংহার করেন। ডিম্ভক লোকমুখে শুনিল হংস নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, হংস বিনা আমার জীবন বিড়ম্বনামাত্র এই বিবেচনা করিয়া সে যমুনায় নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এদিকে তৎসহচর হংসও পরম স্নেহাস্পদ ডিম্ভককে আপনা মিথ্যা মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণে প্রাণ ত্যাগ করিতে শ্রবণ করিয়া অতি দুঃখে যমুনা-জলে আত্মসমর্পণ করিল। জরাসন্ধ এই দুই বীর পুরুষের নিধনবার্তা-শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত ও শূন্যমনা হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন। আমরাও নির্ভয়ে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম।

কিয়ৎকাল পরে পতি-বিয়োগবিধুরা জরাসন্ধকন্যা স্বীয় পিতার নিকট আসিয়া আমার পতি-হন্তাকে সংহার কর বলিয়া বারংবার পিতা জরাসন্ধকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্ব্বেই জরা-সন্ধের বল বিক্রমের বিষয় বিশেষ জানিতাম, এক্ষণে তাহা স্মরণ করত সাতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলাম। তখন আমরা আমাদের বিপুল সম্পত্তি বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান করিব, এই স্থির করিয়া স্বস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিম দিকে পলায়ন করিলাম। ঐ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশোভিত পরম রমণীয় কুশস্থলী নাম্নী পুরীতে বাস করিতেছি। তথায় এরূপ দুর্গ সংস্কার করিয়াছি যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্ণিবংশীয় মহারথগণের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও অনায়াসে যুদ্ধ করিতে পারে। এখন আমরা অকুতোভয়ে ঐ নগরী মধ্যে বাস করিতেছি। হে কুরুকুলপ্রদীপ, আমরা সামর্থ্যযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের উপদ্রব ভয়ে পর্ব্বত আশ্রয় করিয়াছি। আমরা ধনে জনে অতি সমৃদ্ধ। আমাদের সর্ব্বতো-ভাবে সাহায্য পাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ভরতসত্তম, তুমি সম্রাট্‌তুল্য সর্বগুণান্বিত, অতএব তোমার সম্রাট্‌ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, জরাসন্ধ জীবিত থাকিতে তুমি কখনই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সে বাহুবলে ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকে গিরি-দুর্গে বদ্ধ রাখিয়াছে। আমরা জরাসন্ধের ভয়ে ভীত হইয়া মথুরা পরিত্যাগপূর্বক দ্বারাবতী নগরীতে পলায়ন করিতেছি। হে মহারাজ, যদি তোমার রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মানস থাকে, তবে অগ্রে জরাসন্ধকর্ত্তৃক বদ্ধ ভূপালগণের মোচন ও দুরাত্মা জরাসন্ধের বধের নিমিত্ত যত্ন কর। হে কুরুনন্দন, আমার এই মত, এক্ষণে তুমি সকল দিক্‌ বিবেচনা করিয়া যথাকর্তব্য অবধারণ কর।

রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য জরাসন্ধ-বধ নিতান্ত আবশ্যক ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে জনার্দ্দন, যখন স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে অনর্থপাত হইবে, তখন আমার মতে এ বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া অনুচিত।

অর্জুন বলিলেন, যে শত্রুকে পরাজিত করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই যথার্থ ক্ষত্রিয়। নির্বীর্য ব্যক্তি সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও তদ্দ্বারা কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। যদি আমরা যজ্ঞ করিবার উপলক্ষে জরাসন্ধকে বিনাশ ও অন্যান্য ভূপতিগণকে রক্ষা করি, তাহা হইলে তদপেক্ষা আর কি উৎকৃষ্ট কার্য্য হইতে পারে? আমরা সাম্রাজ্য-লাভের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

শত্রুকে জয় করিয়া সমৃদ্ধিলাভই রাজার অবশ্য কর্তব্য।

কৃষ্ণ অর্জ্জুনের কথার অনুমোদন করিয়া বলিলেন, যখন মৃত্যু দিবাভাগে কি রজনীযোগে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই এবং কোন ব্যক্তি যুদ্ধ না করাতে অমর হইয়াছে ইহাও কখন শুনি নাই;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন বিধানানুসারে নীতিপূর্ব্বক শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিয়া পরিতোষ লাভ করাই পুরুষের কার্য্য। এ ক্ষেত্রেও তাহাই কর্তব্য। আমরা সেখানে শত্রু-গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করত আমাদের কার্য্য সাধন করিব। দুরাত্মা জরাসন্ধ বলি দিবার অভিপ্রায়ে নৃপতিগণকে কারারুদ্ধ রাখিয়া একাকী রাজলক্ষ্মী ভোগ করিতেছে; একারণ আমি তাহাকে যুদ্ধে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদি সেই দুরাত্মাকে যুদ্ধে সংহার করিয়া তাহার পক্ষীয় লোকগণকর্ত্তৃক আমরা নিহত হই, তাহা হইলেও তৎকর্ত্তৃক কারাগারে অবরুদ্ধ জ্ঞাতিগণকে পরিত্রাণ করিয়া আমরা স্বর্গলাভ করিতে পারিব।

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির সেই দুর্দ্ধর্ষ জরাসন্ধের পরিচয় কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন আর বলিলেন, সেই দুরাত্মা যে তোমার অনিষ্টাচরণ করিয়াও প্রজ্বলিত হুতাশনস্পর্শী পতঙ্গের মত বিনষ্ট হয় নাই ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধের পরিচয় দিলেন:—

পূর্ব্বে পুরন্দর-সদৃশ বৃহদ্রথনামা ভূপতি মগধ দেশে আধিপত্য করিতেন। ঐ ভূপাল তেজে সূর্য্যের ন্যায়, ক্ষমায় পৃথিবীর ন্যায়, ক্রোধে কালান্তক যমের ন্যায় ও ঐশ্বর্য্যে কুবেরের ন্যায় ছিলেন। ঐ ভূপতি কাশীরাজের দুই পরম রূপবতী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজা, আমি তোমাদের উভয়ের প্রতি সমান অনুরক্ত থাকিব বলিয়া সেই পত্নীদ্বয়ের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি বিষয়-রসে নিমগ্ন হইয়া যৌবনকাল অতিবাহিত করিলেন, কিন্তু বংশকর পুত্রের মুখাবলোকন করিতে পারিলেন না। পুত্রকামনায় হোম যজ্ঞ প্রভৃতি বহুবিধ মঙ্গল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র জন্মিল না।

তিনি শুনিলেন, মহাত্মা কাক্ষীবান্-গৌতমের পুত্র উদারস্বভাব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ চণ্ডকৌশিক তপস্যায় পরিশ্রান্ত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আগমন করত এক তরুতলে অবস্থান করিতেছেন। রাজা পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকটে গিয়া বিবিধ রত্ন প্রদান দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন। ঋষিসত্তম তাঁহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া বলিলেন, হে রাজেন্দ্র, আমি তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়াছি, একণে বর প্রার্থনা কর। তখন মহারাজ বৃহদ্রথ ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যাহারে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদ বচনে বলিলেন। হে মহাত্মন্, আমি নিঃসন্তান, নিতান্ত হতভাগ্য, রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক তপোবনে আগমন করিয়াছি। এখন আর আমার বর লইবার প্রয়োজন কি ?

জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত

মহর্ষি, রাজা বৃহদ্রথের সেইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া অনুকম্পা-পরবশ হইয়া সেই আম্রতলে উপবেশনপূর্ব্বক ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে অক্ষত এক সরস আম্রফল বৃক্ষ হইতে অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হইল। মহর্ষি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্তভূত সেই রমণীয় আম্রফলটী লইয়া কিয়ৎক্ষণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া রাজাকে প্রদান করিলেন এবং বলিলেন, মহারাজ, তুমি স্বভবনে গমন কর, তোমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, অচিরাৎ পুত্রমুখ দর্শন করিবে।

রাজা বৃহদ্রথ তাঁহার পাদ বন্দনাপূর্ব্বক পত্নীদ্বয়ের সহিত স্বভবনে আসিয়া শুভক্ষণে সেই আম্রফলটী দুই সহধর্ম্মিণীকে ভোজন করিতে দিলেন। তাঁহারা সেই ফলটী দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পরস্পর এক এক খণ্ড ভক্ষণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। অনন্তর যথাকালে প্রসব সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা উভয়ে এক চক্ষু, এক বাহু, এক চরণ, অর্দ্ধোদর, অর্দ্ধমুখ ও অর্দ্ধকটী-বিশিষ্ট এক এক দেহার্দ্ধমাত্র প্রসব করিলেন। রাজপত্নীরা সেই সজীব অর্দ্ধ-কলেবর-দর্শনে যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া পরস্পর মন্ত্রণা করত ধাত্রীদিগকে উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। ধাত্রীরা তাঁহাদের নিদেশানুসারে সেই সদ্যঃপ্রসূত অর্দ্ধ কলেবরদ্বয় সুসংবৃত করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া এক চতুষ্পথে নিক্ষেপ করিয়া আসিল।

অনন্তর মাংসশোণিত-লোলুপ জরা নামে এক রাক্ষসী সেই অর্দ্ধ-কলেবরদ্বয় গ্রহণ করিল। ভবিতব্যতার কি অনির্বচনীয় মহিমা! রাক্ষসী ঐ দুই দেহার্দ্ধ সুবাহ্য করিবার জন্য যেমন সংযোজিত করিল, অমনি উহা একত্র হইয়া এক মহাবলক্রান্ত কুমার হইল। নিশাচরী তদ্দর্শনে সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং বজ্রতুল্য দৃঢ় কলেবর শিশুকে বহন করিতে অসমর্থ হইল। শিশু মুখে তাম্রবর্ণ মুষ্টি প্রদান-পূর্বক সজল জলধরের ন্যায় গভীর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

অন্তঃপুরবাসিগণ সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া রাজার সহিত বাহিরে আসিল। দুগ্ধপূর্ণ স্তনভরাবনতা পরিম্লানবদনা সেই দুই রাজমহিষীও পুত্রলাভে হতাশ হইয়া তথায় গমন করিলেন। রাক্ষসী রাজ্ঞীদ্বয়কে তদবস্থাপন্না, রাজাকে পুত্রাভিলাষী ও বালককে সাতিশয় বলবান্ দেখিয়া চিন্তা করিল, আমি এই রাজার অধিকারে বাস করি, রাজা একান্ত সন্তানাভিলাষী, ইনি পরম ধার্মিক ও মহাত্মা অতএব ইঁহার এই শিশুটী বিনষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। মনে মনে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া মনুষ্য কলেবর ধারণপূর্বক সেই শিশুকে লইয়া রাজার সমীপে গমন করিয়া বলিল, হে বৃহদ্রথ, এই শিশুটী তোমার পুত্র, আমি ইহাকে তোমায় প্রদান করিলাম, গ্রহণ কর। এটি ঋষির বরপ্রভাবে তোমার পত্নীদ্বয়ের গর্ভে জন্মিয়াছে। ধাত্রীরা ইহাকে চতুষ্পথে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল; আমি ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। তখন রাজ্ঞীদ্বয় আনন্দিতচিত্তে সেই শিশুকে লইয়া স্তনদুগ্ধ দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন। রাজা পুত্রলাভে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। রাজা বৃহদ্রথ স্বীয় পুত্র

জরা রাক্ষসীর নিকট হইতে সদ্যঃ প্রসূত পুত্র জরাসন্ধকে রাজা বৃহদ্রথের প্রাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরারাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ হুত হুতাশনের ন্যায়, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ চণ্ডকৌশিক পুনর্ব্বার মগধদেশে আসিলেন। তিনি তপোবলে জরাসন্ধ-সম্বন্ধে সবই জানিতে পারিয়াছিলেন। এবারে আসিয়া তিনি এই আশীর্বাদ করিলেন, এই কুমার রূপবান্, সত্ত্বশালী, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল ঐশ্বর্যাধিকারী হইবে। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার মৃত্যু ধ্রুব। এই কুমার ক্ষত্রিয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। এ সমুদায় ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিবে। এই কুমার দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে।

ভগবান্ চণ্ডকৌশিক-কর্ত্তৃক জরাসন্ধের একাধিপত্যলাভের আশীর্ব্বাদ।

মগধাধিপতি বৃহদ্রথ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে আবার তপোধনে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আমি (কৃষ্ণ) জরাসন্ধের জামাতা দুর্বৃত্ত কংসকে সংহার করি, তাহাতে আমার সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা হইয়াছে।

জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম। এখন আমার বক্তব্য এই, এই প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধকে বধ না করিলে তোমার রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান অসম্ভব। আর রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠানও তোমার অতি কর্তব্য মনে করিতেছি। এই স্থির করিয়া বাসুদেব ভীমার্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। মগধপুরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরাসন্ধের যথার্থ স্নাতক ব্রাহ্মণের পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুনের মগধে যাত্রা

জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার মানসে পুর-প্রবেশ করিলেন। মহারাজ জরাসন্ধ বিপুলতেজা স্নাতক ব্রাহ্মণ-পরিচ্ছদধারী কৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক পাদ্য মধুপর্ক প্রভৃতিদ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান্ কৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র, ইঁহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব রাত্রি অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন। রাজা তাহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি আবার তাঁহাদিগের তিন জনের পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলেন, ঐ তিন জন তাঁহার প্রতি শত্রুতা আচরণ করিতে আসিয়াছেন। তখন জরাসন্ধ বলিলেন, হে বিপ্রগণ, আমি তোমাদের সহিত কখন শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না, তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাবাহো, যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিয়োগক্রমে তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

হে রাজন্, ক্ষত্রিয়গণকে মহাদেবের তৃপ্তিসাধনার্থ বলি প্রদান করিবে এই মানসে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিয়া অপরাধ করিয়াছ। তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ করিতেছ? নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্তব্য কর্ম? হে রাজন্, আমাদিগকেও তোমার অনুষ্ঠিত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্মচারী ধমরক্ষণে সমর্থ। আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্বক পশুপতির পূজা করিতে বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরারাক্ষসী কর্ত্তৃক সন্ধিত অর্থাৎ সংযোজিত হইয়াছে বলিয়া তাহার নাম জরাসন্ধ রাখিলেন। জরাসন্ধ হুত হুতাশনের ন্যায়, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত ও বলসম্পন্ন হইতে লাগিল।

কিয়ৎকাল পরে ভগবান্ চণ্ডকৌশিক পুনর্ব্বার মগধদেশে আসিলেন। তিনি তপোবনে জরাসন্ধ-সম্বন্ধে সবই জানিতে পারিয়াছিলেন। এবারে আসিয়া তিনি এই আশীর্বাদ করিলেন, এই কুমার রূপবান্, সত্ত্বশালী, বলবিক্রমসম্পন্ন ও অতুল ঐশ্বর্য্যাধিকারী হইবে। যে ব্যক্তি ইহার শত্রু হইবে, তাহার মৃত্যু ধ্রুব। এই কুমার ক্ষত্রিয়মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। এ সমুদায় ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিবে। এই কুমার দেবাদিদেব মহাদেবকে সাক্ষাৎ দেখিবে।

ভগবান্ চণ্ডকৌশিক-কর্ত্তৃক জরাসন্ধের একাধিপত্যলাভের আশীর্ব্বাদ।

মগধাধিপতি বৃহদ্রথ বন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নগরে প্রবেশপূর্ব্বক জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাঁহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে আবার তপোধনে প্রস্থান করিলেন। জরাসন্ধ মহর্ষি চণ্ডকৌশিকের বর লাভ করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে আমি (কৃষ্ণ) জরাসন্ধের জামাতা দুর্বৃত্ত কংসকে সংহার করি, তাহাতে আমার সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর শত্রুতা হইয়াছে।

জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত তোমাকে বলিলাম। এখন আমার বক্তব্য এই, এই প্রবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধকে বধ না করিলে তোমার রাজসূয়-যজ্ঞানুষ্ঠান অসম্ভব। আর রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠানও তোমার অতি কর্তব্য মনে করিতেছি। এই স্থির করিয়া বাসুদেব ভীমার্জ্জুন-সমভিব্যাহারে তেজস্বী স্নাতক ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক মগধদেশে যাত্রা করিলেন। মগধপুরে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগপূর্বক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জরাসন্ধের বধার্থ স্নাতক ব্রাহ্মণের পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ, ভীম, অর্জ্জুনের মগধে যাত্রা

জরাসন্ধের সহিত বাহুযুদ্ধ করিবার মানসে পুর-প্রবেশ করিলেন। মহারাজ জরাসন্ধ বিপুলতেজা স্নাতক ব্রাহ্মণ-পরিচ্ছদধারী কৃষ্ণ ভীম ও অর্জ্জুনকে দেখিয়া গাত্রোত্থানপূর্বক পাদ্য মধুপর্ক প্রভৃতিদ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিলেন। ভীম ও অর্জ্জুন মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তখন ধীমান্ কৃষ্ণ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র, ইঁহারা নিয়মস্থ, এক্ষণে কথা কহিবেন না; পূর্ব রাত্রি অতীত হইলে আপনার সহিত আলাপ করিবেন। রাজা তাহা শুনিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞাগারে রাখিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন এবং অর্দ্ধরাত্র সময়ে পুনরায় তাঁহাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি আবার তাঁহাদিগের তিন জনের পূজা করিলেন এবং তাঁহাদের অপূর্ব্ব বেশ নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। মহারাজ তাঁহাদিগের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলেন, ঐ তিন জন তাঁহার প্রতি শত্রুতা আচরণ করিতে আসিয়াছেন। তখন জরাসন্ধ বলিলেন, হে বিপ্রগণ, আমি তোমাদের সহিত কখন শত্রুতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহা আমার স্মরণ হইতেছে না, তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে আমাকে শত্রু জ্ঞান করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে মহাবাহো, যে কুলপ্রদীপ একাকী কুলকার্য্যের ভার বহন করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিয়োগক্রমে তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছি।

হে রাজন্, ক্ষত্রিয়গণকে মহাদেবের তৃপ্তিসাধনার্থ বলি প্রদান করিবে এই মানসে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ রাখিয়া অপরাধ করিয়াছ। তবে কি বলিয়া আপনাকে নিরপরাধ বোধ করিতেছ? নিরপরাধ অন্যান্য ভূপতিগণের প্রতি হিংসাচরণ করা কি রাজার কর্তব্য কর্ম? হে রাজন্, আমাদিগকেও তোমার অনুষ্ঠিত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্মচারী ধমরক্ষণে সমর্থ। আমরা কখন নরবলি দেখি নাই; তুমি কি বলিয়া নরবলি প্রদানপূর্বক পশুপতির পূজা করিতে বাসনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবোদ্দেশে বলি দিবার জন্য জরাসন্ধকর্তৃক কারারুদ্ধ নৃপতিগণকে মুক্তিদান নচেৎ কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন এই তিন জনের অন্যতমের সহিত যুদ্ধে আহ্বান ইহা কৃষ্ণ জরাসন্ধকে জানাইলেন

করিতেছ ? আমরা দুঃখার্ত্ত ব্যক্তির দুঃখ দূর করিয়া থাকি, তুমি জ্ঞাতিক্ষয়কারী, অতএব এক্ষণে জ্ঞাতি-বৃদ্ধির নিমিত্ত তোমাকে সংহার করিতে সমাগত হইয়াছি। হে ভূপতে, তুমি সদৃশ ব্যক্তির উপর অভিমান ও দর্প পরিত্যাগ কর, নতুবা তোমাকে পুত্র, অমাত্য ও সৈন্যাদি-সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিতে হইবে। হে রাজন্, তোমাকে কপটে সংহার করিবার মানসে এরূপ পরিচ্ছদ পরিগ্রহ করিয়াছি, আমরা বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয়। আমি বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ, আর এই দুই বীর পুরুষ পাণ্ডুতনয়। আমরা তোমাকে যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় কারারুদ্ধ ভূপতিগণকে মুক্ত কর, না হয় যুদ্ধ কর।

জরাসন্ধ বলিলেন—হে কৃষ্ণ, আমি কোন রাজাকেই জয় না করিয়া আনয়ন করি নাই। যাহাকে আমি পরাজয় করি নাই এবং যে আমার সহিত বিরোধ করিতে সমর্থ, এই ভূমণ্ডলে এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে ? হে বাসুদেব, বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লোককে আপনার বশে আনিয়া তাহার সহিত স্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। আমি ক্ষাত্রধর্মাবলম্বী দেবতোদ্দেশে বলি দিবার জন্য রাজগণকে আনিয়াছি, এখন কি জন্য ভয় পাইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিব ? আমি একাকী ব্যূহমধ্যস্থিত এক দুই বা তিন মহারথের সহিত এককালে বা পৃথক্ পৃথক্ যুদ্ধ করিতে পারি।

তখন যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় মহারাজ জরাসন্ধকে সম্মুখে দেখিয়া কৃষ্ণ বলিলেন,

জরাসন্ধের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ।

হে রাজন্, আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিলাষ হয় বল ? জরাসন্ধ ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন।

মহারাজ জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষাত্র-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বধর্মানুসারে বর্মপরিধান ও কিরীট পরিত্যাগপূর্বক কেশবন্ধন করত ভীমসেনকে বলিলেন, হে ভীম, আমি, তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই প্রবল পরাক্রান্ত বীরের যুদ্ধ কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ হইয়া অবিশ্রান্ত ত্রয়োদশ দিবস দিবারাত্র সমভাবে চলিল। চতুর্দশ দিবসে রাত্রিতে মগধরাজ ক্লান্ত হইয়া নিবৃত্ত হইলেন। বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া ভীমকর্মা ভীমসেনকে বলিলেন, হে কৌন্তেয়, ক্লান্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে, অধিকতর পীড্যমান হইলে জীবন পরিত্যাগ করে; অতএব ইনি তোমার পীড়নীয় নহেন। হে ভরতর্ষভ, ইঁহার সহিত বাহুযুদ্ধ কর। শত্রুনিসূদন ভীম কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্জয় জরাসন্ধকে তদবস্থ জানিয়া তাহাকে জয় করিবার নিমিত্ত অধিক কোপাবিষ্ট হইলেন।

ভীমসেন বাসুদেবকে বলিলেন, এই পাপাত্মার কক্ষদেশে এরূপ বসনবদ্ধ আছে যে ইহাকে প্রাণবিমুক্ত করা সহজ ব্যাপার নহে।

জরাসন্ধ-বধ

পুরুষব্যাঘ্র বাসুদেব বলিলেন, হে ভীম, তোমার যে দৈববল ও বাহুবল আছে আজি তাহা জরাসন্ধে প্রয়োগ কর। তাহা শুনিয়া মহাবল ভীম জরাসন্ধকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে লাগিলেন। শতবার ঘূর্ণিত করিয়া জানুদ্বারা আকুঞ্চন-পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ভগ্ন ও নিষ্পেষণপূর্ব্বক সিংহনাদ সহকারে তাঁহার চরণদ্বয় করকবলিত করিয়া দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। জরাসন্ধ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।

কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন গতজীবিত জরাসন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যে রথ রাজা বসু বাসব হইতে, বৃহদ্রথ বসু হইতে, পরিশেষে জরাসন্ধ বৃহদ্রথ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পুরুষ-ব্যাঘ্র অচ্যুত জরাসন্ধের সেই পতাকাশালী রথ সংযোজিত এবং তাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীম অর্জ্জুনকে আরোপিত করিয়া বান্ধবগণকে কারামুক্ত করিলেন। মহীপালগণ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কৃষ্ণের নিকট গমনপূর্ব্বক রত্নদ্বারা তাঁহার সমুচিত সম্মান করিলেন। বন্ধনবিমুক্ত রাজগণ কৃষ্ণের পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন, আপনি নৃপতিগণের হিতার্থে দুষ্কর কর্ম্ম করিলেন। এক্ষণে এই দাসদিগকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।

কারারুদ্ধ মহীপালকগণের মোচন

কৃষ্ণ বলিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনারা সেই সাম্রাজ্যচিকীর্ষু ধার্মিক রাজার সাহায্য করেন ইহাই প্রার্থনা। নৃপতিগণ 'তাহাই করিব' বলিয়া স্বীকার করিলেন। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব অমাত্যের সহিত পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতি বিনীতভাবে প্রণিপাত সহকারে বহুরত্ন প্রদানপূর্ব্বক নরদেব বাসুদেবের উপাসনা করত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। পুরুষোত্তম কৃষ্ণ ভয়ার্ত্ত সহদেবকে অভয়-প্রদান করিয়া তৎপ্রদত্ত রত্নসমূহ গ্রহণ করিলেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুন একত্র হইয়া সানন্দে সৎকারপূর্ব্বক তাঁহাকে সেই মগধরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। মহাবাহু সহদেব মহাত্মগণকর্ত্তৃক অভিষিক্ত হইয়া রাজধানী প্রবেশ করিলেন।

কৃষ্ণ ভীম অর্জ্জুন-কর্ত্তৃক জরাসন্ধের পুত্র সহদেবকে মগধরাজ্যে অভিষেক

এদিকে কৃষ্ণ ভূরি ভূরি রত্নজাত সংগ্রহ করিয়া ভীমার্জ্জুনের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠিরকে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, বৃকোদর জরাসন্ধকে নিপাতিত করিয়াছেন, কারারুদ্ধ রাজগণ বন্ধনমুক্ত হইয়াছেন। ভাগ্যক্রমে ভীমসেন ও অর্জ্জুন কৃতকার্য্য হইয়া অক্ষতশরীরে স্বনগরে আগমন করিয়াছেন। রাজা যুধিষ্ঠির শুনিবামাত্র

জরাসন্ধকে বধ করিয়া কৃষ্ণ ভীম অর্জ্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহ্লাদিত হইয়া বাসুদেবকে সমুচিত পূজা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে আলিঙ্গন করিলেন। ধীমান্ শত্রুনিসূদন কৃষ্ণ পাণ্ডবগণ দ্বারা চিরশত্রু জরাসন্ধকে বিনষ্ট করিয়া ধর্মরাজের অনুজ্ঞা লইয়া কুন্তী, কৃষ্ণ, সুভদ্রা, ভীমসেন, ধনঞ্জয় এবং ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিয়া ধর্মরাজপ্রদত্ত মনস্তুল্যগামী সেই দিব্যরথে দশদিক্ মুখরিত করিয়া নিজনগরে যাত্রা করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির জরাসন্ধের বধসাধন ও গিরিদুর্গ হইতে বধার্থ আনীত নরপতিদিগের উদ্ধার করাতে তাঁহার যশোরাশি ক্রমে চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর প্রীতিবর্দ্ধন ও তৎকালোচিত ধর্ম-কামার্থ-সংহিত রাজ্যশাসনকরত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে হইলে পৃথিবীর যাবতীয় রাজগণকে বশীভূত করিয়া করদ রাজা করা চাই। এই অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে মহারাজ, নিতান্ত দুর্লভ কোদণ্ড, অক্ষয় তূণীর, রথ, পতাকা, সহায়, দুর্গ, যশ ও বল প্রভৃতি আমি সকলই লাভ করিয়াছি। এক্ষণে কোষবৃদ্ধি ও ভূপালবর্গের নিকট হইতে কর আহরণ করাই আমার কর্তব্য কার্য্য। এক্ষণে আপনি অনুমতি করিলে শুভ নক্ষত্র, মুহূর্ত্ত ও তিথিবিশেষে দিগ্বিজয়ার্থ প্রস্থান করি। যুধিষ্ঠির প্রসন্নচিত্তে অনুমতি দিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাবতীতে প্রত্যাগমন

অনন্তর অর্জ্জুন উত্তর দিক্, ভীম পূর্ব্ব, সহদেব দক্ষিণ ও নকুল পশ্চিম দিক্ জয় করিলেন। যুধিষ্ঠির খাণ্ডবপ্রস্থ-মধ্যস্থ সুহৃদবর্গে পরিবৃত হইয়া পরম সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির প্রযত্নাতিশয়সহকারে প্রজামণ্ডলীর রক্ষণাবেক্ষণ, সত্যপ্রতিপালন ও অরাতিকুল নির্ম্মূল করিলে প্রজাসকল স্ব স্ব কর্তব্য কর্ম্মে তৎপর হইল। যথাশাস্ত্র করগ্রহণ ও ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করাতে জলদমালা যথাকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বারিবর্ষণ

পাণ্ডবদিগের দিগ্বিজয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম্মতঃ প্রজাপালনের ফলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে সর্বতোভাবে সুখ ও শান্তি

করিতে লাগিল; জনপদসমূহ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল; রাজার পুণ্যবলে কৃষি, বাণিজ্য ও গোরক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল, কেহ কাহাকেও প্রতারণা করিত না; দস্যু, তস্কর, ধূর্ত্ত ও রাজপুরুষদিগের মুখে মিথ্যা কথা শুনিতে পাওয়া যাইত না, তৎকালে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ব্যাধিভয় ও অগ্নিভয় প্রভৃতি কিছুমাত্র অমঙ্গল ঘটনা ঘটিত না, সামন্ত ভূপতিগণ জিগীষাশূন্য হইয়া কেবল উপহার প্রদান ও প্রিয় কার্য্য করিবার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরের অনুসরণ করিতেন, তিনি কখন

যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের কল্পনা

অধর্মাচরণপূর্ব্বক ধনাগমের চেষ্টা করিতেন না, তথাপি তাঁহার এত ঐশ্বর্য্য হইয়াছিল যে, শত শত বৎসর অকাতরে ব্যয় করিলেও ক্ষয়-প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। যুধিষ্ঠির স্বীয় বাসভবন ও কোষাগারের পরিমাণ সবিশেষ পরিজ্ঞাত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানের মানস করিলেন। তদীয় সুহৃদ্‌বর্গ একত্র ও পৃথক্ হইয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, আপনার রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইয়াছে, অতএব অবিলম্বে আরম্ভ করুন।

সকলে উক্ত প্রকার কল্পনা করিতেছেন, ইত্যবসরে চরাচরশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ভূতভাবন সনাতন বাসুদেব তথায় সমুপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ

বাসুদেবের ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বাসুদেবের নিকট রাজসূয় যজ্ঞের বাসনা-প্রকাশ

পিতা বসুদেবকে সৈন্যাধিকারে নিযুক্ত করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিমিত্ত অসংখ্য ধন ও অবিনশ্বর রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে ইন্দ্র-প্রস্থে প্রবেশ করিলেন। যেমন সূর্য্যোদয়ে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয় এবং নির্বাত স্থানে বাত সঞ্চারিত হইলে সকলে অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করে, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে ভারতকুল সুখহ্রদে ও আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। তত্রত্য জনগণ প্রত্যুদ্গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের যথাবিধ সৎকার করিলেন। যুধিষ্ঠির,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদীয় ভ্রাতৃগণ, পুরোহিত, ধৌম্য ও মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন প্রমুখ ঋষিগণে পরিবৃত হইয়া অনাময় প্রশ্নপূর্ব্বক সুখাসীন কৃষ্ণকে বলিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ, কেবল তোমার অনুগ্রহে এই সসাগরা বসুন্ধরা আমার বশবর্ত্তিনী হইয়াছে, তোমারই প্রসাদে আমি এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছি। এক্ষণে উক্ত সমস্ত ধন সম্পত্তি বিপ্রসাৎ করিতে বাসনা করি, কিন্তু আমার নিতান্ত অভিলাষ যে, তোমার ও অনুজগণের সহিত মিলিত হইয়া এই রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠান করি, অতএব কার্য্যারম্ভে অনুমতি করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর। হে গোবিন্দ, তোমাকে ঐ যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে হইবে, তুমি দীক্ষিত হইলেই আমি নিষ্পাপ হইব, সন্দেহ নাই। অথবা অনুজগণের সহিত আমাকেই দীক্ষিত হইতে আজ্ঞা কর, তোমার অনুজ্ঞা লাভ করিলেই আমি অনুত্তম যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলভাগী হইব, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের ভূরি ভূরি গুণকীর্ত্তন করিয়া বলিলেন, হে মহারাজ, তুমিই মহাক্রতু রাজসূয় অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র; অতএব অবিলম্বে যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ সমাপন করিলে আমরা সকলেই কৃতকার্য্য হইব। আমি তোমার হিতানুষ্ঠানে তৎপর থাকিলাম। তুমি আমাকে যে কার্য্যে নিযুক্ত করিবে আমি তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিব। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে কৃষ্ণ, আমার ইচ্ছানুসারে যখন তুমি স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছ, তখন আমার সঙ্কল্প সফল হইয়াছে এবং সিদ্ধিলাভে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট যাবতীয় যজ্ঞসম্ভার আনীত হইল।

কৃষ্ণকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে যজ্ঞের আয়োজন করিতে উপদেশ

অনন্তর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মূর্ত্তিমান্ বেদস্বরূপ কতিপয় ঋত্বিক্ আনয়ন করিলেন এবং তিনি স্বয়ং সেই যজ্ঞের ব্রহ্মকার্য্যে দীক্ষিত হইলেন। ধনঞ্জয়-গোত্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরার পুত্র সুসামা সামগান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মবিত্তম যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্যু (যজুর্ব্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্), ধৌম্য ও বসুপুত্র পৈল হোতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং বেদবেদান্তপারগ তাঁহাদিগের সাত জন পুত্র ও শিষ্য সদস্য হইলেন। তাঁহারা স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া সেই মহৎ যজ্ঞস্থানের যথাশাস্ত্র পূজা করিলেন। পরে শিল্পিগণ তথায় দেবগৃহসদৃশ উত্তমোত্তম গৃহ নির্ম্মাণ করিল।

অনন্তর যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় সহদেব দ্রুতগামী দূত পাঠাইয়া জনপদস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজগণকে এবং বৈশ্য ও সম্মানযোগ্য সদ্বিদ্বান্ শূদ্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন।

রাজ্যের চতুর্দ্দিক্ হইতে সর্ব্ববিদ্যাকুশল বেদবেদান্তপারগ ব্রাহ্মণেরা তথায় সমাগত হইতে লাগিলেন। শিল্পকারেরা তাঁহাদিগের নিমিত্ত পৃথক্ পৃথক্ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। সেই সকল আবাস বহুবিধ অন্নপানে পরিপূর্ণ, বিচিত্র চন্দ্রাতপে বিভূষিত এবং সর্ব্বর্তুসুখপ্রদ দ্রব্যজাতে সমাকীর্ণ। ব্রাহ্মণগণ রাজা কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তথায় বাস করত নৃত্যগীতাদি সন্দর্শনপূর্ব্বক নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপ্রদেশে ভোজনাসক্ত ও আখ্যায়িকা-তৎপর বিপ্রগণের কোলাহল শব্দ সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল। ফলতঃ তথায় সর্ব্বদা কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাম্" এই মাত্র শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে যথাযোগ্য পৃথক্ পৃথক্ গো, শয্যা, অসংখ্য সুবর্ণ ও দিব্যাভরণভূষিতা রূপযৌবনসম্পন্না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী প্রদান করিলেন।

যজ্ঞের সমারোহ-বর্ণন

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির ভীষ্ম, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, কৃপাচার্য্য ও দুর্যোধনাদি ভ্রাতৃবর্গের নিমন্ত্রণার্থ নকুলকে হস্তিনাপুরে প্রেরণ করিলেন। নকুল হস্তিনাপুরে যাইয়া বিনয়নম্রবচনে পরম সৎকারপূর্ব্বক ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও আচার্য্যপ্রমুখ বিপ্রগণকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা প্রীতমনে নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া যজ্ঞদর্শনার্থ গমন করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, বিদুর, দুর্যোধন প্রভৃতি ভ্রাতৃবর্গ, গান্ধাররাজ সুবল,

যজ্ঞদর্শন জন্য যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শকুনি, কর্ণ, শল্য, বাহ্লিক, সোমদত্ত, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, সিন্ধুদেশাধিপতি জয়দ্রথ, সপুত্র যজ্ঞসেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, মহাসাগরের উপকূলনিবাসী ম্লেচ্ছগণ, পার্বতীয় ভূপালবৃন্দ, রাজা বৃহদ্বল, পৌণ্ড্রক, বাসুদেব, বঙ্গ, কলিঙ্গাধিপতি আকর্ষ, কুন্তল, মালব দেশীয় ভূপালবৃন্দ, অন্ধকগণ, দ্রাবিড় রাজ্যাধিপতি, সিংহলেশ্বর, কাশ্মীর-দেশীয় রাজা, কুন্তিভোজ, বিরাটভূপতি, সপুত্র শিশুপাল এবং অন্যান্য নানাজনপদেশ্বর ও রাজপুত্রেরা সকলে বিবিধ রত্নজাত গ্রহণপূর্ব্বক ধর্মরাজের যজ্ঞসন্দর্শনে আগমন করিলেন। বলরাম, অনিরুদ্ধ, গদ, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, চারুদেষ্ণ, নিশঠ প্রভৃতি নিখিল যাদব এবং মধ্যদেশীয় রাজগণ পরমানন্দে মহাসমৃদ্ধ রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইলেন। ধর্মরাজ সমাগত রাজগণের প্রতি যথোচিত সম্মান-প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ বাসস্থান প্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। সকল গৃহই নানাপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্যে পূর্ণ এবং রমণীয় দীর্ঘিকা ও পাদপসমূহে সুশোভিত ছিল। সেই প্রাসাদমালা কৈলাস-শিখরের ন্যায় উন্নত শুভ্র ও মণিময় কুট্টিমে অলঙ্কৃত। তাহার চতুর্দ্দিক্‌ সুধাধবলিত অত্যুচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাহার গবাক্ষ-সমূহ সুবর্ণজালে জড়িত, দ্বারসকল সমসূত্রপাতে বিন্যস্ত, ভিত্তি অশেষ প্রকার ধাতুতে সুগঠিত এবং সোপানপংক্তি এরূপ নির্ম্মিত যে, আরোহণ ও অবরোহণ করিতে কিছুমাত্র কষ্টবোধ হয় না। তথায় মহার্হ আসনসমূহ বিস্তীর্ণ ছিল। সমুদায় গৃহ অতি মনোহর রাজোচিত উপকরণে সুসজ্জিত ও কুসুমমালায় বিভূষিত হওয়াতে তাহার শোভার আর পরিসীমা ছিল না। সুরভি অগুরু গন্ধে চতুর্দ্দিক্‌ আমোদিত হইয়াছিল। নৃপতিগণ তথায় প্রবেশমাত্র গতশ্রম হইয়া সভার পরম রমণীয় শোভা এবং সদস্যগণ ব্রহ্মর্ষিগণ ও রাজর্ষিসমূহে পরিবৃত রাজা যুধিষ্ঠিরকে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

সভার সৌন্দর্য্যবর্ণন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনন্তর যুধিষ্ঠির পিতামহ ও গুরুকে অভিবাদন করিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য, অশ্বত্থামা, দুর্যোধন ও বিবিংশতিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপনারা সকলে সর্বতোভাবে এই যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমার সমস্ত ধন-সম্পত্তিতে আপনাদিগের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে, যাহাতে আমার শ্রেয়োলাভ হয় তদ্বিষয়ে মনোযোগী হউন। ব্রত-দীক্ষিত রাজা যুধিষ্ঠির সকলকে এই কথা বলিয়া যোগ্যতানুসারে তাঁহাদিগের উপর এক এক কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। দুঃশাসনের উপর নিখিল ভোজ্যদ্রব্যের তত্ত্বাবধারণের ভার অর্পণ করিলেন, অশ্বত্থামাকে বিপ্রসেবায় নিযুক্ত করিলেন, সঞ্জয় রাজগণের পরিচর্য্যায় তৎপর হইলেন এবং মহানুভব ভীষ্ম ও দ্রোণ কর্ত্তব্যাকর্তব্য বিবেচনা করিতে লাগিলেন। রজত সুবর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ রত্নসমূহের রক্ষণাবেক্ষণে ও দক্ষিণাপ্রদানে কৃপাচার্যকে আদেশ করিলেন। বাহ্লিক, ধৃতরাষ্ট্র, সোমদত্ত এবং জয়দ্রথ ইঁহারা গৃহপতির ন্যায় বিরাজমান রহিলেন, দুর্য্যোধন উপায়ন প্রতিগ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিপ্রগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন। কেহই সহস্রের ন্যূন উপায়ন প্রদান করেন নাই, সকলেই প্রচুর রত্নোপহার দ্বারা যুধিষ্ঠিরের সম্মানবর্দ্ধন করিলেন। ধর্মরাজ ঐশ্বর্য্যে বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন, যজ্ঞ সমাপন-কালে অকাতরে দক্ষিণা প্রদান করাতে ব্রাহ্মণেরা যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন এবং অকপটে মুক্তকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ কর্তৃক সুচারুরূপে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেবতারা পরিতৃপ্ত হইলেন। তৎপরে রাজা যুধিষ্ঠির সমস্ত আহূত ও অনাহূত ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁহাদের অভিলষিত বস্তু দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

যজ্ঞানুষ্ঠানে যুধিষ্ঠির দীক্ষিত হইলেন

আহূত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর যুধিষ্ঠিরকর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন কার্যের ভারার্পণ।

তদনন্তর অভিষেক দিবসে সৎকারার্থ মহর্ষি, ব্রাহ্মণগণ ও রাজগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমভিব্যাহারে যুধিষ্ঠির শুভবেদীতে গমন করিলেন। তখন ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে ভারত, রাজাদিগের যথার্থ সৎকার বিধান কর। আচার্য্য, ঋত্বিক্, শ্বশুরাদি সম্বন্ধী, স্নাতক, নৃপতি এবং মিত্র এই ছয়জন অর্ঘ্যাহ´। ইঁহারা অর্ঘ্য পাইবার মানসে বহু দিবসাবধি আমাদের অনুগত হইয়াছেন। অতএব ইঁহাদিগের সকলের জন্য এক-একটি অর্ঘ্য আনয়ন কর; পরে যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অর্ঘ্যলাভে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকেই অর্ঘ্য প্রদান করিবে। যুধিষ্ঠির বলিলেন, হে পিতামহ, আপনি কাহাকে অর্ঘ্যদানের উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়াছেন বলুন। ভীষ্ম স্বীয় বিবেকশক্তি দ্বারা কৃষ্ণকে অর্ঘ্যার্হ নির্ণয় করিয়া বলিলেন, যেমন জ্যোতিষ্ক সমুদায়ের মধ্যে ভাস্করের প্রভা সর্ব্বাতিশায়িনী, তদ্রূপ এই সমস্ত লোকের মধ্যে তেজ, বল ও পরাক্রম বিষয়ে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ; যেমন তিমিরাবৃত প্রদেশে সূর্য্যরশ্মি-সমাগমে লোকের অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হয়, যেমন নির্ব্বাতস্থানে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালিত হইলে আহ্লাদের পরিসীমা থাকে না, তদ্রূপ কৃষ্ণের সমাগমে আমাদিগের সভা সমুদ্ভাসিত ও পরম আহ্লাদিত হইয়াছে। অতএব তাঁহাকে অর্ঘ্য প্রদান করা কর্তব্য। অনন্তর সহদেব ভীষ্মকর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথাবিধি অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। কৃষ্ণ শাস্ত্রদৃষ্ট বিধিপূর্ব্বক সেই অর্ঘ্য প্রতিগ্রহ করিলেন।

জরাসন্ধের সেনানী ও ভীষণ শ্রীকৃষ্ণদ্বেষ্টা মহাবল পরাক্রান্ত চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের পূজা সহ্য করিতে না পারিয়া সভামধ্যে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির এবং কৃষ্ণকে অযথা দুর্ব্বাক্যে নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন।

কুরুপিতামহ মতিমান্ ভীষ্ম, শিশুপাল ও তৎপক্ষসমর্থক কয়েকটী রাজার ভীষ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অযথা তীব্র কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে শুনিয়া বলিলেন, "হে নৃপতিগণ, তোমাদের কথোপকথন শেষ হইবার নহে, আমি এই অবসরে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর,—"তোমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে পশুর ন্যায় বধ কর অথবা কাষ্ঠাগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি তোমাদের মস্তকে এই পদার্পণ করিলাম। আমরা গোবিন্দকে পূজা করিয়াছি, তিনিও সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যাঁহার নিতান্ত মরণ কণ্ডূতি হইয়া থাকে, তিনি গদাচক্রধারী বাসুদেবকে যুদ্ধে আহ্বান করুন, কিন্তু আমি নিশ্চয় বলিতেছি, আহ্বানকারী ব্যক্তিকে রণশায়ী হইয়া অবশ্যই যাদবদেব শ্রীকৃষ্ণের শরীরে লীন হইতে হইবে।"

প্রভূত বিক্রমশালী চেদিরাজ ভীষ্মের বাক্য শ্রবণমাত্রই বাসুদেবের সহিত সংগ্রাম করিবার মানসে তাঁহাকে বলিলেন, হে জনার্দ্দন, আমি তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, আমার সহিত সংগ্রাম কর; আইস অদ্য তোমাকে পাণ্ডবগণসমভিব্যাহারে যমালয়ে প্রেরণ করি। হে কৃষ্ণ, তুমি রাজা নহ, তুমি দাস, দুর্মতি ও পূজার অযোগ্য পাত্র, পাণ্ডবগণ বালিশ্যবশতঃ ভূপালদিগকে অতিক্রম করিয়া তোমাকে পূজনীয় মনে করিয়া পূজা করিয়াছে, অতএব আমার মতে অনভিজ্ঞ পাণ্ডবগণকেও বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শিশুপাল এই বলিয়া ক্রোধভরে তর্জন গর্জন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণ শিশুপালের বাক্যাবসানে পাণ্ডবগণ সমক্ষে মৃদুস্বরে ভূপতিগণকে বলিতে লাগিলেন, হে ভূপতিবৃন্দ, এই সাত্বতীনন্দন আমাদিগের পরম শত্রু; এই দুরাত্মা সতত অনপকারী সাত্বতগণের অপকার চেষ্টা করিয়া থাকে। এই দুরাচার আমার পিতৃস্বসার পুত্র হইয়াও আমরা প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে গমন করিয়াছি জানিতে পারিয়া দ্বারকাপুর দগ্ধ করিয়াছিল। ভোজরাজ বিহারার্থ রৈবতক পর্বতে গমন করিলে এই পাপিষ্ঠ তদীয় সহচরগণের মধ্যে অনেককে বিনাশ ও অনেককে বদ্ধ করিয়া স্বপুরে গমন করিয়াছিল। আমার পিতার অশ্বমেধানুষ্ঠান সময়ে বিঘ্নোৎপাদন করিবার মানসে উৎকৃষ্ট রক্ষকগণকর্তৃক পরিবৃত পবিত্র যজ্ঞাশ্ব অপহরণ করিয়াছিল। এই দুরাত্মা নিতান্ত অননুরক্তা সেই সৌবীরদেশগামিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বভ্রুপত্নীকে এবং কারুষের নিমিত্ত মায়া অবলম্বনপূর্ব্বক স্বীয় মাতুল বিশালাধিপতির কন্যা ভদ্রাকে অপহরণ করিয়াছিল। আমি কেবল পিতৃষসার অনুরোধেই এই পাপাত্মার দুষ্কর্মসকল এতাবৎকাল সহ্য করিয়াছি। দুরাত্মা শিশুপাল অদ্য ভাগ্যক্রমে সমস্ত ভূপতিবৃন্দ-সন্নিধানে সমুপস্থিত আছে। এই পাপাত্মা অদ্য আমার প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিল, তাহা ভূপতিগণ স্বচক্ষে দেখিলেন এবং পরোক্ষে যাহা যাহা করিয়াছিল তাহাও শুনিলেন। এই দুরাত্মা অদ্য সমস্ত রাজমণ্ডলী-সমীপে আমাকে অপমান করিয়াছে, অতএব কোনক্রমেই ইহার অপরাধ সহ্য করিব না। মূঢ়মতি শিশুপাল যমালয়ে যাইবার জন্য রুক্মিণীকে প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু অপাত্রের বেদশ্রবণ-প্রার্থনার ন্যায় উহার ঐ প্রার্থনা বিফল হইয়াছিল।

তখন সভাস্থ ভূপতিগণ একবাক্যে শিশুপালকে যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিতে লাগিলেন। চেদিরাজ বাসুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া অট্টাট্ট হাস্য করিয়া কৃষ্ণকে বলিল, হে কৃষ্ণ, তুমি এই সভামধ্যে বিশেষতঃ পার্থগণ সমক্ষে রুক্মিণীকে মৎপূর্বা বলিয়া কি কিছুমাত্র লজ্জিত হইলে না? হে মধুসূদন, তুমি ব্যতিরেকে অন্য কোন্ পুরুষাভিমানী ব্যক্তি স্বীয়পত্নীকে অন্যপূর্বা বলিয়া নির্দেশ করিতে পারে? হে কৃষ্ণ, শ্রদ্ধা-পূর্বক আমাকে ক্ষমা করিতে ইচ্ছা হয় কর, না হয় করিও না; ফলতঃ তুমি ক্রুদ্ধ হইলে আমার কোন ক্ষতি নাই এবং প্রসন্ন হইলেও কোন লাভ নাই।

ভগবান্ মধুসূদন দুরাত্মা শিশুপালের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে দৈত্যগর্ববিনাশক স্বীয় চক্রাস্ত্র স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্রই চক্র তাঁহার হস্তে উপস্থিত হইল। তখন ভগবান্ চক্রপাণি ভূপতিগণকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, হে নৃপতিগণ, তোমরা শ্রবণ কর, দুরাত্মা শিশুপালের মাতা পূর্বে আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তোমাকে পুত্রের শত অপরাধ মার্জনা করিতে হইবে, আমিও তাঁহার প্রার্থনায় সম্মত হইয়াছিলাম, তন্নিমিত্তই এতদিন উহাকে ক্ষমা করিয়াছি ; এক্ষণে উহার শত অপরাধ পূর্ণ হইয়াছে ; অতএব অদ্য উহাকে তোমাদের সমক্ষেই সংহার করিব।

অরাতিনিসূদন মধুসূদন এই বলিয়া ক্রোধভরে সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা চেদিরাজের মস্তকচ্ছেদন করিলেন। চেদিপতি বজ্রাহত পর্বতের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তাঁহার কলেবর হইতে গগনচ্যুত সূর্য্যের ন্যায় সুমহান্ তেজঃপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া সর্বলোক-নমস্কৃত কমললোচন কৃষ্ণকে অভিনন্দনপূর্বক তদীয় শরীরে লীন হইল। ভূপতিগণ সেই অদ্ভুতব্যাপার অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। তৎপরে যুধিষ্ঠির শিশুপালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবার নিমিত্ত স্বীয় অনুজগণকে আদেশ করিলেন। তাঁহারাও জ্যেষ্ঠভ্রাতার নির্দেশ পালন করিলেন। পরে মহারাজ যুধিষ্ঠির শিশুপালের পুত্রকে চেদিরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

শিশুপাল বধ

তদনন্তর বিপুলতেজা পাণ্ডুনন্দন সেই মহাক্রতু রাজসূয় নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিলেন। মহাবাহু বাসুদেব শার্ঙ্গ, চক্র ও গদাধারণপূর্বক ঐ যজ্ঞারম্ভ অবধি সমাপন পর্য্যন্ত ঐ যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলেন। ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ যজ্ঞ সমাপনানন্তর অবভৃত স্নান করিলে পর সমাগত সমস্ত ভূপতিবৃন্দ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে ধর্মজ্ঞ, আপনার সৌভাগ্যের পরিসীমা নাই ; আপনি নির্বিঘ্নে সাম্রাজ্যপ্রাপ্ত হইলেন এবং আজমীঢ়বংশীয় নৃপতিগণের যশোবর্দ্ধন করিলেন। আমরা আপনার মহাযজ্ঞে আসিয়া সর্বপ্রকার কাম্যবস্তু উপভোগ করিলাম। এক্ষণে অনুমতি করুন, স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করি।

যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে যথাবিধি পূজা করিলেন আর অনুজগণকে বলিলেন, তোমরা আমাদের রাজ্যের সীমা পর্য্যন্ত ইঁহাদের অনুগমন কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মচারী পাণ্ডবগণ তাহাই করিলেন। তৎপরে সমুদায় ব্রাহ্মণগণও যথাবিধি পূজিত হইয়া স্ব স্ব নিকেতনে প্রস্থান করিলেন।

সমস্ত ভূপতিবর্গ ও ব্রাহ্মণগণ প্রস্থান করিলে ভগবান্ বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে কুরুবংশাবতংস, মহাক্রতু রাজসূয় সুসম্পন্ন হইয়াছে, এক্ষণে অনুমতি কর, আমি দ্বারকায় গমন করি। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলিলেন, হে গোবিন্দ, কেবল তোমার প্রসাদেই আমার রাজসূয় সুসম্পন্ন হইল। তোমার প্রভাবেই সমস্ত ক্ষত্রিয় নৃপতিগণ আমার বশীভূত হইলেন ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার লইয়া আমার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। হে মহাত্মন্, এখন কি করিয়া তোমাকে বিদায় দিব। আমি তোমা ব্যতিরেকে এক মুহূর্ত্তও প্রসন্ন মনে থাকিতে পারি না। কিন্তু কি করি, তোমাকেও অবশ্য দ্বারকাপুরীতে গমন করিতে হইবে। বাসুদেব যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে লইয়া কুন্তীর নিকটে আসিয়া বলিলেন, পিসী মা, আপনার পুত্রগণ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এক্ষণে অনুমতি করুন, দ্বারকায় গমন করি। কৃষ্ণ এইরূপে কুন্তীর অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সুভদ্রা ও দ্রৌপদীকে সম্ভাষণপূর্বক যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া স্নান ও জপ করিলেন, পরে ব্রাহ্মণের দ্বারাই স্বস্তিবাচন করাইলেন।

রথারোহণ করিয়া দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিবার সময় ক্ষণকাল রথবেগ সংবরণপূর্ব্বক পদব্রজে অনুগামি-ভ্রাতৃগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে রাজন্, পর্জন্য যেরূপ প্রাণিগণকে রক্ষা করেন, মহাদ্রুম যেরূপ পক্ষিগণকে আশ্রয় প্রদান করে, সেরূপ তুমিও অপ্রমত্তচিত্তে নিত্য প্রজাদিগকে পালন কর। অমরগণ যেমন ইন্দ্রকে আশ্রয় করেন, তদ্রূপ তোমার বন্ধুবর্গ তোমাকে আশ্রয় করুন।

তাঁহারা পরস্পর অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্ব স্ব আবাসে গমন করিলেন। যাদবপ্রবর কৃষ্ণ দ্বারকা গমন করিলে, কেবল দুর্য্যোধন ও শকুনি সেই দিব্য সভায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্রয়োদশ অধ্যায়

উৎসবে ব্যসনে যাঁহারা আমাদের আন্তরিক সাহায্য করেন, আমাদের সর্বতোভাবে হিতানুষ্ঠানে আপ্রাণ চেষ্টা করেন, তাঁহারাই আত্মীয়। পাণ্ডবগণের বিপৎসঙ্কুল জীবনযাত্রা মধ্যে সৌভাগ্যক্রমে তাঁহারা সেইরূপ অকপট হিতৈষী বান্ধব দুই আদর্শ মহাপুরুষ পাইয়াছিলেন—ভগবান্ বেদব্যাস ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

বাসুদেবের কৃপায় নির্বিঘ্নে রাজসূয় যজ্ঞ সমাপনান্তে যুধিষ্ঠির সাম্রাজ্য লাভ করিলেন। যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক অভিনন্দন করিবার জন্য ভগবান্ ব্যাসদেব শিষ্যপরিবৃত হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সভ্রাতৃক যুধিষ্ঠির তাঁহার যথোচিত পূজা পুরঃসর তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, ভগবন্, দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন, দিব্য, আন্তরীক্ষ ও পার্থিব এই ত্রিবিধ উৎপাত উপস্থিত হইবে। শিশুপালের পতন হওয়াতে কি সেই উৎপাত বিলুপ্ত হইয়া গেল? ব্যাসদেব বলিলেন, হে রাজন্, সেই ত্রিবিধ উৎপাত এখনও ত্রয়োদশ বর্ষ ব্যাপিয়া হইবে। তাহাতে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশ হইবে। দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে তোমাকে উপলক্ষ করিয়া সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতিগণ কালক্রমে বিনষ্ট হইবে। তুমি চিন্তিত হইও না, কারণ কালকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সর্ব্বদা অবহিত ও অবিচলিত চিত্তে পৃথিবী পালন কর। এই আশীর্ব্বাদ করিয়া ব্যাসদেব সশিষ্য তপশ্চরণার্থ কৈলাস পর্বতে প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য লাভের পর তাঁহার সহিত ব্যাসদেবের সাক্ষাৎকার ও তাঁহার প্রতি আশীর্ব্বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডবগণের সাম্রাজ্যলাভ, তাঁহাদিগের সর্বতোমুখী সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া পাপাত্মা দুর্য্যোধনের ঈর্ষ্যানল প্রজ্বলিত হইল। কি বিদ্যায়, কি বলে, কি পরাক্রমে, কি সুষ্ঠুরূপে প্রজাপালনে পাণ্ডবদিগকে পরাজিত করিবার বিষয়ে নিরাশ হইয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন। তখন ছলপূর্ব্বক সমস্ত রাজ্যাধিকারী তিনি হইবেন এই সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় অদ্বিতীয় তদীয় মাতুল শকুনি তাঁহার তাৎকালিক অবসাদ দূর করিল। এবং পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্র দুরবগাহ দৈবের প্রতিকূলতাবশতঃ দুর্য্যোধনের মন্ত্রণানুসারে ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সহস্রস্তম্ভ শোভিত হেম-বৈদূর্য্য-খচিত শতদ্বারবিশিষ্ট, ক্রোশায়ত তোরণ-স্ফটিকা নামে এক মহতী সভা শীঘ্র নির্ম্মাণ কর।" সুনিপুণ শিল্পিগণ কর্ত্তৃক তাঁহার উপদেশানুসারে সভা নির্মিত হইলে বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের নিকট বক্ষ্যমাণ কথা বলিবার জন্য পাঠাইলেন, "হে পার্থ, তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত আগমন করিয়া তোমার সভানুরূপ আমার সভা অবলোকন কর এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত সুহৃদ্দ্যূতে প্রবৃত্ত হও।" যুদ্ধে আহ্বান অথবা ঐরূপ সভামধ্যে অক্ষক্রীড়ায় আহূত হইলে নৃপতিগণের সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান নিন্দাবহ। এ কারণ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরদিন সপরিজনে হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন।

কৌরবগণকৃত দ্যূতসভা যুধিষ্ঠিরকে ক্রীড়ার্থ আহ্বান

শকুনির সহিত ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিজিত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির অপর চারি ভ্রাতাকে এবং পরে আপনাকেও পণ রাখিলেন। তাহাও শকুনি জয় করিল। দুরাত্মা শকুনি উহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরকে বলিল, হে রাজন্, দ্রৌপদী ত এখনও পরাজিত হন নাই, অতএব তুমি তাঁহাকে পণ রাখিয়া আপনাকে মুক্ত কর। যুধিষ্ঠির অগত্যা দ্রৌপদীকেও পণ রাখিলেন।

শকুনিকর্ত্তৃক দ্যূতে যুধিষ্ঠিরের সর্বস্ব জয় এমন কি দ্রৌপদী সমেত পঞ্চভ্রাতা ও নিজেও বিজিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দ্রৌপদীকে পণ রাখিলাম" এই কথা যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে বহির্গত হইবা মাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধগণ তাঁহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। ভূপতিগণ শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া মনের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া 'জয় হইল কি? জয় হইল কি?' এই কথা বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কর্ণ ও দুঃশাসনাদির আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। অন্যান্য ভূপতিগণ অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন। দুরাত্মা শকুনি এই জিতিলাম বলিয়া ছলপূর্ব্বক অক্ষবিক্ষেপ করিবামাত্র জয়লাভ করিলেন।

দুর্যোধন বলিলেন, হে ক্ষত্তঃ, তুমি শীঘ্র দ্রৌপদীকে সভাস্থলে আনয়ন কর। অপুণ্যশীলা কৃষ্ণা এখানে আসিয়া দাসীগণ সমভিব্যাহারে আমাদের গৃহমার্জন করুক। কৃষ্ণা এখন আমাদের অধীন, তাহাকে আমরা দ্যূতে জয় করিয়াছি।

বিদুর বলিলেন, রে মূঢ় দুর্যোধন, তুমি আপনাকে পতনোন্মুখ না জানিয়াই এইরূপ দুর্বাক্য প্রয়োগ করিতেছ। রাজা যুধিষ্ঠির কৃষ্ণার অনধিকারী হইয়া তাঁহাকে পণে ন্যস্ত করিয়াছেন ইহা আমার মত। কারণ তিনি দ্রৌপদীকে পণ রাখিবার পূর্বেই আপনাকে পণ রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দুর্যোধনের অধীন হইয়াছেন, দ্রৌপদীতে তাঁহার আর অধিকার নাই। সুতরাং কৃষ্ণাকে দ্যূতে জয় করা হয় নাই। রে পাপাত্মন্ দুর্যোধন, শুন, অন্যের মর্মপীড়া দিবে না, কাহাকেও নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। অতি নীচ লোকেরাই ঐপ্রকার দুর্বাক্য প্রয়োগ করে। অতিলোভী হইয়া তুমি সুহৃজ্জনের সদুপদেশ শুনিতেছ না, তাহাতে আমার বোধ হইতেছে, কুরুবংশীয়গণ অচিরাৎ সমূলে উন্মূলিত হইবে।

মদমত্ত দুর্য্যোধন 'বিদুরকে ধিক্' এই কথায় বসিয়া সভাস্থ প্রাতি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামীকে (দ্যূতকে) বলিলেন, প্রাতিকামিন্, তুমি দ্রৌপদীর নিকট যাইয়া বলিবে, হে দ্রুপদনন্দিনি, যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় সমস্ত ধন পরাজিত হইয়া অগ্রে ভ্রাতৃগণকে, তৎপরে আপনাকে এবং শেষে তোমাকে দুরোদর-মুখে সমর্পণ করিয়াছেন। প্রাতিকামীর কথা শুনিয়া দ্রৌপদী ঠিক জানিতে চাহিলেন, যুধিষ্ঠির আপনাকে পণিত করিবার পূর্বে বা পরে তাঁহাকে (অর্থাৎ দ্রৌপদীকে) পণ রাখিয়াছিলেন।

পুনর্বার সূত প্রাতিকামী দুর্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীর নিকট গিয়া বলিল, সভ্যগণ তোমাকে সভায় আহ্বান করিতেছেন, বোধ হয় কুরুকুল এবারে নির্মূল হইল। দ্রৌপদী বলিলেন, হে সূতনন্দন, বিধাতাই এরূপ বিধান করিয়াছেন; পৃথ্বীতলে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমরা সেই ধর্মরক্ষা করিব। রক্ষ্যমাণ ধর্ম অবশ্যই আমাদের শান্তি বিধান করিবেন। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম যেন কৌরবগণের প্রতি বিমুখ না হন। হে সূতনন্দন, তুমি সভ্যগণসমীপে যাইয়া ধর্মতঃ আমার কি করা কর্তব্য জিজ্ঞাসা কর, সেই বরিষ্ঠ ধর্মাত্মগণ যাহা বলিবেন আমি নিশ্চয়ই তাহা করিব। প্রাতিকামীর মুখে দ্রৌপদীর কথা শুনিয়া সভ্যগণ অধোমুখ রহিলেন। দুর্যোধন বলিল, প্রাতিকামিন্, তুমি সভায় দ্রৌপদীকে আনয়ন কর, কৌরবগণ তাহার সমক্ষে উত্তর করুন। প্রাতিকামী দুর্যোধনের বশবর্ত্তী কিন্তু দ্রৌপদীর ভয়ে ভীত হইয়া পুনরায় সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কৃষ্ণাকে কি বলিব? তখন দুর্যোধন সূতের প্রতি অতিক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় অনুজ দুঃশাসনকে বলিলেন, তুমি স্বয়ং গিয়া যাজ্ঞসেনীকে সভায় আনয়ন কর। পাপাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বলিল, তুমি আমাদের অধীন, এক্ষণে কুরুদিগকে ভজনা কর, আমরা তোমাকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছি; সভায় আসিয়া তোমার বক্তব্য বল।

দ্রৌপদী দুঃশাসনের কটু বাক্য শুনিয়া ভীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের স্ত্রীগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমীপে দ্রুতবেগে গমন করিতেছেন এমন সময়ে দুরাত্মা দুঃশাসন ক্রোধভরে তর্জ্জন গর্জ্জন করত বেগে তাঁহার সমীপে গমন করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার কেশাকর্ষণ করিল। আহা! যে কুন্তলকলাপ ইতঃপূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞের অবভৃথ স্নানসময়ে মন্ত্রপূত জল দ্বারা সিক্ত হইয়াছিল এক্ষণে ধৃতরাষ্ট্রতনয় পাণ্ডবগণকে কপটদ্যূতে পরাভূত করিয়া সেই চিকুরচয় বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। দুর্ম্মতি দুঃশাসন সনাথা কৃষ্ণাকে অনাথার ন্যায় কেশাকর্ষণপূর্ব্বক সভাসমীপে আনয়ন করিল। দীর্ঘকেশী দ্রৌপদী বাতবেগান্দোলিত কদলীপত্রের ন্যায় কম্পিত হইতে হইতে অতিবিনীত বচনে বলিলেন, হে দুঃশাসন, আমি একবস্ত্রা আছি, এ অবস্থায় আমাকে সভায় লইয়া যাওয়া উচিত নহে। দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহার নিষেধ না শুনিয়া দৃঢ়রূপে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক বলিল, হে পাঞ্চালি, তুমি এক-বস্ত্রাই থাক অথবা বিবস্ত্রাই হও, দ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া আমাদের দাসী হইয়াছ, এক্ষণে তোমাকে অপস্ত্রীর ন্যায় দাসীগণ মধ্যে বাস করিতেই হইবে। দ্রৌপদী এইরূপ মর্ম্মন্তুদ কটু বাক্যে অতীব পীড়িতা হইয়া আত্মত্রাণের নিমিত্ত হা কৃষ্ণ! হা অর্জ্জুন! হা নর! হা নারায়ণ! বলিয়া চীৎকার করত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

দুঃশাসনকর্ত্তৃক দ্রৌপদীকে সভাতে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন ও তাঁহার প্রতি দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগ

তখন দুঃশাসনের দারুণ আকর্ষণে প্রকীর্ণকেশা ও পতিতার্দ্ধবসনা দ্রুপদনন্দিনী এককালে লজ্জা ও ক্রোধে অভিভূতা হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে দুরাত্মন্, এই সভামধ্যে শাস্ত্রজ্ঞ ক্রিয়াবান্ ইন্দ্রতুল্য আমার গুরুজনগণ আছেন, তাঁহাদের সম্মুখে আমার এরূপ অবস্থায় থাকা নিতান্ত অনুচিত। রে নৃশংসকারিন্! তুই আমাকে বিবস্ত্রা করিস্ না; যদি ইন্দ্রাদিদেবগণও তোর সহায় হন, তথাপি রাজপুত্রেরা তোকে কখনই ক্ষমা করিবেন না। মহাত্মা ধর্ম্মনন্দন সজ্জন-নিষেবিত ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়া আছেন। আমি স্বামীর বাক্যে গুণ ব্যতীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না। হে দুরাত্মন্, আমি এক-বস্ত্রা; তুই কুরুবংশীয় বীরপুরুষগণসমক্ষে আমাকে কর্ষণ করিতেছিস্; ইঁহাদের কেহই তোর নিন্দা করিতেছেন না, বোধ হয় উঁহাদিগেরও ইহাতে অনুমোদন আছে। হায়! ভরতবংশীয়গণের ধর্ম্মে ধিক্!

দুরাত্মা দুঃশাসন দ্রৌপদীকে দীনভাবাপন্ন স্বীয় পতিগণের প্রতি কটাক্ষপাত করিতে দেখিয়া বেগে আকর্ষণপূর্ব্বক বিসংজ্ঞপ্রায় করিল এবং 'দাসী দাসী' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিল। দুর্যোধনের পক্ষে কর্ণ ও শকুনি ভিন্ন সভামধ্যে অন্যান্য সভ্যগণ কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিতে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন।

তখন ভীষ্ম দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে সুভগে, এ দিকে পরবশ ব্যক্তি পরের ধন পণ রাখিতে পারে না। ও দিকে স্ত্রী স্বামীর অধীন, এই উভয় পক্ষই তুল্যবল বোধ হওয়াতে তোমার প্রশ্নের যথার্থ উত্তরবিবেচনায় অসমর্থ হইতেছি। দেখ, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সমুদায় পৃথিবী ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মপথ হইতে একপদও বিচলিত হইতে পারেন না; বিশেষতঃ তিনি আপনার মুখে স্বীকার করিয়াছেন যে, আমি পরাজিত হইয়াছি; সে জন্য আমি তোমার প্রশ্নের যাথার্থ্য বিবেচনা করিতে পারিতেছি না। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহার সহিত ক্রীড়া করিতে অভিলাষী, বিশেষতঃ তিনি নিজেই তোমার এই অবমাননা উপেক্ষা করিতেছেন; একারণ আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছি না।

ভীষ্ম কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর প্রশ্নের উত্তর না দিবার কারণ-প্রদর্শন

দ্রৌপদী বলিলেন, দুরাত্মা দ্যুতপ্রিয় অনার্য্যগণ মহারাজ ধর্ম্মনন্দনকে আহ্বান করিয়া দ্যূতক্রীড়ায় অনুরোধ করিয়াছিল, তবে তিনি কিসে দ্যূতাভিলাষী হইলেন? মহারাজ যুধিষ্ঠির দুরাত্মাদিগের কপটতা বুঝিতে পারেন নাই, এ জন্য ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়াছিলেন; মূঢ়গণ সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একত্র হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করিয়াছে, উনি পরে দুরাত্মাদিগের কপটতা বুঝিতে পারিয়াছেন। যাহা হউক সভামধ্যে অন্যান্য অনেক কুরুবংশীয়গণ রহিয়াছেন তাঁহারা আমার কথা শুনিয়া আমার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করুন।

পাঞ্চালী এইরূপ বলিতে বলিতে করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন; দুরাত্মা দুঃশাসন তাঁহাকে নিতান্ত অপ্রিয় পরুষ বাক্য বলিতে লাগিল। ভীমসেন পতিতোত্তরীয়া আকৃষ্যমাণা দ্রৌপদীর অপমান দেখিয়া ক্রমে যুধিষ্ঠিরের প্রতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমসেনের বিরক্তি-প্রকাশ

ভীমসেন ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া জ্যেষ্ঠকে বলিলেন, দাদা, তোমার ভ্রাতা আমরা আমাদের পণ রাখিয়া দ্যূতক্রীড়া করিয়াছ তজ্জন্য আমার বলিবার কিছুই নাই কারণ, তুমি আমাদের অধীশ্বর, দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করা আমার মতে নিতান্ত অন্যায় হইয়াছে। দেখ, দুরাত্মা নীচাশয় কৌরবগণ তোমার দোষেই পাণ্ডব-প্রণয়িনী বালা দ্রৌপদীকে কিরূপ ক্লেশ দিতেছে; আমি এইজন্য তোমার প্রতি ক্রোধান্বিত হইতেছি; যে বাহু দিয়া অক্ষক্রীড়া কর, তোমার সেই বাহুদ্বয় অদ্য ভস্মসাৎ করিব; সহদেব, ত্বরায় অগ্নি আনয়ন কর।

তখন ধীমান্ ধৈর্য্যশালী অর্জ্জুন বলিলেন, হে ভীমসেন, তুমি পূর্ব্বে কদাচ এরূপ দুর্বাক্য প্রয়োগ কর নাই; বোধ হইতেছে, শত্রুগণ তোমার ধর্মগৌরব বিনষ্ট করিয়াছে; হে বৃকোদর, শত্রুগণের মনোরথ পূর্ণ করিও না, ধর্মাচরণ কর; পরমধার্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অপমান করিও না। দেখ, মহারাজ শত্রুগণকর্ত্তৃক দ্যূতে আহূত হইয়া ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে ক্রীড়া করিয়াছেন; ইহা আমাদের যশস্কর। ভীমসেন বলিলেন, হে ধনঞ্জয়, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ক্ষাত্রধর্ম্মানুসারে কার্য্য করিয়াছেন বলিয়াই এতাবৎকাল উঁহার বাহুদ্বয় ভস্ম করি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধৃতরাষ্ট্রতনয় বিকর্ণ পাণ্ডবগণকে দুঃখিত এবং দ্রুপদনন্দিনীকে অতীব কাতরা দেখিয়া সভাসীন ভূপতিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে পার্থিবগণ, যাজ্ঞসেনী যাহা বলিয়াছেন, তোমরা সকলে সে বিষয় বিবেচনা করিয়া বল। আমার যাহা ন্যায্য বোধ হইতেছে তাহা আমি অবশ্যই বলিতেছি। মহাপুরুষেরা বলিয়া থাকেন যে, রাজাদিগের ব্যসন চতুর্বিধ—প্রথম মৃগয়া, দ্বিতীয় সুরাপান, তৃতীয় দুরোদর, চতুর্থ অভব্যবিষয়ে অত্যনুরাগ ; মনুষ্যেরা এইসকল বিষয়ে অনুরক্ত হইলে ধর্ম্ম হইতে দূরীভূত হন ; লোকে তাদৃশ ব্যাসক্ত পুরুষের কার্য্য অপ্রামাণিক বলিয়া জানেন। কিতবাহূত যুধিষ্ঠির ব্যাসক্ত হইয়া দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়াছেন, বিশেষতঃ এই অনিন্দিতা রমণী পাণ্ডবগণের সাধারণী ভার্য্যা, অধিকন্তু যুধিষ্ঠির ইঁহাকে পণ রাখিবার পূর্ব্বে স্বয়ং পরাজিত হইয়া ভার্যাতে স্বত্ববর্জিত হইয়াছেন ; এদিকে শকুনি পণার্থী হইয়া কৃষ্ণার নামোল্লেখ করিতেছেন। এই সকল বিচার করিয়া দেখিলে দ্রৌপদীকে জয়লব্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। সভ্যগণ এই ধর্ম্মসঙ্গত কথা শ্রবণমাত্র বিকর্ণের ভূরি ভূরি প্রশংসা ও শকুনির অশেষ নিন্দা করিতে লাগিলেন।

সভায় ধৃতরাষ্ট্রতনয় বিকর্ণের ধর্মসঙ্গত কথা

অর্জ্জুনের ঘোর বিদ্বেষী দুর্য্যোধনের সহায় মহাবীর কর্ণ বলিলেন, বিকর্ণ বালক উহার কথা অগ্রাহ্য ; দ্রৌপদীকে ও পাণ্ডবগণের যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই শকুনি ধর্ম্মতঃ জয় করিয়াছে, অতএব, দুঃশাসন, তুমি সমস্তই গ্রহণ কর। কর্ণের কথা শ্রবণমাত্র পাণ্ডবগণ আপনাদের উত্তরীয় বস্ত্রগুলি প্রদান করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

অনন্তর অতিদুর্বৃত্ত, পাপিষ্ঠ দুঃশাসন সেই সভামধ্যে ধর্ম্মপ্রাণা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী পুণ্যশ্লোকা একবস্ত্রা দ্রুপদনন্দিনীর পরিধেয় বস্ত্র বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিবার উপক্রম করিলে, দ্রৌপদী একাগ্রচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানপূর্বক বলিতে লাগিলেন, "হে গোবিন্দ, হে দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ! হে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপীজন-বল্লভ! কৌরবগণ আমাকে অভিভূত করিতেছে, তুমি কি কিছুই জানিতেছ না। হা সর্বার্ত্তিহর! হা রমানাথ! হা দীননাথ! হা ব্রজনাথ! আমি কৌরবসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি আমাকে উদ্ধার কর। হা জনার্দ্দন, হা কৃষ্ণ, হা যোগীশ্বর, বিশ্বাত্মন, বিশ্বভাবন, আমি কুরুমধ্যে অবসন্ন হইতেছি। রমণীর সর্বোৎকৃষ্টভূষণ লজ্জা নির্লজ্জ নরপিশাচ দুঃশাসন তাহা পর্য্যন্ত অপহরণ করিতে উদ্যত। হে দুর্বৃত্তদমন! এই নিরাশ্রয়া বিপন্নজনকে রক্ষা কর।" সেই অশরণের একমাত্র শরণ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া সভামধ্যে যে সকরুণ বাণী দ্রৌপদীর হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ভগবানের কৃপার্থ নিঃসৃত হইয়াছিল সতীর সেই অব্যর্থা উক্তি ও তৎসম্পর্কীয় কথাগুলি মূল মহাভারত হইতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সভায় দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করিতে দুঃশাসনের চেষ্টা

গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয়।
কৌরবৈঃ পরিভূতাং মাং কিং ন জানাসি কেশব॥
হে নাথ! হে রমানাথ! ব্রজনাথার্ত্তিনাশন!
কৌরবার্ণবমগ্নাং মামুদ্ধরস্ব জনার্দন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন।
প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ কুরুমধ্যেঽবসীদতীম্॥

অশরণা দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণকে একান্তভাবে চিন্তন ও স্তুতি

ইত্যনুস্মৃত্য কৃষ্ণং সা হরিং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
প্রারুদদ্দুঃখিতা রাজন্ মুখমাচ্ছাদ্য ভামিনী॥
যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা কৃষ্ণো গহ্বরিতোঽভবৎ।
ত্যক্ত্বা শয্যাসনং পদ্ভ্যাং কৃপালুঃ কৃপয়াভ্যগাৎ॥
কৃষ্ণঞ্চ বিষ্ণুঞ্চ হরিং নরঞ্চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।
ততস্তু ধর্মোঽন্তরিতো মহাত্মা সমাবৃণোদ্বৈ বিবিধৈঃ সুবস্ত্রৈঃ॥
আকৃষ্যমাণে বসনে দ্রৌপদ্যাস্তু বিশাম্পতে।
তদ্রূপমপরং বস্ত্রং প্রাদুরাসীদনেকশঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানারাগবিরাগাণি বসনান্যথ বৈ প্রভো।
প্রাদুর্ভবন্তি শতশো ধর্মস্য পরিপালনাৎ॥

অশরণা অতিবিপন্না পতিপরায়ণা কৃষ্ণগতচিত্তা যাজ্ঞসেনী অবগুণ্ঠিতমুখী হইয়া এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন। কেশব যাজ্ঞসেনীর উক্তবিলাপ শ্রবণ করিয়া করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া বিবিধবস্ত্ররূপে দ্রৌপদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি নানাবিধ সুন্দর বস্ত্রদ্বারা দ্রৌপদীকে আচ্ছাদিত করিলেন।

বিবিধ বস্ত্ররূপে ভগবান্ কৃষ্ণের দ্রৌপদীর প্রতি অদ্ভুত কৃপা-প্রকাশ

পাপিষ্ঠ দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবসনা করিবার জন্য তাঁহার বস্ত্র যত আকর্ষণ করে ততই নানাপ্রকার বস্ত্র আবির্ভূত হইল। ভগবান্ কৃষ্ণের কি অপার অনির্বচনীয় মহিমা! তাঁহার প্রভাবে নানাবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রসকল ক্রমে ক্রমে প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সভামধ্যে ঘোরতর কলরব উত্থিত হইল। নৃপতিগণ কদর্য্যলোকের অকার্য্য কিছুই নাই এইরূপ বলিয়া পাপ দুঃশাসনের নিন্দা করিতে লাগিলেন আর কৃষ্ণভক্তা দ্রৌপদী ধর্মবলে রক্ষা পাইলেন এইরূপে দ্রৌপদীর অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

তখন ভীমসেন রাজগণমধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় ক্রোধভরে বিস্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি করে কর নিষ্পেষণ-পূর্বক এই শপথ করিলেন, হে ক্ষত্রিয়বর্গ, আমার কথা শ্রবণ কর—কেহ কখন এরূপ বলে নাই ও বলিতেও পারিবে না—"যদি আমি

ভীমসেনকর্তৃক যুদ্ধে পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া রক্তপানের প্রতিজ্ঞা

যুদ্ধে বলপূর্বক এই ভারতাধম পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া রুধির পান না করি, তাহা হইলে আমি যেন পূর্বপুরুষগণের গতিপ্রাপ্ত না হই।" সভাস্থ রাজগণ ভীমসেনের এরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া পাপিষ্ঠ দুঃশাসনের কুৎসা করত ভীম-সেনের ক্ষত্রিয়োচিত প্রতিজ্ঞার বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন দুঃশাসন বসনরাশি আকর্ষণ করিয়া নিঃশেষ করিতে পারিল না, তখন বিফলমনোরথ হইয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইল। সভ্যগণ দুঃশাসনকে বারংবার ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। কৌরবগণ কৌন্তেয়দিগকে অবলোকন করিয়া কোন প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, সজ্জনগণ ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধে ভীমসেন কর্তৃক দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা।

তখন দুর্যোধন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে রাজন্, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব তোমার বশীভূত, এক্ষণে বল, দ্রৌপদী পরাজিত হইয়াছে কি না। ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে দ্রৌপদীর প্রতি দৃষ্টিপাত করত বসন উত্তোলনপূর্বক নিজ উরু তাঁহাকে দেখাইলেন। ভীমসেন তদ্দর্শনে অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া রাজগণ সমক্ষে বলিতে লাগিলেন, "হে নৃপতিগণ, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, "যদি আমি মহাযুদ্ধে গদাঘাতে এই উরু ভঙ্গ না করি তাহা হইলে অন্তে আমার পিতৃলোকের সমানগতি হইবে না।"

তখন বিদুর বলিলেন, হে পার্থিবগণ, এই দেখ ভীমসেন আবার ভয়ানক প্রতিজ্ঞা করিলেন, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, দৈবই ভরতবংশে এই মহতী দুর্নীতি উৎপাদন করিয়াছেন। হে কৌরবগণ, সভামধ্যে অধর্মানুষ্ঠান হইলে সমুদায় সভা দূষিত হয়; এক্ষণে আমার ধর্মবাক্য শ্রবণ কর। দেখ, যদি যুধিষ্ঠির আত্মপরাজয়ের পূর্বে দ্রৌপদীকে পণ রাখিয়া ক্রীড়া করিতেন, তাহা হইলে উনি তাঁহার যথার্থ প্রভু হইতেন কিন্তু যিনি প্রভু নন তাঁহার নিকট বিজিত ধন আমার মতে স্বপ্ন-নির্জ্জিত ধনের ন্যায়। অতএব হে কৌরবগণ, শকুনির কথা শুনিয়া ধর্মচ্যুত হইও না।

দ্রৌপদীকে বিজিত যুধিষ্ঠিরের পণ রাখিবার অধিকার ছিল কি না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদীর প্রতি দুর্যোধনের অতিকুৎসিত আচরণ জন্য দুর্যোধনকে ধৃতরাষ্ট্রের তিরস্কার ও দ্রৌপদীর প্রতি সান্ত্বনা বাক্য ও দ্রৌপদীকে বরপ্রদান

এইসকল বিষয়ে নানা বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে, এমন সময়ে ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনকে ভৎর্সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন, অরে দুর্বিনীত দুর্যোধন, তুই একেবারে উৎসন্ন হইলি, কারণ কুলকামিনী বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের ধর্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভামধ্যে সম্ভাষণ করিতেছিস্। দুর্যোধনকে এইরূপ তিরস্কার করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে দ্রৌপদীকে বলিলেন, হে দ্রুপদতনয়ে, তুমি আমার নিকট স্বীয় অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, তুমি আমার সমুদায় বধূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক দ্রৌপদীর প্রার্থনানুসারে পঞ্চপাণ্ডবের দাসত্ব-মুক্তি ও দ্যূতে অপহৃত সর্বস্ব প্রত্যর্পণ

দ্রৌপদী বলিলেন, হে ভরতকুলপ্রদীপ, যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে এই বর প্রদান করুন যে, সর্বধর্মানুগ শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির দাসত্ব হইতে মুক্ত হউন। আপনার পুত্রগণ যেন ঐ মনস্বীকে পুনরায় 'দাস' না বলে, আর আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, আমি তোমার অভিলাষানুরূপ এই বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে তোমাকে আর এক বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি; তুমি একটীমাত্র বরের উপযুক্ত নহ।

দ্রৌপদী বলিলেন, হে মহারাজ, সরথ সশরাসন ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল ও সহদেবের দাসত্ব-মোচন হউক। ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, হে নন্দিনি আমি তোমার প্রার্থনারূপ বর প্রদান করিলাম। এক্ষণে তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। এই দুই বর দ্বারা তোমার যথার্থ সৎকার করা হয় নাই, তুমি ধর্মচারিণী আমার সমুদায় পুত্রবধূগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

দ্রৌপদী বলিলেন, হে ভগবন্, লোভ ধর্মনাশের হেতু, অতএব আমি আর বর প্রার্থনা করি না। আমি তৃতীয় বর লইবার উপযুক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহি, যেহেতু বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর ও ব্রাহ্মণের শত বর লওয়া কর্তব্য। এক্ষণে আমার পতিগণ দাসত্বরূপ দারুণ পাপপঙ্ক হইতে উদ্ধৃত হইলেন, উঁহারা পুণ্য কর্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ, আমরা কি করিব অনুমতি করুন; আপনি আমাদের ঈশ্বর, আমরা চিরদিন আপনার শাসনের অনুবর্তী হইয়া থাকিব ইচ্ছা করি।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন, অজাতশত্রো, তোমার কল্যাণ হউক, তোমরা গমন কর; আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সমস্ত ধন লইয়া গমনপূর্ব্বক আপনার রাজ্য শাসন কর। হে মহাপ্রাজ্ঞ, তুমি ধর্মের সূক্ষ্মগতি বুঝিয়াছ, বিনীত হইয়াছ এবং বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক। সাধুগণ বৈরাচরণ বিস্মরণপূর্বক কেবল সৎকার্য্যেরই স্মরণ করিয়া পরোপকারানুরোধে প্রতীকার-পরাঙ্মুখ থাকেন। দুর্যোধনের নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে করিও না, তুমি গুণগ্রাহিতা-গুণে তোমার জননী, গান্ধারী এবং আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। এই দ্যূতক্রীড়ায় আমার মত ছিল না, কেবল মিত্রগণকে পরীক্ষা এবং পুত্রগণের বলাবল বুঝিবার জন্য ইহার অনুমোদন করিয়াছিলাম। তোমাতে ধর্ম, ধনঞ্জয়ে ধৈর্য্য, বৃকোদরে পরাক্রম, নকুলে শুদ্ধতা এবং সহদেবে গুরুশুশ্রূষা বিলক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। অতএব হে বৎস, তোমার কল্যাণ হইবে, তুমি খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান কর, ভ্রাতৃগণের সহিত সৌভ্রাত্র এবং তোমার মন ধর্ম্মে অবিচলিতভাবে অনুরক্ত হউক।

ভরতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই প্রকার অভিহিত হইয়া শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্বক ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মেঘসঙ্কাশ-রথে আরোহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন।

দ্রৌপদী-সহ পঞ্চপাণ্ডবের খাণ্ডবপ্রস্থে প্রস্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনরত্নসমন্বিত পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক মুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া দুর্যোধন সদুপায়ে কোন প্রকারেই পাণ্ডবগণকে পরাজিত করিতে পারিবেন না ইহা বুঝিয়া ছলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সমস্ত সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগের রাজ্য অধিকার করিতে হইবে ইহার উপায় উদ্ভাবন জন্য আবার কর্ণ ও শকুনির সহিত পরামর্শ করিলেন। পরামর্শে এই সিদ্ধান্ত হইল ঐ দ্যূতক্রীড়া ভিন্ন জয়ের আমাদের 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে' অন্য কোন পথ আর নাই। একারণ ঐ সজ্জিত সভাতেই ধৃতরাষ্ট্রের অনুমত্যনুসারে আবার দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থা করা হইল।

দ্যূতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের পুনরাহ্বান ও শকুনির সহিত দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত পাণ্ডবগণের দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবৎসর অজ্ঞাতবাস

দ্যূতক্রীড়ায় আহূত হইলেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ-ধর্ম্মানুসারে আসিতেই হইবে। তদনুসারে যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আবার অহ্বান করা হইল। এবারে এই সর্ত্ত হইল "পরাজিত পক্ষকে রুরুচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক মহারণ্যে প্রবেশ করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাতবাস ও দ্বাদশবৎসর জনসমাকীর্ণ প্রদেশে বাস করিতে হইবে। অজ্ঞাত-বাসটী দ্বাদশ বৎসরের অন্তে এক বৎসর ধার্য্য হইল। এই প্রকারে ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে উভয় পক্ষের একতর পক্ষ পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।"

ঐ সর্ত্তে শকুনির সহিত যুধিষ্ঠিরের আবার অক্ষক্রীড়া আরম্ভ হইল। শকুনি অক্ষ নিক্ষেপ করিবামাত্র তাঁহার জয়লাভ হইল।

পাণ্ডবগণ দ্যূতে পরাজিত হইয়া সর্ত্তানুসারে বনবাসে কৃতসংকল্প হইলেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, এক্ষণে আমি সকল ভারত, বৃদ্ধ পিতামহ, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লিক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, সকল ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয় এবং অন্যান্য সভাসদ্‌গণের নিকট বিদায় লইয়া চলিলাম, পুনর্ব্বার আসিয়া আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। সভাসদ্‌গণ মনে মনে অনেকেই তাঁহাদের শুভানুধ্যান করিতে লাগিলেন। বিদুর বলিলেন, আর্য্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের বনে প্রস্থান

পৃথা সৎকৃত হইয়া আমার আবাসে বাস করুন; হে পাণ্ডবগণ, তোমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল হউক।" পাণ্ডবেরা 'যে আজ্ঞা' বলিয়া নিবেদন করিলেন, মহাশয়, আপনি পিতৃতুল্য পিতৃব্য, আমরাও আপনার একান্ত বশংবদ, আপনি যে বিষয়ের অনুমতি করিতেছেন, তাহা আমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য; যেহেতু আপনি পরম গুরু। বিদুর বলিলেন, "অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক কেহ জয়লাভ করিতে পারে না। তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধনঞ্জয় যুদ্ধে জেতা, ভীমসেন অরিহন্তা, নকুল অর্থসংগ্রহী, সহদেব সংযমী, ধৌম্য ব্রহ্মবিৎ, ধর্ম্মার্থকুশলা দ্রৌপদী ধর্ম্মচারিণী। তোমরা সকলেই পরস্পরের প্রিয়দর্শন, সর্বদা সন্তুষ্টচিত্ত, শত্রুবর্গ তোমাদিগের সৌহার্দ্দ বিচ্ছেদ করিতে পারে না। তোমরা সকলেই স্পৃহণীয়। তোমাদের সর্বত্র মঙ্গল হউক। নির্বিঘ্নে প্রত্যাগত হও, পুনর্বার সাক্ষাৎ হইবে।"

যুধিষ্ঠির বিদুরকর্ত্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া ভীষ্ম ও দ্রোণকে অভিবাদনপূর্বক প্রস্থান করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের প্রস্থানানন্তর দ্রৌপদী বিষণ্ণ মনে পৃথাসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে ও অন্যান্য প্রমদাগণকে যথার্হ বন্দনা ও আলিঙ্গন করত স্বামীর অনুগমনের প্রার্থনা করাতে কুন্তী দ্রৌপদীকে বনে

বনে গমনের সময় দ্রৌপদীকে কুন্তীর আশীর্বাদ

গমনোদ্যতা দেখিয়া শোকে বিহ্বলা ও সাতিশয় কাতরা হইয়া গদ্গদস্বরে অতিকষ্টে বলিলেন, "বৎসে, দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া শোক করিও না, তুমি স্ত্রীধর্ম্মাভিজ্ঞা, সুশীলা, সাধ্বী এবং সদাচারবতী, তোমার গুণে উভয় কুল অলঙ্কৃত হইয়াছে, অতএব স্বামীর প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় তাহা তোমাকে উপদেশ দিবার প্রয়োজন নাই। বৎসে, আমি সর্বদা তোমার শুভানুধ্যান করিতেছি, তুমি স্বচ্ছন্দে গমন কর, পথে কিছুমাত্র অমঙ্গল হইবে না। ভবিতব্যতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অখণ্ডনীয় জানিয়া বুদ্ধিমতী স্ত্রীর চিত্ত কখনই বিকৃত হয় না। তুমি গুরুজন ও ধর্মকর্তৃক পরিরক্ষিতা হইয়া অচিরকাল মধ্যে শ্রেয়োলাভ করিবে সন্দেহ নাই। বনে সর্বদা সযত্নে সহদেবের রক্ষণাবেক্ষণ করিও, তিনি যেন এই দুঃসহ দুঃখে বিষণ্ণ না হন।"

পৌরগণ সাতিশয় দুঃখার্ত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছেন যে, আমাদের রক্ষাকর্তা পাণ্ডবগণ বনে যাইতেছেন; কৌরবদিগের আচরণে ধিক্, তাঁহারা লোভপরতন্ত্র হইয়া পাণ্ডবদিগকে নির্বাসিত করিলেন। আমরা পাণ্ডবহীন হইয়া অনাথ হইলাম।

ধীমান্ বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে পাণ্ডব-নির্বাসনের সম্বন্ধে নানা কথাবার্তা চলিতেছে এমন সময়ে মহর্ষি-পরিবৃত দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে কুরুগণের পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর বাক্যে বলিলেন, "অদ্য হইতে চতুর্দশবর্ষে দুর্যোধনের অপরাধে এবং ভীমার্জ্জুনের বলে কুরুকুল নির্মূলিত হইবে।" তিনি এই বলিয়াই শীঘ্র আকাশপথে অন্তর্হিত হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর কাল কষ্টেসৃষ্টে বনবাস কাল যাপনের পর, ত্রয়োদশ বৎসর উপস্থিত হইলে তাঁহারা স্থির করিলেন, সেই বৎসরটী বিরাটনগরে বাস করত মৎস্যরাজের অধীনতায় প্রত্যেকে অবস্থানুসারে নিজ নিজ যোগ্যতানুকূল এক একটি কর্ম করিয়া সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিবেন। কে কি কার্য্য সেখানে করিবেন তাহা তাঁহারা পূর্বেই ঠিক করিয়া লইলেন। যুধিষ্ঠির কঙ্কনামে পরিচিত হইবেন, রাজার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশাখেলার দ্যূতপ্রিয় ব্রাহ্মণ সহচরের কার্য্য করিবেন; ভীমসেন বল্লব নামে পরিচিত হইবেন, সূপকারের কার্য করিবেন; অর্জ্জুন নপুংসক বৃহন্নলারূপে পরিচিত হইবেন, বিরাটরাজের পুরস্ত্রীগণকে নৃত্য, গীত ও বাদ্য শিক্ষা দিবেন; নকুল গ্রন্থিকনামে পরিচিত হইবেন, অশ্বরক্ষক অশ্বশিক্ষক ও অশ্বচিকিৎসকের কার্য করিবেন; এবং সহদেব তন্ত্রিপাল নামে পরিচিত হইবেন, গো-সঙ্খ্যানকার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন; দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী বলিয়া পরিচিতা হইবেন, পুররমণীগণের পরিচর্য্যা কার্য্য করিবেন। এইরূপ স্থির করিয়া যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে রমণীয় বিরাটনগরে গমন করত অগ্রে মনে মনে ত্রিভুবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গার স্তব করিলেন। দেবী রাজার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হইয়া বলিলেন, "হে রাজন্, আমার প্রসাদে অচিরকালমধ্যে সংগ্রামে তোমার বিজয় লাভ হইবে। তুমি নিখিল কৌরববাহিনী পরাজিত করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত পরম প্রীত মনে নিষ্কণ্টক রাজ্যভোগ করিবে।" দেবী যুধিরষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে আশ্বস্ত করিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

বিরাটনগরে দ্রৌপদী-সহ পাণ্ডবগণের যাত্রা

বিরাটরাজভবনে তাঁহারা সকলেই অভিলাষানুরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণ রাজার ও রাজপরিবারের সকলেরই সমাদৃত হইলেন। পতিপরায়ণা দ্রুপদনন্দিনীকে মহিষী সুদেষ্ণা সমাদরপূর্বক তাঁহার নিকট রাখিলেন। তিনি সতত তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিলেও মহিষীর ও অন্যান্য রমণীগণের পরিচর্য্যাত্মক কার্য্য করায় দ্রৌপদী বিষণ্ণ মনে অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের অজ্ঞাতবাসকালের দশমাসকাল অতিক্রান্ত হইল। দ্যূতসর্তানুসারে নিরূপিত ত্রয়োদশ বৎসরের মাত্র দুইমাসকাল অবশিষ্ট থাকিল।

বিরাট-ভবনে দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস

বিরাটরাজের সেনাপতি ও মহিষী সুদেষ্ণার ভ্রাতা কীচক অন্তঃপুরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্য-সন্দর্শনে অতি মুগ্ধ হন। মোহবশতঃ তাঁহার পাপবুদ্ধির উদয় হইল। সেই পতিপরায়ণা পুণ্যশ্লোকা সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী ললনার প্রতি পাপদৃষ্টি ও পাপাশয় প্রকাশ করায় দ্রৌপদী-কর্ত্তৃক কীচক অত্যন্ত তিরস্কৃত হন। ধনমত্ত পরাক্রমশালী পাপাত্মা কীচক ভগিনীর পরিচারিকা সৈরিন্ধ্রী কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অবমানিত হওয়ায় ক্রোধে সৈরিন্ধ্রীকে সর্ব্বজন-সমক্ষে পদাঘাত করেন। দ্রৌপদী তাহাতে মর্মাহতা হইয়া গোপনে পাচক বল্লবরূপী ভীমসেনকে তাঁহার অবমাননার যথোচিত প্রতীকার করিতে বলিলেন। যে দিন দ্রৌপদীর অবমাননার কথা ভীমসেন শুনিলেন সেই দিনই রজনীযোগে ভীমসেন পাপাত্মা কীচককে বধ করেন।

কীচককর্ত্তৃক দ্রৌপদীর অপমান ও ভীমসেন-কর্ত্তৃক কীচক-বধ

দ্রৌপদীর হিতসাধনার্থে কীচককে বিনাশরূপ অতি দুষ্কর কর্ম সম্পাদনানন্তর ভীমসেন শান্তচিত্তে দ্রৌপদীর নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক সত্বর রন্ধনশালায় আগমন করিলেন।

দ্রৌপদী এই প্রকারে ভীমসেন দ্বারা কীচককে নিহত করাইয়া বিগতসন্তাপা ও পরিতুষ্টা হইয়া সভাপালদিগকে বলিলেন, হে সভাসদ্গণ, আপনারা আসিয়া দেখুন, পরস্ত্রী কামবিমোহিত দুরাত্মা কীচক আমার গন্ধর্ব্বপতিগণকর্ত্তৃক নিহত হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছে। তখন যে নৃত্যশালায় ঐ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়াছিল সেই নৃত্যশালার রক্ষকগণ গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক হস্তপদবিহীন রক্তাক্তকলেবর গতাসু কীচককে নয়নগোচর করিয়া সাতিশয় ব্যথিত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বলিল, 'কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, ইহার গ্রীবা কোথায়, হস্তপদ মস্তকই বা কোথায় গেল?' 'কি নৃশংসভাবে হত্যা করা হইয়াছে' তাহারা এই কথা বলিয়া কীচকের মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে লাগিল।

ভীমসেন দ্বারা নিহত কীচকের বীভৎস মৃতদেহ দ্রৌপদী কর্ত্তৃক সভাসদ্গণকে প্রদর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইত্যবসরে কীচকের বন্ধুগণ তথায় উপস্থিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিবার জন্য তদীয় মৃতদেহ বহির্দ্দেশে আনিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে কীচকের বান্ধবেরা অনতিদূরে সৈরিন্ধ্রীকে দেখিতে পাইল।

তখন তাহারা সমাগত লোকদিগকে বলিল, হে বান্ধবগণ, যাহার নিমিত্ত মহারাজের মহাবল পরাক্রান্ত সেনানায়ক, রাজমহিষীর ভ্রাতা কীচক, এরূপ নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছেন, ঐ দেখ, সেই অসতী স্তম্ভ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। উহাকে শীঘ্র বিনষ্ট কর, অথবা এক্ষণে উহাকে বধ করিবার প্রয়োজন নাই, কামী কীচকের সহিত উহার কলেবর ভস্মসাৎ করা উচিত; কারণ লোকান্তরেও কীচকের প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমাদের কর্তব্য। এই বলিয়া তাহারা বিরাটের নিকট গমন করিয়া বলিল, মহারাজ, পাপীয়সী সৈরিন্ধ্রীর নিমিত্তই আমাদিগের কীচক বিনষ্ট হইয়াছেন; অতএব আমরা উহাকে তাঁহার মৃতদেহের সহিত দগ্ধ করিব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। বিরাটরাজ কীচকের বান্ধবগণের বলবিক্রম বিশেষরূপে অবগত ছিলেন, সুতরাং ভীত হইয়া তদ্বিষয়ে অনুমোদন করিলেন।

কীচকের মৃতদেহের সহিত সৈরিন্ধ্রীকে দগ্ধ করিবার জন্য কীচকের বন্ধুবান্ধবগণের প্রার্থনায় বিরাটের অনুমতি দান।

তখন কীচকের বান্ধবেরা দ্রৌপদীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ ও বন্ধনপূর্ব্বক কীচকের দেহোপরি আরোপিত করিয়া শ্মশানাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। দ্রৌপদী প্রাণভয়ে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া শরণার্থিনী হইয়া করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন, "জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়সেন, জয়দ্বল, ইঁহারা এক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন। সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে। রণস্থলে যাঁহাদিগের বজ্রনির্ঘোষসদৃশ ধনুষ্টঙ্কার, তলবার-

কীচকের মৃতদেহের সহিত দ্রৌপদীকে বাঁধিয়া দাহ করিবার জন্য শ্মশানে আনয়ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধ্বনি ও ভয়ঙ্কর রথঘর্ষণশব্দ শ্রুত হইত সেই সকল গন্ধর্ব্ব এইক্ষণে আমার কথায় কর্ণপাত করুন, সূতপুত্রেরা আমাকে শ্মশানে লইয়া যাইতেছে।"

তখন ভীমসেন দ্রৌপদীর এইরূপ করুণ বিলাপ শ্রবণ করিয়া "হে সৈরিন্ধ্রি, তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়াছি, তোমার আর ভয় নাই।" এই বলিয়া উপকীচকগণকে সংহার করিবার জন্য বেশ পরিবর্তন করিলেন। পরে অন্যের অলক্ষিতভাবে শ্মশানভূমিতে উপস্থিত হইয়া তালপ্রমাণ এক বনস্পতি ভুজদণ্ড দ্বারা উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা সূতপুত্রদিগকে সংহার করিতে শ্মশানের দিকে ধাবমান হইলেন। সূতপুত্রগণ সিংহসদৃশ বৃকোদরকে তদবস্থ দেখিয়া তাঁহাকে সৈরিন্ধ্রীপতি গন্ধর্ব মনে ধারণা করিয়া প্রাণভয়ে তাহাদিগের এই আসন্ন বিপত্তির মূল ঐ সৈরিন্ধ্রী এই বুঝিয়া 'সৈরিন্ধ্রীকে পরিত্যাগ কর' এই বলিয়া তাহারা দ্রৌপদীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরাভিমুখে ধাবমান হইল। এদিকে ভীমসেন ঐ সূতপুত্রদিগকে ভয়ে ধাবমান দেখিয়া ক্রোধভরে বৃক্ষদ্বারা প্রহার করিয়া একশত পাঁচজন উপকীচককে নিহত করিলেন।

পরে ভীমসেন বাষ্পাকুললোচনা দ্রৌপদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, প্রিয়ে, যাহারা নিরাপরাধা তোমাকে ক্লেশ প্রদান করিবে, আমি অবশ্যই তাহাদিগকে এইরূপে সংহার করিব। এক্ষণে তোমার আর কোন শঙ্কা নাই। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া নগরাভিমুখে গমন কর; আমি অন্য পথ অবলম্বন করিয়া বিরাটরাজের মণ্ডপে প্রবেশ করি।

শব ও তৎসহ বদ্ধ জীবন্ত দ্রৌপদী-বধোদ্যতদিগকে ও তাহাদিগের বন্ধুবান্ধবদিগকে ভীমসেন কর্ত্তৃক সংহার ও দ্রৌপদীর মুক্তি

যে সকল লোক সূতপুত্রদিগকে নিহত হইতে দেখিয়াছিল তাহারা মৎস্যরাজের নিকটে গিয়া বলিল, মহারাজ, সৈরিন্ধ্রীর পতি গন্ধর্বগণ উপকীচকগণকে সংহার করিয়াছে। সৈরিন্ধ্রী বন্ধনমুক্ত হইয়া পুনরায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারাজের গৃহে আগমন করিতেছে। হে মহারাজ, সৈরিন্ধ্রী যেমন রূপবতী, গন্ধর্ব্বগণ যেরূপ পরাক্রান্ত এবং কামিনীগণ পুরুষের যেরূপ অভিলষণীয়, তাহাতে বোধ হয় এবার আপনার সমস্ত নগর সংশয়াপন্ন হইবে; অতএব যাহাতে বিরাটনগরের উচ্ছেদ না হয়, তাদৃশী নীতি বিধান করুন।

মৎস্যরাজ তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তোমরা সত্বর সূতগণের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাবিধি সমাধান কর। তৎপরে সন্ত্রস্তচিত্তে মহিষী সুদেষ্ণাকে বলিলেন, প্রিয়ে, সৈরিন্ধ্রী আগমন করিবামাত্র তুমি আমার নির্দ্দেশক্রমে তাহাকে বলিবে, হে বরবর্ণিনি, তোমার কল্যাণ হউক, তুমি যথা ইচ্ছা প্রস্থান কর। রাজা গন্ধর্ব্বগণের কার্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন; এমন কি গন্ধর্ব্বগণ তোমাকে রক্ষা করেন বলিয়া তিনি স্বয়ং তোমাকে একথা বলিতে সাহস করিলেন না; স্ত্রীলোকে তোমার সহিত কথোপকথন করিলে গন্ধর্ব্বগণের মনে কোন সংশয় হইবে না, এই জন্য আমি তোমাকে বলিতেছি।

গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক কীচক-বধ ও কীচকের মৃতদেহ-বহনকারীদের সংহার-এ সংবাদে রাজার ভীতি হওয়ায় দ্রৌপদীকে স্থানান্তরে যাইবার জন্য মহিষী সুদেষ্ণাকে রাজা বলিতে বলিলেন।

এদিকে দ্রৌপদী ভীমসেনের প্রতাপে সূতপুত্রগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া গাত্র ও বসন প্রক্ষালনপূর্ব্বক নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পুরুষগণ তাঁহাকে দেখিবামাত্র গন্ধর্ব্বগণের ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, কেহ কেহ বা নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া রহিল; দ্রৌপদী ক্রমে ক্রমে মহানগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ভীমসেন ও দ্রৌপদী উভয়ের মধ্যে সংক্ষেপে সময়োচিত কথাবার্তা হইল।

তৎপরে দ্রৌপদী শয়নাগারের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে বিরাটরাজের কন্যাগণ মহাবাহু ধনঞ্জয়ের নিকট নৃত্যশিক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা নিরপরাধা সৈরিন্ধ্রীকে আগমন করিতে দেখিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হর্ষোৎফুল্লচিত্তে বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি, তুমি সৌভাগ্যক্রমে সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া পুনরায় আগমন করিয়াছ এবং যাহারা তোমাকে নিপীড়ন করিয়াছিল, তাহারাও নিহত হইয়াছে। অর্জ্জুন বলিলেন, তুমি কিরূপে বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়াছ এবং কি প্রকারে সেই পাপাত্মগণ বিনষ্ট হইয়াছে, ইহা শ্রবণ করিবার জন্য আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে।

দ্রৌপদী কহিলেন, কল্যাণি বৃহন্নলে, তুমি অন্তঃপুরে কন্যাগণের সহিত পরমসুখে বাস করিতেছ, বাস করে; সৈরিন্ধ্রীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? সৈরিন্ধ্রী যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহা ত তোমাকে সহ্য করিতে হইতেছে না; এই নিমিত্তই আমাকে নিতান্ত কাতরা দেখিয়াও সহাস্য বদনে জিজ্ঞাসা করিতেছ।

অর্জ্জুন বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি, বৃহন্নলা তোমার দুঃখে যৎপরোনাস্তি মানসিক দুঃখভোগ করিতেছে, তুমি তাহাকে তির্য্যগ্‌যোনি পশুপক্ষী বিবেচনা করিও না। যাহারা সতত একত্র বাস কর, তাহাদের অন্যতম দুঃখ পাইলে অপর সকলেই দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে; অতএব তুমি দুঃখিত হইলে আমাদের কাহার অন্তঃকরণে ব্যথার উদয় না হয়? কেহ কদাপি কাহারও হৃদ্গতভাব বুঝিতে পারে না, এই নিমিত্তই তুমি আমার মনের ভাব অনুভব করিতে পারিতেছ না।

দ্রৌপদী অর্জ্জুনের সহিত এইরূপে কথোপকথন করিয়া কন্যাগণ সমভিব্যাহারে রাজগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক সুদেষ্ণার সন্নিধানে সমুপস্থিত হইলেন। রাজপত্নী তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিরাটের আদেশক্রমে বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি, এক্ষণে তোমার যথা ইচ্ছা হয় গমন কর। রাজা গন্ধর্বগণের কার্য্যে অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন। তুমি অসামান্য রূপবতী যুবতী; পুরুষগণের অন্তঃকরণও নিতান্ত চঞ্চল; এবং গন্ধর্ব্বগণও অতি কোপনস্বভাব; আর তোমার এখানে অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে।

সুদেষ্ণা রাজাদেশ দ্রৌপদীকে শুনাইলেন দ্রৌপদী আর ১৩ দিন মাত্র বিরাট ভবনে থাকিবার প্রার্থনা জানাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদী বলিলেন, দেবি, মহারাজ আর ত্রয়োদশ দিবস মাত্র আমাকে ক্ষমা করুন, গন্ধর্ব্বগণ ইতোমধ্যেই কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই। তৎপরে তাঁহারা আমাকে এস্থান হইতে লইয়া যাইবেন, তাহা হইলে মহারাজ বিরাট ও আপনি সবান্ধবে শ্রেয়োলাভ করিবেন, সন্দেহ নাই।

মৎস্যরাজের প্রবল সহায় পরাক্রান্ত সেনানী কীচক নিহত হওয়ায় মৎস্যরাজ হীনবল হইয়া পড়িলেন। মৎস্যরাজের অন্যান্য বহুরত্নাদির মধ্যে গোধন সম্পত্তিও বিপুল ছিল। এজন্য ত্রিগর্তদেশের রাজা পূর্ব্বে বিরাটরাজ্য কয়েকবার আক্রমণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি প্রত্যেকবারেই মৎস্যরাজের পরাক্রান্ত সেনানী কীচককর্তৃক পরাভূত হন। এখন ত্রিগর্ত-রাজ যখন জানিলেন, বিরাটরাজের প্রবল সহায় সৈন্যাধ্যক্ষ ও অরাতি-গণের কৃতান্তস্বরূপ কীচক দুর্বুদ্ধিবশতঃ গন্ধর্বগণের দারার অবমাননা করায় তাঁহাদিগের হস্তে নিহত হইয়াছেন, তখন মৎস্যরাজ নিশ্চয়ই দুর্ব্বল হইয়াছেন। এই সুযোগে ত্রিগর্তেশ্বর বিরাটরাজের গোধন অপহরণের কল্পনা করিয়া কৌরবগণের সহিত পরামর্শ করিতে হস্তিনাপুরে গমন করেন।

এদিকে নির্দিষ্ট একবৎসর অজ্ঞাতবাসকাল প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। পাণ্ডবগণ এতকাল যে দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহার প্রতিশোধ নিশ্চয়ই লইবেন এবং তাঁহাদের প্রাপ্য অর্দ্ধেক রাজ্য অধিকার করিবেন এই দুর্ভাবনায় ধৃতরাষ্ট্র বিশেষতঃ তৎপুত্র দুরাত্মা দুর্যোধনাদি পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানের জন্য চতুর্দ্দিকে চর পাঠাইতে লাগিলেন; কারণ যদি অজ্ঞাতবাস কালের মধ্যে তাঁহাদের অনুসন্ধান পাওয়া যায় তাহা হইলে দ্যূতক্রীড়ার সর্ত্তানুসারে আরও দ্বাদশ বৎসর বনবাসে যাপন করিতে হইবে। এই অভিপ্রায়ে দুর্যোধন ও তৎপক্ষীয়গণ সর্ব্বত্র চর পাঠাইয়া পাণ্ডব-

পাণ্ডবদিগের অনুসন্ধানার্থ কৌরবগণ-কর্তৃক সর্ব্বত্র চর-প্রেরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিগের অনুসন্ধানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কৃপাচার্য বলিলেন, যখন এত অনুসন্ধানেও তাঁহাদিগের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, আর যখন তাঁহাদিগের প্রতি যে ব্যবহার দুর্যোধন করিয়াছেন তাহার প্রতিশোধ তাঁহারা নিশ্চয়ই লইবেন, তখন আমাদের পক্ষের সকলদিকে বলবৃদ্ধির চেষ্টা অতি কর্তব্য। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধনবল লোকবল নিতান্ত আবশ্যক।

পরাক্রান্ত সেনাপতি কীচকের মৃত্যুতে হীনবল বিরাটকে ত্রিগর্ত্ত রাজের সহিত পাণ্ডবদিগের যুগপৎ আক্রমণের কল্পনা তাহা হইবামাত্র কার্য্যে পরিণত করা হইল।

কৃপের পরামর্শ সকলেই অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে বিরাটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার গোহরণ করা সিদ্ধান্ত হইল। সেই সময়ে বিরাটরাজকর্তৃক পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ পরাজিত ত্রিগর্তরাজ সুশর্ম্মাও দুর্যোধন প্রভৃতির সহিত মৎস্যরাজ এক্ষণে হীনবল হওয়ায় তাঁহার গোধন হরণ করিবার এই সুযোগ বুঝিয়া পরামর্শ করিতে গিয়াছিলেন। স্থির হইল ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা যে দিন আক্রমণ করিবেন, তৎপরদিনই কৌরবেরা আক্রমণ করিবেন। তদনুসারে ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা বদ্ধপরিকর হইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে গোধনহরণ ও বৈরনির্যাতনমানসে কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে অগ্নিকোণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৌরবগণও পরদিনে অষ্টম্যন্তে বিরাটরাজ্যে গমনপূর্ব্বক গোসমূহ আক্রমণ করিলেন।

গো-হরণার্থ ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্ম্মা ও কৌরবগণকর্তৃক মৎস্যরাজের রাজ্য আক্রমণ।

গোধন অপহরণ জন্য কৌরবগণকর্তৃক বিরাট নগর সুশর্ম্মার সহিত যুগপৎ আক্রমণ

পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে মৎস্যদেশে বাস ও মৎস্যরাজ বিরাটের কর্মানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত কাল অতিবাহিত করিলেন। পাপাত্মা কীচক নিহত হইলে তাঁহারাই বিরাটরাজের একমাত্র সহায় হইয়াছিলেন।

যখন ত্রিগর্ত্তাধিপতি সুশর্ম্মা বলপূর্ব্বক বিরাটরাজের বহুতর গোধন অপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরণ করিলেন, তখন গোপ রথারোহণপূর্ব্বক মহাবেগে পুরে প্রবেশ করিল এবং বহুতর যোদ্ধা, মন্ত্রী ও ছদ্মবেশধারী পাণ্ডবগণে পরিবৃত মহারাজ বিরাটকে সভামধ্যে আসীন দেখিয়া রথ হইতে সত্বর অবতরণপূর্বক মহারাজের নিকট গমন করিয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিল, মহারাজ ত্রিগর্ত্তেরা সবান্ধব আমাদিগকে সমরে পরাজিত করিয়া আপনার সহস্র সহস্র গোধন অপহরণ করিয়াছে। এক্ষণে যথাকর্ত্তব্য করুন।

ত্রিগর্ত্তরাজকর্তৃক বিরাটের গোধন অপহরণ।

বিরাটরাজ গোপের ঐ কথা শুনিবামাত্র সেনাদিগকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। বিরাটের প্রিয় ভ্রাতা শতানীক ও তৎকনিষ্ঠ মদিরাক্ষ, পরে বিরাটরাজ স্বয়ং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। পরে অন্যান্য মহাবল পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সকল স্ব স্ব রথে নানা প্রকার ধ্বজা যোজনা করিতে লাগিলেন। তখন মৎস্যরাজ ভ্রাতা শতানীককে বলিলেন, ভ্রাতঃ, বোধ হইতেছে, মহাবীর কঙ্ক (যুধিষ্ঠির) বল্লব (ভীম), তন্তিপাল (নকুল) ও অশ্বপাল (সহদেব) ইঁহারাও যুদ্ধ করিবেন। অতএব তুমি ইঁহাদিগকেও ধ্বজপতাকাসম্পন্ন রথ ও বিবিধ আয়ুধ প্রদান কর। ইঁহারা মৃদু সুদৃঢ় বিচিত্র বর্ম ধারণ করুন। সারথি সকল তৎক্ষণাৎ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের জন্য রথ প্রস্তুত করিল। পাণ্ডবগণ রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হৃষ্টচিত্তে মৎস্যরাজের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

ত্রিগর্ত্তরাজ কর্তৃক অপহৃত গোধন উদ্ধার জন্য বিরাটরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল, সহদেবকে লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

পরাক্রান্ত মৎস্যগণ অপরাহ্নকালে নগর হইতে নির্গত হইয়া গোধনাপহারী ত্রিগর্ত্তদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। রণবিশারদ ত্রিগর্ত্তরাজ মৎস্যরাজকে আক্রমণ করিয়া দ্বৈরথযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। নিশার প্রথম ভাগে অন্ধকার নিবন্ধন উভয় পক্ষেরই অসুবিধা হইয়াছিল। চন্দ্রোদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। মহারাজ সুশর্ম্মা স্বীয় বল বীর্য্য-প্রভাবে মৎস্যসেনাগণকে মথিত ও পরাজিত করিয়া মহাবেগে বিরাটের প্রতি ধাবমান হইলেন এবং তাঁহার পাষ্ণি ও সারথিকে সংহার পূর্ব্বক তাঁহাকে রথচ্যুত ও স্বীয় রথে আরোপিত করিয়া মহাবেগে নিজ নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। মৎস্য-সেনাগণ ভীত হইয়া রণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন।

যুদ্ধে ত্রিগর্ত্তরাজকর্ত্তৃক বিরাটরাজ পরাজিত ও ধৃত ও বিরাটের গোধন অপহৃত হইল।

তখন মহারাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে বলিলেন, বৃকোদর, ঐ দেখ ত্রিগর্ত্তেশ্বর সুশর্ম্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। তুমি সত্বর উহাকে মুক্ত কর। অলক্ষিতভাবে থাকিয়া মনুষ্যগ্রহণোচিত ধনু, শক্তি, খড়্গ, পরশু প্রভৃতি দ্বারা সংগ্রাম করিয়া শত্রু হস্ত হইতে বিরাটরাজকে সত্বর মুক্ত কর। এখন বন উৎপাটন পূর্ব্বক বৃক্ষদ্বারা যুদ্ধ করিয়া অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করিলে তোমাকে ভীম বলিয়া জানিতে পারিবে, সুতরাং তাহা এখন করিও না।

অনন্তর ভীমসেন নিমেষমাত্রে বিরাট সন্নিধানে সহস্র সহস্র রথ, গজ, অশ্ব ও মহাবল পরাক্রান্ত ধনুর্দ্ধরগণকে সংহার করিলেন এবং শত্রুগণের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গদা গ্রহণপূর্ব্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষের বহুক্ষণ যুদ্ধের পর মহারথ পাণ্ডবগণ সুশর্ম্মাকে পরাজয় ও বিরাটের গোধন প্রত্যাহরণপূর্ব্বক সকলে এক স্থানে উপস্থিত হইলেন। ভীমসেন ধূল্যবলুণ্ঠিত বিচেতন সুশর্ম্মার গলদেশ গ্রহণপূর্ব্বক সংযত করিয়া রথে আরোপিত করিলেন এবং রণমধ্যস্থিত রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকটে আনিলেন। যুধিষ্ঠির পরাজিত ধৃত সুশর্ম্মাকে বলিলেন, এক্ষণে তুমি মুক্ত হইলে, আর কদাচ এরূপ করিও না।

ভীমসেনকর্ত্তৃক ত্রিগর্ত্তরাজ পরাজিত ও বদ্ধ, গোধন প্রত্যাহৃত বিরাটরাজ মুক্ত হইলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মৎস্যরাজ অলৌকিক বিক্রমশালী পাণ্ডবগণকে প্রভূত ধন প্রদান ও সম্মান করিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি আপনাদের বিক্রমেই মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করিলাম। অতএব আপনারা এই মৎস্যরাজ্যের অধীশ্বর। আমার ন্যায় আপনারাও আমার রত্নরাজি স্বচ্ছন্দে উপভোগ করুন। আমি স্বেচ্ছানুসারে আপনাদিগকে অলঙ্কৃত কন্যা ও বিবিধ ধন প্রদান করিব!"

তখন পাণ্ডবগণ পৃথক্ পৃথক্ কৃতাঞ্জলিপুটে বিরাটকে বলিলেন, মহারাজ, আমরা আপনার সমস্ত বাক্য অভিনন্দন করিতেছি। আপনি যে শত্রু হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের যৎপরোনাস্তি সন্তোষলাভ হইয়াছে। অভিলাষ করি, আপনি অনুকম্পাপরতন্ত্র হইয়া অবিচ্ছিন্ন সুখপরম্পরা সম্ভোগ করুন। এক্ষণে দূতগণ নগরে গমন করিয়া সুহৃদ্‌গণকে প্রিয় সংবাদ প্রদান ও আপনার বিজয় ঘোষণা করুক। তদনুসারে পরদিন সূর্য্যোদয় কালে দূতগণ বিরাট রাজ্যে চতুর্দিকে জয় ঘোষণা করিতে লাগিল।

বিরাটরাজের রাজ্যে জয় ঘোষণা

যখন মৎস্যরাজ গোধন প্রত্যাহরণ মানসে ত্রিগর্তদিগের সম্মুখীন হন, সেই সময়েই রাজা দুর্যোধন স্বীয় অমাত্য ও ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, শকুনি, দুঃশাসন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, চিত্রসেন, দুর্মুখ প্রভৃতি মহারাজগণ সমভিব্যাহারে মৎস্য দেশে উপনীত হইয়া রথ সমূহে চতুর্দিক্ পরিবৃত করত ঘোষগণকে প্রহারপূর্ব্বক ষষ্টি সহস্র গো হস্তগত করিলেন। সেই ভয়ঙ্কর সময়ে কৌরবাহত গোপাল ও ঘোষগণ ঘোর রব করিতে লাগিল।

কৌরবগণকর্তৃক বিরাট রাজ্য আক্রমণ ও গোধন অপহরণ

তখন গোপাধ্যক্ষ ভয়-ব্যাকুলিতচিত্তে সত্বর রথারোহণপূর্ব্বক আর্তনাদ করিতে করিতে নগরে উপস্থিত হইল এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া রাজভবনে প্রবেশপূর্ব্বক রাজপুত্র উত্তরকে নিবেদন করিল, রাজকুমার, কৌরবগণ বলপূর্ব্বক আপনার ষষ্টি সহস্র গো হরণ করিয়াছে, অতএব আপনি অচিরাৎ তৎসমুদায় প্রত্যাহরণের উদ্যোগ করুন। মহারাজ আপনার উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সভাসদ্গণের সমক্ষে আপনার বীরত্বের বহু প্রশংসা করিয়া থাকেন। হে রাজপুত্র, এক্ষণে তাঁহার বাক্য অব্যর্থ হউক। কৌরবগণকে সমরে পরাজিত করিয়া বিমল যশোরাশি লাভ করত পুনরায় স্বনগরে প্রত্যাবৃত্ত হউন। অর্জ্জুন যেমন পাণ্ডবগণের আশ্রয়, আপনিও সেইরূপ মৎস্যদেশবাসী প্রজাগণের একমাত্র অবলম্বন, অতএব যাহাতে অস্য রাজ্য-রক্ষা এবং প্রজাদিগের পরিত্রাণ হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন করুন।

উত্তর উপযুক্ত সারথি পাইলে কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া অপহৃত গোসকল প্রত্যাহরণ করিতে পারেন এই কথা গোপাধ্যক্ষকে বলিলেন। কৌরবগণ শূন্য দেশ পাইয়া সমস্ত গোধন অপহরণপূর্ব্বক প্রস্থান করিতেছে। আমি সেখানে বিদ্যমান থাকিলে কি তাহারা এরূপ করিতে পারিত? যাহা হউক, এক্ষণে সমাগত কৌরবগণ আমার বল বীর্য্য প্রত্যক্ষ করুক। স্বয়ং ধনঞ্জয় কি আমাদের প্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন?

ধনঞ্জয় রাজপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া নির্জনে দ্রৌপদীকে বলিলেন, কল্যাণি, তুমি আমার বাক্যানুসারে শীঘ্র রাজপুত্র উত্তরকে বল যে, বৃহন্নলা পাণ্ডবগণের সারথ্য ভার গ্রহণ করিয়া মহাযুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছেন; অতএব উনিই আপনার সারথি হইবেন।

বিরাটপুত্র অর্জ্জুনের নাম কীর্তনপূর্ব্বক স্ত্রীগণমধ্যে বারংবার আত্মশ্লাঘা করিতেছেন শ্রবণ করিয়া দ্রৌপদী সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি উত্তরের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া সলজ্জভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজপুত্র, ঐ প্রিয়দর্শন বৃহন্নলা পূর্ব্বে অর্জ্জুনের সারথি ছিলেন। ধনুর্ব্বিদ্যায় তাঁহার অপেক্ষা ন্যূন নহেন। আমি পাণ্ডবগৃহে বাসকালে উঁহার সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত আছি। উঁহার তুল্য সারথি আর কেহ নাই। উত্তর বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি, ঐ নপুংসক যুবা যে প্রকার লোক তাহা তুমি সবিশেষ অবগত আছ যথার্থ বটে; আমি স্বয়ং বৃহন্নলাকে আমার সারথ্য কার্য্য সম্পাদনে অনুরোধ করিতে পারি না। দ্রৌপদী বলিলেন, রাজপুত্র, আপনার কনিষ্ঠা ভগিনী উত্তরার অনুরোধ বৃহন্নলা নিশ্চয় রক্ষা করিবেন। উত্তর দ্রৌপদীর বাক্য শ্রবণমাত্রেই ভগিনীকে বলিলেন, উত্তরে, যাও শীঘ্র করিয়া বৃহন্নলাকে আনয়ন কর। উত্তরা দ্রুতপদ সঞ্চারে নর্ত্তন গৃহে ছদ্মবেশধারী অর্জ্জুনের নিকট গমন করিলেন। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিরাটকুমারী অর্জ্জুনের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জলধরসংলগ্না সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অর্জ্জুন উত্তরাকে নয়নগোচর করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, রাজপুত্রি, এমন দ্রুতপদসঞ্চারে আগমন করিবার কারণ কি? আজ তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতেছি কেন?

সৈরিন্ধ্রীর নিকট রাজকুমারী উত্তরা বৃহন্নলার সারথ্যে নিপুণতা জানিয়া কুমার উত্তরের সারথি হইয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য বৃহন্নলাকে অনুরোধ করিলেন।

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয় সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন, বৃহন্নলে, কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদয় গোধন অপহরণ করিয়াছে, আমার ভ্রাতা তাহাদিগকে পরাজিত করিতে গমন করিবেন। কিছুদিন হইল, তাঁহার সারথি সংগ্রামে নিহত হইয়াছে; এক্ষণে উপযুক্ত সারথি আর কেহ নাই। তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়া সৈরিন্ধ্রী তাঁহাকে তোমার যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিলেন। হে বৃহন্নলে, তুমি পূর্ব্বে অর্জ্জুনের প্রিয়তম সারথি ছিলে। এক্ষণে তুমি আমার ভ্রাতার সারথ্যকর্ম সম্পাদন কর। কৌরবগণ এতক্ষণ গোধন লইয়া বহু দূরে পলায়ন করিয়াছে। হে কল্যাণি, যদি তুমি আমার এই প্রণয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহকৃত অনুরোধ রক্ষা না কর, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

মহাবীর অর্জ্জুন রাজপুত্রীর বাক্য শ্রবণানন্তর অমিততেজা রাজকুমারের সমীপে গমন করিলেন। বিশালনয়না উত্তরা ত্বরিতগামী অর্জ্জুনের অনুগামিনী হইলেন। কুমার দূর হইতে অর্জ্জুনকে দেখিবামাত্রই বলিলেন, বৃহন্নলে, সৈরিন্ধ্রীর মুখে শুনিলাম, পূর্ব্বে তুমি ধনঞ্জয়ের প্রিয় সারথি ছিলে। তিনি তোমার সাহায্যেই খাণ্ডবারণ্যে হুতাশনকে পরিতৃপ্ত ও সমস্ত ধরামণ্ডল পরাভূত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তুমি সেই প্রকার মদীয় সারথ্য ভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত গোধন প্রত্যাহরণ করিবার নিমিত্ত কৌরবগণের সহিত সংগ্রাম করিব।

অর্জ্জুন বলিলেন, রাজপুত্র, সংগ্রামে সারথ্যকর্ম্ম সম্পাদন করা কি আমার সাধ্য? যদি গান, বাদ্য বা নৃত্য করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি, সারথ্যের শক্তি আমার কোথায়?

উত্তর বলিলেন, বৃহন্নলে, তুমি পুনর্ব্বার গায়ক ও নর্ত্তক পদে অধিষ্ঠিত হইবে; এক্ষণে আমার রথে আরোহণপূর্ব্বক অশ্ব চালন কর।

ধনঞ্জয় রাজকুমারীর মুখে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি রাজকুমারের সহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন। তিনি পরিহাস মানসে স্বীয় কবচ বিপর্যস্ত করিয়া অঙ্গে ধারণ করিলেন, তদ্দর্শনে কুমারীগণ হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন রাজপুত্র স্বয়ং তাঁহাকে সন্নদ্ধ ও সারথ্য-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বয়ং দিব্য কবচ পরিধান করিয়া রুচিরধনুর্ব্বাণ ধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

বৃহন্নলাকে সারথি করিয়া উত্তরের যুদ্ধে যাত্রা

উত্তরা প্রভৃতি রাজকন্যাগণ অর্জ্জুনকে বলিলেন, বৃহন্নলে, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধৃগণ পরাজিত হইলে তুমি তাঁহাদিগের রুচির, সূক্ষ্ম ও বিচিত্র বসন সকল আনয়ন করিও। আমরা তদ্দ্বারা পুত্তলিকা সুসজ্জিত করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধনঞ্জয় বলিলেন, কুমার সংগ্রামে মহারথগণকে পরাজিত করিলে তাঁহাদিগের দিব্য বসন সমূহ আনয়ন করিব। এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন কৌরব সৈন্যাভিমুখে অশ্ব চালনা করিলেন। রাজকুমার সারথিকে বলিলেন, বৃহন্নলে, সত্বর কৌরবগণ সমীপে রথ উপনীত কর। আমি সেই দুরাত্মাদিগকে অবিলম্বেই পরাজিত করিয়া গোধন গ্রহণপূর্ব্বক নগরে প্রত্যাগমন করিব। অর্জ্জুন আজ্ঞা পাইবামাত্র দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা কিয়দ্দূর গমন করিয়া সেই শ্মশান-সমীপস্থ শমী বৃক্ষের সমীপে সমুপস্থিত হইলেন। তথা হইতে সাগরোপম মহাবল কৌরববল তাঁহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

বিরাট-তনয় কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম প্রভৃতি বীর পুরুষগণে পরিরক্ষিত গদাশ্বরথসঙ্কুল সেই কৌরববাহিনী নিরীক্ষণ করিয়া রোমাঞ্চিতকলেবর ও ভয়োদ্বিগ্নচিত্তে পার্থকে বলিলেন, সারথে, কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আমার সাহস হয় না। এই দেখ, আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে। বহু বীররক্ষিত ভয়ঙ্কর কুরুসৈন্য দেবতাগণেরও দুরধিগম্য। তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, দেখিবামাত্র আমার হৃৎকম্প হইতেছে, অন্তঃকরণ নিরুৎসাহ ও শরীর অবসন্ন হইতেছে। বৃহন্নলে, পিতা আমাকে শূন্যগৃহে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে ত্রিগর্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়াছেন। আমি একাকী বালক, বিশেষতঃ পরিশ্রমে অপটু; কৌরবগণ কৃতান্তসদৃশ ও বহুসংখ্যক; উহাদের সহিত যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে, অতএব তুমি প্রতিনিবৃত্ত হও।

প্রবলপরাক্রান্ত কৌরববাহিনী দেখিয়া উত্তরের হৃৎকম্প ও সারথি বৃহন্নলাকে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতে আদেশ।

বৃহন্নলা বলিলেন; মহাশয়, এক্ষণে কাতর হইয়া শত্রুগণের হর্ষবর্দ্ধন করিতেছেন কেন? শত্রুগণ এমন কি করিয়াছে যে, আপনি এত ভীত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছেন? আপনি পূর্ব্বে আমাকে কৌরবসেনা মধ্যে লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন অতএব আমি আপনাকে গোধনাপহারী আততায়ী কৌরবগণের সমীপে লইয়া যাইব। মহাশয়, যাত্রাকালে স্ত্রীপুরুষগণ-সমক্ষে যেরূপ গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইতেছেন? যদি অকৃতকার্য্য হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন সকল লোকের নিন্দাভাজন হইবেন। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন করুন। সৈরিন্ধ্রী সর্ব্বসমক্ষে মুক্তকণ্ঠে আমার সারথ্য-কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি ধেনু না লইয়া কোন ক্রমেই গৃহে গমন করিতে পারিব না। আমি সৈরিন্ধ্রীর স্তুতিবাদ, উত্তরার অনুরোধ ও আপনার আদেশক্রমে আগমন করিয়াছি। অতএব কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া কিরূপে ক্ষান্ত হইব?

বৃহন্নলা বলিলেন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া তিনি প্রত্যাবৃত হইবেন না।

উত্তর বলিলেন, বৃহন্নলে, কৌরবগণ আমাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করুক, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমাকে উপহাস করুন, সমুদায় গোধন অপহৃত হউক ও নগর শূন্য হউক, অথবা পিতা আমাকে তিরস্কার করুন, আমি কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিব না। বিরাটতনয় এই কথা বলিয়া সাতিশয় ভীত হইয়া ধনুর্ব্বাণের সহিত মান ও দর্পে জলাঞ্জলি দিয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন, মহাশয়, যুদ্ধপরাঙ্মুখ হওয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম নহে, ভীত হইয়া পলায়ন অপেক্ষা সমরে মৃত্যুও শ্রেয়স্কর। মহাবীর ধনঞ্জয় এই কথা বলিয়া সত্বর রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক পলায়মান রাজকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। শতপদমাত্র গমন করিয়া পলায়মান উত্তরের কেশ ধারণ করিলেন। তখন বিরাটতনয় নিতান্ত কাতরতা প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, হে

উত্তর কোন ক্রমেই যুদ্ধ করিতে পারিবেন না একারণ ভয়ে রথ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার পলায়ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহন্নলে, শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। জীবিত থাকিলে অনেক শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা। আমি তোমাকে বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্ম্মিত একশত দীনার, মহা-প্রভাসম্পন্ন হেমবদ্ধ আটটী বৈদুর্য্যমণি, সুশিক্ষিত অশ্বসংযুক্ত হেমদণ্ড-সুশোভিত রথ এবং দশটি মাতঙ্গ প্রদান করিব, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

উত্তর এইরূপে নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করতঃ মূর্চ্ছিত-প্রায় হইলে স্থিরপ্রতিজ্ঞ অর্জুন সহাস্য বদনে তাঁহাকে নিকটে আনয়ন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে শত্রুকর্ষণ, যদি যুদ্ধ করিতে তোমার উৎসাহ না হয়, তবে তুমি আমার সারথি হইয়া অশ্ব চালন কর; আমি একাকী মহারথ বীরপুরুষগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছি; তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই। আমি স্বীয় বাহুবলে তোমাকে রক্ষা করিব। হে অরাতি-নিপাতন! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া শত্রু-সম্বন্ধে এত বিষণ্ণ হইতেছ কেন? আমি কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তোমার ধেনুগণ প্রত্যানয়ন করিব। এক্ষণে প্রস্তুত হও, আর কিছুমাত্র বিলম্ব করিও না। জয়শীল অর্জ্জুন এইরূপ প্রবোধ বাক্যে ভয়ার্ত্ত উত্তরকে আশ্বাসিত করিয়া তাঁহাকে লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন।

বৃহন্নলা নিজে যুদ্ধ করিবেন কুমার সারথির কার্য্য করিবেন এইরূপ বৃহন্নলা বলায় উত্তর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

অর্জুন উত্তরকে লইয়া শ্মশানস্থ শমীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিলেন। সেই বৃক্ষের নিকটগত হইয়া উত্তরকে নিতান্ত সুকুমার ও যুদ্ধে নিতান্ত অপটু বিবেচনা করিয়া বলিলেন—হে উত্তর, তুমি আমার নিয়োগ-ক্রমে অনতিবিলম্বে এই শমীবৃক্ষ আরোহণ পূর্ব্বক শরাসন সমুদায় বৃক্ষ হইতে নিম্নে আনয়ন কর; তোমার এই সমুদয় ধনু অতি অসার, সুতরাং আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া শত্রুজয় ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্ত্যশ্বদল বিমর্দন করিব, সে সময়ে এই সকল শরাসন আমার বাহুবিক্ষেপ ও বলবীর্য্য সহ্য করিতে কদাচ পারিবে না; অতএব তুমি সত্বর বহুপত্রসনাথ এই শমীবৃক্ষে আরোহণ কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শর-কার্ম্মুক ও দিব্য কবচ সমুদায় নিহিত রহিয়াছে। ঐ বৃক্ষেই অর্জ্জুনের গাণ্ডিবে শরাসন সংস্থাপিত আছে। ঐ একমাত্র ধনু সহস্র সহস্র কার্ম্মুকের তুল্য; উহা সংমর্দ-সহিষ্ণু সর্ব্বায়ুধ-প্রধান, স্নবর্ণালঙ্কৃত, আয়ত, অক্ষত, দুর্ব্বহভারসম্পন্ন ও চারুদর্শন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের কার্ম্মুকও এইরূপ সুদৃঢ়।

অর্জ্জুনের অনুজ্ঞানুসারে উত্তর শ্মশানসমীপস্থ শমীবৃক্ষে লুক্কায়িত দিব্য অস্ত্রসমূহ অবতারিত করিলেন।

তখন রাজকুমার উত্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। মহাবীর অর্জ্জুন রথে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন, উত্তর, তুমি অবিলম্বে বৃক্ষাগ্র হইতে মহার্হ কার্ম্মুকসকল অবরোপিত ও আবরণ বিমুক্ত কর। উত্তর অর্জ্জুনের আদেশক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র ভূতলে অবতারিত করিয়া পরিবেষ্টনপত্র বিমোচিত করিবামাত্র অর্জ্জুনের গাণ্ডিব ও অন্যান্য পাণ্ডবগণের শরাসন সমুদায় দেখিতে পাইলেন। তখন সেই সমুদয়

শমীবৃক্ষ হইতে উত্তরকর্ত্তৃক অবতারিত পাণ্ডবগণের দিব্যাস্ত্রসমূহ দর্শনে উত্তরের বিস্ময় ও রোমাঞ্চ

শরাসনের বিচিত্র প্রভা স্ফুরিত হইতে লাগিল। রাজকুমার উত্তর মুখব্যাদানকারী ভীষণ সর্পের ন্যায় সেই কার্ম্মুকসকল দেখিয়া ভীত ও রোমাঞ্চিত হইলেন এবং প্রত্যেক অস্ত্র শস্ত্র স্পর্শ করত অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই সমস্ত নানাবিধ অদ্ভুত অস্ত্রশস্ত্র-গুলির কোন্‌টী কোন্ মহাত্মা যুদ্ধকালে ব্যবহার করিতেন তদ্বিষয়ে তাঁহার কুতূহল দূর করিতে প্রার্থনা জানাইলেন। আমি এই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুন অস্ত্রশস্ত্রগুলি সম্বন্ধে উত্তরের জ্ঞাতব্যবিষয়ের সমুচিত উত্তর দিয়া তাঁহার কৌতূহল দূর করিলে উত্তর পুনরায় অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে যুধিষ্ঠির-প্রমুখ সেই মহাত্মা পাণ্ডবগণ কোথায়? তাঁহারা দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া কোন্ স্থানে গমন করিয়াছেন, আমরা কিছুই শ্রবণ করি নাই। শুনিয়াছি, লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ন পাঞ্চালীও তাঁহা-দিগের সমভিব্যাহারে বনে গমন করিয়াছেন, তিনিই বা এক্ষণে কোথায়?

অর্জ্জুন বলিলেন, আমি পার্থ অর্জ্জুন; রাজা যুধিষ্ঠির তোমার পিতার সভাসদ্, ভীমসেন বল্লব নামে পাচক, নকুল অশ্বপাল ও সহদেব গোপালের কার্য্য করিতেছেন। যাঁহার নিমিত্ত দুরাত্মা কীচকেরা নিহত হইয়াছে তিনিই দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী-বেশে তোমার ভবনে কালযাপন করিতেছেন।

অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরকে পাণ্ডবগণের ও দ্রৌপদীর পরিচয় দান।

উত্তর অর্জ্জুনের নিকট সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া সাতিশয় বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক বলিলেন, হে মহাবাহো, আজ আমার মহাসৌভাগ্য! আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অদ্য চরিতার্থ হইলাম। আমি অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যে সকল অযুক্ত কথা বলিয়াছি, তজ্জন্য আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি আপনার সারথ্য-কার্য্য স্বীকার করিতেছি, এক্ষণে আপনি এই সুসজ্জিত রথে আরোহণপূর্ব্বক কোন্ স্থানে গমন করিবেন, আজ্ঞা করুন, আমি সেনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত গমন করিব। অর্জ্জুন বলিলেন, হে রাজকুমার! আমি তোমার উপর প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছি, এক্ষণে আর ভয় নাই। আমি একাকী তোমার শত্রু সকল সংহার করিব। তুমি আর উৎকণ্ঠিত হইও না। এই সকল তূণীর শীঘ্র আমার রথে বন্ধন করিয়া স্মবর্ণ সমুজ্জ্বল এক খড়্গ আহরণ কর।

কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধে উত্তরকর্ত্তৃক অর্জ্জুনের সারথ্য-স্বীকার ও অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উত্তরকে অভয় দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনের নির্দ্দেশ শুনিবামাত্র উত্তর সত্বর অর্জ্জুনের সমস্ত অস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক শমীবৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। তখন অর্জ্জুন বলিলেন, হে উত্তর, আমি কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া অনতিবিলম্বেই তোমার গোধনসকল প্রত্যাহরণ করিব, আমার ভুজদ্বয় তোমার নগরের প্রাকার ও তোরণস্বরূপ হইবে।

অর্জ্জুনসহায় উত্তরের সাহস-প্রকাশ

উত্তর বলিলেন, হে বীর, আমি এক্ষণে বিপক্ষ হইতে ভীত হইতেছি না। আপনার বল-বীর্য সমস্ত জ্ঞাত হইয়াছি। আপনি যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ অথবা দেবরাজ ইন্দ্রের তুল্য তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি এরূপ সুরূপ, শুভলক্ষণসম্পন্ন হইয়া কিরূপে কর্মবিপাকবশতঃ ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইলেন, এ বিষয়ের নির্ণয় করিতে পারিতেছি না। অর্জ্জুন বলিলেন, হে রাজকুমার, তুমি আমাকে প্রকৃত ক্লীব বলিয়া বোধ করিও না, আমি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগপরতন্ত্র হইয়া সংবৎসরকাল এইরূপ ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি; এক্ষণে ব্রতকাল অতীত হইয়াছে। উত্তর অর্জ্জুনের বাক্য শুনিয়া বলিলেন, অদ্য আমি এরূপ সহায়সম্পন্ন হইলাম যে, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতেও আমার উৎসাহ হইতেছে। এক্ষণে আপনার কি কার্য্য করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন। আমি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্ব সকল রথে সংযোজিত করিয়াছি, আপনি রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন।

অনন্তর মহাবীর অর্জ্জুন বাহুযুগল হইতে বলয় উন্মোচনপূর্ব্বক কাঞ্চন-নির্মিত বর্ম ধারণ ও শুক্ল বসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন, পরে পবিত্র ও প্রাঙ্মুখ হইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ-পূর্ব্বক অস্ত্র সমুদায় ধ্যান করিতে লাগিলেন। তখন অস্ত্র সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পার্থকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, হে মহাভাগ, এই আজ্ঞাবহ কিঙ্করগণ সমুপস্থিত; এক্ষণে কি আজ্ঞা হয়? তখন অর্জ্জুন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন, অস্ত্রগণ, তোমরা রণস্থলে অবস্থান করিয়া আমার কার্য্য সম্পাদন কর।

অনন্তর অর্জ্জুন অনতিবিলম্বে গাণ্ডীবে জ্যারোপণ করিয়া টঙ্কার প্রদান করিলেন। তখন কৌরবগণ অশনিনির্ঘোষ-সদৃশ সেই ভয়াবহ শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন, ইহা মহাবীর অর্জ্জুনের গাণ্ডীব-ধ্বনি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

তৎপর অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে সারথ্যে নিযুক্ত করিয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনুর অশনিনির্ঘোষসদৃশ জ্যার টঙ্কারে কৌরবগণের ভীতির সঞ্চার হইল, সঙ্কটকালে যেমন মতভেদ হয় সেইরূপ কৌরবপক্ষীয় মহাবীরগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। দুর্যোধন বলিলেন, দ্যূতক্রীড়ার পণ অনুসারে নির্দ্ধারিত অজ্ঞাতবাস এক বৎসর এখনও অতীত হয় নাই বলিয়া মনে হইতেছে। নির্ব্বাসনকাল অতিক্রান্ত না হইতেই যদি ধনঞ্জয় আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে পুনর্ব্বার দ্বাদশ বৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে, এ বিষয়ে পিতামহ ভীষ্মদেব বিশেষ অবগত আছেন। তখন ভীষ্ম সকল বিষয়ের মীমাংসা করিয়া বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, কলা, কাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, দিন, পক্ষ, মাস, গ্রহ, নক্ষত্র, ঋতু ও বৎসর লইয়া একটি কালচক্র হয়। উহাদিগের কলাতিরেক ও জ্যোতিষ্ক মণ্ডলের ব্যতিক্রমবশতঃ প্রতি পঞ্চম বর্ষের দুই মাস করিয়া বৃদ্ধি হয়। এইরূপে পাণ্ডবদিগের ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হইয়া পাঁচ মাস ছয় দিন অধিক হইয়াছে। তাহারা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,

অর্জ্জুনের গাণ্ডীব ধনুকের জ্যানির্ঘোষে কৌরবগণের ভীতির সঞ্চার

পূর্ণ এক বৎসর কাল পাণ্ডবগণের প্রতিজ্ঞাত অজ্ঞাতবাস কালাত্যয়ে যে পাণ্ডবগণ আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ইহা জানাইয়া ভীষ্ম দুর্যোধনের সংশয় দূর করিলেন আর পাণ্ডবগণের সতত ধর্ম্মাচরণের প্রশংসা করিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎসমুদায় অবিকল অনুষ্ঠিত হইয়াছে জানিয়া অর্জ্জুন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাত্মা পাণ্ডবেরা পরম ধার্ম্মিক, বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাহাদিগের রাজা; অতএব তাহারা কি নিমিত্ত ধর্ম্মের নিকট অপরাধী হইবে? পাণ্ডবেরা কৃতী ও নির্লোভ। তাহারা অধর্ম্মাচরণ দ্বারা রাজ্য লাভের অভিলাষ করে না। তাহারা ধর্ম্ম-পাশে বদ্ধ আছে বলিয়া ক্ষাত্রধর্ম হইতে বিচলিত হয় নাই, নতুবা দ্যূতসভাতেই আপনাদিগের অসাধারণ বল-বীর্য্য প্রকাশ করিত। তাহারা অনায়াসে মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিতে পারে; তথাপি কদাচ অনৃত-পথে পদার্পণ করে না। পাণ্ডবগণের স্বভাবই এইরূপ যে, তাহারা ইন্দ্র-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইলেও যথাযোগ্য সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বিষয় পরিত্যাগ করে না। এক্ষণে আমাদিগকে অদ্বিতীয় বীর অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে; অতএব শীঘ্র যুদ্ধোপযোগী সাধুজনা-চরিত কল্যাণকর বিধির অনুষ্ঠান কর। হে রাজেন্দ্র, যুদ্ধে সিদ্ধি-লাভের অবশ্যম্ভাবিত্ব কদাপি দৃষ্ট হয় না। কখনও জয় হয়, কখনও বা পরাজয় ঘটে। তজ্জন্য চিন্তার কারণ কি? অর্জ্জুন আগতপ্রায়; এক্ষণে সত্বর যুদ্ধোচিত অথবা পাণ্ডবগণকে তাহাদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও।

ভীষ্ম দুর্য্যোধনকে সাধুজনোচিত কল্যাণকর বিধি অবলম্বনে পরামর্শ দিলে দুর্য্যোধন বলিলেন বিনাযুদ্ধে তিনি পাণ্ডবদিগকে রাজ্যের অংশ দিবেন না।

দুর্য্যোধন বলিলেন, পিতামহ, আমি কখনও পাণ্ডবদিগকে রাজ্য দিব না। আপনি অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করুন।

ভীষ্ম বলিলেন, হে কুরুনন্দন, যাহাতে তোমাদের শ্রেয়োলাভ হয় এরূপ উপদেশ দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য; যদি শ্রদ্ধা হয় তদনুসারে কার্য্য কর। সৈন্যগণকে চারি ভাগে বিভক্ত কর। তাহার একাংশ লইয়া তুমি নগরে প্রস্থান কর আর এক ভাগ অপহৃত গোধন লইয়া গমন করুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে কৃপ, কর্ণ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা ও আমি, আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ লইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব। যেমন বেলাভূমি উচ্ছলিত বারিনিধিকে নিবারণ করে সেইরূপ যদি বিরাটরাজ অথবা স্বয়ং ইন্দ্র যুদ্ধে আসেন, তথাপি আজ আমি তাহাদিগকে নিরাকরণ করিব সন্দেহ নাই।

সকলেই ভীষ্মের বাক্যের অনুমোদন করিলেন। তদনুসারে সমস্ত বন্দোবস্ত করা হইল। ভীষ্ম প্রথমতঃ দুর্য্যোধন, তৎপরে গোধনসকল প্রেরণপূর্ব্বক সৈন্যদিগকে তৎকালোচিত বৃহদাকারে ব্যবস্থাপিত করিলেন। দ্রোণাচার্য্য মধ্যে, অশ্বত্থামা বাম পার্শ্বে ও কৃপাচার্য্য দক্ষিণ পার্শ্বে রক্ষা করিবেন, কর্ণ অগ্রসর হইবেন এবং ভীষ্মদেব স্বয়ং পশ্চাৎ ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাবীর অর্জ্জুন রথের ঘর্ঘর শব্দে নিরন্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া কৌরবদিগের অসংখ্য সৈন্যসমীপে উপস্থিত হইলেন। কৌরবগণকে রণস্থলে সমবস্থিত দেখিয়া অর্জ্জুন রাজকুমার উত্তরকে বলিলেন, সারথে, সেনাদিগের প্রতি বাণপাত কালে তুমি অশ্বের রশ্মি সংযত করিবে, আমি এই সৈন্যমণ্ডলী মধ্যে কুরুকুলাধম দুর্য্যোধন কোথায় আছে একবার অনুসন্ধান করিব। এক্ষণে অন্যান্য কৌরবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই। দুর্যোধন পরাজিত হইলে সকলকেই পরাজয় করা হইবে। আচার্য্য, দ্রোণ, অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ সকলকেই দেখিতেছি, দুর্য্যোধনকে ত দেখিতে পাইতেছি না। বোধ হয় সে গোধন লইয়া প্রাণভয়ে দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করিতেছে। অতএব প্রথমে আমরা কৌরবসেনা ত্যাগ করিয়া তাহারই অনুসরণ করি। কৃপাচার্য্য অর্জ্জুনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারায় কৌরবসৈন্য দুর্য্যোধনের পার্ষ্ণি গ্রহণ

ভীষ্মের কথানুসারে চারি ভাগের এক ভাগ সৈন্য লইয়া দুর্য্যোধন হস্তিনাপুরাভিমুখী হইলে আরএক ভাগ অপহৃত গোধন রক্ষা করিয়া লইয়া যাইবে বাকী অর্দ্ধেক অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থ থাকিল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিল। অর্জ্জুন শত্রুসেনাগণকে পরাজিত করিয়া গোধন মুক্ত করিয়া দুর্য্যোধনের সমীপে গমন করিলেন।

কৌরবগণ গোসমুদায় বেগে মৎস্যাভিমুখে গমন করিতেছে ও মহাবীর ধনঞ্জয় কৃতকার্য্য হইয়া দুর্য্যোধনের সম্মুখীন হইতেছেন দেখিয়া সহসা তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন, রাজপুত্র, সত্বর রথ এরূপ চালনা কর যাহাতে কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারি। ঐ দেখ, কর্ণের সাহায্যবলে চিত্রসেনপ্রভৃতি বীরগণ আমাদের উপর শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ধনঞ্জয় শরানল দ্বারা শত্রুসৈন্য দগ্ধ করিতে লাগিলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর অর্জ্জুন দৃঢ়মৌর্বীক শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বিকর্ণকে ভূতলে পাতিত ও তাহার ধ্বজ ছেদন করিলেন। সে দ্রুতবেগে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল, বিকর্ণের পলায়নের পর শত্রুন্তপের শরাঘাতে ধনঞ্জয় সংক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চ শরাঘাতেই শত্রুন্তপকে নিহত করিলেন। অন্যান্য বীরপুরুষগণ ধনঞ্জয়ের শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল।

অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে বিকর্ণের পলায়ন ও শত্রুন্তপ নিহত

পরাক্রমশালী সুবেশধারী বীরগণ পার্থশরে প্রাণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথ্বীতলে শয়ান রহিল। তৎপরে অর্জ্জুন যুদ্ধস্থলে অরাতিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্বর কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণ সংহারপূর্ব্বক এক বাণে তাহার মস্তক ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণ ভ্রাতাকে নিহত দেখিয়া ক্রোধভরে অর্জ্জুনের অশ্বগণকে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহার সারথির প্রতি তিন শর ও ধ্বজের উপর তিন শর নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া শরজাল দ্বারা কর্ণের রথ আচ্ছাদনপূর্ব্বক তূণীর হইতে নিশিত ভল্ল নিষ্কাসিত করিয়া সত্বর তাঁহার গাত্র বিদ্ধ করিলেন। পরে সুশাণিত শরজাল দ্বারা

অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধে শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ণের পলায়ন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূতপুত্র কর্ণের বাহু, শির, উরু, ললাট ও গ্রীবাদেশ ভেদ করিলে কর্ণ শরপ্রহারে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রণ পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিলেন।

অর্জ্জুনের শরাঘাতে সংজ্ঞাশূন্য ভীষ্মকে লইয়া সারথির পলায়ন।

শান্তনুনন্দন ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধে ভীষ্ম অর্জ্জুনের শরাঘাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া রথযুগন্ধর ধারণপূর্ব্বক বহুক্ষণ নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ভীষ্মসারথি তাঁহাকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া রক্ষা করিবার অভিলাষে রথ লইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিল।

মহারথ ভীষ্ম সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিলে রাজা দুর্যোধন কার্ম্মুক গ্রহণপূর্ব্বক সিংহনাদ করিয়া অর্জ্জুনের সন্নিধানে আসিলেন এবং ভল্লাস্ত্র আকর্ণ সন্ধান করিয়া অর্জ্জুনের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন।

অর্জ্জুনের সহিত দুর্যোধনের যুদ্ধ ও তদ্ভ্রাতা বিকর্ণের উত্তুঙ্গ হস্তী অর্জ্জুনের শরে নিহত, কৌরবসেনাগণের পলায়ন, তদ্দর্শনে দুর্যোধনের পলায়ন।

অর্জ্জুন ভল্লবিদ্ধ হওয়ায় তাঁহার ললাটদেশ হইতে অনবরত রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। অনন্তর অর্জ্জুন উদ্রিক্তক্রোধ হইয়া গাণ্ডীব শরাসনে শরসন্ধান করিয়া দুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজা দুর্যোধনও তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার ভ্রাতা বিকর্ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বতসদৃশ এক মত্ত মাতঙ্গে আরোহণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জ্জুনশরে সেই মাতঙ্গ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। বিকর্ণ ভীত হইয়া পদসঞ্চারে অল্প কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভ্রাতা বিবিংশতির রথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর অর্জ্জুন আর একটি শরদ্বারা দুর্যোধনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া যোদ্ধৃগণের প্রতি অনবরত শরক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অর্জ্জুনশরে ক্ষতবিক্ষত-কলেবর হইয়া যোদ্ধৃগণ তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল। দুর্যোধন এই অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া

পলায়মান দুর্যোধনকে অর্জ্জুনের তিরস্কারপূর্ব্বক আস্ফালন বাক্যে দুর্যোধনের যুদ্ধার্থে প্রত্যাবর্ত্তন, তদ্দর্শনে ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি-কর্ত্তৃক দুর্যোধনকে সাহায্য দান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনশূন্য স্থানে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন অর্জ্জুন রক্তাক্তকলেবর দুর্যোধনকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আস্ফালনপূর্ব্বক বলিলেন, হে দুর্যোধন, তুমি যুদ্ধস্থল হইতে পলায়ন করিয়া কিজন্য মহীয়সী কীর্ত্তি কলঙ্কিত করিতেছ? দেখ, এখনও তুমি রাজ্যচ্যুত হও নাই, আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নির্দ্দেশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধে আসিয়াছি। অতএব এক্ষণে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও; ত্বৎকৃত পাপকার্য্যগুলি একবার স্মরণ কর। পাপের ফল ভোগ কর। যখন তুমি সমরে পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিতেছ, তখন ভূমণ্ডলে তোমার 'দুর্য্যোধন' নামটী নিতান্ত নিরর্থক হইবে। আজ তোমার অগ্রে পশ্চাতে কোন রক্ষক দেখিতেছি না, অতএব তুমি সত্বর পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা কর।

পলায়নোন্মুখ দুর্যোধন অর্জ্জুনের বাক্যে আহূত হইয়া মহারথে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। কর্ণ দুর্যোধনকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া স্বীয় ক্ষতবিক্ষত কলেবর সুস্থির করিয়া তাঁহার উত্তর-দিক্ দিয়া পার্থকে আক্রমণ করিল। মহাবাহু ভীষ্ম প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দুর্যোধনের পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতে লাগিলেন। দ্রোণ, কৃপ, বিবিংশতি ও দুঃশাসন প্রতিনিবৃত্ত দুর্যোধনের সাহায্যার্থ ধনুর্বাণ ধারণপূর্ব্বক শীঘ্র পুরোভাগে উপস্থিত হইলেন। ধনঞ্জয় কৌরবসেনাগণকে প্রতিনিবৃত্ত দেখিয়া তাহাদের অভিমুখে উপস্থিত হইলেন। কৌরবসেনা অর্জ্জুনের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া শরবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল।

গাণ্ডীবধন্বা ধনঞ্জয় অস্ত্রদ্বারা কৌরব অস্ত্রসকল প্রতিহত করত অনিবার্য্য ঐন্দ্র অস্ত্র সম্মোহন অস্ত্র আবির্ভূত করাইলেন এবং দশদিক্ শরসমূহে আচ্ছন্ন করিয়া গাণ্ডীবনির্ঘোষে কৌরবগণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন। পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ আধ্মাত করিলে দিক্ বিদিক্ আকাশ ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কুরুপ্রবীরগণ অর্জ্জুনের শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়া শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জ্জুনের ঐন্দ্র সম্মোহনের অস্ত্রে দুর্যোধন ভীষ্ম কর্ণ প্রমুখ কৌরববীরগণের সংজ্ঞাহীনতা

ধরাশয্যায় শয়ন করিল। তখন ধনঞ্জয় উত্তরার বাক্য স্মরণ করিয়া উত্তরকে বলিলেন, হে রাজকুমার, কৌরবগণ এখন সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে, অতএব তুমি সত্বর দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের শুক্লবস্ত্রদ্বয়, কর্ণের রুচির পীতবস্ত্র এবং অশ্বত্থামা ও দুর্যোধনের নীল বস্ত্রদ্বয় আহরণ কর। ভীষ্ম এই সম্মোহন অস্ত্রের প্রতিঘাত কৌশল অবগত আছেন, বোধ হয় উনি অচেতন হন নাই, অতএব উঁহার অশ্বগণকে বামদিকে রাখিয়া সাবধানে যাইবে। বিরাটপুত্র রশ্মি পরিত্যাগ ও রথ হইতে অবতরণপূর্ব্বক মহারথগণের বস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুনরায় স্বরথে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর সেই শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে তাহারা তৎক্ষণাৎ সৈন্যগণকে অতিক্রমকরতঃ অর্জ্জুনকে লইয়া রণক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইবে, এমন সময় ভীষ্ম অর্জ্জুনকে শরাঘাত করিতে লাগিলেন। এ দিকে ধনঞ্জয় তাঁহার অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাঁহাকেও দশ বাণে আহত করিলেন। অর্জ্জুন এইরূপে ভীষ্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্বস্ত করতঃ রথবৃন্দমধ্য হইতে বিমুক্ত হইয়া মেঘমালানিঃসৃত দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কুরুবীরগণ সংজ্ঞালাভ করিয়া দেখিলেন, সব্যসাচী সমরকৃত্য পরিত্যাগ করিয়া একাকী দণ্ডায়মান আছেন।

সংজ্ঞা লাভান্তর অর্জ্জুনকে বধ করিবার জন্য ভীষ্ম প্রভৃতিকে দুর্যোধনের আদেশ।

তখন দুর্য্যোধন অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন, আপনারা কি নিমিত্ত অর্জ্জুনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? উহাকে এরূপ আহত করুন যে, অর্জ্জুন যেন আর বিমুক্ত হইতে না পারে।

তখন ভীষ্ম হাস্য করিয়া বলিলেন, দুর্য্যোধন, এতক্ষণ তোমার বল বুদ্ধি কোথায় প্রস্থান করিয়াছিল? তোমরা সকলে যখন হতচেতন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভীষ্ম কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের আদেশ অবহেলন এবং পাণ্ডবদিগের ধর্ম্মাচরণের বহু প্রশংসা

হইয়া সমুদায় বাণ ও বিচিত্র ধনু পরিত্যাগ করিয়াছিলে তখন মহাবীর পার্থ নৃশংস কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন নাই; ইঁহার মন কদাচ পাপকার্যে সংসক্ত হয় না। ত্রৈলোক্য-লাভ হইলেও ইনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন না; এই নিমিত্ত এই সংগ্রামে তোমরা সকলে নিহত হও নাই। এক্ষণে সত্বর কুরুদেশে প্রস্থান কর, অর্জ্জুন গোধন সকল লইয়া গমন করুন। যাহাতে তোমার স্বার্থ ব্যাহত না হয়, এরূপ উপায় অনুসন্ধান কর।

অমর্ষ-পরবশ দুর্যোধন পিতামহমুখে হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বাভীষ্ট বিষয়ে হতাশ্বাস হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। অন্যান্য বীরগণ ভীষ্মবাক্যের হিতকারিতা অবগত হইয়া এবং ধনঞ্জয়রূপ হুতাশন বিবর্দ্ধমান দেখিয়া দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রতিনিবৃত্ত হওয়া স্থির করিলেন।

তখন মহাধনুর্দ্ধর ধনঞ্জয় কুরুবীরগণকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া প্রফুল্ল-চিত্তে মুহূর্ত্তকাল শরদ্বারা তাঁহাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন।

ধনঞ্জয় কর্ত্তৃক কৌরবগণকে পরাজয়, গোধন প্রত্যাহরণ, রাজকুমার উত্তরকে অশ্বকে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার আদেশ

তিনি বিচিত্র শর দ্বারা পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও অন্যান্য কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া দুর্য্যোধনের বিচিত্র মুকুট ছেদন করিলেন। অনন্তর অন্যান্য বীরগণকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক গাণ্ডীব-ঘোষে সমস্ত লোককে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পরে দেবদত্ত শঙ্খ-নিনাদে অরাতিগণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং সহেমজাল ধ্বজ দ্বারা সমুদয় শত্রুগণকে অভিভূত করিয়া বিরাট-পুত্রকে বলিলেন—উত্তর, এক্ষণে অশ্বগণকে আবর্ত্তিত কর; তোমার গোধন সমস্তই প্রত্যাহৃত হইয়াছে, উহারা অগ্রে গমন করুক, পশ্চাৎ তুমি হৃষ্টচিত্তে গমন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে ধনঞ্জয় সংগ্রামে জয় লাভ করিয়া বিরাটরাজের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন। ভয়বিহ্বলচিত্ত, মুক্তকেশ, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত কতকগুলি বৈদেশিক কুরুসৈন্য অরণ্যানী হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অর্জ্জুনকে প্রণিপাতপূর্ব্বক বলিল, আমরা আপনার কি করিব অনুমতি করুন। অর্জ্জুন বলিলেন, আমি তোমাদিগকে আশ্বাসিত করিতেছি, তোমাদের কিছু মাত্র ভয় নাই, তোমরা পরম সুখে প্রস্থান কর, আমি কদাচ আর্ত্ত ব্যক্তির প্রাণহিংসা করি না।

অনন্তর ধনঞ্জয় বিনিবৃত্ত শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া বিরাটনগরাভিমুখে গমন করিলেন। কৌরবগণ আর তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন, তাত, পাণ্ডবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন, তাহা তুমিই কেবল অবগত হইলে, কিন্তু নগরে প্রবেশ করিয়া উহা কদাচ প্রকাশ করিও না, তাহা হইলে অতিমাত্র ভয়বশতঃ তোমার পিতার প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। তুমি তাঁহার নিকট কৌরবগণের পরাজয় ও গোধন-প্রত্যাহরণ আত্মকৃত বলিয়া প্রকাশ করিবে।

উত্তর বলিলেন, মহাশয়, আপনি যে কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন, আমি তাহা সম্পাদন করি, ঈদৃশ সামর্থ্য আমার নাই, তবে এই মাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে, আপনি যাবৎ অনুমতি প্রদান না করিবেন, তাবৎ আপনার কথা পিতার সকাশে প্রকাশ করিব না।

এইরূপ কথোপকথনের পর শরবিক্ষত-শরীর ধনঞ্জয় শ্মশানবর্ত্তী সেই শমীবৃক্ষসমীপে সমুপস্থিত হইলেন। রথে পুনরায় সিংহধ্বজ সংযোজিত হইল। রাজকুমার উত্তর পাণ্ডবগণের আয়ুধ তূণ ও শর সমুদয় পূর্ব্ববৎ বিন্যস্ত করিলে ধনঞ্জয় পূর্ব্বের ন্যায় বেণীবন্ধনপূর্ব্বক বৃহন্নলারূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজপুত্রের অশ্বরশ্মি গ্রহণ করিলেন। রাজপুত্র উত্তর সারথি বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পথিমধ্যে অর্জ্জুন উত্তরকে বলিলেন, কুমার, দেখ, তোমার সমস্ত গোধন গোপালগণের সহিত সমানীত হইয়াছে। গোপালগণ তোমার অনুমতিক্রমে বাজিগণকে সলিলপান ও স্নান করাইয়া আশ্বস্ত-চিত্তে নগরে গমনপূর্ব্বক প্রিয় সংবাদ প্রদান ও তোমার বিজয়-ঘোষণা করুক। আমরা অপরাহ্নে গমন করিব। উত্তর অর্জ্জুনের বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ দূতগণকে আজ্ঞা দিলেন, তোমরা নগরে গমন-পূর্ব্বক শত্রুগণ পরাজিত ও গোধন প্রত্যাহৃত হইয়াছে, প্রচার কর। অনন্তর উত্তর ও পার্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্ব স্ব অলঙ্কার পরিধান করিলেন এবং উত্তর রথী ও বৃহন্নলা সারথি হইয়া নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে পরাজিত কৌরবগণ অতি বিষণ্ণবদনে দীনমনে হস্তিনানগরে গমন করিলেন।

এদিকে বিরাটরাজ সংগ্রামে ত্রিগর্ত্তদিগকে পরাজিত করিয়া প্রভূত ধন ও সমস্ত গোধন অধিকার করত পাণ্ডবচতুষ্টয়ের সহিত হৃষ্ট মনে স্বনগরে প্রবেশ করিলেন। প্রকৃতিপুঞ্জ ব্রাহ্মণদিগের সহিত তথায় আগমন করিয়া বিরাটরাজের অভিনন্দন করিলেন। বিরাট তাঁহাদিগকে প্রত্যভিনন্দন করিয়া বিদায় দিয়া সত্বর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবের সাহায্যে বিরাটরাজ কর্তৃক ত্রিগর্ত্তরাজের পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণপূর্বক নগরে প্রবেশ

অনন্তর তিনি অন্তঃপুরচারিণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার প্রিয় পুত্র উত্তর কোথায়? তাঁহার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য সকলে বলিল, মহারাজ, ভীষ্ম, কৃপ, কর্ণ প্রভৃতি মহারথ কৌরবগণ আপনার উত্তর গোগৃহের সমস্ত গোধন হরণ করিয়াছে শুনিবামাত্র রাজকুমার বৃহন্নলাসমভিব্যাহারে বিজয়লাভার্থ প্রস্থান করিয়াছেন। বিরাটরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথা শুনিবামাত্র সন্তপ্ত মনে মন্ত্রিগণকে বলিলেন, যাহারা আমার রণস্থল হইতে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করিয়াছে, তাহারা উত্তরের প্রাণরক্ষার্থ বিপুল সৈন্যবাহিনী সমভিব্যাহারে সত্বর যাত্রা করুক।

এইরূপে মৎস্যরাজ চতুরঙ্গিণী সেনাগণকে প্রেরণের অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন, হে সৈন্যগণ, তোমরা অতি শীঘ্র জানিয়া আমাকে সংবাদ দাও কুমার জীবিত আছেন কি না। আমার মনে হইতেছে যখন ক্লীব বৃহন্নলা তাহার সারথি হইয়া গিয়াছে, তখন কুমার জীবিত নাই। ধর্ম্ম-রাজ যুধিষ্ঠির ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, মহারাজ, আজ কুমারের সারথি বৃহন্নলা হওয়ায় আপনার সমস্ত গোধন সুরক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই।

ইত্যবসরে দূতসকল রাজসভায় কুমারের বিজয় সংবাদ আনিল। রাজকুমার কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া গোধনসমূহ লইয়া সারথির সহিত আগমন করিতেছেন। যুধিষ্ঠির বলিলেন, আপনার আত্মজনে কৌরবগণকে পরাজিত করিল, ইহা নিতান্ত অদ্ভুত ব্যাপার নহে, কারণ বৃহন্নলা যাহার সারথি তাঁহার জয় ধ্রুব।

অনন্তর বিরাটনৃপতি হৃষ্টান্তঃকরণে দূতগণকে পারিতোষিক প্রদান করিয়া মন্ত্রীদিগকে যথাযথভাবে জয়োৎসব করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। রাজার আদেশক্রমে ভেরী তূরী ও শঙ্খ সকল বাদিত হইতে লাগিল, প্রমদারা উজ্জ্বলবেশে উত্তরের প্রত্যুদ্গমন করিল, সূত ও মগধগণ রাজকুমারকে আনয়ন করিবার জন্য নগর হইতে বিনির্গত হইল।

তখন মৎস্যরাজ প্রফুল্লমনে সৈরিন্ধ্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সৈরিন্ধ্রি, এক্ষণে অক্ষ আনয়ন কর; আমি কঙ্কের সহিত দ্যূতক্রীড়া করিব। যুধিষ্ঠির ইহা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ, শুনিয়াছি, হৃষ্ট ও ধূর্ত্তের সহিত ক্রীড়া করা অন্যায় ও গর্হিত। আজ আপনাকে সাতিশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্তুষ্ট দেখিতেছি, অতএব আপনার সহিত কদাচ দ্যূতক্রীড়া করিব না, যদি ইচ্ছা হয়, বলুন, আমি অবশ্যই আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠান করিব।

বিরাট দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করাতে যুধিষ্ঠির অগত্যা তৎক্ষণেই দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দ্যূতারম্ভ হইলে মৎস্যরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, কঙ্ক, আমার পুত্র মহাবীর উত্তর কৌরবগণকে রণস্থলে অনায়াসে পরাজিত করিয়াছে। যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ, বৃহন্নলা যাহার সারথি, সংগ্রামে তাহার জয় ধ্রুব। মৎস্যরাজ বারংবার এই কথা যুধিষ্ঠিরের মুখে শুনিয়া নিতান্ত অধীর হইয়া বলিলেন, হে কঙ্ক, আমার পুত্র উত্তর, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষীয়গণকে কি নিমিত্ত পরাজিত করিতে অসমর্থ হইবে? তুমি আমার পুত্রের সমান ক্লীবের প্রশংসা করিলে; তোমার বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান নাই; তুমি এক্ষণে আমারই অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, যাহা হউক আজ বয়স্যভাবপ্রযুক্ত তোমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম; কিন্তু যদি জীবিতলাভের অভিলাষ থাকে তাহা হইলে আর কদাচ এরূপ বলিও না।

যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ, আচার্য্য দ্রোণ, ভীষ্ম, অশ্বত্থামা, কৃপ, কর্ণ, দুর্যোধন ও অন্যান্য মহারথ রাজগণ এবং সুরসমূহ-পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রও যদি রণস্থলে উপস্থিত হন তাহা হইলে বৃহন্নলা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সহিত কেহই যুদ্ধ করিতে সমর্থ হন না। তাঁহার তুল্য বাহুবল-সম্পন্ন আর কেহই হন নাই, হইবেনও না। যিনি একত্র সমবেত দেব, দানব ও মানবগণকে অক্লেশে পরাজয় করিতে সমর্থ হন, তাঁহার সাহায্যে কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে জয়লাভ না করিবে?

বিরাট বলিলেন, কঙ্ক, আমি বারংবার তোমাকে নিষেধ করিতেছি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি তুমি বাক্য সংযমন করিতেছ না, বোধ হয় নিয়ন্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত হয় না; যাহা হউক, তুমি আর কদাচ এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। মৎস্যরাজ এইরূপ ভর্ৎসনা করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত করিবামাত্র যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল, যুধিষ্ঠির সেই রক্তধারা ভূমি স্পর্শ করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি দ্বারা ধারণ করিলেন। অনন্তর পার্শ্ববর্ত্তিনী দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া এক স্বর্ণ পাত্রে সেই শোণিত-ধারা ধারণ করিলেন।

যুধিষ্ঠিরের সহিত অক্ষক্রীড়ায় মৎস্যরাজ কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে অক্ষদ্বারা প্রহার ও যুধিষ্ঠিরের নাসিকা হইতে রক্তপাত

ইত্যবসরে রাজকুমার উত্তর বিবিধ গন্ধমাল্যে আকীর্ণ হইয়া স্বচ্ছন্দে নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসী ও জনপদবাসী স্ত্রীপুরুষগণ তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে লাগিল। পিতাকে সংবাদ দিবার জন্য দ্বারবান্‌কে আদেশ করিলেন। দ্বারী মৎস্যরাজ-সমীপে গমন করিয়া বলিল, মহারাজ, রাজকুমার উত্তর বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে দ্বারে সমুপস্থিত হইয়াছেন।

মৎস্যরাজ তাঁহাদিগকে আনয়ন করিবার জন্য দ্বারবান্‌কে আদেশ করিলেন। সেই সময় যুধিষ্ঠির দ্বারবান্‌কে কাণে কাণে বলিয়া দিলেন, তুমি কেবল উত্তরকে আনয়ন করিবে, বৃহন্নলা যেন এখন এস্থানে না আসেন। বৃহন্নলা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে "সংগ্রাম ব্যতিরেকে যে ব্যক্তি আমার কলেবর হইতে শোণিত-পাতের কারণ হইবে তাহাকে কদাচ জীবিত রাখিবেন না।" অতএব বৃহন্নলা যদি এস্থানে আসিয়া আমার অঙ্গে শোণিত দেখে তাহা হইলে অবশ্যই বিরাটকে অমাত্য ও বলবাহনের সহিত সংহার করিবে।"

অনন্তর উত্তর সভামণ্ডপে প্রবেশপূর্ব্বক পিতার চরণ বন্দনা করিয়া কঙ্ককে প্রণাম করিলেন এবং দেখিলেন, তিনি শোণিতসিক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলেবরে ব্যগ্রচিত্তে একান্ত ধরাসনে আসীন রহিয়াছেন, সৈরিন্ধ্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। তখন তিনি নিতান্ত সন্তপ্ত হইয়া পিতাকে বলিলেন, তাত, কে ইঁহাকে প্রহার করিয়াছে? কোন্ ব্যক্তি এই প্রকার পাপানুষ্ঠান করিল?

বিরাট বলিলেন, বৎস, আমি তোমার বিজয়বার্ত্তা শ্রবণে পরম আহ্লাদিত হইয়া তোমার প্রশংসা করিতেছিলাম; তখন কুটিলস্বভাব এই ব্রাহ্মণ তাহাতে অনুমোদন না করিয়া কেবল ক্লীব বৃহন্নলার প্রশংসা করিল; আমি তন্নিমিত্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অক্ষদ্বারা আঘাত করিয়াছি।

উত্তর বলিলেন, মহারাজ, আপনি ইঁহাকে প্রহার করিয়া গুরুতর অপরাধ করিয়াছেন; শীঘ্র প্রসন্ন করুন; নচেৎ দারুণ ব্রহ্মবিষে সমূলে নির্ম্মূল হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই। মহারাজ বিরাট পুত্রের বাক্য-শ্রবণান্তর ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশনসদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, যুধিষ্ঠির বলিলেন, মহারাজ, "আমি অনেকক্ষণ ক্ষমা করিয়াছি, আমার আর ক্রোধ নাই। যদি আমার রুধির ভূতলে পড়িত তাহা হইলে তুমি অবশ্যই বিনষ্ট হইতে, তোমার রাজ্যও উৎসন্ন যাইত, তুমি আমাকে নিরপরাধে প্রহার করিয়াছ বটে, কিন্তু আমি তন্নিমিত্ত তোমার অণুমাত্র অপরাধ গ্রহণ করি না। ইহা প্রসিদ্ধই আছে, বলবান্ প্রভুরা সহসা অধিকৃতের উপর ক্রোধপরবশ হইয়া উঠেন।"

যুধিষ্ঠিরের নিকট বিরাট-রাজের ক্ষমা প্রার্থনা।

যুধিষ্ঠিরের নাসিকানিঃসৃত শোণিত অপনীত হইলে বৃহন্নলা তথায় আসিয়া বিরাটরাজকে ও যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বৃহন্নলাকে অভিনন্দন করিয়া তাঁহার সমক্ষেই রণপ্রত্যাগত পুত্র উত্তরকে প্রবল পরাক্রান্ত কৌরবগণকে রণে পরাজিত করিয়া অত্যদ্ভুত শৌর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন এই বলিয়া উত্তরের বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বলশালী কৌরবগণ আমার যে সমস্ত গোধন আত্মসাৎ করিয়াছিল, তুমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমিষহর ব্যাঘ্রের মত তাহাদিগকে দূরীভূত করিয়া তৎসমুদায় প্রত্যাহৃত করিয়াছ। বৎস, তোমা হইতেই আমি পুত্রবান্ হইয়াছি; তোমার তুল্য পুত্র আমার আর নাই, হইবেও না।

উত্তর বলিলেন, তাত, আমি স্বয়ং এই সকল মহারথ অরাতিগণকে রণে পরাজিত করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করি নাই। এক দেবপুত্র আমার সমুদায় ঐ অসাধ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। আমি ভীত হইয়া পলায়ন করিতেছিলাম, তিনি আমাকে নিবারণপূর্ব্বক স্বয়ং রথে অধিষ্ঠান করিয়া সেই সমস্ত দুর্দ্ধর্ষ কুরুগণকে পরাজয় ও গোধন প্রত্যাহরণ করিলেন। তিনি একাকী শরসমূহ নিক্ষেপ করিয়া কৃপ, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ছয় জন রথীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে সেই দেবকুমার দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, কুরুরাজ, কোথায় পলায়ন করিতেছ? হস্তিনানগরে গমন করিলেও তোমার নিস্তার নাই। এক্ষণে স্বীয় বল বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক যুদ্ধ করিয়া জীবন রক্ষার চেষ্টা কর, তুমি পলায়ন করিলেও কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে না। অতএব আজ যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হও; যদি তাহাতে জয়লাভ কর, তাহা হইলে পৃথিবীশ্বর হইবে আর যদি নিহত হও তাহা হইলে ক্ষাত্রোচিত কর্ত্তব্য করিয়া স্বর্গ লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

দেবকুমারই কৌরবগণকে পরাজিত করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গোধন প্রত্যাহরণ করিয়াছেন, এ যুদ্ধে তাঁহার নিজের কিছুমাত্র কৃতিত্ব নাই ইহাই পিতার নিকট উত্তরের উক্তি।

মানধন দুর্য্যোধন দেবপুত্রের এইরূপ বাক্যশ্রবণে ক্রোধে অধীর হইয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে অশনিসদৃশ শর নিক্ষেপ করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। তখন ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় দুর্য্যোধনের অতি ভীষণ মুখ দর্শনে আমার রোমহর্ষ ও ভীষণ কম্প হইতে লাগিল। কিন্তু সেই সিংহসদৃশ দেবকুমার একাকী ছয় জন রথীকে পরাজিত করিলেন। পরিশেষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংখ্য শরনিকর প্রহার দ্বারা সমুদায় কুরুগণ ও তাহাদের সৈন্যগণকে জয় করিয়া কৌরবগণের বসন আহরণপূর্ব্বক তাহাদিগকে উপহাস করিতে লাগিলেন। অধিক কি, যেমন রোষাভিভূত শার্দ্দূল অনায়াসে বনচর মৃগ-গণকে বশীভূত করে তদ্রূপ সেই মহাবাহু পরাক্রান্ত দেবকুমার অতি অল্পকাল মধ্যেই সসৈন্য কৌরবগণকে পরাজিত করিলেন।

বিরাট বলিলেন, বৎস, যে দেবকুমারের অলৌকিক প্রভাব বর্ণনা করিলে আর যাঁহার কৃপায় আমার মান মর্যাদা এবং তোমার জীবন রক্ষা হইয়াছে, সেই দেবকুমার কোথায়? উত্তর বলিলেন, তিনি এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন, দুই এক দিনের মধ্যেই তিনি আবির্ভূত হইবেন। তখন মৎস্যরাজ প্রচ্ছন্নবেশী মহাবীর অর্জ্জুনের স্বরূপবৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না।

অনন্তর অর্জ্জুন বিরাটরাজের আদেশানুসারে স্বয়ং উত্তরার নিকটে গমন করিয়া যুদ্ধ হইতে আহৃত বস্ত্রসমুদায় প্রদান করিলেন। রাজ-কুমারী নূতন বস্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন। পরে ধনঞ্জয় বিরাট-পুত্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নিবেদন করিলেন, পরিশেষে পঞ্চ ভ্রাতা একত্র মিলিত হইয়া উত্তরের সহিত হৃষ্টমনে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর দ্যূতের সর্ত্তানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাসের কষ্ট ভোগের পর ত্রয়োদশ বর্ষ বিরাট-ভবনে অজ্ঞাতবাস করিয়া এক্ষণে প্রতিজ্ঞামুক্ত পাণ্ডবগণ তৃতীয় দিবসে স্নানানন্তর শুক্ল বসন ও নানাবিধ আভরণ পরিধানপূর্ব্বক বিরাট-রাজের সভায় আগমন করিয়া রাজসিংহাসনে আসীন হইলেন। ইত্যবসরে বিরাটরাজ রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিবার জন্য সভায় আগমন করিয়া পাণ্ডবগণকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, হে কঙ্ক, আমি তোমাকে দ্যূতকারী সভ্যরূপে বরণ করিয়াছিলাম; তুমি এক্ষণে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি জন্য অলঙ্কৃত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলে? অর্জ্জুন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে পরিহাস-বাসনায় বলিলেন, হে রাজন্, এই মহাতেজা দেবরাজের অর্দ্ধাসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত। ইনি অতি বদান্য, মূর্তিমান্ ধর্ম্ম ও অলৌকিক বুদ্ধিসম্পন্ন। ইনি অস্ত্রবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মহারাজ মনুর ন্যায় প্রজাগণের অনুগ্রাহক ও প্রতিপালক। ইনি কুরুবংশাবতংস ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির। এতাদৃশ গুণবান্ রাজা যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহাসনের যোগ্য হইবেন না?

বিরাট বলিলেন, যদি ইনিই রাজা যুধিষ্ঠির, তাহা হইলে ইঁহার অপর চারি ভ্রাতা ও সহধর্মিণী যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কে? তাঁহারা দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া কোথায় গমন করিয়াছেন তাহা ত কেহই অদ্যাপি অবগত নহে।

অর্জ্জুন বলিলেন, হে রাজন্, যিনি আপনার সূপকার বল্লব, তিনি এই ভীম, যিনি দুরাত্মা কীচকগণকে সংহার করিয়াছিলেন, ইনিই সেই গন্ধর্ব্ব। যিনি আপনার অশ্বপাল, তিনি এই নকুল এবং যিনি আপনার গো-পালক, তিনি এই সহদেব। এই অলোকসামান্যরূপসম্পন্না পতি-পরায়ণা সৈরিন্ধ্রীই দ্রুপদনন্দিনী। কীচকগণ ইঁহার নিমিত্ত নিহত হইয়াছেন। আর আমিই ভীমসেনের অনুজ ও নকুল সহদেবের অগ্রজ অর্জ্জুন, আপনি আমার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। হে রাজন্, সন্তান যেমন জননীর গর্ভে অবস্থান করে, সেইরূপ আমরা আপনার রাজভবনে পরম সুখে ও যত্নে পূর্ণ এক বৎসর কাল অজ্ঞাতবাস করিয়াছি।

অর্জ্জুনের পরিচয়-প্রদান পরিসমাপ্ত হইলে বিরাটতনয় উত্তর সাগ্রহে পুনরায় পরিচয় দিতে লাগিলেন। তাত, এই যে সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ, সিংহের ন্যায় প্রবৃদ্ধ, উন্নত নাসাসম্পন্ন ও লোহিতাক্তনেত্র পুরুষকে

পিতার নিকট উত্তরকর্ত্তৃক পঞ্চ পাণ্ডবের ও দ্রৌপদীর পরিচয়-প্রদান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতেছেন, ইনি রাজা যুধিষ্ঠির। এই যে মত্তমাতঙ্গগামী, তপ্তকাঞ্চন-বর্ণ, স্থূলস্কন্ধ ও দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতেছেন, ইনি বৃকোদর। ইঁহার পার্শ্বে যে বারণযূথপতি-সম সিংহস্কন্ধ, গজরাজগামী, কমলায়তলোচন, শ্যামকলেবর যুবা দণ্ডায়মান আছেন, ইনিই মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুন। ঐ যে উপেন্দ্র ও মহেন্দ্র সদৃশ দুইটি পুরুষ যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বদেশ উজ্জল করিয়া উপবিষ্ট আছেন, মনুষ্যলোকে যাঁহাদের রূপ, লাবণ্য, বল, বিক্রম ও সুশীলতার তুলনা নাই, ইঁহারাই নকুল ও সহদেব। আর ঐ মূর্তিমতী পার্বতীর ন্যায়, স্নিগ্ধদর্শন ইন্দীবরের ন্যায়, মনোহারিণী দেবকন্যার ন্যায় বিগ্রহবতী লক্ষ্মীর ন্যায় যে রমণী ইঁহাদের পার্শ্বদেশে উপবিষ্টা আছেন, ইনিই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণা।

এইরূপে রাজকুমার উত্তর পিতার সমক্ষে পাণ্ডবগণের পরিচয় প্রদান করিয়া পরিশেষে অর্জ্জুনের বল বিক্রম বর্ণনা করিতে লাগিলেন। ইনিই মৃগকুল-সংহারকারীর ন্যায় শত্রুগণকে নিপাতিত করিয়াছেন এবং রথসমূহ ভগ্ন করিয়া অক্ষুব্ধচিত্তে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছিলেন, প্রকাণ্ড-কলেবর মাতঙ্গগণ ইঁহারই বাণে আহত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, ইনিই মহাবলপরাক্রান্ত কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গোধন সমস্ত প্রত্যানীত করিয়াছেন, ইঁহারই শঙ্খনাদে আমার কর্ণদ্বয় বধির হইয়াছিল।

মৎস্তরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, তবে পাণ্ডবগণকে প্রসন্ন করিবার প্রকৃত সময় সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব যদি তোমার মত হয় বল, আমি এক্ষণেই ধনঞ্জয়কে উত্তরা প্রদান করি।

উত্তর বলিলেন, আমার মতে পাণ্ডবগণ পূজনীয় ও মাননীয় এবং তাঁহাদিগের প্রতি আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের প্রকৃত সময়ও উপস্থিত হইয়াছে, অতএব সৎকারার্হ মহাভাগ পাণ্ডবগণকে যথোচিত পূজা করুন।

বিরাট বলিলেন, আমি শত্রুগণের হস্তগত হইয়াছিলাম; ভীমসেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাকে মুক্ত করিয়া গোধনসমূহ প্রত্যানয়ন করিয়াছেন। ফলতঃ আমরা ইঁহাদেরই বাহুবলে সংগ্রামে জয়ী হইয়াছি। অতএব এক্ষণে আমরা অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির ও তাঁহার অনুজগণের সৎকার করি। আমরা অজ্ঞাতসারে ইঁহাদিগকে যাহা কিছু অযথা কথা বলিয়াছি, বোধ হয় ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তৎ সমুদায় ক্ষমা করিবেন। বিরাটরাজ এই কথা বলিয়া প্রফুল্লবদনে প্রথমে রাজা যুধিষ্ঠিরের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে শিষ্টাচারসহকারে সৎকারপূর্ব্বক দণ্ডকোষ ও নগর-সমেত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন এবং কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বলিয়া পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তকাঘ্রাণ, তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন ও বারংবার দর্শন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইলেন না। বিরাট বলিলেন, সব্যসাচী ধনঞ্জয় উত্তরার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এক্ষণে ইনিই তাহার পাণিগ্রহণ করুন।

রাজা যুধিষ্ঠির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রতি দৃষ্টি করিবামাত্র তিনি মৎস্যরাজকে বলিলেন, হে রাজন্, মৎস্য ও ভরতকুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়, অতএব আজ আমি স্নুষার্থ আপনার উত্তরাকে গ্রহণ করিলাম।

যুধিষ্ঠিরের নিকট বিরাটরাজের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা বিজ্ঞাপন এবং অর্জ্জুনকে কন্যা সম্প্রদানের প্রস্তাব

বিরাটরাজ বলিলেন, পাণ্ডবপ্রবীর, আপনি কি নিমিত্ত আমার প্রদত্ত উত্তরাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতেছেন?

অর্জ্জুন বলিলেন, মহাভাগ, আমি নিরন্তর অন্তঃপুরে আপনার কন্যার সহিত একত্র বাস করিতাম, তিনি কি রহস্য কি প্রকাশ্য সকল বিষয়েই আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, আমি তাঁহাকে পরম যত্নে নৃত্য গীত শিক্ষা করাইতাম বলিয়া তিনিও আমাকে সম্মানভাজন আচার্য্যের ন্যায় বোধ করিতেন। আমি এইরূপে সেই যুবতীর সহিত এক বৎসর একত্র বাস করিয়াছি, এক্ষণে যদি তাঁহার পাণিগ্রহণ করি, তাহা হইলে আপনার ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যান্য ব্যক্তির সাতিশয় সন্দেহ জন্মিতে পারে। আমি নির্দ্দোষ, জিতেন্দ্রিয় ও দান্ত হইয়া আপনার কন্যার বিশুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি। তিনি পুত্রবধূ হইলে কেহ আপনার দুহিতার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি কোন সন্দেহ করিতে পারিবে না। আমি অভিশাপ ও মিথ্যাবাদকে অত্যন্ত ভয় করি, অতএব উত্তরাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতেছি। বাসুদেবের প্রিয়তম ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ অস্ত্রকোবিদ পুত্র অভিমন্যু আপনার জামাতা ও উত্তরার ভর্ত্তা হইবার একান্ত উপযুক্ত পাত্র।

অর্জ্জুন কর্তৃক রাজকুমারী উত্তরাকে স্নুষার্থ গ্রহণ

বিরাটরাজ বলিলেন, হে কৌন্তেয়, আপনি নিতান্ত ধর্ম্মপরায়ণ, উত্তরার পাণিগ্রহণ অস্বীকার করা আপনার পক্ষে সম্যক্ উপযুক্তই হইয়াছে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। আমি যখন আপনার সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিলাম, তখন আমার সমুদায় কামনা সম্পন্ন হইল। অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের পরস্পর সম্বন্ধবন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের নিকট চর প্রেরিত হইল। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর এক চর দ্বারা বাসুদেবকে এই সংবাদ অবগত করাইলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে পাণ্ডবগণ বিরাট-নগরে অবস্থান করিতেছেন, ইহা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। অর্জ্জুন, কৃষ্ণ, অভিমন্যু ও যাদবগণকে আনয়ন করিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত প্রিয় পাত্র কাশীরাজ ও শৈব্য প্রত্যেকে অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন। মহাবল দ্রুপদও অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন; দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদরাজের সমভিব্যাহারে আগমন করিলেন; ইঁহারা সকলেই অক্ষৌহিণী-নায়ক, যাগশীল ও বেদাধ্যায়নসম্পন্ন। পরমধার্ম্মিক বিরাট নানাদিগ্‌দেশাগত নৃপতিগণ ও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারীদিগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক সৎকার করিলেন। অভিমন্যুকে কন্যা প্রদান করিবেন বলিয়া তাঁহার আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর আনর্ত্তদেশ হইতে বাসুদেব, বলদেব, কৃতবর্ম্মা, হার্দিক্য, যুযুধান, সাত্যকি, অনাবৃষ্টি, অক্রূর, শাম্ব এবং বলদেবপুত্র নিশঠ ইঁহারা অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আগমন করিলেন। বাসুদেব পাণ্ডবগণকে রাজোচিত অর্থ, স্ত্রীরত্ন ও পৃথক্ পৃথক্ পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন।

আনর্ত্তদেশ হইতে বাসুদেব-প্রমুখ প্রবীরগণ অভিমন্যু ও সুভদ্রাকে লইয়া বিবাহোপ-লক্ষে আগমন করিলেন

অনন্তর যথাবিধি বিবাহকার্য সমাপ্ত হইল। শঙ্খ, ভেরী, পণব প্রভৃতি বাদ্য সকল বাদিত হইতে লাগিল। নানাবিধ মৃগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি প্রভূত সুরাসকল সমাহৃত হইল। গায়ক, আখ্যায়ক, নট, বৈতালিক, সূত, মাগধগণ তাঁহাদিগের স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। সর্বাঙ্গসুন্দরী মৎস্যনারীগণ মণিকুণ্ডল প্রভৃতি নানাবিধ আভরণ ধারণপূর্ব্বক সমলঙ্কৃতা উত্তরাকে লইয়া সুদেষ্ণা-সমভিব্যাহারে তথায় আগমন করিলেন কিন্তু যাজ্ঞসেনীর অদ্ভুত রূপলাবণ্য ও উজ্জ্বল কান্তি-সন্দর্শনে সৌন্দর্যে সকলেই পরাভূত হইলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির উত্তরাকে স্নুষার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া কৃষ্ণকে পুরস্কৃত করতঃ মহাত্মা সৌভদ্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদন করিলেন। মৎস্যরাজ বিরাট প্রজ্বলিত হুতাশনে যথাবিধি হোম ও দ্বিজগণকে অর্চনা করিয়া জামাতাকে প্রীতিপূর্ব্বক সপ্তসহস্র অশ্ব, দ্বিশত হস্তী, ভূরি ধন, রাজ্য, বল, কোষ ও আত্মা পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন।

রাজা যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক অভি-মন্যুর যথাবিধি বিবাহ সম্পাদন

উদ্বাহ-ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে রাজা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণদিগকে কৃষ্ণ-প্রদত্ত সমুদায় ধন, গোসহস্র, রত্নজাত, বিবিধ বস্ত্র, ভূষণ, যান, শয়ন, উপাদেয় ভোজন ও নানাবিধ পানীয় প্রদান করিলেন। হৃষ্ট পুষ্ট জনাকীর্ণ মৎস্য-নগর মহোৎসবময় হইয়া অপূর্ব্ব শোভা পাইতে লাগিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

দ্যুতক্রীড়ায় মহারাজ যুধিষ্ঠির পরাজিত হওয়ায় দ্যুতের সর্ত্তানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনে অতি কষ্টে কালযাপনের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসকাল মহাত্মা মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে পাণ্ডবগণ পতিপরায়ণা দ্রৌপদীর সহিত অতিবাহিত করিলেন। দুর্য্যোধন মনে করিয়াছিলেন, ঐ ত্রয়োদশ বর্ষকাল মধ্যেই সকল স্থানে চর পাঠাইয়া পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান নিশ্চয়ই পাইবেন। ঐ অজ্ঞাতবাস কালের মধ্যে যদি পাণ্ডবগণের অনুসন্ধান পাওয়া যাইত তাহা হইলে পাণ্ডবগণকে পুনরায় আরও দ্বাদশ বৎসরকাল বনবাসে থাকিতে হইত, কারণ এইরূপই দ্যুতের সর্ত্ত ছিল। দুর্যোধন ভাবিয়াছিলেন সাম্রাজ্য কৌরবগণই বরাবর নির্বিবাদে ভোগ করিবেন, পাণ্ডবগণকে চিরদিনই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে বনে অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া কালযাপন করিতে হইবে। বিধাতার বিধান স্বতন্ত্র দাঁড়াইল।

হিমালয়ে ঋষিগণের মধ্যে যখন রাজর্ষি পাণ্ডু পতিপরায়ণা কুন্তী ও মাদ্রী এই দুই মহিষীর সহিত বনে বাস করেন, তৎকালে দেবানুগ্রহে কুন্তী ও মাদ্রীর গর্ভে পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয়। তথায় পাণ্ডুর স্বর্গারোহণের পর ঋষিগণ পাণ্ডুর মৃতদেহ, সহমৃতা কনিষ্ঠা মহিষী মাদ্রীর দেহ, পাণ্ডুর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপুত্র ও মহিষী কুন্তীকে লইয়া হস্তিনাপুরে যখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে আনয়নপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের পরিচয় দিয়া যান, তাহার কিছুদিন পর হইতেই পাণ্ডবগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, সুশীলতা, ধৈর্য্য ও পরাক্রমাদি বহু সদ্গুণের অধিকারী হওয়ায় তাঁহারা সকলেরই প্রীতিভাজন হইয়া উঠিলেন। তাহাতে ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন, বিশেষতঃ দুর্যোধন, যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নানাবিধ পাপ উপায় অবলম্বন করিয়া পাণ্ডবগণের একেবারে উচ্ছেদের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

একদা দুর্য্যোধনের মন্ত্রণানুসারে গঙ্গাতীরস্থ রমণীয় উদ্যানে জলক্রীড়ার জন্য ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবগণ গমন করেন। তথায় ভ্রাতৃগণ প্রীতিভোজনে উপবেশন করিলে পাপাত্মা দুর্যোধন অমিতবলবিক্রমশালী ভীমসেনকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে মিষ্টান্নে বিষ মিশ্রিত করিয়া স্বয়ং সাদরে ভীমসেনের মুখে সেই বিষমিশ্রিত মিষ্টান্ন দিয়া তাঁহাকে বধ করিবার চেষ্টা করেন। পাণ্ডবদিগের প্রতি ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের বিশেষতঃ দুর্য্যোধনের দ্রোহবুদ্ধি নিবন্ধন ভীমসেনকে বিষপ্রয়োগ দ্বারা বধ চেষ্টা দুর্য্যোধনকৃত পাপানুষ্ঠান ইহা পাণ্ডবগণ বেশ বুঝিতে পারিলেন। ইহাই হইল ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকৃত নিরপরাধ পাণ্ডবগণের প্রতি প্রথম উৎকট পাপাচরণ।

ধর্ম্মপরায়ণ সরলপ্রকৃতি পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণের প্রথম উৎকট পাপাচরণ

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের অনুমতি অনুসারে কুন্তীসহ পাণ্ডবগণকে বারণাবতে বাস করিবার ব্যবস্থা দুর্য্যোধনই করেন; বারণাবতে পাণ্ডবগণের বাসের ভবনটী, অতি দাহ্য পদার্থ দ্বারা নির্মিত করিয়া সেই গৃহে পাণ্ডবগণ ও কুন্তীকে বাস করিবার জন্য পাঠান হইল। ঐ জতুগৃহে অগ্নিসংযোগে কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে পাপাত্মা দুর্য্যোধন ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাই হইল পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনাদি কৌরবগণের অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অত্যুৎকট পাপাচরণ। ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণ জননীসহ সেই জতুগৃহ-দাহ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অরণ্যানীতে প্রবেশ করেন। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণগণের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। এই বনবাসকালমধ্যে পাঞ্চালরাজকন্যা

পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্যোধনাদি কৌরবগণের দ্বিতীয় অত্যুৎকট পাপাচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সংবাদ পাণ্ডবগণ পরম্পরাক্রমে অবগত হইয়া সেই স্বয়ংবর-দর্শনে দ্রুপদরাজ্যে জননী কুন্তীসহ যাত্রা করেন। সেখানে প্রচ্ছন্ন ভাবে এক কুম্ভকারের বাটীতে তাঁহারা অবস্থান করেন।

সেই স্বয়ংবর-সভায় সমাগত ভারতবর্ষের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিগণ যে লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই, দুর্দ্ধর্ষ অর্জ্জুন সেই লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী লাভ করিলেন। দ্রৌপদীর তুল্য রূপলাবণ্যবতী রমণী পৃথিবীতে ছিল না। তাঁহার বর্ণ শ্যামল থাকায় তাঁহার আর একটি নাম "কৃষ্ণা" আর তিনি দ্রুপদরাজের যজ্ঞবেদী-সম্ভূতা বলিয়া তাঁহাকে "যাজ্ঞসেনী" ও বলা হয়।

এরূপ রূপলাবণ্যবতী সর্ব্বগুণান্বিতা পতিপরায়ণা রমণী তৎকালে ছিল না। বস্তুতঃ দ্রৌপদী ইন্দ্রের পত্নী শচীই দ্রুপদরাজ যজ্ঞসেনানুষ্ঠিত যজ্ঞভাগ যাজ্ঞসেনীরূপে হুতাশন হইতে উৎপন্না হন। দেবগণ লোকহিতার্থ এবং ভূ-ভার-হরণার্থ নিজ নিজ তেজোভাগ দ্বারা প্রয়োজনানুসারে স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। ইন্দ্রের স্বকর্ম্মনিবন্ধন তদীয় তেজোহানি হয়, তাহার ফলে স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্ম ইন্দ্রদেহজাত তেজ পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই মহাতেজা পরম ধার্মিক যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়। সেইরূপ ভগবান্ পবনদেব ঐন্দ্র তেজ কুন্তীগর্ভে নিক্ষেপ করেন, তাহাতেই ভীমসেনের জন্ম হয়। ঐ কুন্তীগর্ভেই ইন্দ্রের বলার্দ্ধ দ্বারা পার্থ ধনঞ্জয়ের জন্ম হয়। আর ইন্দ্রের লাবণ্যধারী তেজঃস্বরূপ অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা কুন্তীর সপত্নী মাদ্রীগর্ভে মহাদ্যুতিসম্পন্ন যে যমজ কুমার নকুল ও সহদেব উৎপাদিত হন তাঁহারাও ঐ ইন্দ্রতেজঃ-সম্পন্ন। সুতরাং দেবরাজ ইন্দ্রই যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব এই পাঁচ অংশে অবতীর্ণ হন, ইহাই ভগবান্ ব্যাসদেব দ্রুপদরাজকে দিব্য চক্ষু প্রদানপূর্ব্বক দেখাইয়া দ্রৌপদীর পঞ্চপতি-বিষয়ক উদ্বেগ মন হইতে একেবারে দূর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। আর ইন্দ্রের পত্নী শচীই দ্রুপদরাজ যজ্ঞসেনের যজ্ঞ-বেদির যজ্ঞভাগ যাজ্ঞসেনী-দ্রৌপদীরূপে উৎপন্না হন।

দেবগণ স্বীয় শরীরকে ইচ্ছামত অনেক ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন। দেবরাজ ইন্দ্রই যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইন্দ্রই হইলেন পঞ্চ পাণ্ডব, পঞ্চ পাণ্ডব হইলেন এক ইন্দ্র। মহাভাগা শচী যেমন ইন্দ্রের প্রতি একনিষ্ঠভাবে অনুরক্তা ছিলেন, দ্রৌপদীও সেইরূপ পঞ্চ পাণ্ডবরূপ এক ইন্দ্রে একাগ্রচিত্তা ছিলেন। যখন সত্যসন্ধ, ধর্ম্মপ্রাণ মহারাজ যুধিষ্ঠির শকুনির সহিত কপট দ্যূতে পরাভূত হইয়া অপহৃতসর্বস্ব হইলেন, যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব চারি ভ্রাতাকে এবং আপনাকেও পণ রাখিয়া বিজিত হইলেন। তখন শকুনি বলিলেন, এখনও দ্রৌপদী আছেন, তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির প্রাণপ্রিয়া পতিপরায়ণা স্বর্গলক্ষ্মী দ্রৌপদীকেও পণ রাখিয়া যখন বিজিত হইলেন, তখন পাপাত্মা দুর্যোধন ও দুঃশাসন যে বীভৎস পাপ আচরণ সভামধ্যে সেই পতিপরায়ণা দেবী যাজ্ঞসেনীর প্রতি করিয়াছিল, তাহা গ্রন্থমধ্যে পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সেই কৌরব-নির্ম্মিত কপটদ্যূত-সভামধ্যে পতিপরায়ণা অশরণা একাগ্রচিত্তে ভগবান্ গোবিন্দের পাদপদ্মে অর্পিতপ্রাণা দেবী যাজ্ঞসেনীর প্রতি পাপাত্মা দুর্যোধন ও দুঃশাসনের অনুষ্ঠিত অবমাননা হইল দুর্যোধনাদি কৌরবগণের অনুষ্ঠিত অত্যতি উৎকট তৃতীয় পাপাচরণ। ঈদৃশ বিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলক্ষ্মী সতীর প্রতি প্রবল পরাক্রান্ত, মহিষী সুদেষ্ণার ভ্রাতা, মহাত্মা বিরাটরাজের শ্যালক কীচক কুদৃষ্টিমাত্র নিক্ষেপ করায় ও পদাঘাত করায় সবংশে বিনষ্ট হইল তাহা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। দুরাত্মা

নিরপরাধ ধর্ম্মপরায়ণ পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণকৃত অত্যতি উৎকট তৃতীয় পাপাচরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৌরবগণও দেবী দ্রৌপদীর এরূপ অবমাননা করায় সবংশে নির্ম্মূল হইয়া যাইবে বলিয়া তাহাদেরও এরূপ বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল এবং তাহারা শ্রীকৃষ্ণের ও যুধিষ্ঠিরের প্রস্তাবিত বক্ষ্যমাণ সন্ধি উপেক্ষা করিয়াছিল।

বিরাটরাজের কন্যার সহিত অর্জ্জুন-পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ-সমারোহ নিবৃত্ত হইলে, কৃষ্ণ, পাঞ্চালরাজ, বলদেব, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন ও সপুত্র বিরাট একত্র হইয়া পাণ্ডবগণের দুর্য্যোধনাপহৃত রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তিবিষয়ক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথমে পাঞ্চাল-পুরোহিতকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া কুরু-সভায় প্রেরণ করাই স্থিরীকৃত হইল। রাজা দ্রুপদ ব্রাহ্মণকে বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। পুরোহিত পাণ্ডব ও রাজন্য-বর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সত্বর হস্তিনাপুরে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণ কুরুসভায় উপস্থিত হইলে, রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার নিকটে পাণ্ডবদিগের আত্মপ্রকাশ-সমাচার শ্রবণ করিয়া সন্ধি-সংস্থাপন অসম্ভব জানিয়া সঞ্জয়কে বিরাট নগরে প্রেরণ করিলেন। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের সভায় উপনীত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের কথিত দুর্ব্বুদ্ধিপ্রণোদিত দুর্য্যোধনের যুদ্ধাভিপ্রায় নিবেদন করিল। রাজা যুধিষ্ঠির কুরুপাণ্ডবযুদ্ধ-ঘটনা অবশ্যম্ভাবী জানিয়াও উদারচরিত্রনিবন্ধন পুনর্ব্বার বিবিধ সৎকথা-সমন্বিত সন্ধি প্রার্থনা করিতে সঞ্জয়কে অনুরোধ করিলেন। সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের অনুজ্ঞাত প্রস্তাব ধৃতরাষ্ট্রকে জ্ঞাপন করিবেন ইহা স্বীকার করিয়া ভাবী যুদ্ধঘটনার বিবিধ অশুভ চিন্তা করিতে করিতে হস্তিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। সঞ্জয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমস্ত বক্তব্য রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমীপে কুরুসভায় বলিলেন। তাহা শুনিয়া অন্ধরাজ চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। উদ্বেগ ও চিন্তায় তিনি একেবারে বিনিদ্র হইলেন। কুরুরাজ রাজোচিত সমস্ত সুখ ভোগ সত্ত্বেও নিতান্ত হতভাগ্যের ন্যায় রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। কুরুপাণ্ডবের হিতৈষী ধীমান্ বিদুর রাজার এই অসুখের তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং অতিকষ্টে নানাকথা প্রসঙ্গে নানা উপায়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে রজনীতে তাঁহার কিছু স্বাস্থ্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর পরম তত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি সনৎসুজাত নানাবিধ সদালাপে কথঞ্চিৎ তাঁহার চিত্তবিনোদন করিলেন।

এদিকে পাণ্ডবগণ বিনাযুদ্ধে রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির গত্যন্তর নাই জানিয়া যুদ্ধের আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। নানাদেশীয় ভূপালগণ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে কেহ কেহ পাণ্ডব পক্ষে কেহ কেহ বা কুরুপক্ষে মিলিত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে মহাত্মা বাসুদেব কুরুপাণ্ডবের পরস্পর যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিয়াও উভয়কুলের হিতচিকীর্ষায় সন্ধিস্থাপন উদ্দেশে কুরু-সভায় স্বয়ং গমন করিলেন। তিনি যথাবিধি সৎপরামর্শ প্রদান করত দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে বিশেষ যত্ন করিলেন, কিন্তু কালপ্রেরিত কুরুকলঙ্ক দুরাত্মা দুর্যোধন কিছুতেই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন না। "বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিভাগও দিব না" এই তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইল।

অগত্যা কুরুক্ষেত্রে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই ভীষণ যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছিল, কুরু-পক্ষে তিনটি ও পাণ্ডবদিগের সাতটি সমুদায়ে দশজন মাত্র জীবিত ছিল। ধৃতরাষ্ট্র অত্যন্ত বিলাপ করিয়া সঞ্জয়কে বলিতেছেন, মহিষী গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদায় আত্মীয় স্বজনের নিধন হওয়ায় শোচনীয় দুরবস্থায় পড়িয়াছেন এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতি দুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছে, এইরূপ বিলাপ করিয়া অন্ধরাজ মূর্ছিত হইলেন। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া সঞ্জয়কে আবার বলিলেন, হে সঞ্জয়, এক্ষণে এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া প্রাণধারণ করা অতি কাপুরুষের কর্ম্ম ; বিশেষতঃ আমার জীবনের আর কোন প্রয়োজন দেখিতেছি না। সঞ্জয় বলিলেন, মহারাজ, অশেষগুণসম্পন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুণ্যশ্লোক নৃপতিগণ নানাবিধ ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিয়া নিধনদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বগুণসম্পন্ন হইলেও পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু আপনার পুত্রেরা অতিশয় দুর্বৃত্ত, লুব্ধপ্রকৃতি ও ক্রোধপরায়ণ ছিলেন, সুতরাং তাহাদের মৃত্যুতে আপনার এরূপ কাতর হওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ আপনি মেধাবী এবং আপনার বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ত শাস্ত্রানুগামিনী আছে, অতএব বারংবার শোকে আক্রান্ত ও অভিভূত হওয়া আপনার পক্ষে অনুচিত। আপনি দৈবনিগ্রহ ও অনুগ্রহ উভয়ই বিদিত আছেন। যাহা ভবিতব্য, অতি সাবধানে থাকিলেও তাহা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং তাহার অনুশোচনা করা অবিধেয়। এই পৃথিবীতে অদ্যাপি বুদ্ধিবলে কেহই দৈবের প্রতিকূলাচরণ করিতে পারেন নাই। কারণ দৈবের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম অতিক্রম করা কাহারও সাধ্য নহে। ভাব ও অভাব, সুখ ও অসুখ সকলই কালবশে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। কাল সর্ব্বজীবের সৃষ্টি ও কালই তাহাদের সংহার করিয়া থাকেন; যে কাল জীবকে নির্দ্দগ্ধ করে সে কালই আবার তাহার শান্তিবিধান করিয়া থাকেন। ইহকালে যে সকল শুভাশুভ উপস্থিত হয়, সমুদায়ই কালমূলক। প্রজার সৃষ্টি ও সংহার সকলই কাল-সহকারে ঘটিয়া থাকে, জীবলোক সকলই নিদ্রিত, একমাত্র কাল জাগরিত আছেন। কাল সর্বত্র সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। যাহা অতীত বা অনাগত ও যে অবস্থা বর্ত্তমান আছে, সকলই, কালকৃত বিবেচনা করিয়া আপনার বিচেতন হওয়া সমুচিত নহে।

এইরূপ প্রবোধ বাক্যে সঞ্জয় পুত্রশোকসন্তপ্ত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে আশ্বস্ত ও সুস্থচিত্ত করিলেন।

ভগবান্ ব্যাস-প্রণীত মহাভারতের প্রতিপর্ব্বের আদিতে এই শ্লোকটী আছে,— "নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ নারায়ণ ও পুরুষ-শ্রেষ্ঠ নর এবং দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া জয় অর্থাৎ মহাভারত পাঠ করিবে। যে মহাভারতে ধর্ম্মের জয় কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং যে ধর্ম্মপক্ষের জয় নারায়ণ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ এবং পুরুষপ্রবীর নর অর্থাৎ অর্জুনের জন্যই হইয়াছে, সেই নর-নারায়ণ এবং দেবী অর্থাৎ দ্যোতনশীলা জ্ঞানোজ্জ্বলা মাধব-প্রিয়া সরস্বতী যিনি নারায়ণের শক্তিরূপিণী, সেই মাধবপ্রিয়া সরস্বতীকে হৃদয়ের অন্তস্তলে বসাইয়া অর্থাৎ অগ্রে সেই শক্তিসম্পন্ন নর-নারায়ণকে ধ্যান করিয়া জয়াখ্য মহাভারত পাঠ করিলে পাঠকবর্গের ও শ্রোতৃবর্গের সর্বাভীষ্টসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী।

যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেনামধ্যে অবস্থিত দুরাসদ ধনঞ্জয়কে বলিলেন, হে অর্জ্জুন, যিনি কুরুসেনামধ্যে অবস্থান করিয়া সকলকে উত্তাপিত ও সিংহের ন্যায় আমাদের সেনাগণকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ইনিই এই বিপুল সেনা পরিরক্ষিত ভীষ্ম। এই সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করিয়া ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর। ভগবান্ বাসুদেব দুর্যোধনের সৈন্যগণকে সমরোদ্যত নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের হিতার্থে তাঁহাকে দুর্গাদেবীর স্তব করিতে বলিলেন।

অর্জ্জুন ধীমান্ বাসুদেবের উপদেশানুসারে তৎক্ষণাৎ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবতী দুর্গার নিম্নোক্ত স্তোত্র করিলেন :—

দুর্গাস্তোত্রম্

সঞ্জয় উবাচ। ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্। অর্জ্জুনস্য হিতার্থায় কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ ॥ ১॥ শ্রীভগবানুবাচ। শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ। পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয় ॥ ২ ॥ সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্তোঽর্জ্জুনঃ সংখ্যে বাসুদেবেন ধীমতা। অবতীর্য্য রথাৎ পার্থঃ স্তোত্রমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩॥ অর্জ্জুন উবাচ। নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে

(৩) সংখ্যে সংগ্রামে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মন্দরবাসিনি। কুমারি কালি কাপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥ ৪ ॥ ভদ্রকালি নমস্তুভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে। চণ্ডি চণ্ডে নমস্তুভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥ ৫ ॥ কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে। শিখি-পিচ্ছধ্বজধরে নানাভরণভূষিতে ॥ ৬ ॥ অট্টশূলপ্রহরণে খড়্গখেটক-ধারিণি। গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে ॥ ৭ ॥ মহিষাসৃক্-প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি। অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে ॥ ৮ ॥ উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি। হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোঽস্তু তে ॥ ৯ ॥ বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি। জম্বূকটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে ॥ ১০ ॥ ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্। স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তার-বাসিনি ॥ ১১ ॥ স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী। সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে ॥ ১২ ॥ স্তুতাঽসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা। জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে ॥ ১৩ ॥ কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানাং চালয়েষু চ। নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥ ১৪ ॥ ত্বং জম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ। সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১৫ ॥ তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্য-বিবর্দ্ধিনী। ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ॥ ১৬ ॥ সঞ্জয় উবাচ। ততঃ পার্থস্য বিজ্ঞায় ভক্তিং মানববৎসলা। অন্তরিক্ষগতোবাচ গোবিন্দস্যাগ্রতঃ স্থিতা ॥ ১৭ ॥ দেব্যুবাচ। স্বল্পেনৈব তু কালেন শত্রূঞ্জেষ্যসি পাণ্ডব। নরস্ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষনারায়ণ-সহায়বান্ ॥ ১৮ ॥ অজেয়স্ত্বং রণেঽরীণামপি বজ্রভৃতঃ স্বয়ম্। ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা ক্ষণেনান্তরধীয়ত ॥

---

(৭) খেটকং চর্ম্ম। (১০) চৈত্যেষু দেবতালয়েষু। (১৩) রণাজিরে যুদ্ধাঙ্গনে। (১৫) জম্ভনী তন্দ্রা। মোহিনী নিদ্রা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৯ ॥ লব্ধ্বা বরং তু কৌন্তেয়ো মেনে বিজয়মাত্মনঃ। আরুরোহ ততঃ পার্থো রথং পরমসম্মতম্ ॥ ২০ ॥ কৃষ্ণার্জ্জুনাবেকরথৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ। য ইদং পঠতে স্তোত্রং কল্য উত্থায় মানবঃ ॥ ২১ ॥ যক্ষরক্ষঃপিশাচেভ্যো ন ভয়ং বিদ্যতে সদা। ন চাপি রিপবস্তেভ্যঃ সর্পাদ্যা যে চ দংষ্ট্রিণঃ ॥ ২২ ॥ ন ভয়ং বিদ্যতে তস্য সদা রাজকুলাদপি। বিবাদে জয়মাপ্নোতি বদ্ধো মুচ্যতি বন্ধনাৎ ॥ ২৩ ॥ দুর্গং তরতি চাবশ্যং তথা চোরৈর্বিমুচ্যতে। সংগ্রামে বিজয়েন্নিত্যং লক্ষ্মীং প্রাপ্নোতি কেবলাম্ ॥ ২৪ ॥ আরোগ্যবল-সম্পন্নো জীবেদ্বর্ষশতং তথা। এতদ্দৃষ্টং প্রসাদাত্তু ময়া ব্যাসস্য ধীমতঃ ॥২৫॥ মোহাদেতৌ ন জানন্তি নরনারায়ণাবৃষী। তব পুত্রা দুরাত্মানঃ সর্ব্বে মন্যুবশানুগাঃ ॥ ২৬ ॥ প্রাপ্তকালমিদং বাক্যং কালপাশেন গুণ্ঠিতাঃ। দ্বৈপায়নো নারদশ্চ কণ্বো রামস্তথানঘঃ। অবারয়ংস্তব সুতং ন চাসৌ তদ্ গৃহীতবান্ ॥ ২৭ ॥ যত্র ধর্ম্মো দ্যুতিঃ কীর্ত্তির্যত্র হ্রীঃ শ্রীস্তথা মতিঃ। যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥ ২৮ ॥

উল্লিখিত স্তোত্রটীর শেষ শ্লোকটী হইতে আমরা পাইতেছি, যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানেই দ্যুতি অর্থাৎ প্রতাপ ও গৌরব, সেই স্থানেই কান্তি অর্থাৎ রাজশ্রী, যে স্থানে হ্রী অর্থাৎ বিনয় নম্রতা অনৌদ্ধত্য সেই স্থানেই শ্রী অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি অর্থাৎ সত্যোপলব্ধি; যে স্থানে ধর্ম্ম সেই স্থানে স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেব এবং যে স্থানে ভগবান্ কৃষ্ণ সেই স্থানে জয় ধ্রুব। কৌরবদিগের পক্ষে কৃষ্ণের অভাববশতঃ ধর্ম্ম নাই সুতরাং ধর্ম্মফল প্রতাপ গৌরব রাজশ্রী ও প্রতিষ্ঠা কিছুই থাকিল না। পাণ্ডব-পক্ষে ভগবান্ কৃষ্ণ থাকায় ধর্ম্মফল, প্রতাপ, গৌরব, রাজৈশ্বর্য্য সকলই পাণ্ডবগণ পাইলেন, পাপাত্মা কৌরবগণ পাপের ফলে সমূলে বিনষ্ট হইল। এই প্রকারে—

"যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" ইহাই পঞ্চমবেদ মহাভারতের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রদর্শিত হইল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য। উল্লিখিত দুর্গাস্তব প্রতিদিন প্রাতঃকালে শুচি হইয়া যথাবিধি আচমনপূর্ব্বক পাঠ করিলে ভগবদ্ভক্ত গৃহীর সর্ববিধ কল্যাণ অবশ্যম্ভাবী।

---

(২১) কল্যে প্রভাতে প্রত্যুষে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

দেব ঋষি গন্ধর্বাদি ও অন্যান্য প্রাণিগণের জন্মবৃত্তান্ত

সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মার মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এই ছয় মানস পুত্র। প্রচেতাঃ, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই চারিজনও ব্রহ্মার মানস পুত্রের মধ্যে গণ্য। সুতরাং ব্রহ্মার মানস পুত্রের সংখ্যা দশ জন। নারদ ভিন্ন আর সকলেই প্রজাপতি হইয়াছিলেন।

[মহাভারতের মোক্ষধর্মপর্বে একবিংশতি প্রজাপতির উল্লেখ আছে। যথা—ব্রহ্মা, স্থাণু, মনু, দক্ষ, ভৃগু, ধর্ম, যম, মরীচি, অঙ্গিরাঃ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, পরমেষ্ঠী, বিবস্বান্, সোম, কর্দম, ক্রোধ, অর্বাক্ ও ক্রীত।]

দক্ষ—ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ প্রজাপতির এবং বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ-পত্নীর জন্ম হয়। দক্ষের ঔরসে দক্ষ-পত্নীর গর্ভে পঞ্চাশটী কন্যা উৎপন্ন হয়। মহর্ষি দক্ষের পুত্র জন্মে নাই, এজন্য তিনি ঐ সকল সর্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগণকে পুত্রিকা করিয়া রাখিয়াছিলেন। অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, ক্রোধা, প্রধা, বিশ্বা, বিনতা, কপিলা, মুনি ও কদ্রু এই ত্রয়োদশ কন্যা; অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা ইত্যাদি সাতাইশটী নক্ষত্র তাঁহার কন্যা; কীর্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি এই দশটী কন্যা; সর্ব সমেত এই পঞ্চাশটী দক্ষের কন্যা।

মরীচি—ইনি হইলেন ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ মানস পুত্র। ইঁহার ভার্য্যা ব্রহ্মার ছায়া-সম্ভূত মহর্ষি কর্দমের কন্যা কলা, ইঁহার পুত্র কশ্যপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্রি—ইনি ব্রহ্মার নেত্রসম্ভূত; বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ইনি অন্যতম প্রজাপতি। মহাদেবের অভিসম্পাতে প্রথম দশ প্রজাপতি বিনষ্ট হওয়ায় বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভেই ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। মহর্ষি অত্রি এই যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূত হন। অত্রির দুই জন্মেই ত্রিলোক-বিশ্রুতা পতিপরায়ণা অনসূয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইনি সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম ঋষি এবং ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। মহর্ষির প্রথম জন্মে অনসূয়ার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যথা, দত্ত (দত্তাত্রেয়), দুর্বাসা ও সোম (চন্দ্র)। দ্বিতীয় জন্মে অর্য্যমা (অর্য্যমন্) নামে একটি পুত্র, অমলা নামে এক কন্যা জন্মে। আর অত্রির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি হয়।

অঙ্গিরাঃ—ব্রহ্মার মুখ হইতে জাত। ইনি কর্দম ঋষির কন্যা শ্রদ্ধাকে বিবাহ করেন। ইঁহার তিনটী পুত্র—উতথ্য, বৃহস্পতি, সংবর্ত; কন্যা চারিটী সিনীবালী, কুহূ, রাকা, অনুমতি।

পুলস্ত্য—ইঁহার সন্তানগণ রাক্ষস, বানর, কিন্নর, যক্ষ।

পুলহ—ইঁহার সন্তানগণ শলভ (পতঙ্গবিশেষ), সিংহ, কিম্পুরুষ (কিন্নর), ব্যাঘ্র, ঈহামৃগ (নেক্‌ড়ে বাঘ)।

ক্রতু—ব্রহ্মার হস্ত হইতে সম্ভূত। সপ্তর্ষি মণ্ডলের অন্যতম ঋষি। ইঁহার ভার্য্যা কর্দ্দম মুনির কন্যা ক্রিয়া। ইঁহার পুত্রগণ ইঁহার সদৃশ প্রতাপশালী, সূর্য্য-সহচারী, ত্রিভুবনবিশ্রুত সত্যনিষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠপর্ব-প্রমাণ বালখিল্য-নামক ৬০,০০০ ষাট হাজার মুনিগণ।

অত্রিপুত্র **দুর্বাসাঃ** বড়ই কোপনস্বভাব ছিলেন। কি পুরুষ কি নারী অনেককেই তাঁহার অভিসম্পাতে বহুক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছে। জমদগ্নি ঋষির কোপের মত দুর্বাসা ঋষির কোপ প্রবাদে পরিণত হইয়াছে। ইঁহার ভার্য্যা ঔর্ব্বমুনি-কন্যা কন্দলী। মহর্ষি দুর্বাসাঃ কুন্তিভোজের কন্যা কুন্তীর অনূঢ়াবস্থায় কুন্তীর পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিলেন। প্রসন্নতার ফল স্বরূপ কুন্তীকে যে মহামন্ত্র দিয়াছিলেন, সেই মন্ত্রবলে কুন্তীর অনূঢ়াবস্থায় সূর্য্যদেবের প্রসাদে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম হয়। আর অপুত্রক অবস্থায় মহারাজ পাণ্ডু মৃগয়া করিতে গিয়া বিহারাসক্ত মৃগরূপী মুনিকে বধ করায় মৃত্যুকালে সেই মুনির অভিসম্পাতে পাণ্ডুর পুত্রোৎপাদনে শক্তির লোপ হওয়ার বংশরক্ষার্থ সেই দুর্ব্বাসা প্রদত্ত মহামন্ত্র-বলে পাণ্ডুর নিয়োগে কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, পবন, ইন্দ্র এই তিন দেবতার প্রসাদে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুনের এবং কুন্তীর সপত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের প্রসাদে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়।

দক্ষ প্রজাপতির স্তন হইতে ধর্ম্ম উৎপন্ন হন। মহর্ষি দক্ষ তদীয় পঞ্চাশৎ কন্যার মধ্যে মরীচিপুত্র কশ্যপকে ১৩ তেরটী, ধর্ম্মকে ১০ দশটী ও চন্দ্রকে ২৭ সাতাশটী, বেদবিধানানুসারে সম্প্রদান করেন। দক্ষ প্রজাপতির যে ১৩ তেরটী কন্যা কশ্যপের ভার্য্যা হইয়াছিলেন তাঁহাদের গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে মহাবলপরাক্রান্ত অসংখ্য সন্তান সমুৎপন্ন হইয়াছিল :—

অদিতির গর্ভে যথাক্রমে ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, শক্র (ইন্দ্র), বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু নামে দ্বাদশ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। আদিত্যগণের সর্বকনিষ্ঠ বিষ্ণু সকলের মধ্যে গরিষ্ঠ।

দিতির গর্ভে হিরণ্যকশিপু, তৎপুত্র বিরোচন, তৎপুত্র বলি, তৎপুত্র বাণ (মহাকাল)। দনুর গর্ভে নমুচি, পুলোমা, কেশী, স্বর্ভানু, বৃষপর্বা প্রভৃতি চল্লিশ পুত্র। দনায়ুর গর্ভে বৃত্র। সিংহিকার গর্ভে রাহু। বিনতার গর্ভে গরুড় অরুণ প্রভৃতি। কপিলার গর্ভে মিশ্রকেশী, তিলোত্তমা, রম্ভা, কেশিনী, অলম্বুষা প্রভৃতি অপ্সরোগণ এবং হাহা, হূহূ, তুম্বুরু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ। কদ্রুর গর্ভে শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি সর্পগণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবস্বান্ (সূর্য্য) হইতে মনু প্রজাপতির জন্ম। একারণ ইঁহাকে বৈবস্বত মনু বলা হয়।

প্রজাপতি অত্রির নেত্রোদ্ভূত চন্দ্র দক্ষপ্রজাপতির অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী প্রভৃতি ২৭টী কন্যাকে বিবাহ করেন। তন্মধ্যে চন্দ্র ভার্য্যা রোহিণীতে অতিরিক্ত আসক্ত হওয়ায় দক্ষের অভিসম্পাতে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন। রোহিণীর প্রার্থনায় স্থায়ী যক্ষ্মা-রোগের পরিবর্ত্তে সাময়িক ক্ষয়-রোগ দণ্ডে দণ্ডিত হন। এ জন্য প্রতিপদ্ হইতে চন্দ্রের এক কলার হ্রাস হয়। চন্দ্র সুর-গুরু বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। সোমের ঔরসে তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। বুধের ঔরসে মনু-কন্যা ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। বুধই চন্দ্রবংশের প্রবর্ত্তক।

ধর্ম ব্রহ্মার স্তন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দক্ষ প্রজাপতি ধর্মকে যে দশটী কন্যাকে সম্প্রদান করেন তাঁহাদের নাম কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা ও মতি। ধর্মের পুত্র প্রজাপতি। প্রজাপতির পুত্র অষ্টবসু। অষ্টবসু যথা, ধর, ধ্রুব, সোম, অহঃ, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস। সংহার-কর্ত্তা ভগবান্ কাল ধ্রুবের পুত্র। শরবণ-নিবাসী কুমার অনলের (অগ্নির) পুত্র। কুমার কৃত্তিকাকর্ত্তৃক পালিত হইয়াছিলেন বলিয়া কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দেবল ঋষি প্রত্যুষের পুত্র। ইনি ধর্মসংহিতা-প্রণেতা। বৃহস্পতির ভগিনী ব্রহ্মবাদিনী যোগসক্তা বরস্ত্রীর গর্ভে অষ্টম বসু প্রভাসের ঔরসে শিল্প প্রজাপতি দেবস্থপতি বিশ্বকর্ম্মার জন্ম। দেবতাদিগের সমুদায় অলঙ্কার ও বিমানাদি বিশ্বকর্মা নির্ম্মাণ করেন। শিল্পজীবিগণ সেই অক্ষর বিশ্বকর্ম্মাকে পূজা করিয়া থাকেন।

ঘোটকীরূপধারিণী ত্বাষ্ট্রী সবিতার স্ত্রী। ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অন্তরীক্ষে প্রসব করেন।

বিনতানন্দন গরুড় ও অরুণ এবং বৃহস্পতি ইঁহারা আদিত্য-মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিগণিত। অশ্বিনীকুমারদ্বয়, গুহ্যকগণ, যাবতীয় ওষধি ও পশুগণ দেবতামধ্যে পরিগণিত। ভগবান্ ভৃগু ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে উদ্ভূত হন, মতান্তরে ব্রহ্মার হৃদয়দেশ ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগুর পুত্র শুক্র, ইনি পরম প্রাজ্ঞ ও কবিশ্রেষ্ঠ। ত্রৈলোক্যের প্রাণযাত্রার্থ বৃষ্টি অনাবৃষ্টি ও ভয়াবহ বিষয়ে ইনি ভগবান্ স্বয়ম্ভু কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ত্রিভুবন ভ্রমণ করিতেছেন। যোগাচার্য্য শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের গুরু। তিনি যোগক্ষেম-সম্পাদনার্থে বিধাতা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইলে, ভগবান্ ভৃগু চ্যবন নামে আর এক পুত্র উৎপাদন করেন। মনুর কন্যা আরুষী চ্যবনের ভার্য্যা। আরুষীর উরুদেশ ভেদ করিয়া ঔর্ব নামে এক পুত্র নির্গত হন। ইনি বাল্যকালেই অতিতেজঃশালী মহাবল পরাক্রান্ত ও নানাগুণান্বিত হইয়াছিলেন। ঔর্ব্বের পুত্র ঋচীক। ঋচীকের অন্যতম পুত্র জমদগ্নি। জমদগ্নির চারি পুত্র। রাম (পরশুরাম) তাঁহাদের সর্ব্ব কনিষ্ঠ কিন্তু গুণে সকলের জ্যেষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ও ক্ষত্রিয়-কুলান্তক।

ঔর্ব্বপুত্র ঋচীকের জমদগ্নিপ্রভৃতি একশত পুত্র। সেই শতপুত্রের সহস্র সহস্র পুত্রগণ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন। ঋচীকের ধাতা ও বিধাতা নামে আরও দুইটি পুত্র এবং পদ্মালয়া লক্ষ্মী নামে একটি কন্যা আছেন। আকাশগামী তুরঙ্গমগণ লক্ষ্মীর মানস পুত্র। বরুণের জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা শুক্রাদেবী, তাঁহার গর্ভে বল নামে পুত্র ও সুরানাম্নী কন্যা জন্মে।

অন্নার্থী প্রজাগণের পরস্পর ভক্ষণ হইতে সর্ব্বভূতনাশকারী অধর্ম্মের জন্ম হয়। অধর্ম্মের ভার্য্যা নির্ঋতি, নির্ঋতির গর্ভে রাক্ষসগণের জন্ম, এজন্য রাক্ষসগণকে নৈর্ঋত বলে। অধর্ম্মের নিরন্তর পাপকারী তিন পুত্র—ভয়, মহাভয় ও ভূতান্তক মৃত্যু। মৃত্যুর পুত্রকলত্র নাই।

তাম্রা দেবী কাকী, শ্যেনী, ভাসী, ধৃতরাষ্ট্রী ও শুকী এই পাঁচটি কন্যা প্রসব করেন। কাকীর গর্ভে কাক, শ্যেনীর গর্ভে শ্যেন, ভাসীর গর্ভে ভাস ও গৃধ্র, ধৃতরাষ্ট্রীর গর্ভে হংস, কলহংস ও চক্রবাক এবং শুকীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গর্ভে শুক জন্মে। মৃগী, মৃগমন্দা, হরী, ভদ্রমনাঃ, মাতঙ্গী, শার্দূলী, শ্বেতা, সুরভি ও সুরমা এই নয়টী কন্যা ক্রোধের। মৃগ মৃগীর পুত্র। ভল্লুক ও ক্ষুদ্রজাতীয় হরিণ মৃগমন্দার পুত্র। ঐরাবত হস্তী ভদ্রমনার পুত্র। বলশালী বানরগণ হরীর পুত্র। সিংহ, ব্যাঘ্র ও নেকড়ে বাঘ শার্দূলীর পুত্র। মাতঙ্গগণ মাতঙ্গীর গর্ভে ও শ্বেত দিগ্‌গজ শ্বেতার পুত্র। রোহিণী ও গন্ধর্বী সুরভির কন্যা। বিমলা, অমলা ও গোসমুদায় রোহিণী হইতে জন্মে। অশ্বগণ গন্ধর্বীর পুত্র। সুরসা হইতে কঙ্ক পক্ষীর উৎপত্তি। অরুণের ভার্য্যা শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ুঃ নামে দুই মহাবলপরাক্রান্ত পুত্র জন্মে।

মনু হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানব জাতি উৎপন্ন হয়, এজন্য তাঁহারা মানব-নামে অভিহিত হন। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণেরা সাঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিলেন। বেণ, ধৃষ্ট, নরিষ্যন্ত, নাভাগ, ইক্ষ্বাকু, কারুষ, শর্য্যাতি, পৃষধ্রু এবং নাভাগারিষ্ট মনুর এই দশ পুত্র ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মপরায়ণ হন।

মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাপতি ছিলেন। ইক্ষ্বাকুর বংশপরম্পরা সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ অযোধ্যার আধিপত্য করিয়াছিলেন।

এক্ষণে ভগবান্ ব্যাসদেব-প্রণীত পঞ্চম বেদ মহাভারতে কীর্ত্তিত চন্দ্রবংশীয় ভরতকুলের রাজর্ষিগণের বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে।

মনু অবধি পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের প্রপৌত্র জনমেজয়ের পৌত্র অশ্বমেধদত্ত পর্য্যন্ত রাজর্ষিগণের নামোল্লেখ নিম্নে করা হইল।

মনু
|
ইলা (১)
|
পুরূরবাঃ (২)
|
আয়ুঃ
|

(১) ইলা—মনুর কন্যা। চন্দ্রের পুত্র বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবার জন্ম হয়। মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রসাদে ইলা একমাস স্ত্রীত্ব আর একমাস পুংস্ত্ব লাভ করিতেন।

(২) পুরূরবাঃ— মনুষ্য-কলেবর ধারণ করিয়া, সর্বদা দেবগণে পরিবৃত থাকিতেন। বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে উৎপীড়িত করিতেন। যজ্ঞাদিক্রিয়ার জন্য গন্ধর্বলোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহুষ (৩)
|
যযাতি (৪)
|
পুরু (পূরু)(৫)
|
জনমেজয়
|
প্রাচীন্বান্ (৬)
|
শর্য্যাতি
|
অহংযাতি
|
সার্ব্বভৌম
|
জয়ৎসেন
|
অপরাচীন
|
অরিহ
|
মহাভৌম
|
অযুতানায়ী (৭)
|
অক্রোধন
|
দেবাতিথি
|
ঋচ
|
ঋক্ষ
|
মতিনার (৮)
|
তংসু
|

হইতে গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণ, এই তিন প্রকার অগ্নি এবং উর্বশীকে আনয়ন করেন।

(৩) নহুষ—আয়ুর ঔরসে স্বর্ভানবীর গর্ভে নহুষের জন্ম। তিনি ধর্ম্মতঃ পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। তিনি দস্যুদলকে এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে, তাহারা ঋষিদিগকে কর প্রদান করিত। তপোবলে ও তেজঃপ্রভাবে দেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া ঋষিদিগকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন।

(৪) যযাতি নহুষের পুত্র। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ছিলেন। অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতেন। তিনি শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীকে এবং বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন।

(৫) পুরু (পূরু) যযাতির ঔরসে শর্মিষ্ঠার গর্ভে ইঁহার জন্ম। পিতার আজ্ঞা-পালন করায় তিনি কনিষ্ঠ পুত্র হইলেও পিতা তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ইনি তিন বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। পরে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম অবলম্বন করেন। ভরতকুলের আদিপুরুষ।

(৬) প্রাচীন্বান্—সূর্য্যোদয়ের মধ্যে পূর্বদিক্ জয় করিয়াছিলেন এ কারণ ইঁহার নাম প্রাচীন্বান্। ইনি যদুকুলসম্ভূতা অশ্বকীকে বিবাহ করেন।

(৭) অযুত অর্থাৎ দশ হাজার পুরুষমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এ কারণ ইঁহার নাম অযুতানায়ী।

(৮) মতিনার সরস্বতীকে প্রসন্ন করিবার জন্য দ্বাদশবার্ষিক যজ্ঞ করেন। যজ্ঞ সম্পন্ন হইলে সরস্বতী অভিগমনপূর্বক তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন।

(৯-১০) মহর্ষি কণ্বের মালিনী নদীতীরস্থ আশ্রমে দুষ্মন্ত গান্ধর্ববিধানে বিশ্বামিত্রের ঔরসে মেনকা-গর্ভজাতা শকুন্তলাকে বিবাহ করেন। শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম। দুষ্মন্ত ও তৎ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঈলিন
|
দুষ্মন্ত (৯)
|
ভরত ১০)
|
ভূমন্যু
|
সুহোত্র (১১)
|
হস্তী (১২)
|
বিকুণ্ঠন
|
অজমীঢ় (১৩)
|
সংবরণ (১৪)
|
কুরু ১৫)
|
বিদূরথ
|
অনশ্বা
|
পরীক্ষিৎ
|
ভীমসেন
|
প্রতিশ্রবাঃ
|
প্রতীপ
|
শান্তনু (১৬)
|

পুত্র ভরতকুলের অতিপ্রসিদ্ধ নরপতি। ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ষ নাম হইয়াছে।

(১১) সুহোত্র ইক্ষ্বাকুতনয়া সুবর্ণাকে বিবাহ করেন। ইনি রাজসূয় অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি ন্যায়পরায়ণ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পৃথিবী ধনধান্যে পূর্ণা হইয়াছিল।

(১২) হস্তী—ত্রিগর্ত্তরাজকন্যা যশোধরাকে বিবাহ করেন। হস্তিনা-নগর বা হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা।

(১৩) অজমীঢ়ের চারি মহিষী— কৈকেয়ী, গান্ধারী, বিশাখা ও ঋক্ষা। তাঁহাদিগের গর্ভে রাজার ২৪০০ পুত্র হয়। ঐ সকল পুত্র হইতে ভিন্ন ভিন্ন বংশের উৎপত্তি হয়। কেবল সংবরণ হইতে পিতৃকুলের অর্থাৎ ভরতকুলের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

(১৪) সংবরণের ভার্য্যা সূর্যকন্যা তপতী। সংবরণের রাজত্বকালে জনপদ উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল। শত শত লোক ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। অনাবৃষ্টি ও ব্যাধিতে মহামারী উপস্থিত হইয়াছিল। এই সুযোগ বুঝিয়া পাঞ্চালরাজ সংবরণের রাজ্য সসৈন্যে আক্রমণ করেন। সংবরণ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পুত্র কন্যা কলত্র ও বন্ধুবর্গের সহিত সিন্ধুদেশে পলায়ন করেন। সেখানে বহুকাল অবস্থানের পর একদা ভগবান্ বশিষ্ঠ সেখানে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠ সংবরণ কর্ত্তৃক যথাবিধি সৎকৃত হন, সংবরণের প্রার্থনায় বশিষ্ঠ তাঁহার পৌরোহিত্য গ্রহণ করেন। অচিরকালমধ্যে সংবরণ রাজ্যে অভিষিক্ত হন। রাজ্যলাভানন্তর বহুবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। অনন্তর মহিষী তপতীর গর্ভে কুরু জন্মগ্রহণ করেন।

(১৫) কুরু ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি ছিলেন। প্রজাগণের সাতিশয় প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। মহাতপাঃ কুরু কুরুজাঙ্গলে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ প্রদেশ পবিত্র এবং কুরুক্ষেত্র (কুরুর ক্ষেত্র) নামে অভিহিত হইয়াছে।

(১৬) শান্তনু ছিলেন রাজর্ষি প্রতীপের মধ্যম পুত্র। প্রতীপের জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবাপি বাল্যাবস্থায় বনে গমন করেন। মধ্যম শান্তনু প্রজা পালন করিতে লাগিলেন। তিনি জরাজীর্ণ ব্যক্তিকে স্পর্শ করিবামাত্র সে তৎক্ষণাৎ যুবার ন্যায় সবল হইয়া উঠিত, এই জন্য তাহার নাম শান্তনু হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচিত্রবীর্য্য (১৭)
|
পাণ্ডু (১৮)
|
অর্জ্জুন
|
অভিমন্যু
|
পরীক্ষিৎ
|
জনমেজয়
|
শতানীক
|
অশ্বমেধদত্ত

শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। জাহ্নবীর গর্ভে দেবব্রত নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। দেবব্রতের অপর নাম ভীষ্ম। ভীষ্ম তাঁহার পিতার প্রিয়-চিকীর্ষু হইয়া সত্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। পূর্ব্বে দাসরাজকন্যা সত্যবতীর অনূঢ়াবস্থায় বশিষ্ঠের পৌত্র মহর্ষি পরাশরের প্রসাদে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্মগ্রহণ করেন।

(১৭) শান্তনুর ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্র-বীর্য্য দুই পুত্র উৎপন্ন হয়। চিত্রাঙ্গদ যৌবনসীমা অতিক্রান্ত না হইতেই গন্ধর্বহস্তে নিহত হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য রাজা হইলেন। বিচিত্রবীর্য্যের দুই মহিষী কাশীরাজ কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকা। অপুত্রক অবস্থায় বিচিত্রবীর্য্যের অকাল মৃত্যু হয়।

(১৮) ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এই দুই বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র। মৃগরূপী কুন্দন ঋষির অভিসম্পাতে পাণ্ডুর অপত্যোৎপাদনশক্তি নষ্ট হওয়ায় অত্রি প্রজাপতির পুত্র মহর্ষি দুর্বাসা প্রদত্ত বর-প্রভাবে কুন্তীর অনূঢ়াবস্থায় কর্ণের জন্ম হয়, তৎপরে উঢ়াবস্থায় তাঁহার গর্ভে পাণ্ডুর অনুমতিক্রমে (নিয়োগে) যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন এই তিন বংশধর ক্ষেত্রজ পুত্র যথাক্রমে ধর্ম্ম, পবনদেব, ইন্দ্র এই তিন দেবতার প্রসাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং পাণ্ডুর অপর মহিষী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপে ক্ষেত্রজ পুত্রগণ দ্বারা প্রথিত ভরতকুল রক্ষিত হয়।

কুন্তী = পাণ্ডু   পাণ্ডু = মাদ্রী

যুধিষ্ঠির=দ্রৌপদী ভীম=দ্রৌপদী অর্জ্জুন=দ্রৌপদী নকুল=দ্রৌপদী সহদেব=দ্রৌপদী

প্রতিবিন্ধ্য সুতসোম শ্রুতকর্ম্মা শতানীক শ্রুতসেন

পাঞ্চালরাজ্যে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব গমন করিয়া স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্য ভেদ করিয়া পাঞ্চালরাজের কন্যা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিয়া দ্রৌপদীর গর্ভে উপরি লিখিত প্রতিবিন্ধ্যাদি পাঁচটী পুত্র উৎপাদন করেন। পরে যুধিষ্ঠির গোবাসনের কন্যা দেবকীকে স্বয়ংবরে লাভ করেন। তাঁহার গর্ভে যুধিষ্ঠিরের যৌধেয় নামক পুত্র জন্মে। সেইরূপ ভীমসেন কাশী-রাজের কন্যা বলন্ধরাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার গর্ভে সর্বগ নামে পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জ্জুন দ্বারাবতীতে গমন করিয়া প্রিয়বাদিনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসুদেব-ভগিনী সুভদ্রার পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে অভিমন্যু নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। অভিমন্যু কৃষ্ণের অতিপ্রিয় ছিলেন। নকুল করেণুমতীর পাণি গ্রহণ করিয়া তাঁহার গর্ভে নিরমিত নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। সহদেবের ঔরসে মদ্রাধিপতির কন্যা বিজয়ার গর্ভে সুহোত্র নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ভীমসেন পূর্ব্বে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপে পাণ্ডবগণের একাদশ পুত্র হইল, তন্মধ্যে অভিমন্যু বংশধর হইয়াছিলেন। অভিমন্যু বিরাটের কন্যা উত্তরার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের কিছুদিন পরে অভিমন্যুর সহযোগে উত্তরার গর্ভসঞ্চার হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে উত্তরা ষণ্মাসেই এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। ভগবান্ বাসুদেব পিতৃষ্বসা পৃথাকে আদেশ করিলেন, তুমি এই নবজাত শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ কর। আমি উহাকে জীবিত করিতেছি। বাসুদেবের তেজঃ-প্রভাবে সেই মৃত শিশু পুনর্জ্জীবিত ও তৎপ্রদত্ত বল, বীর্য্য ও পরাক্রমে পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। এই পুত্র বংশের ক্ষীণাবস্থায় জন্মিয়াছিল বলিয়া বাসুদেব তাঁহার নাম পরীক্ষিৎ রাখিলেন। পরীক্ষিৎ মাদ্রীকে বিবাহ করেন। জনমেজয় হইতেছেন মাদ্রীর গর্ভে রাজা পরীক্ষিতের পুত্র। জনমেজয়ের ঔরসে মহিষী বসুষ্টমার গর্ভে শতানীক ও শঙ্কুকর্ণ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বৈদেহীর গর্ভে শতানীকের ঔরসে অশ্বমেধদত্ত জন্মগ্রহণ করেন।

মনু অবধি অশ্বমেধদত্ত পর্য্যন্ত ভরতকুলের অষ্টচত্বারিংশৎ (৪৮) রাজর্ষি-গণের নাম কীর্ত্তিত হইল।

অর্জ্জুন = সুভদ্রা (বাসুদেব-ভগিনী)
|
(বিরাট-কন্যা) উত্তরা = অভিমন্যু
|
পরীক্ষিৎ = মাদ্রী
|
বসুষ্টমা = জনমেজয়
|
শতানীক = বৈদেহী
|
অশ্বমেধ দত্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকা

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩ পৃঃ দেবশুনী—স্বর্গের কুক্কুরী। ৪ পৃঃ তক্ষশিলা=পঞ্জাবের জনপদ বিশেষ। ৮ পৃঃ উপযোগ—ভোজন। ৯ পৃঃ নগ্ন ক্ষপণক—উলঙ্গ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। ১০ পৃঃ অপানদেশে—গুহ্যদেশে। ১১ পৃঃ অর—চাকার পাখী; পর্জন্য—মেঘ। হস্তিনাপুর—ভরতবংশীয় রাজা হস্তীর প্রতিষ্ঠিত রাজধানী, দিল্লীর নিকট।

তৃতীয় অধ্যায়। ১৪ পৃঃ চ্যবন—মাতার গর্ভ হইতে রোষবশতঃ শিশু চ্যুত হইয়াছিল, এজন্য শিশুর নাম চ্যবন হইল (চ্যু+অন, কর্ত্তরি)। সর্ব্বভুক্—যে সব কিছু খায়, আগুন। হুতবহ—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃতাদি যিনি দেবতার নিকট লইয়া যান, অগ্নিদেব। ১৮ পৃঃ অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের দৈনিক হোমকার্য্য।

চতুর্থ অধ্যায়। ২১ পৃঃ উপস্বেদ—তাপ। ২৬ পৃঃ পতগেশ্বর—পক্ষিরাজ গরুড়। তথাস্তু—তাহাই হউক। ২৯ পৃঃ বৈনতেয়—বিনতার পুত্র গরুড়। অপ্রমেয়—বিশাল, সুমহৎ। ৩৩ পৃঃ ভূতভাবন—সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রাণিগণের পালক। ৩৫ পৃঃ শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ। ৪০ পৃঃ সুপ্রতীত—অতি বিখ্যাত। লোকললামভূতা—পৃথিবীর অলঙ্কারস্বরূপ। ৪১ পৃঃ উশীরস্তম্ব—বেণাতৃণমূলের গুচ্ছ। ৪২ পৃঃ নিরয়—নরক। ৪৩ পৃঃ যদৃচ্ছাক্রমে—স্বেচ্ছাবশতঃ, দৈবাৎ। ৪৬ পৃঃ অম্বুজ—পদ্ম। ৪৮ পৃঃ চিরপ্রোত—দীর্ঘকাল ধরিয়া অন্তরে বিদ্ধ। ৫১ পৃঃ পুরন্দরের—ইন্দ্রের। ৫৩ পৃঃ কমলযোনিকে—ব্রহ্মাকে।

পঞ্চম অধ্যায়। ৫৬ পৃঃ কেদারের—ক্ষেত্রের। ১২ পৃঃ ব্যালকুলসমাকীর্ণ—হিংস্রজন্তুগণে পূর্ণ। ৬৩ পৃঃ মনোজব—চিন্তার মত বেগবান্। ৬৫ পৃঃ পরিঘ—লৌহমুখ মুদ্গর। ৬৮ পৃঃ অবাঙ্মুখ—অধোবদন। ৬৯ পৃঃ নিরালম্ব—নিরাশ্রয়; বিটপিমণ্ডলী—বৃক্ষশ্রেণী। ৭১ পৃঃ মরীচি—কিরণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৭৭ পৃঃ ভাবিনি—সুন্দরি নারি, কামিনি। ৮০ পৃঃ অভিরূপ—প্রিয়, সুযোগ্য। সীমা—নিয়ম। ৮৫ পৃঃ অদ্বৈত—অদ্বিতীয়। ৮৬ পৃঃ নির্ম্মোক—সাপের খোলস। ৮৭ পৃঃ যোগক্ষেমকর—অভ্যুদয়জনক, মঙ্গলকারক। ৮৯ পৃঃ দৈবনির্ব্বন্ধ—ঈশ্বরের প্রেরণা, দেবতার বিধান। ৯১ পৃঃ সামান্য—সাধারণ। ৯২ পৃঃ বর্ণসংকর—অসবর্ণ বিবাহ দ্বারা জাতিগত ক্রমভঙ্গ বা ব্যতিক্রম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়। ৯৬ পৃঃ করিবৃংহিত—হাতীর ডাক; অশ্বহ্রেষিত—ঘোড়ার ডাক ৯৮ পৃঃ শ্বাপদ—হিংস্রজন্তু; পুণ্যতোয়া—পবিত্রজলযুক্তা। ৯৯ পৃঃ অলিগণ—ভ্রমরেরা। সামগাতা—সামবেদের মন্ত্রগায়ক। পাবনসংহিতা—পবিত্রকারক বেদমন্ত্র; একনিষ্ঠ—একাগ্রচিত্ত, সমাহিতচিত্ত। ১০১ পৃঃ স্বরঙ্গনা—স্বর্গের সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী; সাধ্য—দ্বাদশ গণদেবতাবিশেষ। ১০৩ পৃঃ গান্ধর্ব্ব বিবাহ—"পৃথক্ পৃথগ্ বা মিশ্রৌ বা বিবাহৌ পূর্ব্বচোদিতৌ। গান্ধর্ব্বো রাক্ষশ্চৈব ধর্ম্ম্যৌ ক্ষত্রস্য তৌ স্মৃতৌ॥" মনু ৩। ২৬॥

অর্থাৎ শাস্ত্রমতে প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পৈশাচ এই পাঁচপ্রকার বিবাহের মধ্যে প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব ও রাক্ষস এই তিনপ্রকার বিবাহ ধর্ম্মজনক, পৈশাচ ও আসুর বিবাহ অধর্ম্মজনক এই দুই বিবাহ কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব কথিত গান্ধর্ব্ব ও রাক্ষস বিবাহ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সম্পাদিত হউক, অথবা মিশ্রভাবেই হউক ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উভয়ই ধর্ম্মজনক। স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর অনুরাগ আছে অথচ বিবাহ যুদ্ধলব্ধ হইলে তাহাকে মিশ্র অর্থাৎ গান্ধর্ব-রাক্ষস বলে। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ কেবলমাত্র গান্ধর্ব; বিচিত্রবীর্য্য এবং অম্বিকা ও অম্বালিকার বিবাহ কেবলমাত্র রাক্ষস এবং অর্জ্জুন ও সুভদ্রার বিবাহকে মিশ্র অর্থাৎ গান্ধর্ব-রাক্ষস বলা যায়।

১০৭ পৃঃ অশনি—বজ্র। ১০৮ পৃঃ আত্মাপহারী—জ্ঞানপাপী। ১১০ পৃঃ অবতংস—অলঙ্কার। গার্হপত্য অগ্নি—গৃহীর পুরুষপরম্পরা রক্ষিত ত্রিবিধ অগ্নির (দক্ষিণ, গার্হপত্য, আহবনীয়) অন্যতম, এই অগ্নি হইতে যজ্ঞার্থ অগ্নি উৎপাদন করা হয়। ১১১ পৃঃ স্বৈরিণী—স্বেচ্ছাচারিণী, ব্যভিচারিণী। নির্ম্মাল্য—দেবনিবেদিত পুষ্পাদি (নিবেদনের পূর্ব্বে নৈবেদ্য; নিবেদনের পরে নির্ম্মাল্য); প্রস্থ—পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমতলভূমি, গিরিতট; পুংশ্চলী—ভ্রষ্টা স্ত্রী।

অষ্টম অধ্যায়। ১১৬ পৃঃ সার্ব্বভৌম—সম্রাট্। ১১৭ পৃঃ ক্ষেত্রজ পুত্র—বিবাহসংস্কারে সংস্কৃত সবর্ণা পত্নীতে স্বয়মুৎপাদিত পুত্রকে ঔরসপুত্র বলে। ঔরসই মুখ্যপুত্র। অপুত্র মৃত ব্যক্তির, নপুংসকের অথবা প্রসববিরোধিব্যাধিগ্রস্তের পত্নীতে ধর্ম্মতঃ নিযুক্ত হইয়া যে দেবরাদি সপিণ্ড দ্বারা সন্তানোৎপাদন হয় ঐ সন্তানকে ক্ষেত্রজ সন্তান বলে। মনু ৯।১৬৭

শ্রাদ্ধাদি লোপ না হয়, এজন্য ক্ষেত্রজাদি পুত্রকে মনীষীরা পুত্র বলেন। অপুত্রক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যুর পর বংশলোপ হওয়ায় অম্বিকা ও অম্বালিকা এই দুই কাশীরাজের কন্যা যাঁহারা বিচিত্রবীর্য্যের পত্নী তাঁহাদের গর্ভে দেবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দ্বারা ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এই দুই ক্ষেত্রজ পুত্রোৎপাদন করাইয়া যে বংশ রক্ষাপূর্ব্বক রাজকার্য্য চালান হইয়াছিল তাহা শাস্ত্রসম্মতই হইয়াছিল।

নবম অধ্যায়। ১১৮ পৃঃ চেদি—নর্ম্মদানদীর তীরস্থ প্রদেশ। দশার্ণ ও চেদি একই প্রদেশ। মালবের পূর্ব্বাংশ রাজ্য। রাজধানী বিদিশা (আধুনিক ভিল্‌সা)। ১২০ পৃঃ সৌম্য—সাধো। তুণ্ড—ঠোঁট। ১২১ পৃঃ শুল্ক—মাসুল, মূল্য; আত্মতত্ত্ব—জীবাত্মা ও পরমাত্মবিষয়ক স্বরূপ জ্ঞান। ১২২ পৃঃ অপৌরুষেয়—যাহা মানুষের রচিত নহে, দিব্য উপায়ে প্রকটিত। ১২৩ পৃঃ ত্রিপথগে—গঙ্গে। ১২৪ পৃঃ পদ্মযোনি—ব্রহ্মা। ১২৫ পৃঃ অনবদ্য—অনিন্দনীয়। ১২৬ পৃঃ সস্মিত—সহাস্য; উপচার—সেবাদ্রব্য। ১২৭ পৃঃ মহাপাতক—গুরুতর পাপ। ১২৮ পৃঃ চক্রবর্ত্তীর—সম্রাটের। ১২৯ পৃঃ জিঘাংসা—হত্যা করিবার ইচ্ছা; ক্রিয়াকল্প—যথাশাস্ত্র ধর্ম্মানুষ্ঠান। ১৩০ পৃঃ সংবৃতাঙ্গী—বস্ত্রদ্বারা সম্যগ্‌রূপে আচ্ছাদিতগাত্র। ১৩২ পৃঃ অগ্নিহোত্র—সাগ্নিকের দৈনিক হোম-কার্য্য। ত্রয়ী—ঋক্‌, যজুঃ, সাম এই তিন বেদ। ১৪১ পৃঃ অসিত—কৃষ্ণ। ১৪২ পৃঃ অনুবন্ধ—ফল (শুভ বা অশুভ), অনুকূল বা প্রতিকূল। ১৪৩ পৃঃ সপর্য্যা—পূজা। ১৪৪ পৃঃ শ্মশ্রু—গোঁফদাড়ী; অতীন্দ্রিয়—অপ্রত্যক্ষ. ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত। ১৪৬ পৃঃ স্তেয়ধন—চোরিত সম্পত্তি। ১৪৭ পৃঃ ধর্ম্মরাজকে—যমকে।

দশম অধ্যায়—১৪৮পৃঃ হর্ম্ম্য—অট্টালিকা; অমরাবতী—ইন্দ্রনগরী; বাপী—দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী। আরাম—উপবন, বাগান। ১৪৯পৃঃ অসি বর্ম্ম—খড়্গ ও ঢাল। ১৫০পৃঃ সান্দ্র—নিবিড়, ঘন। ১৫২পৃঃ অম্বরতলে—আকাশে। ১৫৩পৃঃ পৃথুলোচনা—বিশালনেত্রা। ১৫৫পৃঃ আমন্ত্রণপূর্ব্বক—অভিনন্দন করিয়া। দশার্ণ—মালব রাজ্যের বা মালওয়ার পূর্ব্বাংশ; ইহার রাজধানী বিদিশা বর্ত্তমান ভিল্‌সা; সুহ্ম—পাটলিপুত্র (বর্ত্তমান পাটনার অনতিদূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ নগর); অজিন—মৃগচর্ম্ম, রঙ্কু মৃগরোমজাত বস্ত্রাদি। ১৫৭পৃঃ অস্ত্র-কোবিদ—অস্ত্র পরিচালনায় সুদক্ষ। ১৫৮পৃঃ গোমায়ু—শৃগাল। ১৬৪পৃঃ ভূমানন্দ—অনন্ত পরমেশ্বরের ধ্যানজনিত আনন্দ। ১৬৮পৃঃ পুংসবন-হোম—যে হোম-করিলে পুত্র জন্মগ্রহণ করে। ১৬৯পৃঃ প্রাচ্য—পূর্ব্বদেশ; উদীচ্য—উত্তরদেশ; প্রতীচ্য—পশ্চিমদেশ। ১৭৫পৃঃ ত্রিদশাধিপতি—ইন্দ্র; অজর্য্য—অপরাভবনীয়। ১৭৯পৃঃ দিব্যাম্বর—অতিসুন্দর সূক্ষ্ম বস্ত্র; কহ্লার—শ্বেতপদ্ম; সুষমা—শোভা; রাজীবলোচনা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্মনয়না ; দৈবনির্ব্বন্ধ—অদৃষ্টের নিপীড়ন। ১৮০পৃঃ পরিবেদন বাক্য—অতিব্যথাজনক উক্তি ; মন্মথের—কন্দর্পের, কামদেবের। ১৮১পৃঃ নিরয়গামী—নরকগামী। ১৮২পৃঃ দায়াদগণ—পুত্র ও জ্ঞাতিবর্গ। ১৮৪পৃঃ আজ্য—ঘৃত। ১৮৫পৃঃ উদকক্রিয়া—জলদ্বারা প্রেততর্পণ ; ঔর্দ্ধদৈহিক ক্রিয়া—প্রেতকৃত্য। ১৮৬পৃ, স্নুষা—পুত্রবধূ।

একাদশ অধ্যায়—১৮৭পৃঃ তপোন্তরায়ভূত—তপস্যার ব্যাঘাতস্বরূপ ; শরস্তম্ব —শরের গুচ্ছ ; যদৃচ্ছাক্রমে—স্বেচ্ছানুক্রমে, হঠাৎ। ১৮৯পৃঃ বিগতকল্মষ—নিষ্পাপ। ১৯০পৃঃ মহার্হ—অতিমূল্যবান্ ; সংহাররহস্য—প্রত্যাকর্ষণবিষয়ক গোপনীয় তত্ত্ব। প্রত্যুত—পক্ষান্তরে। ১৯১পৃঃ শ্রোত্রিয়—বেদজ্ঞ। ১৯২পৃঃ সৌধকারগণ—যে সব মিস্ত্রী-বাড়ী চুণকাম করে। ১৯৩পৃঃ কচ্ছ—জলপ্রান্তস্থিত ; কালকূট—অতিতীব্র বিষ। ১৯৫পৃঃ ঈষীকা—কুশ তৃণ। ১৯৯পৃঃ অঙ্গুলিত্র—অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম্ম, দস্তানা। বদ্ধপরিকর—বদ্ধকটিবন্ধ। ২০০পৃঃ কফোণি—কনুই ; মণিবন্ধ—হাতের কব্জা। অঙ্গুলিত্রাণ—দস্তানা। ২১১পৃঃ কৃতকৌতুকমঙ্গল—যিনি বিধিপূর্ব্বক হস্তসূত্র রূপ মঙ্গল ধারণ করিয়াছেন। বৈদূর্য্যসিকতাময়—যাহার বালুকাগুলি বৈদূর্য্যমণি। মণিকাঞ্চনাঢ্য—বহুমূল্য রত্ন ও সুবর্ণে পূর্ণ ২১৩পৃঃ পর্য্যায়—পালা। ২১৪পৃঃ পয়োধর—স্ত্রীস্তন ; পীন—স্থূল, পুষ্ট। ২১৬পৃ, অবন্ধুর —সমতল। ২১৯পৃঃ তোরণরাজি—বহির্দ্বারগুলি, গেটগুলি ; সৌধাবলী—রাজগৃহগুলি মাল্যদাম—ফুলের মালা। ২২১পৃঃ কার্ম্মুক—ধনুক। জ্যা—ধনুকের ছিলা। ২২২পৃঃ সামর্ষ হাস্যে—হাসিলেন বটে কিন্তু স্বাভিলাষ-প্রতিঘাতে ক্রুদ্ধ হইলেন ; উদায়ুধ—উদ্যত অস্ত্র। ২২৩পৃঃ বিধুনন—কম্পন ; সূত—স্তুতি-পাঠক ; মাগধ—ভাট। ২২৫পৃঃ রাধেয়—কর্ণ। ২২৮পৃঃ স্কন্ধাবার—রাজকীয় পটমণ্ডপ, শিবির। ২৩৭পৃঃ আয়ুধাগার—অস্ত্রশালা। ২৩৯পৃঃ অভিষেকার্থ—স্নানের জন্য। ২৪১পৃঃ আশ্লেষণপূর্ব্বক—আলিঙ্গন করিয়া। ২৪৩পৃঃ বৃষ্ণিবংশাবতংস—বৃষ্ণিবংশের অলঙ্কারস্বরূপ। ২৪৫পৃঃ ইতিকর্ত্তব্যতা—"কি করা বিধেয়" ইহা। ২৪৬পৃঃ মৃগয়াব্যপদেশে—মৃগয়ার ছলে। ২৪৭ পৃঃ পাংশুল—পাপিষ্ঠ ; অর্থভূয়িষ্ঠ—অতিসঙ্গত। ২৫০পৃঃ আগম—বেদাদি শাস্ত্র। তপ্তকাঞ্চনসন্নিভ—তপ্ত-কাঞ্চন—অগ্নিদ্বারা বিশোধিত সুবর্ণ, তৎসদৃশ ; তরুণারুণসঙ্কাশ—নবোদিত সূর্য্যের মত রক্তবর্ণ ; পিঙ্গলোজ্জ্বল শ্মশ্রু—যাঁহার গোফ দাড়ি নীল-পীত মিশ্র বর্ণের। চীর—বল্কল। ২৫৩পৃঃ পুরন্দর—ইন্দ্র। ২৫৭পৃঃ শুক্তি—ঝিনুক ; আয়ুধ—অস্ত্র ; শিলাপট্ট—প্রস্তর-ফলক। ২৫৮পৃঃ কিশলয়—নবপল্লব ; সতীর্থ্য—সমকালে একগুরুর শিষ্য। ২৫৯পৃঃ সন্ধিবিগ্রহকালকুশলতায়—কোন্ সময়ে সন্ধি কোন্ সময়ে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ইহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ণয়বিষয়ে দক্ষতায়। ২৬২পৃঃ সার্ব্বভৌমোচিত—সম্রাট্‌ হইতে হইলে যাহা কর্ত্তব্য।

২৬৫পৃঃ বিধুরা—কাতরা। পতি-হন্তাকে—স্বামী কংসের ঘাতক শ্রীকৃষ্ণকে। ২৭০পৃঃ স্নাতক—ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহাস্থাশ্রমে আসিবার পূর্ব্বে কৃতস্নান। ২৭১পৃঃ নিয়মস্থ—ধৃতব্রত। ২৭২পৃঃ ব্যূহ—সৈন্যবিন্যাস, সৈন্যসমূহ। ২৭৫পৃঃ কোদণ্ড—ধনুক। ২৭৭পৃঃ বিপ্রসাৎ করিতে—সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে। ২৭৯পৃঃ আরোহণ ও অবরোহণ—উপরে ওঠা নীচে নামা। ২৮০পৃঃ উপায়ন—উপঢৌকন। ২৮২পৃঃ কণ্ডূতি—চুলকণা; বালিশ্য—মূর্খতা। ২৮৩পৃঃ অট্টাট্ট—ঔদ্ধত্য বা অবজ্ঞাপ্রকাশক। ২৮৪পৃঃ অরাতিনিসূদন—শত্রুবিনাশক; শার্ঙ্গ—বিষ্ণুর ধনুক।

ত্রয়োদশ অধ্যায়—২৮৭পৃঃ অক্ষক্রীড়ায়—পাশা খেলায়। ২৮৯পৃঃ দুরোদর-মুখে—পাশাখেলার পণে। ২৯০পৃঃ কুন্তল-কলাপ—কেশসমূহ; অবভৃথ-স্নান—যজ্ঞান্ত-স্নান। বাতবেগান্দোলিত কদলী পত্রের—বায়ুদ্বারা চালিত কলাপাতা যেরূপ কাঁপিতে থাকে সেইরূপ; মর্ম্মন্তুদ—দেহের মর্ম্মের অর্থাৎ জীবনস্থানের পীড়ক। প্রকীর্ণকেশা—যাঁহার খোঁপা খুলে চুল এলোমেলো হয়েছে। ২৯৩পৃঃ অভব্য—অসাধু। পুণ্যশ্লোকা—পুণ্য-কীর্ত্তি, যাঁহার নাম-কীর্ত্তনে আত্মা পবিত্র হয়। ২৯৪পৃঃ বিশ্বভাবন—বিশ্বের কর্ত্তা, বিষ্ণো। পরিভূতাম—অনাদৃতা, তিরস্কৃতা। কৌরবার্ণবমগ্নাম্—কৌরবরূপ সমুদ্রে নিমগ্না। প্রপন্নাম্—শরণাগতা। অবসীদতীম—বিষণ্ণা। ভামিনী—কোপবতী নারী। গহ্বরিতঃ—অত্যন্ত করুণাবশতঃ গদ্গদকণ্ঠ। অভ্যাগত—অভিগমন করিয়াছিলেন। বিক্রোশতি—চীৎকার করিয়া রোদন করিতেছেন। যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদী। ধর্ম্মোহন্তরিত—ধর্ম্ম-ই বস্ত্র-রূপ ধারণ করিলেন; সহাবৃণোৎ—সমস্ত অঙ্গ উত্তমরূপে আবৃত করিলেন; বিশাম্পতে—রাজন্ (ইহা মহাভারতবক্তা বৈশম্পায়নকর্তৃক জনমেজয়কে সম্বোধন); প্রাদুরাসীৎ—প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। অনেকশঃ—নানাবিধ। ২৯৫পৃঃ অবগুণ্ঠিতমুখী—আচ্ছাদিত-বদনা। ২৯৭পৃঃ নন্দিনি—বৎসে। ৩০৩পৃঃ গতাসু—মৃত। ৩০৪পৃঃ ঊর্দ্ধ দেহিক ক্রিয়াকলাপ—প্রেতকৃত্য সমস্ত। ৩০৫পৃঃ উপকীচকগণকে—কীচকের বন্ধুবান্ধবগণকে; বনস্পতি—অশ্বত্থাদি বৃহৎ বৃক্ষ। ৩১১পৃঃ পার্ষ্ণি—সৈন্যের পশ্চাৎ ভাগ। ৩১৫পৃঃ বিপর্যস্ত—ওলট্‌ পালট্‌, উল্‌টে পাল্‌টে, রুচির—মনোহর। ৩১৭পৃঃ আততায়ী—বধোদ্যত। ৩১৮পৃঃ দীনার—স্বর্ণমুদ্রা; বৈদূর্যমণি—বিদুর পর্ব্বতে উৎপন্ন মণিবিশেষ। ৩১৯পৃঃ বহুপত্রসনাথ—বহুপত্রে আচ্ছাদিত [যুক্ত]; অবরোপিত কর—নামাও।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi